বাইবেল

পড়ে বুঝুন

বাইবেল পড়ে বুঝুন

UNDERSTANDING THE BIBLE

লেখক ঃ

ডরথী এল, জনস্

অনুবাদে ঃ

ষ্টিফেন পি, ঢালী

ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইন্‌স্টিটিউট

৪০১/১ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা

বাংলাদেশ।

প্রকাশনায় ঃ

ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইন্‌স্টিটিউট
৪০১/১ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-২
বাংলাদেশ।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
ছাপা ১০০০ কপি
১৯৮৩ ইং

© 1982 All Rights Reserved
International Correspondence Institute
Brussels, Belgium
D/1982/2145/9

মুদ্রণে ঃ

এ্যাসেমব্লী প্রেস
৪০১/১ নিউ ইস্কাটন রোড,
ঢাকা-২

C5 2321 - BN

সূচীপত্র

ভূমিকা ৫

প্রথম খণ্ড ঃ বাইবেল পড়ে বুঝবার উপায়

পাঠ

১। আসুন বাইবেল খুলি ১২

২। অধ্যয়নের শুরুতে ৩৬

৩। অর্থ ব্যাখ্যার মূল নীতিগুলি ৬০

৪। শাস্ত্র ব্যাখ্যায় আলংকারিক বা রূপক ভাষার ব্যবহার ৮২

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ বই হিসাবে অধ্যয়ন-হবক্কূক

৫। রচনা ঃ রচনার অংশগুলি চিনতে পারা ১০৬

৬। সংযোজন ঃ অংশগুলি যোগ করতে পারা ১৩১

৭। অনুশীলন ঃ পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে পারা ১৫২

তৃতীয় খণ্ড ঃ অধ্যয়নের অন্যান্য পদ্ধতি

৮। জীবনীমূলক অধ্যয়ন ১৮০

৯। বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন ২০৪

১০। ধ্যানমূলক অধ্যয়ন ২৩৮

পরিভাষা ২৬৪

উত্তরমালা ২৬৭

ইণ্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইন্‌ষ্টিটিউট
খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা পাঠ্যক্রম ঃ

এই বইটি ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউটের খ্রীস্টিয় পরিচর্যা পাঠ্যক্রমের ১৮টি বইয়ের মধ্যে একটি। এই পাঠ্যক্রমের অন্যান্য বইগুলির মত এটিও নিজে নিজে অধ্যয়নের জন্য। খ্রীস্টিয় পরিচর্যা পাঠ্যক্রমকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ভাগে ছয়টি করে বই রয়েছে। এই বইটি তৃতীয় ভাগের দুই নম্বর বই।

আপনি কেবল মাত্র নিজের খ্রীস্টিয় জীবনের উন্নতির জন্য বইটি অধ্যয়ন করতে পারেন, অথবা খ্রীস্টিয় পরিচর্যা পাঠ্যক্রমের অন্যান্য কোর্স বা বিষয়গুলির মত একটি কোর্স হিসাবে অধ্যয়ন করে খ্রীস্টিয় সেবা কাজের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন।

খ্রীস্টিয় পরিচর্যা সিরীজের বইগুলি এমনভাবে লেখা হয়েছে যাতে খ্রীস্টিয় কর্মীরা নিজেরাই সেগুলি পড়ে শিখতে পারেন। এই পাঠ্য বিষয়টি পড়ে শেষ করলে একজন ছাত্র যেমন বাইবেলের জ্ঞান লাভ করবেন, তেমনি ব্যবহারিক জীবনে ও খ্রীস্টিয় পরিচর্যা কাজেও দক্ষ হয়ে উঠবেন। পাঠ্যবিষয়গুলি সব দেশের সব খ্রীস্টিয় কার্যকারীদের জন্যই লেখা।

লক্ষ্য করুন ঃ

এই পাঠ্য বইয়ে দেওয়া প্রাথমিক নির্দেশগুলি ভালভাবে পড়ুন। নির্দেশগুলি মেনে চললে সহজেই আপনি পাঠ্য বিষয়ের মূল লক্ষ্যে পেঁছাতে পারবেন। আর তাহলে ছাত্র রিপোর্ট লিখতে আপনার কোনই অসুবিধা হবেনা।

কোর্স সম্পর্কে সকল চিঠিপত্র নিচের ঠিকানায় পাঠান ঃ

ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট
৪০১/১ নিউ ইস্কাটন রোড
পোস্ট বক্স—৭০০, ঢাকা—২
বাংলাদেশ।

ভূমিকা

'বাইবেল পড়ে বুঝুন' এটি খুবই দরকারী বই। এই বইয়ে আপনি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী বাইবেল অধ্যয়ন করতে শিখবেন। বইটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে আপনি অধ্যয়নের পদ্ধতি, বিশেষ বিশেষ শব্দ ও একটি বিষয়ের সংগে অন্য বিষয়ের সম্পর্কের বিষয় শিখবেন। বাইবেল বিশদ ভাবে অধ্যয়নের জন্য এগুলি খুবই প্রয়োজনীয়। পরবর্তী খণ্ডে সামগ্রিক বা একক ভাবে বই—হিসাবে বাইবেল অধ্যয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই বইয়ের শেষ খণ্ডে বাইবেল অধ্যয়নের অন্যান্য দরকারী পদ্ধতিগুলির বিষয় আলোচিত হয়েছে। সঠিক ভাবে বাইবেল অধ্যয়নের জন্য বইটিতে যথেষ্ট সাহায্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর প্রধান যে উদ্দেশ্য তা হল ছাত্রের আত্মিক উন্নতি সাধন করা, আর এজন্য প্রয়োজনীয় সব বিষয় এতে দেওয়া হয়েছে।

আপনি যদি বাইবেল পড়ে বুঝতে চান তবে কেবল পড়লেই চলবেনা। পড়া ভাল, কিন্তু তাতে বাইবেলের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যকার সম্পর্ক দেখা যায় না। আপনি যখন মনে একটা বিশেষ পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য নিয়ে একটা বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী বাইবেল অধ্যয়ন করবেন, তখন আপনাকে দরকারী বিষয়গুলি লিখে রাখতে হবে। এর ফলে আপনি সহজেই শাস্ত্রের ঐক্য দেখতে পাবেন। সম্পূর্ণ বাইবেলেই এই ঐক্য রয়েছে। এছাড়া এই রকম অধ্যয়ন আপনাকে ঈশ্বরের সতর্কবানীগুলি মনে রাখতে এবং তাঁর আদেশ মেনে চলতে সাহায্য করবে। ধ্যানমূলক বাইবেল অধ্যয়ন করে তাকে জীবনে ব্যবহার করবার ফলেই আসে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা। এইভাবে বাইবেলের ব্যবহার আপনার খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে, আর আত্মিক জীবনকে শক্তিশালী করে তুলবে।

এই বইয়ে যে রকম অধ্যয়ন করতে বলা হয়েছে তা আপনার কাছে কঠিন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কষ্ট করে তা অধ্যয়ন করলে আপনি অনেক বড় পুরস্কার পাবেন। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, পবিত্র আত্মা আপনার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। আপনি তাঁর সাহায্য চাইলে তিনি আপনাকে ফিরিয়ে দেবেন না। তিনি আপনার অধ্যয়নে সাহায্য করবেন। এই কোর্স অধ্যয়নের সময়, প্রচুর পরিমানে ঈশ্বরের বাক্য আপনার অন্তরে এসে বাস করুক এই কামনা করি।

পাঠ্য বিষয়ের বিবরণ ঃ

বাইবেল পড়ে বুঝুন বইটি আপনাকে সুষ্ঠুভাবে ও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বাইবেল অধ্যয়ন করতে সাহায্য করবে। প্রথমে আপনি অধ্যয়নের পদ্ধতিগুলি শিখবেন, পরে প্রশ্ন ও উত্তরদানের মাধ্যমে সেগুলিকে বাইবেল অধ্যয়নের জন্য ব্যবহার করবেন। এই বইয়ে যে সব উত্তর দেওয়া হয়েছে, সেগুলির বেশীর ভাগই কেবল মাত্র সাহায্যের মত যা আপনাকে আপনার নিজের উত্তরে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। এই বইয়ে অধ্যয়ন পদ্ধতিগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পর্যবেক্ষণ ও অর্থ ব্যাখ্যার জন্য এই পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করলে আপনার পক্ষে বাইবেল পড়ে বুঝতে খুবই সুবিধা হবে। তাছাড়া, এর ফলে এই কোর্সের প্রধান উদ্দেশ্যটিও পূর্ণ হবে। সেই উদ্দেশ্য হোল আপনি যেন বাইবেলের সত্যকে নিজের জীবনে খাটাতে পারেন এবং অন্যদের ও বলতে পারেন।

পাঠ্য বিষয়ের লক্ষ্য ঃ

এই কোর্স শেষ করলে পর আপনি--

১। বাইবেলের অর্থ খুঁজে বের করবার মূলনীতিগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।

২। এই কোর্সে বাইবেল অধ্যয়নের যে চারটি পদ্ধতির বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সেগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।

৩। অর্থ খুঁজে বের করবার মূলনীতিগুলি এবং বাইবেল অধ্যয়নের চারটি পদ্ধতি ব্যবহার করে নিজেই বাইবেল অধ্যয়ন করতে পারবেন।

৪। বাইবেল অধ্যয়নের সময় প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে বের করতে পারবেন।

৫। খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস ও খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের সব কিছুই বাইবেলের ভিত্তিতে হবে,—এই বিষয়টি বুঝে, তা মেনে চলতে পারবেন।

৬। ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নে এবং তা অন্যদের কাছে বলার জন্য পবিত্র আত্মার সাহায্য দরকার,--এ বিষয়টি বুঝতে পারবেন।

৭। আরো সাহসের সংগে অন্যদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য বলতে পারবেন।

পাঠ্য বই ঃ

এই কোর্সের জন্য আপনার পাঠ্য বই হোল **"বাইবেল পড়ে বুঝুন"**। এই বইটি লিখেছেন ডরথী জোনস্। এটি নিজে নিজে পড়ে শিখবার মত করে লেখা হয়েছে। আপনি এটি পাঠ্য বই হিসাবে, আবার সাহায্যকারী বই হিসাবেও ব্যবহার করতে পারেন। এর সাথে পড়ার জন্য দরকার, বাইবেলের একটি নতুন অনুবাদ

পড়ার সময় ঃ

প্রত্যেকটি পাঠের জন্য ঠিক কত সময় লাগবে, তা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন ঃ পড়া আরম্ভ করার আগে পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান ও পড়ার দক্ষতা। তাছাড়া, নিজে নিজে অধ্যয়নের নীতিগুলি কতটুকু মেনে চলেন, এবং এর ব্যবহারে আপনি কিরূপ দক্ষ, তার উপরও সময়ের পরিমান নির্ভর করে। তাই এমনভাবে পড়ার সময় ঠিক করবেন যাতে লেখকের দেওয়া লক্ষ্যগুলি এবং আপনার নিজের ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলি অর্জন করবার জন্য যথেষ্ট সময় পান।

পাঠের বিভাগ ঃ

এই কোর্সের পাঠগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

বিভাগ	বিভাগের নাম	পাঠের সংখ্যা
১	বাইবেল পড়ে বুঝবার উপায়	১-৪
২	বই হিসাবে অধ্যয়ন ঃ হবকুক	৫-৭
৩	অধ্যয়নের অন্যান্য পদ্ধতি	৮-১০

প্রতিটি পাঠ কিভাবে সাজান হয়েছে এবং কিভাবে পড়তে হবে ঃ

প্রতিটি পাঠে আছে ঃ (১) পাঠের নাম (২) পাঠের খসড়া (৩) পাঠের লক্ষ্য (৪) আপনার জন্য কিছু কাজ (৫) মূল শব্দাবলী (৬) পাঠের বিস্তারিত বিবরণ (যার মধ্যে আছে পাঠ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন) (৭) পরীক্ষা (পাঠের শেষে) (৮) বইয়ের শেষ ভাগে পরীক্ষার উত্তরমালা।

পাঠের খসড়া এবং পাঠের লক্ষ্যগুলি আপনাকে পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা দেবে। পড়ার সময় সবচেয়ে দরকারী বিষয়গুলির উপরও এগুলি আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করবে ও আপনাকে আর কি কি শিখতে হবে তা বলে দেবে।

এই কোর্সে পাঠের বিস্তারিত বিবরণ এমনভাবে লেখা হয়েছে, যার ফলে পাঠ্য বিষয় সহজ ও ভালভাবে অধ্যয়ন করা যায়। যখনই একটু সময় পাবেন তখনই পাঠের একটা অংশ অধ্যয়ন করতে পারবেন। একবারে একটা সম্পূর্ণ পাঠ অধ্যয়ন করতে পারার মত সময় কখন পাবেন, সেজন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে না। এতে আপনার সময়ের সদ্ব্যবহার হবে। আপনি যেন পাঠের লক্ষ্যগুলিতে পৌছাতে পারেন সেজন্যই বিভিন্ন ব্যাখ্যা, প্রশ্ন ও উত্তর ইত্যাদি, দেওয়া হয়েছে।

পাঠের মধ্যকার কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর এই বইতেই লিখতে পারবেন। কিন্তু কোন কোন প্রশ্নের উত্তর লিখবার জন্য একটা আলাদা নোট খাতা দরকার হবে। নোট খাতায় উত্তর লিখবার সময় পাঠের নম্বর ও পাঠের নাম লিখতে ভুলবেন না। পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী পরপর লিখবেন, তাতে ছাত্র রিপোর্ট তৈরীর সময় সাহায্য হবে।

বইয়ের উত্তর আগে দেখবেন না। প্রথমে নিজের উত্তর লিখুন। তারপর বইয়ের উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। এইভাবে পড়ার বিষয়গুলি আরো ভালভাবে মনে রাখতে পারবেন। যে প্রশ্নের উত্তর ভুল লিখেছেন, সেটি নোট খাতায় দাগিয়ে রাখুন, এবং ঠিক উত্তরটি লিখুন।

এই প্রশ্নগুলি খুবই দরকারী। এগুলি আপনার জ্ঞান বাড়াবে এবং আপনার খ্রীষ্টিয় সেবা কাজেও সাহায্য দেবে। এছাড়া, প্রতি পাঠে যেসব কাজ করতে বলা হয়েছে সেগুলি বইএর শিক্ষাকে নিজের জীবনে খাটাতে সাহায্য করবে।

কিভাবে পড়বেন ঃ

আপনি যদি নিজে নিজে এই কোর্সটি পড়তে চান, তাহলে ডাকযোগে আপনার সমস্ত কাজ করতে পারেন। এই কোর্স এমনভাবে তৈরী

করা হয়েছে যেন আপনি নিজেই পড়তে পারেন। তবুও অনেকে মিলে, দলগতভাবে অথবা ক্লাসে যোগ দিয়েও আপনি পড়তে পারেন। আপনি যদি দলগতভাবে, অথবা ক্লাশে যোগ দিয়ে পড়েন তবে আপনার শিক্ষক আপনাকে এই বইয়ের শিক্ষা ছাড়াও অতিরিক্ত আরো কিছু নির্দেশ দিতে পারবেন, যেগুলি আপনাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

পারিবারিক বাইবেল পাঠের দলে, মণ্ডলীর বাইবেল ক্লাশে অথবা কোন বাইবেল স্কুলের জন্য আপনি এই কোর্সটি ব্যবহার করতে চাইতে পারেন। আপনি দেখবেন, আমাদের কোর্সটি এজন্য অত্যন্ত উপযোগী। কোর্সটি ছাত্র-শিক্ষক সকলের জন্যই সমান ভাবে উপকারী।

ছাত্র রিপোর্ট ঃ

আপনি যদি নিজে নিজে এই কোস পড়েন, তবে বইয়ের সাথে একটা খামের মধ্যে ছাত্র-রিপোর্ট ফরম পাবেন। যদি দলীয়ভাবে, অথবা ক্লাশে যোগ দিয়ে পড়েন, তাহলেও এই রকম একটা খাম পাবেন। পাঠ্য বই এবং ছাত্র-রিপোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আপনাকে ঐ ফরম পূরণ করতে হবে। প্রতিটি ছাত্র-রিপোর্ট পূরণ করে সংশোধন ও মতামতের জন্য শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

প্রত্যায়ন পত্র (সার্টিফিকেট) ঃ

সাফল্যের সাথে এই কোর্স শেষ করলে পর শিক্ষক কর্তৃক আপনার ছাত্র-বিবরণীগুলির উপযুক্ত মান নির্ণয়ের ভিত্তিতে আপনি একটি সার্টিফিকেট বা প্রত্যায়ন পত্র পাবেন।

এই কোর্সের লেখিকা ঃ

এই কোর্সের লেখিকা ডরথী জোনস্ নিউ ইয়র্ক ও মিসৌরীর বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকার স্প্রীং ফিল্ডের একটি পাবলিক স্কুল এবং সেই সাথে সেন্ট্রাল বাইবেল কলেজে শিক্ষিকার কাজে নিয়োজিত আছেন।

তিনি প্রথমে সংগীত বিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন, তারপর শিক্ষা-বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নেন। এর পর তিনি বাইবেল কলেজে পড়শুনা করেন। তিনি বিভিন্ন শিক্ষামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন ও ইস্রায়েল দেশে একটি প্রত্নতাত্তিক খনন কাজেও অংশগ্রহণ করেছেন।

মিসেস জোনস্ সেন্ট্রাল বাইবেল কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক ও এ্যাকাডেমিক ডীন ডক্টর ডোনাল্ড এফ, জোনস্ এর স্ত্রী। ডক্টর জোনসের শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই এই কোর্সটি তৈরী করা হয়েছে।

আপনার শিক্ষক ঃ

আপনার শিক্ষক আপনাকে সাহায্য করতে পারলে সুখী হবেন। কোর্স অথবা ছাত্র-রিপোর্ট সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকলে তাকে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কয়েকজন মিলে এক সাথে এই কোর্স পড়তে চান তবে, তাকে বলুন যেন দলগতভাবে পড়বার বিশেষ ব্যবস্থা করে দেন। 'বাইবেল পড়ে বুঝুন' কোর্সটি অধ্যয়নের শুরুতেই ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন ও এই বিষয়টি আপনার খ্রীষ্টিয় জীবন ও সেবা কাজকে আরো বাড়িয়ে তুলুক ও খ্রীষ্টের দেহে আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য কাজগুলি আরো উপযুক্তভাবে করতে সাহায্য করুক এই প্রার্থনা করি।

প্রথম খণ্ড

বাইবেল পড়ে বুঝবার উপায়

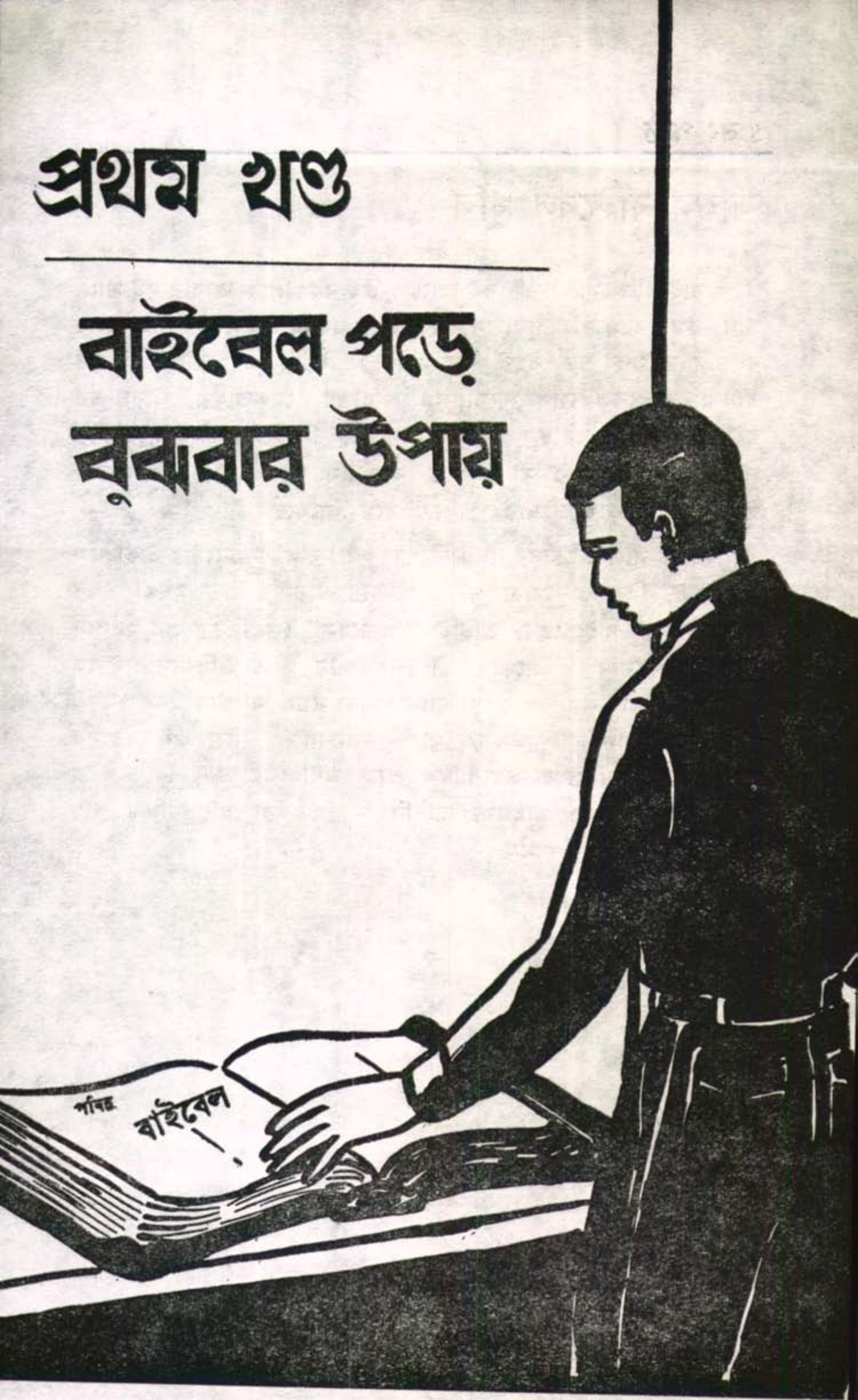

১ নং পাঠ

আসুন বাইবেল খুলি

বাইবেলে মোট ৬৬টি বই আছে। এই বইগুলিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম। বাইবেলের বইগুলি কয়েক শত বছর ধরে লেখা। ইব্রীয় এবং গ্রীক এই দুটি ভাষায় বাইবেল লেখা হয়েছিল। বিভিন্ন লেখকদের দ্বারা এর বইগুলি লিখিত হয়েছে। লেখকরা তাদের নিজেদের কথা লেখেননি। পবিত্র আত্মা তাদের যা লিখতে বলেছেন তা-ই তারা লিখেছেন। তারা পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে লিখেছেন।

পিতর বলেন, "ভাববানী (নবীদের কথা) কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন" (২ পিতর ১ ঃ ২১ পদ পুরানো অনুবাদ)। প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীর পক্ষে প্রতিদিন বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা দ্বারা তার আত্মাকে খাদ্য যোগান প্রয়োজন ও এই জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়ও থাকা দরকার। কিন্তু এই ধরনের শাস্ত্র পাঠ নিয়মিত বা ধারাবাহিক শাস্ত্র অধ্যয়নের স্থান নিতে পারে না। এই কোর্সের সাহায্যে আপনি নিয়মিত বা ধারাবাহিক শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ পাবেন।

পাঠের খসড়া ঃ

পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা

খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের জন্য

জীবনের জন্য

বিশ্বাসের জন্য

সেবার জন্য

ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র লিপি

আত্মিক যোগ্যতার দ্বারা বিচার করতে হবে

অতিপ্রাকৃতিক দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে

প্রত্যাদিষ্ট বাক্যরূপে বিচার করতে হবে

শাস্ত্র ব্যাখ্যায় কতগুলি অত্যাবশ্যকীয় বিধি

ভাষার আক্ষরীক অর্থ

ধারাবাহিক প্রকাশ

শাস্ত্রই শাস্ত্রের অর্থ করে

শাস্ত্রের মৌলিক একতা বা সংহতি

পাঠের একটি মোটামুটি ধারণা

প্রশ্ন উত্তর পদ্ধতি

অর্থ ব্যাখ্যার মূল নীতি

বাইবেল অধ্যয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর—

* আপনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন কিভাবে বাইবেল অধ্যয়ন, অন্যান্য বই অধ্যয়ন থেকে আলাদা।

* আপনি দেখতে পারবেন কিভাবে শব্দের অর্থ, ব্যাখ্যা ও মৌলিক একতা একত্রে বাইবেলের অর্থ বুঝতে সাহায্য করে।
* বাইবেল সম্বন্ধে আরো ভালভাবে বুঝতে পারবেন, এবং এর ফলে আরো ঈশ্বর ভয়শীল ও পবিত্র জীবন যাপনে অভ্যাস করতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজঃ

১। বইয়ের ভূমিকাটি ভাল করে পড়ুন।

২। পাঠের ভূমিকা, পাঠের খসড়া এবং লক্ষ্যগুলি পড়ুন।

৩। মূল শব্দগুলি দেখুন। এখানে আপনার বুঝবার পক্ষে কঠিন শব্দ থাকলে পরিভাষা অংশে সেগুলির অর্থ দেখে নিন।

৪। পাঠের বিস্তারিত বিবরণটি পড়ুন। যে সব বাইবেলের পদ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি দেখুন এবং পড়ুন। পাঠের মধ্যে যে সব প্রশ্ন আছে সেগুলির উত্তর লিখুন। আগে বইয়ের উত্তর না দেখে নিজের উত্তর লিখবার অভ্যাস করুন। তাহলে এই কোর্স পড়ে আপনি অনেক বেশী উপকার পাবেন।

৫। পাঠ শেষ করে পরীক্ষা নিন। আপনার লেখা উত্তরগুলি বইয়ে দেওয়া উত্তরের সাথে মিলিয়ে দেখুন। কোন প্রশ্নের উত্তর ভুল লিখলে সেটি আবার পড়ুন।

মূল শব্দাবলীঃ

প্রত্যেক পাঠের প্রথমে আমরা মূল শব্দাবলীর একটা তালিকা দিয়েছি। এই শব্দগুলির অর্থ বুঝতে পারলে পড়বার সময় সাহায্য পাবেন। বইয়ের শেষে পরিভাষা অংশে মূল শব্দাবলীর অর্থ দেওয়া হয়েছে। কোন শব্দের অর্থ ঠিকমত বুঝতে না পারলে এই অংশটি দেখুন।

পূর্বাপর	আক্ষরীক	প্রত্যাদিষ্ট
অর্থবহ	মনোনিবেশ	আলংকারিক
অধ্যয়ন	প্রতীক	অতিপ্রাকৃতিক
সংহতি	বিষয় ভিত্তিক	

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ

পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তাঃ

লক্ষ্য—১ঃ নিয়মিত বা ধারাবাহিক শাস্ত্র অধ্যয়নের অর্থ কি তা বলতে পারা।

লক্ষ্য—২ঃ বাইবেল পাঠে এমন তিনটি উপায়ের নাম বলতে পারা, যা মানুষকে বদলে দেয়।

বাইবেলের মূল উদ্দেশ্য হোল জীবনকে বদলে দেওয়া। বাইবেল থেকে আপনি যা শিখবেন তা আপনার মনোভাব ও কাজে পরিবর্তন আনবে। কেবল মস্তিস্কের জ্ঞান দেওয়াই পবিত্র আত্মার ইচ্ছা নয়। তাঁর লক্ষ্য হোল, একজন ঈশ্বরের লোককে জ্ঞান-বুদ্ধি দেওয়া এবং আত্মিক ভাবে ভাল কাজ করবার জন্য তাকে প্রস্তুত করে তোলা। তাহলে, বাইবেলের সত্য বুঝবার ব্যাপারে আপনার লক্ষ্য হোল, ঐ সত্যগুলি জীবনে খাটানো। বাইবেল যে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট, এই বিষয়ে এবং এর লক্ষ্যের বিষয়ে সবচেয়ে উপযুক্ত পদটি হোল ২ তীমথিয় ৩ঃ১৬-১৭ পদ। আপনার নিজের বাইবেলে ঐ অংশটি পড়ুন। বাইবেলের লক্ষের সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে, "যাতে ঈশ্বরের লোক উপযুক্ত হয়ে সৎকাজ করবার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হতে পারে।" আপনি যদি ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করেন তবে ঐ বাক্য আপনার অন্তরে এই কাজ করতে পারে। নিয়মিত বা ধারাবাহিক অধ্যয়ন মানে, খুব মন দিয়ে পড়া, বিষয়গুলি সম্বন্ধে খুব ভালভাবে খোঁজ খবর নেওয়া বা অনুসন্ধান করা, ও সেগুলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা। বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে আপনি কয়েকটি মিমাংসায় পৌঁছাবেন এবং কয়েকটি সিদ্ধান্ত ও নেবেন। আর এই সিদ্ধান্তগুলি জীবনে খাটালে আপনার জীবন ধীরে ধীরে আত্মিক নীতিগুলির শক্ত ভিত্ এর উপর গড়ে উঠবে। কেবল সেক্ষেত্রেই আপনার জীবনে ২ তীমথিয় ৩ঃ১৬-১৭ পদ পূর্ণ করতে পারবেন। বাইবেল কোন তিনটি উপায় আমাদের কাজ ও মনোভাবের পরিবর্তন আনে এখন আমরা তাই দেখব।

খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের জন্য ঃ

একমাত্র বাইবেল-ই আপনার জীবনের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে। নিজের জীবন মৃত্যু সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না। তার আচার-ব্যবহার কেবলমাত্র লোভ ও স্বার্থপরতায় ভরা। তার ভাগ্যে আছে কেবল দুঃখ ও হতাশা

ঈশ্বরের বাক্য মানুষের কাছে আলো বহন করে আনে। ঈশ্বরের নিয়ম কানুন মেনে জীবন যাপন করলে তা শান্তি, আনন্দ ও তৃপ্তি দেয়। তীতের বইটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের সুন্দর বর্ণনা আছে

"আমরাও আগে বুদ্ধিহীন ও অবাধ্য ছিলাম, ভুল পথে চলতাম, আর সুখভোগ ও নানা রকম কামনা-বাসনার দাস ছিলাম। আমরা হিংসা ও অন্যের অনিষ্ট করবার চিন্তায় জীবন কাটাতাম। নিজেরা ঘৃণার যোগ্য হলেও আমরা একে অন্যকে ঘৃণা করতাম। কিন্তু যখন আমাদের উদ্ধারকর্তা ঈশ্বরের দয়া ও ভালবাসা প্রকাশিত হোল, তখন তিনি পাপ থেকে আমাদের উদ্ধার করলেন।................পবিত্র আত্মার দ্বারা নূতন জন্ম দান করেও নতুনভাবে সৃষ্টি করে".........(তীত ৩ঃ৩-৫ পদ)।

শাস্ত্র অধ্যয়ন আমাদের জীবন যাপনের পথ বদলে দেবে।

বিশ্বাসের জন্য ঃ

"আমরা যা পাব বলে আশা করে আছি, তা যে পাবই, এই নিশ্চয়তাই হোল বিশ্বাস। আর সেই বিশ্বাসের দ্বারা আমরা নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারি যে, আমরা যা দেখতে পাচ্ছিনা, তা আসলে আছে। বিশ্বাসের জন্যই আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রশংসা পেয়েছিলেন" (ইব্রীয় ১১ঃ১-২ পদ)। ক্ষমার জন্য, পৃথিবীতে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বুঝার জন্য, যীশু খ্রীষ্টে অনন্ত জীবন লাভের জন্য যে বিশ্বাস তা বাইবেলের বাক্য থেকেই আসতে হবে। যীশু বলেছেন, "আমি তোমাদের যে কথাগুলো বলেছি তা আত্মা আর জীবন" (যোহন ৬ঃ৬৩ পদ)। বাইবেল যদি মানুষকে পথ না দেখায় তবে সে

প্রতিমা, প্রাকৃতিক শক্তি, সহায় সম্পত্তি ইত্যাদির পুজা করে। বাইবেল অধ্যয়ন করলে তা আপনাকে একমাত্র জীবিত ঈশ্বরকে দেখিয়ে দেবে, যিনি আপনার বিশ্বাস পাবার যোগ্য, ও আপনার বিশ্বাসের দাবী রাখেন। এছাড়া পবিত্র আত্মা এই অধ্যয়নের দ্বারা আপনার অন্তরে বিশ্বাসের বৃদ্ধি দেবেন ও তা পূর্ণ করে তুলবেন।

সেবার জন্য ঃ

বাইবেল থেকে ঈশ্বর এবং তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাই সব নয়। এই জ্ঞান আমাদের উপর একটি দায়িত্ব দেয়। সেই দায়িত্ব হোল, অন্যদেরও এই জ্ঞান দেওয়া। জগত ঈশ্বরের সত্য জানতে চায়। ঈশ্বরের ইচ্ছা, আমরা যেন বাইবেল থেকে জ্ঞান লাভ করে সেই জ্ঞান অন্যদেরও দেই, আর এইভাবে তাঁর রাজ্য বৃদ্ধি পায়। যীশুও প্রথমে লোকদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তারপর অন্যদের শিক্ষা দেবার জন্য, তাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। লুক ১০ঃ১ পদ থেকে আমরা দেখতে পাই যে তিনি ৭২ জন লোককে তার আগে আগে বিভিন্ন নগরে পঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারা যীশুর কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছিল অন্যদেরও সেই শিক্ষা দিতে পারতো। আমরাও এইভাবে অন্যদের বাইবেলের জ্ঞান দেবো।

১। ২ তীমথিয় ৩ঃ১৬-১৭ পদ পড়ুন। এই পদগুলি থেকে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন

ক) ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রলিপি কি কি কাজে লাগে?

....

....

খ) বিশ্বাসীর জীবনে শাস্ত্রবাক্য যে কাজ করে সেই কাজের মূল লক্ষ্য দুটি কি?

....

....

২। প্রতিটি সত্য উক্তির পাশে টিক চিহ্ন দিন ঃ

ক) অধ্যয়ন করা এবং পড়া একই কাজ।

খ) অধ্যয়নের জন্য সাধারণ পড়ার চাইতে বেশী পরিশ্রম করতে হয়। কারণ এজন্য আপনাকে বিষয়গুলি সম্পর্কে ভালভাবে অনুসন্ধান করতে হবে এবং সেগুলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

গ) ঈশ্বরের ইচ্ছা জানবার জন্য, বিশ্বাসের জন্য এবং ঈশ্বরের সেবার জন্য বাইবেল অধ্যয়ন করতে হবে।

ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রলিপিঃ

লক্ষ্য—৩ঃ প্রত্যাদেশের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারা।

লক্ষ্য—৪ঃ বাইবেল অধ্যয়নে যে তিনটি বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন যা অন্যান্য পুস্তক অধ্যয়নে প্রয়োজন করে না, সেগুলি উল্লেখ করতে পারা।

প্রত্যাদেশ অর্থ, ঈশ্বর সম্পর্কে যে সত্য আমরা জানতামনা বা জানার উপায়ও ছিলনা তা জানবার উপায় করা ও জানানো। এ হোল ঈশ্বরের অসীম সত্যকে মানুষের মনের কাছে প্রকাশ করা। একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী "শাস্ত্র" বলতে কেবলমাত্র বাইবেলকেই বুঝেন। খ্রীষ্টিয়ানরা বিশ্বাস করে যে বাইবেলই ঈশ্বরের একমাত্র প্রত্যাদিষ্ট বাক্য। বাইবেল অধ্যয়নের জন্য প্রথমেই আমাদের এই সত্যটি বুঝা প্রয়োজন। ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বাক্য হওয়ায় বাইবেল অধ্যয়ন, তিন দিক দিয়ে অন্যান্য বই অধ্যয়ন থেকে আলাদা।

আত্মিক যোগ্যতার দ্বারা বিচার করতে হবেঃ

আত্মিক যোগ্যতা বলতে আমরা একটা বিশেষ আত্মিক গুণকে বুঝাই। কেউ যদি নির্ভুলভাবে বাইবেল বুঝতে চায় তবে, এই গুনটি তার থাকতে হবে। ভাষা জানা থাকলে যে কোন বই পড়ে বুঝা যায়। কিন্তু এদিক দিয়ে বাইবেল সম্পূর্ণ আলাদা। বাইবেল শাস্ত্র বুঝবার জন্য বিশেষ আত্মিক জ্ঞান দরকার। যে লোক যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু ও ত্রাণকর্তারূপে বিশ্বাস করে ঈশ্বর তাকে এই জ্ঞান দেন।

১ করিন্থীয় ২ ঃ ১০-১৫ পদ পড়ুন ও ১৪ পদ থেকে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য একটি মাত্র সঠিক উত্তর আছে।

৩। যে লোক পবিত্র আত্মা পায়নি, সে ঈশ্বরের দেওয়া দানগুলি বুঝতে পারে না, কারণ—

ক) সে বুঝার জন্য তেমন চেষ্টা করেনা।

খ) বুঝবার ব্যাপারে তার সত্যিকার ইচ্ছা নাই।

গ) একমাত্র আত্মিক মাপকাঠিতেই সেগুলির বিচার করা যায়।

৪। যে লোক পবিত্র আত্মা পায়নি, সে যখন ঈশ্বরের সত্য বুঝবার চেষ্টা করে তখন তার কাছে তা—

ক) কঠিন হলেও বিশেষ গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করবার মত।

খ) সম্পূর্ণ অর্থহীন :

গ) একটি উজ্জ্বল ও চমকপ্রদ ধারণার মত।

আপনার উত্তর ঠিক হয়েছে কিনা দেখে নিন।

অতিপ্রাকৃতিক দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে ঃ

অতিপ্রাকৃতিক অর্থাৎ এই প্রকৃতি জগতের বাইরের। কোন কিছুকে যদি অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক বলা হয় তবে, বুঝান হয় যে, বিষয়টি আমাদের এই জগতের নয়, অন্য আর এক জগতের যে সব আশ্চর্য্য কাজ বা ঘটনা সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, সেগুলিকে অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা বলা হয়। বাইবেলে যে জীবন্ত ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে, তিনি আশ্চর্য্য কার্য্য সাধনকারী, স্রষ্টা ও সকলের প্রভু।

বাইবেলে আপনি যে সব আশ্চর্য ঘটনার কথা পাবেন সেগুলি রূপ কথার মত মানুষের মনগড়া নয়। বাইবেলের আশ্চর্য্য কাজগুলি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। যে মেঘখণ্ড ইস্রায়েল সন্তানদের পথ দেখিয়ে নিয়েছিল (যাত্রা ৪০ ঃ ৩৬ পদ) সেটি রূপকথার মেঘ নয়। যীশু পাঁচখানা রুটি দিয়ে পাঁচহাজার লোককে খাইয়েছিলেন (মথি ১৪ অধ্যায়)। লোকেরা যে সত্যিকার খাবারই খেয়েছিল ও খেয়ে তৃপ্ত হয়েছিল সে বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ হতে পারেন।

বাইবেলের আশ্চর্য কাজগুলির সাথে যাদু, ভোজবাজি, অথবা মন্ত্রতন্ত্রের কোনই মিল নাই। একটা উপযুক্ত উদ্দেশ্য নিয়েই সেগুলি করা হয়েছে। লোকদের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য অথবা বাহাদুরী কিনবার জন্য সেগুলি করা হয়নি। যীশু সকলের প্রভু, তিনি তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারাই সেগুলি করেছেন। "কারণ আকাশে ও পৃথিবীতে, যা দেখা যায় আর যা দেখা যায়না, সব কিছু তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। সিংহাসন বা রাজ্য হোক, কিংবা রাজা বা শক্তির অধিকারী হোক, সব কিছু তাঁকে দিয়ে তাঁরই জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে" (কলসীয় ১ঃ১৬ পদ)।

৫। (প্রতিটি সত্য উক্তির বা পাশে টিক চিহ্ন দিন।

বাইবেল বুঝবার জন্য শাস্ত্রের অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ—

ক) এগুলি সত্য, না মনগড়া তা বিচার করা দরকার।

খ) এগুলিকে সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মেনে নেওয়া দরকার।

গ) ঈশ্বরই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, সুতরাং, প্রকৃতি জগতের নিয়মকানুনের উর্দ্ধেও তাঁর ক্ষমতা আছে।

প্রত্যাদিষ্ট বাক্যরূপে বিচার করতে হবেঃ

বাইবেল পড়বার ব্যাপারে আমাদের বুঝতে হবে যে অসীম সত্যকে যখন সাধারণ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তখন সেই শব্দগুলি বিশেষ অর্থবহ হয়ে ওঠে। সেই শব্দগুলি তখন আর সাধারণ শব্দ থাকে না, কারণ পবিত্র আত্মা আত্মিক সত্য প্রকাশের জন্য সেই শব্দগুলি ব্যবহার করেন।

যেমন, নূতন নিয়মে সাধারণ "প্রেম" শব্দটি ক্রুশের আলোকে বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরের যে প্রেমের ফলে যীশুকে আমাদের পাপের জন্য মরতে হয়েছিল, তা অতি গভীর প্রেম। প্রেম বলতে সাধারণতঃ যা বুঝায় এ তা নয়। এই জন্যই বাইবেল পড়ায় পবিত্র আত্মার সাহায্য এত প্রয়োজনীয়। পবিত্র আত্মাকে সুযোগ দিন যেন প্রতিটি শব্দের অর্থ আপনার কাছে পরিষ্কার করে তোলেন।

৬। বাইবেল লিখিত হয়েছে

ক) এমন শব্দাবলীর দ্বারা যেগুলি সাধারণ শব্দ নয়।

খ) সাধারণ শব্দাবলীর দ্বারা, কিন্তু সেই শব্দগুলি বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

গ) এমন শব্দাবলীর দ্বারা, যেগুলি মোটেই সরল নয়।

৭। বা পাশের বাক্য গুলির সংগে ডানপাশের বাক্যগুলির মিল দেখান।

… … ক) কেবলমাত্র একজন বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ান ঠিকমত শাস্ত্র বুঝতে পারে। — ১) অতিপ্রাকৃতিকভাবে।

২) আত্মিকভাবে

… … খ) বাইবেলের আশ্চর্য কাজগুলি ঐতিহাসিক সত্য। — ৩) প্রত্যাদিষ্ট বাক্যরূপে।

… … গ) পবিত্র আত্মা বাইবেলের অনেক শব্দকে অর্থবহ করে তুলেছেন।

শাস্ত্র ব্যাখ্যায় কতগুলি অত্যাবশ্যকীয় বিধি

ভাষার আক্ষরিক অর্থ ঃ

লক্ষ- ৫ ঃ ভাষার "আক্ষরিক অর্থ" বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারা।

বাইবেল ভাষার সাধারণ নিয়ম মেনে চলে।

ভাষাকে এর আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করাই নিয়ম। ভাষা, শব্দের সাধারণ অর্থ প্রকাশ করে। এই দিক থেকে পবিত্র শাস্ত্রের শব্দগুলিরও সাধারণ অর্থ আছে। বাইবেল কোন গোপন সাংকেতিক ভাষায় লেখা হয়নি। আগের অংশে আপনি জেনেছেন যে, পবিত্র আত্মা শাস্ত্রের ভাষাকে বিশেষ অর্থবহ করে তোলেন। কিন্তু এর ফলে শব্দগুলির মূল অর্থ বদলে যায় না। মার্ক ৮ ঃ ২৭ পদে আমরা পড়ি যে, যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা কৈসরিয়া ফিলিপি শহরের আশে পাশের গ্রামগুলিতে গিয়েছিলেন। এ থেকে আমরা জানতে পারি যে ঐ অঞ্চলে অনেক গ্রাম ছিল, আর তারা সেই সব গ্রামে গিয়েছিলেন। এটাই শাস্ত্রের আক্ষরিক অর্থ। শাস্ত্র বাক্য সাধারণভাবে যা বলে, এর অর্থও তাই।

এছাড়া, আলংকারিক বা রূপক ভাবেও ভাষার ব্যবহার হতে পারে। আলংকারিক বা রূপক মানে একটা কথার মধ্য দিয়ে অন্য কিছু বুঝান। এটা মনের মধ্যে এমন একটা ছবি ফুটিয়ে তোলে যা আমাদের অন্য একটি বিষয় বুঝতে সাহায্য করে। এ ধরনের আলংকারিক বা রূপক ভাষা ব্যবহার করা মোটেই ভুল নয়। যোহন ৭ ঃ ৩৮ পদে এর দৃষ্টান্ত আছে। এই পদে যীশু বলেন "যে আমার উপর বিশ্বাস করে, পবিত্র শাস্ত্রের কথামত তার অন্তর থেকে জীবন্ত জলের নদী বইতে থাকবে।" আলংকারিক বা রূপক ভাষার ব্যবহার অর্থাৎ, যে বিষয়টি বলা হবে তার সাথে তুলনীয় কোন একটি জিনিষের মধ্য দিয়ে সেটি ব্যাখ্য করা। যীশু এখানে একজন লোকের ছবি দিয়েছেন যার অন্তর থেকে জীবন্ত জলের নদী বইছে। যে কোন একজন লোক সহজেই বুঝতে পারবে যে এখানে ভাষা ভিন্ন পথে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ বুঝতে যেন অসুবিধা না হয় সেই জন্যই যোহন একটু ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। "যীশুর উপর বিশ্বাস করে যারা পবিত্র আত্মাকে পাবে সেই পবিত্র আত্মার বিষয়ে যীশু এই কথা বলেন" (যোহন ৭ ঃ ৩৯ পদ)। তৃতীয় ও চতুর্থ পাঠে আক্ষরিক ও আলংকারিক ভাষার বিষয় আরো ভাল ভাবে আলোচনা করা হবে। কিন্তু আমরা ভাষাকে সাধারণতঃ যে অর্থে বুঝি বাইবেলের ভাষাকেও সাধারণভাবে সেই একই অর্থে নেওয়া উচিৎ। সত্যকে গোপন করবার জন্য ঈশ্বর তাঁর বাক্য দেন নি, কিন্তু মানুষ যেন সত্য জানতে পারে সেই জন্যই তিনি তা দিয়েছেন।

মানুষের ভাষা দুর্বল

একটা টাকার দুইপিঠ থাকে। বাইবেলও তেমনি। একদিক দিয়ে সাধারণ মানুষ বাইবেল পড়ে বুঝতে পারে, কারণ তা সাধারণ ভাষায় লেখা। কিন্তু এর জন্য আরেকটি দিক আছে। অসীম ঈশ্বর সীমাবদ্ধ (বা দুর্বল) মানুষের নিকটে কিভাবে তাঁর সীমাহিন সত্য ব্যাখ্যা করতে পারেন ? মানুষ সীমাবদ্ধ (বা দুর্বল) বলে তার ভাষারও একটা সীমা আছে। আমরা বলতে পারি যে, ঈশ্বর নিজেকে মানুষের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ আত্মিক সত্যগুলিকে যত সহজ করা যায়, তত সহজ করেই তিনি সেগুলি মানুষের কাছে

প্রকাশ করেছেন, যেন আমরা সেগুলি কিছু পরিমানে বুঝতে পারি। ঈশ্বরকে জানবার ব্যাপারে যা কিছু আছে সবই আপনি বুঝতে পারেন না, কিন্তু আপনার পক্ষে যা জানা প্রয়োজন তা আপনি বুঝতে পারেন।

রোমীয় ১ ঃ ২০ পদ বলে যে ঈশ্বর আমাদের চতুর্দিকে প্রাকৃতিক জগত সৃষ্টি করেছেন, যেন তা থেকে মানুষ বুঝতে পারে ঈশ্বর কি রকম।

মানুষের ভাষা দুর্বল, এর প্রকাশ ক্ষমতার একটা সীমা আছে ও মানুষের বুঝবারও একটা সীমা আছে। এই সীমা বা বাধাগুলিকে জয় করে মানুষ যেন ঈশ্বরের অসীম সত্য বুঝতে পারে, সেই জন্যই বাইবেল আলংকারিক বা রূপক ভাষা ব্যবহার করে।

ঈশ্বর কি রকম, আমাদের পক্ষে তা বুঝা কঠিন। বাইবেল বলে ঈশ্বর আত্মা (যোহন ৪ ঃ ২৪ পদ)। কিন্তু ঈশ্বরের দেখবার, শুনবার ও কাজ করবার অসীম ক্ষমতা রয়েছে। ঈশ্বরের সব কিছু দেখবার ক্ষমতা আছে, এই বিষয়টি বুঝানোর জন্য, বাইবেলে "চোখ" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ঈশ্বরের কাজ করবার ক্ষমতা বুঝাবার জন্য, ব্যবহার করা হয়েছে "ডান হাত"। আমাদের মত তাঁর দেহ নাই। তাঁর ক্ষমতা আমাদের মত সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু আমরা যাতে বুঝতে পারি, সেই জন্যই এইভাবে বলা হয়েছে। পবিত্র আত্মা আমাদের দুর্বলতা জানেন। তিনি ভাষাকে এমনভাবে ব্যবহার করছেন যে মানুষের মস্তিষ্ক ঈশ্বরের সত্যগুলি বুঝতে পারে।

৮। পাঠের এই অংশে ব্যবহৃত শব্দগুলির সাহায্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

ক) ভাষাকে এর সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা বুঝাতে কোন্ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে ?

... ...

খ) বিশ্বাসীর অন্তর থেকে জলের নদী বইবে, যীশুর এই কথাটি ভাষার কি প্রকার ব্যবহার সুচিত করে ?

... ...

গ) এই পাঠে ঈশ্বরীয় সত্য বর্ণনা করতে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দটি দেখিয়ে দেয় যে আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সত্য বুঝতে পারিনা। শব্দটি কি ?

... ...

ধারাবাহিক প্রকাশ ঃ

লক্ষ্য - ৬ ঃ "ধারাবাহিক আত্মপ্রকাশ" বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

ঈশ্বর কেবল মানুষের ভাষার সাথেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেন নি। তিনি মানুষের হীন অবস্থার সাথেও নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। বাইবেলের গল্প আরম্ভ হয়েছে আদম-হবাকে নিয়ে। তখন তারা ঈশ্বরের সংগে এদন উদ্যানে বাস করতো। এরপর তারা পাপ করলো। ফলে ঈশ্বর তাদের নিজের কাছ থেকে দুর করে দিলেন। এইভাবে ঈশ্বরের কাছে থেকে আলাদা হয়ে যাবার ফল হল খুবই গভীর। অনেক দুর পর্যন্ত মানুষকে এর ফল ভোগ করতে হয়েছিল ; এমন কি এখনও তাকে এর ফল ভোগ করতে হচ্ছে। এর ফলে মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয় তাকে জেলখানার মত বন্দি করে ফেললো। এর পর থেকে কোন কিছু বাস্তবে না দেখলে, না ধরলে, স্বাদ না নিলে, অনুভব না করলে, অথবা না শুনলে কোন কিছুই আর সে সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারল না। পাপ তাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দুরে নিয়ে গেল। পবিত্র আত্মার সীমাহীন ভালবাসা ও ধৈর্য্য, মানুষকে চেতনা দিয়ে ধীরে ধীরে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে লাগল। ঈশ্বর একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরবার জন্য ইস্রায়েল জাতিকে মনোনীত করলেন। তিনি তাদের বিবিধ আইন-কানুন (ব্যবস্থা) দিলেন। অনেক, অনেক বছর ধরে ঈশ্বরকে তাঁর পরিকল্পনার জন্য

কাজ করতে হল। তাঁকে অব্রাহম্ ও মোশির মত মানুষ খুঁজে বের করতে হল; যারা তার কথা শুনে সেই মত কাজ করলেন। তাঁর বাক্য প্রচারের জন্য তিনি নবীদের পাঠালেন। সবশেষে, "সময় পূর্ণ হলে পর" (গালাতীয় ৪ : ৪ পদ) ঈশ্বর তাঁর পুত্র, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পাঠালেন। ক্রুশের উপর তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মানুষের পক্ষে আবার তাঁর কাছে ফিরে আসবার পথ তৈরী করলেন।

এসব কিছুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজের বিষয়ে মানুষকে একটু একটু করে আরো বেশী জ্ঞান দিচ্ছিলেন। দুটি কারনে ঈশ্বরকে এইরূপ ধারাবাহিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে হয়েছিল : (১) মানুষের মস্তিষ্ক একবারে কেবল অল্প একটু গ্রহণ করতে পারতো, এবং (২) মানুষের পাপ তাকে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করতে অক্ষম করে ফেলেছিল। যিশাইয় ভাববাদী (নবী) এই বিষয়টি বুঝেছিলেন। তিনি বলেছেন, "পাঁতির উপরে পাঁতি, পাঁতির উপরে পাঁতি ; এখানে একটুকু, সেখানে একটুকু" (যিশাইয় ২৮ : ১০ পদ)- এইভাবে শিক্ষা দেবার দরকার হয়েছিল। এইভাবে ধারাবাহিক আত্মপ্রকাশের জন্যই পুরাতন নিয়মের চাইতে নূতন নিয়মে পরিত্রাতা ঈশ্বরকে আরও স্পষ্টভাবে আমরা দেখতে পাই।

৯। প্রতিটি সত্য উক্তির বা পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) ঈশ্বরকে জানবার ব্যাপারে যা কিছু আছে সবই মানুষ বুঝতে পারে।

খ) মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের সত্য বুঝবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

গ) ঈশ্বরের চোখ আর আমাদের চোখ একই রকম।

ঘ) ঈশ্বর সব কিছুই দেখেন, তাঁর দৃষ্টি ক্ষমতা অসীম।

ঙ) বাইবেলের ইতিহাসে ঈশ্বর একটু একটু করে নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন।

১০। পুরাতন নিয়মের চাইতে নূতন নিয়মে পরিত্রাতা ঈশ্বরকে বুঝা সহজ কেন?

... ...

শাস্ত্রই শাস্ত্রের অর্থ করে ঃ

লক্ষ্য-৭ ঃ শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করবার ব্যাপারে "পূর্বাপর বিষয়" বলতে কি বুঝায়, তা বলতে পারা।

একজন বাইবেল শিক্ষক বলেছেন, "শাস্ত্রই হোল শাস্ত্রের সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা।" এ কথার দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন যে, কোন শাস্ত্রাংশ যদি কঠিন বোধ হয় তবে আপনার উচিৎ ঐ অংশটি বুঝতে সাহায্য করে এমন আরো শাস্ত্রাংশ খুঁজে বের করা। এজন্য প্রথম কাজ হোল, আলোচ্য জায়গাটির পূর্বাপর বিষয়গুলি ভাল করে দেখা। "পূর্বাপর বিষয়" বলতে আলোচ্য অংশের আগের ও পরের অংশগুলিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। এখানে এ কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, এই জন্য আমাদের দরকার, বাইবেলের সংগে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া। এই পাঠে আমরা "অধ্যয়নের" কথাটির উপর জোর দিয়েছি, কারণ শব্দটি ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে গভীর মনোনিবেশ সহকারে কাজ চালানোর বিষয় সূচীত করে।

বাইবেলের সাথে আপনি যত বেশী পরিচিত হবেন, অর্থ বুঝবার জন্য সাহায্যকারী অন্যান্য শাস্ত্রাংশগুলি খুজে পেতেও আপনার তত সুবিধা হবে।

অধ্যয়ন হোল শান্ত জলের মধ্যে একটা ঢিল ছুড়ে মারার মত। এ থেকে যে বৃত্তাকার ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় তা বড় হতে হতে ক্রমশঃ অনেক দূরে ছড়িয়ে যায়। তেমনি একটি পুরো বাক্যের আলোতে একটি শব্দের অর্থ বের করতে হবে, একটি পুরো পদের আলোতে একটি বাক্যের অর্থ বের করতে হবে, একটি পুরো অনুচ্ছেদের আলোতে একটা পদের অর্থ বের করতে হবে, ইত্যাদি। এইভাবে সব শেষে আমরা বলতে পারি যে, সম্পূর্ণ বাইবেলটাই, এর অংশগুলি বুঝতে সাহায্য করে। একটা পদ যা বলে তার পক্ষে যদি

অন্য আরো পদ না থাকে, তবে সেই পদের উপর ভিত্তি করে কোন মতবাদ গঠন করলে তা খুবই দুর্বল বা নড়বড়ে হয়। এর মানে এই নয় যে, ঐ পদের কথাগুলি মিথ্যা। এর মানে এই যে, ঐ কথাগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য এখনও যোগাড় করা সম্ভব হয়নি।

১১। "শাস্ত্রই শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করে"-এই কথার ভিত্তিতে "পূর্বাপর বিষয়" বলতে কি বুঝায় ?

....

আমাদের সতর্ক থাকা অবশ্যক, কারণ কেউ কেউ বলে যে শাস্ত্র থেকে সব রকম মতবাদের পক্ষে প্রমান পাওয়া যায়। অনেক লোক বাইবেলের সাহায্যে মিথ্যা মতবাদ প্রমান করবার চেষ্টা করেছে। তারা বাইবেল খুঁজে খুঁজে কোন একটা পদ বের করে ও সেটিকে তারা তাদের চিন্তাধারার পক্ষে বলে ধরে নেয়।

যেমন, একজন স্ত্রী-লোক একবার আমাকে বলেছিল যে, মৃত্যুর পরে আবার পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার শিক্ষা বাইবেলে আছে। আমি জানতাম যে, বাইবেলে এরকন কোন শিক্ষা নেই। তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কোথায় এই বিষয়টি পেয়েছে। সে এমন কয়েকটি পদ বলল, যেগুলি আসলে মৃত্যুর পরে যে জীবন, সেই জীবনের বিষয় বলে। সে এই পদগুলির সঠিক অর্থ খোঁজ না করে নিজের ধারনামত ভুল অর্থ করেছিল। ভালকরে পড়লে এবং শাস্ত্রের সংগে শাস্ত্রের তুলনা করলে পরিস্কার বুঝা যেত যে, আমরা প্রত্যেকে এক একজন পৃথক ব্যক্তি ও সেইভাবেই যীশু আমাদের পরিত্রান দান করে-ছেন (তিনি তাঁর সব মেষদের নাম ধরে জানেন) মৃত্যুর পরে আমরা তাঁর সংগে অনন্ত জীবনের অধিকারী হব। মৃত্যুর পরে বারবার পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার মতবাদের সাথে এর কোনই মিল নাই।

শাস্ত্রের মৌলিক একতা বা সংহতি ঃ

লক্ষ্য-৮ ঃ সমগ্র বাইবেলের মূল প্রসংগটি বুঝে সেটি বলতে পারা।

বাইবেলের বইগুলির একতা ঃ

বাইবেল বুঝবার সাহায্যের জন্য আপনি পূর্বাপর বিষয়ের ব্যবহার করতে পারেন। একটা বাক্য থেকে শুরু করে সমস্ত বইগুলির মধ্যে সত্যের আলোকে সেটি ব্যাখ্যা করতে হবে। পবিত্র শাস্ত্র যে ঈশ্বর নিঃশোষিত বা প্রত্যাদিষ্ট এটি তারই একটি অকাট্য প্রমান। অনেক লোক শত শত বছর ধরে লিখলেও প্রত্যেকের লেখার মধ্যেই রয়েছে এই একতা। এই একতার মূলে অবশ্য পবিত্র আত্মা রয়েছেন। তিনিই বাইবেলের আসল লেখক। মানুষকে ব্যবহার করে তিনিই এটি লিখেছেন।

বাইবেলে অনেক প্রশংগের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু মূল প্রসংগটি হল খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে মানবের পরিত্রাণ। পুরাতন নিয়মে নানা প্রতীক ও ভাববাণীর দ্বারা খ্রীষ্টের বিষয় বলা হয়েছে। নূতন নিয়মে তাঁর জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের বিবরণ। পুনরুত্থানের পর তিনি দুইজন শিষ্যকে ইম্মায়ুর পথে যেতে যেতে শিক্ষা দিয়েছিলেন, "এর পরে তিনি মোশির এবং সমস্ত নবীদের লেখা থেকে আরম্ভ করে গোটা পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যে তাঁর নিজের বিষয়ে যা যা লেখা আছে, সবই তাদের বুঝিয়ে বললেন" (লুক ২৪ ঃ ২৭ পদ

অর্থের একতা ঃ

অর্থের একতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, শাস্ত্র কখনও নিজের বিপক্ষে কথা বলে না বা এর মধ্যে কোথাও কোন গরমিল নাই। আমরা যখন মতবাদের জন্য শাস্ত্রের প্রমাণ খুজি, তখন যেন আমাদের নিজেদের চিন্তা বা মতবাদকে শাস্ত্রের উপর চাপিয়ে না দেই। এজন্য সঠিক পথ হোল ঈশ্বরের বাক্যকে নিজে থেকে কথা বলতে দেওয়া। একটা শাস্ত্রাংশ নিয়ে ভাল করে সেটি অনুসন্ধান করুন, তাহলে এর আসল অর্থ নিজে থেকে বেরিয়ে আসবে। আপনি যেরূপ আশা করেছিলেন এটি সেরূপ হতে পারে, আবার সেরূপ না-ও হতে পারে। ঈশ্বরই শাস্ত্র লেখকদের চালনা দিয়েছেন। তিনি নিজের বিপক্ষে কথা বলেন না। তাই বাইবেলও

নিজের বিপক্ষে কিছুই বলবেনা। যদি এমন কোন শাস্ত্রাংশ পাওয়া যায় যেগুলি একে অন্যের বিরুদ্ধে বলে মনে হয় তবে এর কারণ এই যে, আপনি বিষয়টি বুঝতে পারেননি, অথবা বিষয়টি সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। এইরূপ অবস্থায় সমস্যা মিটে না যাওয়া পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে বিচার বিবেচনা করুন।

১২। প্রতিটি সত্য উক্তির বা পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক) সমগ্র শাস্ত্রে সত্যের একই গতিধারা আছে।

খ) পরিত্রানের প্রসঙ্গটি কেবল নূতন নিয়মেই পাওয়া যায়।

গ) যীশু শিক্ষা দিয়েছেন যে, পুরাতন নিয়মে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

ঘ) আপনার উচিৎ নিজের ধারণাকে শাস্ত্রের উপর চাপিয়ে না দিয়ে বরং শাস্ত্রাংশটি আসলে কি বলে তা খুঁজে বের করা।

ঙ) মৃত্যুর পরে মানুষ আবার পৃথিবীতে জন্ম নেয়, বাইবেলে এই শিক্ষা আছে।

চ) শাস্ত্র কখনোই নিজের বিপক্ষে যাবে না।

পাঠের একটি মোটামুটি ধারণা ঃ

লক্ষ্য—৯ ঃ এই বইয়ে যে তিনটি প্রধান বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে তা উল্লেখ করতে পারা।

আমরা এই অংশের নাম দিয়েছি "পাঠের একটি মোটামুটি ধারনা"। কারণ এখানে এই বইয়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি ঃ

এই পাঠটি পড়বার সময় আপনি বাইবেল অধ্যয়নে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি কিছুটা ব্যবহার করেছেন (১ নং প্রশ্ন দেখুন)। কোন শাস্ত্রাংশ থেকে সঠিক অর্থ বের করবার খুব ভাল একটা পথ হোল, "প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা।" উত্তরের সাথে সাথে শাস্ত্রের অর্থও বের হয়ে আসে। প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি সব রকম বাইবেল অধ্যয়নের একটা মৌলিক উপায়।

অর্থ ব্যাখ্যার মূলনীতি ঃ

প্রথম পাঠে আপনি বাইবেলের অর্থ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিছুটা প্রাথমিক পরিচয় পেয়েছেন। তৃতীয় পাঠে বাইবেলের অর্থ ব্যাখ্যার কয়েকটি মূলনীতি আরো ভালোভাবে আলোচিত হবে। বাইবেল পণ্ডিতগণ শত শত বছর ধরে অধ্যয়ন করে এই মূল নীতিগুলি খুঁজে বের করেছেন, এবং এগুলি ব্যবহারও করেছেন। তাদের চিন্তা ছিল ঈশ্বরের সত্যের বাণীকে ঠিক ভাবে বিভক্ত করা, অথবা সেগুলি সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া। অর্থ ব্যাখ্যার এই মূলনীতিগুলি ভালভাবে বুঝা দরকার। কারণ তাহলে, সব রকম বাইবেল অধ্যয়নেই আপনি এগুলি ব্যবহার করতে পারবেন।

বাইবেল অধ্যয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি ঃ

বাইবেল অধ্যয়নের অনেক পদ্ধতি আছে। কিন্তু এই বইয়ে কেবল মাত্র চারটি পদ্ধতির বিষয় আলোচিত হবে। এই বইয়ের প্রধান আলোচনার বিষয়টি "সামগ্রিক পদ্ধতি" নামেও পরিচিত। এইটি সব রকম বাইবেল অধ্যয়নের মৌলিক পদ্ধতি বলে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হবে। ৫, ৬ এবং ৭ নং পাঠে আপনি সমগ্র বই বা সামগ্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে হবককুকের বইটি অধ্যয়ন করবেন।

শেষের তিনটি পাঠে বাইবেল অধ্যয়নের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি আলোচিত হবে। অষ্টম পাঠে আমোষ বইটি ব্যবহার করে জীবনীমূলক পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হবে। নবম পাঠে ইফিষীয় বইটি অধ্যয়নে বিষয় ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। দশম পাঠে ধ্যানমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে ফিলিপীয় বইটি অধ্যয়ন করা হবে।

এই পাঠ্য বিষয়টি থেকে আপনি বাববেল অধ্যয়নের যে সকল পদ্ধতি শিখবেন সেগুলি বাইবেল অধ্যয়নের ব্যাপারে সারা জীবন আপনাকে সাহায্য করবে।

১৩। ডান পাশের বিষয়গুলির সাথে বা পাশের বর্ণনাগুলির মিল দেখান।

...ক) যে নিয়মগুলি বাইবেল বুঝতে সাহায্য করে।	১) প্রশ্ন-বা উত্তর পদ্ধতি।
...খ) সামগ্রিক, জীবনীমূলক, বিষয় ভিত্তিক এবং ধ্যানমূলক।	২) অর্থ ব্যাখ্যার মূলনীতিগুলি।
...গ) উত্তর থেকে শাস্ত্রের নিজস্ব অর্থ বের হয়ে আসে।	৩) বাইবেল অধ্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি।

পূর্বাপর বিষয়াবলি

পরীক্ষা—১

এই পাঠটি আরেকবার দেখে নেওয়া হলে পর নীচের পরীক্ষাটি নিন। তারপর আপনার উত্তরগুলি এই বইয়ের শেষ ভাগে দেওয়া উত্তরগুলির সাথে মিলিয়ে দেখুন। কোন প্রশ্নের উত্তর ভুল লিখলে, সে বিষয়টি আবার পড়ুন।

১। আপনি যখন খুব মন দিয়ে পড়েন এবং বিষয়গুলি খুব ভালভাবে অনুসন্ধান করেন, তখন আপনি—

ক) বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই পড়েন।

খ) নিয়মিত ভাবে ও যত্নের সংগে পড়েন।

গ) কেবল মাত্র কঠিন বইগুলি পড়েন।

২। বাইবেল অধ্যয়ন করা প্রয়োজন—

ক) খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের জন্য, বিশ্বাসের জন্য এবং সেবার জন্য।

খ) একজন পালক বা প্রচারক হবার জন্য।

গ) বুড়ো বয়সে।

ঘ) জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়ানোর জন্য।

৩। পবিত্র বাইবেল ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট, কথাটির দ্বারা আমরা বুঝি—

ক) ঈশ্বর কর্তৃক অজানা বিষয়গুলি মানুষকে জানান।

খ) মানুষ কর্তৃক প্রকৃতির মধ্যদিয়ে ঈশ্বরকে খুঁজে বের করা।

গ) পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঈশ্বরকে জানতে পারা।

৪। বাইবেল অধ্যয়নের জন্য কয়েকটি বিশেষ যোগ্যতা দরকার। এই দিক দিয়ে বাইবেল অধ্যয়ন সাধারণ বই অধ্যয়ন থেকে আলাদা। নীচের শব্দগুলির কোন্‌টি এই যোগ্যতা বর্ণনা করে না?

ক) প্রত্যাদেশ মূলক।

খ) অতি প্রাকৃতিক।

গ) স্বাভাবিক বা জাগতিক।

ঘ) আত্মিক।

৫। ডান পাশে থেকে ঠিক কথাটি নিয়ে বা পাশের বাক্যগুলি পূর্ণ করুন, এবং উপযুক্ত নম্বরটি বাক্যের বা পাশের খালি জায়গায় বসান।

…ক) ভাষার আক্ষরিক মানে শব্দগুলির………………অর্থ।

…খ) বাইবেল পড়ে বুঝা যায়, কারণ পবিত্র আত্মা………………বুঝতে সাহায্য করেন।

…গ) মানুষের ভাষা দুর্বল হওয়ায় ঈশ্বরের সত্য ভালভাবে প্রকাশ করতে পারে না, তাই ঈশ্বর আলংকারিক বা রূপক ভাষা ব্যবহার দ্বারা নিজেকে মানুষের সাথে………………………………নিয়েছেন।

…ঘ) পুরাতন নিয়মের চাইতে নুতন নিয়মেই পরিত্রাতা ঈশ্বরকে বেশী স্পষ্ট রূপে দেখা যায়; এর কারণ ঈশ্বরের………।

…ঙ) শাস্ত্রই শাস্ত্রের সবচেয়ে ভাল…………………করে।

…চ) সমগ্র বাইবেলের একটা মৌলিক…………আছে।

১। ব্যাখ্যা
২। ধারাবাহিক আত্ম-প্রকাশ।
৩। সাধারণ।
৪। বিশ্বাসীকে।
৫। খাপ-খাইয়ে।
৬। একতা বা সংহতি।

৬। এই বইয়ে কোন্ তিনটি প্রধান বিষয় আলোচিত হবে, বলুন।

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

দ্রষ্টব্য ঃ উত্তরগুলি ক্রমিক নম্বর অনুসারে দেওয়া হয়নি। এই বইয়ের পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর এই ভাবে দেওয়া হয়েছে যেন, নিজের উত্তর লিখবার আগে বইয়ে দেওয়া উত্তরগুলি দেখবার সুযোগ আপনার না হয়। উত্তর পড়বার আগে প্রথমে প্রশ্নের নম্বর খুঁজে বের করুন।

৭। ক-২) আত্মিক ভাবে।

খ-১) অতিপ্রাকৃতিক ভাবে।

গ-৩) প্রত্যাদিষ্ট বাক্যরূপে।

১। ক) শিক্ষা, চেতনা, সংশোধন এবং সৎ-জীবন গড়ে উঠবার জন্য দরকারী।

খ) সৎকাজ করবার জন্য তাকে উপযুক্ত করে তোলা, এবং সেই কাজ করবার জন্য তাকে প্রস্তুত করে তোলা।

৮। ক) আক্ষরিক।

খ) আলংকারিক বা রূপক।

গ) অসীম।

২। খ) অধ্যয়নের জন্য সাধারণ পড়ার চাইতে বেশী পরিশ্রম হয়, কারণ এজন্য আপনাকে বিষয়গুলি সম্পর্কে ভালভাবে অনুসন্ধান করতে হবে এবং সেগুলি নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে।

গ) ঈশ্বরের ইচ্ছা জানবার জন্য, বিশ্বাসের জন্য এবং ঈশ্বরের সেবার জন্য আমাদের বাইবেল অধ্যয়ন করতে হবে।

৯। খ) মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের সত্য বুঝবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

ঘ) ঈশ্বর সব কিছুই দেখেন, তাঁর দৃষ্টি-ক্ষমতা অসীম।

ঙ) বাইবেলের ইতিহাসে ঈশ্বর একটু একটু করে নিজেকে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন।

৩। গ) একমাত্র আত্মিক মাপ কাঠিতেই সেগুলির বিচার করা যায়।

১০। কারণ ধারাবাহিক আত্ম প্রকাশের ফলে নূতন নিয়মে ঈশ্বরকে আরো পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়।

৪। খ) সম্পূর্ণ অর্থহীন।

১১। আলোচ্য শাস্ত্রাংশের আগের ও পরের বিষয়াবলিকে লক্ষ্য করে।

৫। খ) এগুলিকে সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মেনে নেওয়া দরকার।

গ) ঈশ্বরই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং প্রকৃতি জগতের নিয়ম কানুনের উর্দ্ধেও তাঁর ক্ষমতা আছে।

১২। ক) সমগ্র শাস্ত্রে সত্যের একই গতিধারা আছে।

গ) যীশু শিক্ষা দিয়েছেন যে পুরাতন নিয়মে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

ঘ) আপনার উচিত নিজের ধারণাকে শাস্ত্রের উপর চাপিয়ে না দিয়ে বরং শাস্ত্রাংশটি কি বলে তা খুঁজে বের করা।

চ) শাস্ত্র কখনোই নিজের বিপক্ষে যাবে না।

৬। খ) সাধারণ শব্দাবলীর দ্বারা, কিন্তু সেই শব্দগুলি অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

১৩। ক-২) অর্থ ব্যাখ্যার মূলনীতিগুলি।

খ-৩) বাইবেল অধ্যয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি।

গ-১) প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি।

২ নং পাঠ

অধ্যয়নের শুরুতে

এই বইয়ে যে সকল বিষয় আলোচিত হবে, প্রথম পাঠে সেগুলি সম্বন্ধে আপনাকে একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া হয়েছে। আপনি জেনেছেন যে, বাইবেল একটা প্রত্যাদিষ্ট বই। বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য, তাই বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নের সংগে তা অধ্যয়ন করতে হবে। ভালভাবে বাইবেল বুঝতে পারার উপরই আপনার সমগ্র খ্রীষ্টিয় জীবন ও বিশ্বাস নির্ভর করে।

এই পাঠে আপনি শেখার পদ্ধতি এবং উপযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার পদ্ধতি জানবেন। কোন সময় দলগত ভাবে বাইবেল অধ্যয়ন পরিচালনা করবার সুযোগ পেলে আপনার এই দক্ষতা কাজে লাগবে।

ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নের দুটি প্রধান উদ্দেশ্য আছে। এই পাঠ পড়বার সময় উদ্দেশ্য দুটি আপনাকে মনে রাখতে হবে।

(১) যেন আপনার আত্মিক জ্ঞান বাড়ে ও আপনি আত্মিক দিক দিয়ে বেড়ে ওঠেন (২) যেন আত্মিক বিষয়গুলি অন্যদের কাছে বলতে পারেন।

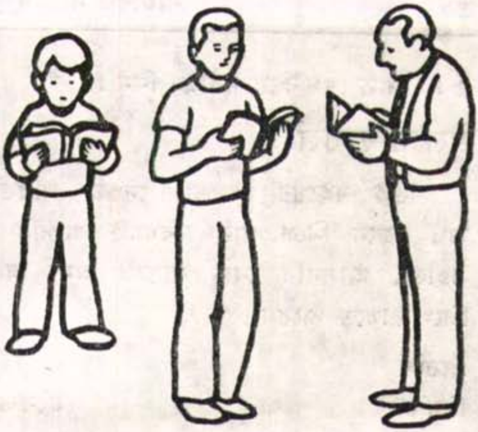

পাঠের খসড়া

নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা
নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী
অধ্যয়নের প্রয়োজন
বাইবেল অধ্যয়নের প্রধান ধাপগুলি
প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি

পাঠের লক্ষগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি-

* বাইবেল অধ্যয়নের জন্য নিজেকে ভালরূপে প্রস্তুত করতে পারবেন, আরও ভাল একটা পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবেন, এবং এর ফলে বাইবেল পড়ে আরও ভালরূপে বুঝতে পারবেন।
* শেখার প্রধান ধাপগুলির সাথে বিভিন্ন প্রকার তথ্যমূলক ও চিন্তা-মূলক প্রশ্নগুলির সম্পর্ক দেখতে পারবেন।

শেখার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ ঃ

১। ভুমিকা, পাঠের খসড়া এবং পাঠের লক্ষ্যগুলি পড়ুন।

২। মূল শব্দগুলি দেখুন। এদের কোনটি আপনার কাছে কঠিন মনে হলে পরিভাষায় সেটির অর্থ দেখুন।

৩। পাঠের বিস্তারিত বিবরন পড়ুন, এর মধ্যে যে প্রশ্নগুলি আছে তার উত্তর লিখুন এবং বইয়ের উত্তরের সংগে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

৪। একটা নোট খাতা যোগাড় করুন। এই পাঠের শেষ দিকে ঐ নোট খাতার প্রয়োজন হবে। তাছাড়া, আপনি নিজে নানা প্রয়ো-জনীয় বিষয় এতে লিখে রাখতে পারেন।

৫। পাঠ শেষ করে পরীক্ষা নিন।

মূল শব্দাবলী

এই বইয়ের শেষভাগে দেওয়া পরিভাষা থেকে কঠিন শব্দগুলির অর্থ জেনে নিলে পাঠ্য বিষয়টি আপনি ভালরূপে বুঝতে পারবেন। এছাড়া, আপনার নোট খাতায় অন্য আরও শব্দ ও তাদের মানে লিখে রাখতে পারেন।

প্রয়োগ
নির্ণয় পর্যবেক্ষন
সার্বজনীন
মূল্যায়ন
ইংগিত বহনকারী মৌলিক

পাঠের বিস্তারিত বিবরন ঃ

নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা ঃ

লক্ষ্য-১ ঃ সুফলদায়ক বাইবেল অধ্যয়নের জন্য যে আত্মিক ও মানষিক ভাবের প্রয়োজন, সেগুলি বর্ণনা করতে পারা।

লক্ষ্য-২ ঃ সুফলদায়ক বাইবেল অধ্যয়নের জন্য কি কি জিনিষ প্রয়োজন, তা বলতে পারা।

বাইবেল অধ্যয়নের জন্য প্রথম প্রয়োজনটি হোল আত্মিক জ্ঞান বা আত্মিক অভিজ্ঞতার। প্রথম পাঠ পড়বার সময় ১ করিন্থীয় ২ ঃ ১৪ পদে আপনি এটা জেনেছেন। ঈশ্বরের বাক্য মৃত নয়। এটি একটি জীবন্ত বই। আমাদের ঈশ্বর আজও জীবিত। যে পবিত্র আত্মা শত শত বছর আগে বাইবেলের বার্তা দিয়েছিলেন, আজও তিনি ঈশ্বরের বাক্যের মধ্য দিয়ে কথা বলেন। যত লোক যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু ও ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহন করে, তিনি তাদের প্রত্যেককে পবিত্র আত্মা দেন।

বাইবেল অধ্যয়নের জন্য দ্বিতীয় আর একটি প্রয়োজন হোল **আত্মিক চরিত্র**। আত্মিক মানুষ ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে জীবন কাটায়। সে তার জীবন্ত প্রভুর সাথে পূর্ণ সহভাগিতায় জীবন যাপন করে। এই রকম জীবনের লক্ষণগুলি হোল, গভীর ভক্তি, পবিত্র

আত্মার রব সম্বন্ধে সজাগ থাকা, কোমলতা, নম্রতা, ধৈর্য, এবং বিশ্বাস। পাপ করলে সংগে সংগে তা স্বীকার করুন ও ক্ষমা চান, তাহলে যীশুর সাথে আপনার সহভাগিতা বজায় থাকবে। পবিত্র আত্মা আমাদের যা বলেন, আমরা যদি তা না করি, তাহলে, তিনি আর আমাদের পথ দেখাতে পারেন না, ফলে আমরা অন্ধকারের মধ্যে জীবন যাপন করি।

যীশু বলেছেন, যারা তাঁর বাক্য পালন করে তারাই তাঁর বন্ধু (যোহন ১৫ ঃ ১৪ পদ)। যে কোন ঘটনা বা বিষয় ভালভাবে অধ্যয়নের জন্য দরকার **সজাগ মন,** গভীর মনোনিবেশের ইচ্ছা। আপনার **গভীর আগ্রহ** থাকতে হবে অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নের জন্য উৎসাহ, উদ্দিপনা থাকতে হবে। একটানা অধ্যয়ন মানুষকে ক্লান্ত ও বিরক্ত করে। এর জন্য দরকার অনেক সময়ের। এটা একটা কাজ বিশেষ। আপনি যদি বিষয়গুলি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে **মন স্থির** না করেন, তবে পবিত্র আত্মা আপনার কাছে তাঁর সত্য প্রকাশ করতে পারবেন না।

আমাদের ধারনাকে শাস্ত্রংশের উপর চাপিয়ে না দিয়ে বরং শাস্ত্রাংশটি কি বলে, তা জানবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা প্রথম পাঠে আলোচনা করেছি। বাইবেল অধ্যয়নের জন্য দরকার **সততা**। এর জন্য দরকার **খোলা মন**। আপনি চাইবেন বাইবেল নিজেই নিজের কথা বলুক।

১। মার্ক ৪ ঃ ২৪-২৫ পদ পড়ুন। ২৫ পদ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করুন। কি রকম লোককে (ঈশ্বরের নিকট থেকে) আরও দেওয়া হবে?

ক) যার খুব সামন্যই আছে।

খ) যার কিছু পরিমানে আছে।

গ) যার কিছু নাই।

২। পবিত্র আত্মাই ঈশ্বরের বাক্যের অর্থ আমাদের কাছে খুলে দেন। এই কথা মনে রেখে মার্ক ৪ ঃ ২৪-২৫ পদের বিষয় চিন্তা করুন। যে লোকের কিছু পরিমানে আছে তার-

ক) জ্ঞান আছে।

খ) ধন সম্পত্তি আছে।

গ) পবিত্র আত্মা আছে।

৩। উপরে একজন আত্মিক লোকের যে গুণগুলি আলোচিত হয়েছে, তা থেকে কম পক্ষে পাঁচটি গুণ লিখুন।

....

....

৪। বাইবেল অধ্যয়নের প্রস্তুতির ব্যাপারে **সজাগ মন, গভীর মনোনিবেশ, আগ্রহ এবং সততা** এই কথাগুলিতে—

ক) আত্মিক ভাবের চাইতে মনের ভাবই বেশী।

খ) মনের ভাবের চাইতে আত্মিক ভাবই বেশী।

গ) মনের ভাবও নাই, আত্মিক ভাবও নাই।

বাইবেল অধ্যয়নের জন্য যে জিনিষগুলির দরকার সেগুলি খুবই সাধারণ। এগুলি হোল, পেন্সিল, কাগজ, আপনার বাইবেল, আপনার চোখ এবং সময়। এমন একটা সময় বেছে নেওয়া দরকার যখন অধ্যয়নে কোন রকম বাধা আসবে না। অধ্যয়নের সময় ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে পবিত্র আত্মার সংগে একাকী থাকতে পারলেই সবচেয়ে ভাল।

৫। বাইবেল অধ্যয়নে আপনার দরকার হবে—

ক) অনেক বই-পত্র ও একটি চার্ট বা নক্সা।

খ) গীর্জাঘরে থাকা।

গ) খুব সাধারণ কয়েকটি জিনিষ।

নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী অধ্যয়নের প্রয়োজন

লক্ষ্য-৩ ঃ নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী অধ্যয়নের বিশেষত্বগুলি খুঁজে বের করতে পারা।

বেশীর ভাগ খ্রীষ্টিয়ানই ঠিক ভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করতে জানে না। তারা ঈশ্বরের বাক্য সম্বন্ধে যা প্রচার করতে শোনে, অথবা কোন বইয়ে যা পড়ে, তাই সাধারণতঃ বিশ্বাস করে ও বলে। বেশীর ভাগ লোকের কাছেই বাইবেল অধ্যয়ন করা মানে, অল্প একটুখানি পড়া।

তারা সাধারণতঃ তাদের পরিচিত শস্ত্রাংশগুলিই পড়ে। তারা তাদের জানা অংশগুলি ছেড়ে নতুন অংশ পড়তে ভয় পায়। অনেক খ্রীষ্টিয়ান আছে যারা তাদের সারা জীবন বাইবেলের সামান্য কিছু অংশ পড়ে কাটায়। কারণ ঐ অংশ গুলি তাদের কাছে 'সহজ' মনে হয়। পবিত্র আত্মা যে জ্ঞানের ভাণ্ডার তাদের কাছে খুলে দিতে পারতেন, তার বেশীর ভাগ থেকেই তারা বঞ্চিত থাকে। কিন্তু এমনটি হওয়া উচিত না। সাধারণ লোকেরাও নিয়মিত ভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করতে পারেন।

পদ্ধতি বলতে আমরা শৃংখলার সাথে কোন কিছু করাকে লক্ষ্য করি, যা আমাদের ধাপে ধাপে একটা লক্ষ্যের দিকে পেঁাছে দেয়। পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করলে ও আপনি নিজের ধারণাগুলি ব্যবহার করতে পারেন। পদ্ধতি কেবল আপনার অধ্যয়নকে একটা কাঠামো দেয় এবং সেই কাঠামো অনুযায়ী আপনি অধ্যয়ন করতে পারেন। নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী অধ্যয়ন আপনাকে এমন একটা পরিকল্পনা দেয়, যার ফলে আপনার কাজগুলি আপনাকে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়।

পবিত্র আত্মা কি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী অধ্যয়ন ব্যবহার করতে পারেন? হ্যা, তিনি তা পারেন ও করেন। আপনি যখন সমগ্র বই বা সামগ্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করবেন তখন অনেক নতুন নতুন শব্দ ও ধারনা সম্পর্কে জানতে পারবেন। আপনি অধ্যয়নের এমন কয়েকটি ধাপের বিষয় ও জানতে পারবেন যে গুলি অধ্যয়নের সময় ব্যবহার করতে পারবেন। পবিত্র আত্মা যে সত্যগুলি আমাদের কাছে প্রকাশ করেন, সেগুলি কৃষকের জমিতে জীবন্ত বীজের উপর রোদ ও বৃষ্টির সংগে তুলনীয়। কিন্তু কৃষকের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী কাজগুলি (বীজবপন, আগাছা পরিস্কার, ফসল কাটা, ইত্যাদি) যেমন রোদ ও বৃষ্টিকে ফসল ফলাতে সাহায্য করে, তেমনি আমাদের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী কাজগুলি পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সত্য জানতে সাহায্য করবে।

৬। নীচের যে বিষয়গুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী অধ্যয়নের বিষয় বর্ণনা করে সে গুলির বা পাশে ✓ চিহ্ন দিন।

ক) শৃংখলার সাথে অধ্যয়ন করা।

খ) যে অধ্যয়ন আপনার প্রচেষ্টাকে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়।

গ) কেবল জানা অংশগুলি অধ্যয়ন করা।

ঘ) এলোমেলো ভাবে অধ্যয়ন করা।

ঙ) অধ্যয়নের এমন একটা পদ্ধতি যা ধাপে ধাপে একটা লক্ষ্যে পৌছে দেয়।

বাইবেল অধ্যয়নের প্রধান ধাপগুলি ঃ

লক্ষ্য-৪ ঃ বাইবেল অধ্যয়নের প্রধান ছয়টি ধাপের নাম বলতে পারা।

লক্ষ্য-৫ ঃ প্রতিটি ধাপের সাথে জড়িত সঠিক কাজগুলি খুঁজে বের করতে পারা।

বাইবেল অধ্যয়নের কয়েকটি মৌলিক ধাপ আছে। এই ধাপ গুলি সব রকম জ্ঞানের জন্যই দরকার। অধ্যয়নের প্রতিটি পদ্ধতির জন্যই এই ধাপগুলি কাজে লাগবে। এগুলি হোল ঃ **পর্যবেক্ষনকরা, অর্থ ব্যাখ্যা করা, সংক্ষেপ করা,** (সারমর্ম প্রস্তুত করা) **মূল্যায়ন করা, প্রয়োগ করা, সম্বন্ধ নির্নয় করা।** এই ধাপ গুলি বেশ কয়েক বার পড়ুন, তারপর সেগুলি লিখুন, তাতে মনে রাখতে সুবিধা হবে।

এই অংশ আপনাকে এই মৌলিক বা প্রধান ধাপ গুলি বুঝিয়ে দেওয়া হবে। এর পরের অংশে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি আলোচিত হবে, যা এই ধাপগুলিকে আরো ভালোভাবে ব্যাখ্যা করবে এবং শাস্ত্র অধ্যয়নের সময় এগুলি কি ভাবে কাজ করে তা দেখিয়ে দেবে। এই ছয়টি ধাপের মধ্যে প্রথম দু'টি ধাপ সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বা এদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। এই দু'টি ধাপ (পর্যবেক্ষণ ও অর্থ ব্যাখ্যা) যদি আপনি ভালভাবে করতে পারেন তবে, অন্য ধাপগুলি খুব সহজেই করা হয়ে যাবে। এই জন্য এই দুটি ধাপ বিশেষভাবে আলোচিত হবে।

শাস্ত্র অধ্যয়নে এই ধাপগুলির প্রয়োগ বা ব্যবহার করবার সময় মনে রাখবেন যে, কোন কোন সময় দুটি ধাপ মিশে যেতে পারে। যেমন **প্রয়োগ** এবং **সম্বন্ধ নির্নয়**-এই দুটির মধ্যে অনেক মিল আছে। মাঝে মাঝে এই ধাপ দুটি মিশে গিয়ে একটি ধাপে পরিণত হয়। কিন্তু ভালোভাবে বুঝবার জন্য আমরা এগুলিকে আলাদা আলাদা-ভাবে দেখবো।

"শাস্ত্রের এই অংশটি কি বলে?" এই সহজ সরল প্রশ্নটিই আপনার পর্যবেক্ষনের জন্য যথেষ্ট।

রুড্‌ইয়ার্ড কিপ্‌লিং নীচের কথাগুলি লিখেছিলেন ঃ

সেবার জন্য আমার ছয়জন বিশ্বস্ত লোক আছে,
আমি যা কিছু জানি সবই তারা শিখিয়েছে,
তাদের নাম হোল, কি, কোথায়, কখন, এবং
কিভাবে, কেন, এবং কে।

এখন এই ছয়টি প্রশ্ন নিয়ে আপনি শাস্ত্রের কাছে হাজির হন। আপনি যা খুঁজছেন, যে কোন তথ্য বা খবর, তা পেয়ে যাবেন। কি? কোথায়? কখন? কিভাবে? কেন? কে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর আপনার দরকার।

মাইলজ্‌ কভারডেল, একজন খ্যাতনামা বাইবেল শিক্ষক ছিলেন। তিনি ১৫৩৫ সালে প্রকাশিত প্রথম ইংরেজী বাইবেলের অনুবাদ করেন। বাইবেল অধ্যয়ন করা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন-

"কি বলা হয়েছে বা লেখা হয়েছে কেবল তাই নয়, কিন্তু কাকে বলা হয়েছে, কি কথার দ্বারা বলা হয়েছে, কোন সময়, কোথায় এবং কি উদ্দেশ্য ও কি অবস্থার মধ্যে ঘটেছে ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য করে যদি আপনি পড়েন তবে, শাস্ত্র বুঝতে আপনার খুবই সাহায্য হবে।"

এটাই হোল পর্যবেক্ষন। পর্যবেক্ষনের সময় আপনি অর্থ খোঁজেন না। অর্থ ব্যাখ্যা হোল দুই নম্বর ধাপ। প্রথমবার কোন শাস্ত্রাংশ পড়বার সময়, ঐ অংশটি কি বলে তা দেখার জন্য আপনাকে অবশ্যই পর্যবেক্ষন করতে হবে। এজন্য আপনি বাইবেলকে "তথ্য সম্পর্কিত" প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করবেন (এই পাঠের শেষভাগে এগুলি আলোচিত হবে)। এটাই হোল বাইবেল অধ্যয়নের প্রাথমিক বিষয়। এই প্রশ্নগুলির উত্তর থেকে আপনি বিস্তারিত বিবরণ পাবেন। কখনো কখনো এই কাজ বিরক্তিকর লাগে। সমস্ত তথ্যগুলি না জানা পর্যন্ত পর্যবেক্ষন করে যেতে হয়, এবং অর্থ বের করবার জন্য দ্বিতীয় ধাপে যাওয়া যায়না। এ জন্যই এই কাজে বিশেষ শৃংখলার প্রয়োজন। অনেক সময় আমরা অর্থ জানতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, ফলে পর্যবেক্ষন আমাদের কাছে কিছুটা বিরক্তিকর বলে মনে হয়।

৭। জ্ঞান অর্জনের ছয়টি প্রধান ধাপের নাম লিখুন (বইএ যে ভাবে পরপর লেখা আছে, সেই ভাবে লিখবেন)।

....

....

৮। ডান পাশের উপযুক্ত শব্দটি নিয়ে পাশের শূন্যস্থানে বসান।

......ক) "শাস্ত্রের এই অংশটি কি বলে" এই সহজ সরল প্রশ্নটি.......... জন্য যথেষ্ট।

......খ) কি ? কোথায় ? কখন ? কিভাবে ? কেন ? কে ? এই কথাগুলি আপনাকে শাস্ত্র থেকে............... জানতে সাহায্য করবে।

......গ) পর্যবেক্ষনের বিরক্তিকর কাজ শেষ হবার পরেই.........করা হবে।

১। সম্বন্ধ নির্ণয়
২। অর্থব্যাখ্যার কাজ
৩। পর্যবেক্ষনের
৪। প্রয়োজনীয় তথ্য বা খবর
৫। প্রয়োগ

ভালমত পর্যবেক্ষণ করলে আপনি কতগুলি তথ্য বা খবর লাভ করেন। আপনি বিভিন্ন নাম, স্থান, অবস্থা, কারণ এবং কোন বিষয়, কেন বলা বা করা হয়েছিল তা জানতে পারেন। পর্যবেক্ষ-নের কাজ শেষ হলে আপনার প্রশ্ন হবে ঃ "এখন এর মানে কি ?" (নিজেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করলে আপনি এর উত্তর পাবেন না)। সুতরাং, অর্থ ব্যাখ্যার প্রশ্ন হোল ঃ "এর মানে কি ?" লেখক যা বুঝাতে চেয়েছেন, এটি সেকথাই খুঁজে বের করতে চায়।

এর পরে 'প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি' অংশে অর্থব্যাখ্যার প্রশ্নগুলি নিয়ে সরাসরি আলোচনা করা হবে। কিন্তু "এর মানে কি ?" এটিই হোল সমস্ত অর্থ ব্যাখ্যার প্রশ্নগুলির ভিত্তি। আপনাকে বাইবেলের শব্দগুলির সাধারণ অর্থ বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। আপনি যদি এমন কোন শব্দ পান, যার অর্থ বুঝতে পারেন না, তবে ঐ শব্দের অর্থ জানবার জন্য সব রকম চেষ্টা করবেন।

৯। অর্থব্যাখ্যা বলতে প্রধানত—

ক) প্রয়োজনীয় তথ্য জানা।

খ) লেখক কি বুঝিয়েছেন তা জানা।

গ) কোথায়? কখন? কিভাবে?—এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা।

সারমর্ম প্রকাশ বা "ছোট করে অল্প কথায় বলা।" বাইবেল অধ্যয়নে এর মানে হোল, প্রধান বিষয় ও তাদের বিবরণগুলি সংক্ষেপে, অল্প কথায় তুলে ধরা। কোন একটা নির্দিষ্ট শাস্ত্রাংশের মধ্যে যে প্রধান বিষয়গুলি আছে অল্প কথায় সেগুলি দেখিয়ে দেওয়াই সারমর্ম প্রকাশের মূল লক্ষ্য। সারমর্মে আপনি অল্প কথার মধ্যে সম্পূর্ণ বিষয়টা দেখতে পান। এটাই অর্থ ব্যাখ্যার শেষ বা চূড়ান্ত পর্য্যায়।

অনেকভাবে সারমর্ম দেখানো যায়। এজন্য কখনো কখনো চার্ট বা নক্সা ব্যবহার করা হয়। পর্যবেক্ষণ করে আপনি যে তথ্যগুলি পেয়েছেন সেগুলিকে যে কোন সুবিধাজনক পথে সাজানো যায়। এমনভাবে সাজাতে হবে যেন প্রধান অংশগুলি এবং তাদের নীচের ছোট অংশগুলি ভালভাবে বুঝা যায়। এই সারমর্ম গুলিকে কখনো কখনো চার্ট বা নক্সারূপেও দেখানো যেতে পারে।

১০। নীচের যে উক্তিগুলি সারমর্ম সম্বন্ধে খাটে সেগুলির বা পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক) সব সময় চার্টের আকারে দেখানো হবে।

খ) সব সময় প্রধান প্রধান বিষয়গুলি ও তাদের নীচের ছোট ছোট বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে দেখাবে।

গ) চার্ট অথবা নক্সার আকারে দেখানো যেতে পারে।

ঘ) অল্প কথার মধ্যে সম্পূর্ণ বিষয়টি দেখায়।

এখানে মূল্যায়ন কথাটি আপনার পছন্দ-অপছন্দর ব্যাপার হিসাবে দেওয়া হয়নি। আপনি যখন মূল্যায়ন করবেন, তখন ধরতে চেষ্টা করবেন যে, আপনি যে বিষয়টি পড়ছেন সেটি কি একটি সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতি, না কেবলমাত্র একটি স্থানীয় প্রথা, যা বাইবেলের কোন একটা বিশেষ সময়ের ও একটা বিশেষ অবস্থার জন্য দেওয়া হয়েছিল। আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন, "আমি যা পড়ছি তা কি একটি সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতি? এটি কি সব যুগের, সব জায়গার ও সব মানুষের বেলায় খাটে, অথবা এটা কেবল মাত্র ঐ বিশেষ সময়ের জন্য?"

মনে করুন, আপনি করিন্থীয়দের কাছে লেখা পৌলের প্রথম চিঠির স্ত্রীলোক ও তার চুলের বিষয়টি অধ্যয়ন করছেন। পৃথিবীর সব জায়গায়ই কি স্ত্রীলোকদের চুল কেটে ফেলা অন্যায়? অথবা, সব যুগের স্ত্রীলোকদের বেলায় কি একথা প্রযোজ্য? এটি কি কেবল মাত্র একটি সামাজিক রীতি-নীতির ব্যাপার নয়? বাইবেলের যুগে, বাইবেলে উল্লেখ করা দেশগুলির সামাজিক রীতি-নীতিতে কি এই প্রথা প্রচলিত ছিল না? এই নিয়ম কি সব জায়গার, সকল যুগের স্ত্রীলোকদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে? মূল্যায়ন করতে গিয়ে আপনি এই ধরণের বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। হয়ত আর এক জায়গা থেকে পড়ে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন যে, প্রতিমা পূজা সব সময় এবং সব জায়গায়ই অন্যায়, তবে সেটি একটি সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতি। আপনি পর্যবেক্ষণ, অর্থব্যাখ্যা, এবং সারমর্মে কি তথ্য বা খবর পেয়েছেন, তার উপর ভিত্তি করেই এই সিদ্ধান্তগুলি নেবেন। এই ব্যাপারে আপনি বাইবেলের সামাজিক প্রথাগুলি সম্পর্কে বই পত্র, বাইবেল-অভিধান, ও টীকা পুস্তক ইত্যাদির সাহায্য নিতে পারেন। এগুলি যদি আপনার না থাকে বা এগুলি ব্যবহার আপনি না জানেন, তবে হতে পারে এই ধরণের কোন কোন বিষয়ে আপনি সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করতে বা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না, তবুও, শুধু মাত্র বাইবেলের সাহায্য নিয়ে আপনি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বা মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করতে পারবেন।

অনেক সময় কোন বিষয় একটা বিশেষ স্থানের বা বিশেষ অবস্থার জন্য দেওয়া হলেও তার পেছনে একটা সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতি থাকে। যেমন ১ করিন্থীয় ৮ অধ্যায়ে প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার খাওয়া না খাওয়ার কথা বলা হয়েছে, এই জায়গাটি অধ্যয়নের পর আপনি যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার না খাওয়া একটা বিশেষ স্থানের সামাজিক রীতিনীতি ও একটা বিশেষ অবস্থায় বিবেকের চালনার উপর নির্ভর করে। তবুও আপনি যা ইচ্ছা তাই খেতে পারেন না। যদিও প্রেরিত পৌলের নিকট প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার দোষের নয়, তবুও বিশ্বাসীদের কথা চিন্তা করেই তিনি তা খেতে

নিষেধ করেছেন। এখানে এর পেছনের যে সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতিটি বিদ্যমান সেটি হোল, "অন্যদের জন্য চিন্তা করা।" প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায় এমন কোন না কোন বিষয় থাকে যেখানে তাদের জন্য চিন্তা করবার প্রয়োজন দেখা দেয়। এইসব ক্ষেত্রে কোন একটা কিছু করা বা কোন একটা কিছু না করা, সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতির ব্যাপার না হলেও সেই বিশেষ সমাজ ব্যবস্থায় দোষনীয় হয়ে দাঁড়ায়, তাই অন্যদের জন্য চিন্তা করবার "চিরস্থায়ী" নীতিটি পালন করবার জন্য খ্রীষ্টিয়ানরা প্রয়োজন বোধে তাদের আচার ব্যবহার পরিবর্তন করে থাকেন।

১১। বাইবেলের যুগের পরিস্থিতি মূল্যায়নে স্থানীয় রীতিনীতিগুলি আমাদের জীবনে—

ক) সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতিগুলির মত সরাসরি খাটে না।

খ) সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতিগুলির মত সমান ভাবেই খাটে।

গ) সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতিগুলির চাইতেও বেশী করে খাটে।

মূল্যায়নের সাথে প্রয়োগের যথেষ্ট মিল আছে। কোন একটা বিশেষ শাস্ত্রাংশে একটা সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতি খুঁজে পেলে পর আপনার কাজ হোল আমাদের নিজেদের সাথে ঐ নীতির সম্বন্ধ বের করা। "আমরা কিভাবে এই নীতিটি আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতাম বা ব্যবহার করতাম?"—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার দ্বারা আপনি এটা জানতে পারেন। এর উত্তর পাবার জন্য আপনাকে নিজের বিচার বিবেচনা এবং পবিত্র আত্মার চালনার উপর নির্ভর করতে হবে। আপনি যদি প্রভুর ইচ্ছা পালন করতে চান তবে, পবিত্র আত্মা নিশ্চয়ই আপনাকে উত্তর পেতে সাহায্য করবেন। সম্বন্ধ নির্ণয় করা অর্থাৎ এই প্রশ্ন করা, "সমগ্র বাইবেলের সাথে এর যোগ বা সম্বন্ধ কি?" প্রথম পাঠে আপনি জেনেছেন যে, সমগ্র বাইবেলে একটা মূল একতা আছে। বাইবেলের কোন একটা অংশের সঠিক অর্থ জানবার জন্য আপনাকে বাইবেলের সবটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হবে। বাইবেলের বাক্য যে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে তার চমৎকার প্রমাণ হোল, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন

সময়ে বিভিন্ন জায়গায় বসে লিখলেও প্রত্যেকের লেখার মধ্যেই মত বা চিন্তার মিল রয়েছে। সম্বন্ধ নির্ণয়ের ব্যাপারে এই সত্যটি আপনাকে কাজে লাগাতে হবে।

বিশ্বাস আমাদেরকে বলে যে, বাইবেলের সব কিছুর মধ্যেই একটা মিল বা সামঞ্জস্য আছে। এখন বাইবেলের সব কিছুই যদি কোন একটা বিশেষ বিষয় বলে, আর আপনার মনে এমন কোন ধারণা আসে যেটি তার উল্টো কিছু বলে, (যার সাথে বাইবেলের শিক্ষার মিল নেই) তবে এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ভুল আছে। তখন আপনার কাজ হোল, সেই বিষয় আবারও চিন্তা করা, অধ্যয়ন করা, এবং ঐ বিষয়টি বুঝবার জন্য বিশেষভাবে পবিত্র আত্মার কাছে সাহায্য চাওয়া। সম্বন্ধ নির্ণয়ের এই ধাপটি বাইবেলের সামগ্রিক চিত্রের সাথে প্রত্যেকটি বিষয়ের মিল দেখাতে চেষ্টা করে। এজন্য এই অংশটির প্রশ্ন হ'ল ঃ "রোমীয়" পত্রের সাথে "গালাতীয়" পত্রের সম্পর্ক কি? "যাকোবের" পত্রের সাথে 'রোমীয়' ও 'গালাতীয়' পত্র দুটির সম্বন্ধ কি?" ইত্যাদি।

১২। বাম পাশের প্রশ্নগুলির জন্য, ডান পাশ থেকে সঠিক উত্তরগুলি বেছে বের করুন। (আপনি একই উত্তর একবারেরও বেশী ব্যবহার করতে পারেন)।

…ক) কোন্ ধাপটির সাথে মূল্যায়নের যথেষ্ট মিল আছে?

…খ) কোন্ ধাপে বাইবেলের সামগ্রিক চিত্রের সাথে প্রত্যেকটি বিষয়ের মিল দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে?

…গ) কোন্ ধারণা বাইবেলের সামগ্রিক শিক্ষার বিরুদ্ধে গেলে, কোন্ ধাপটি সে বিষয় আবার অধ্যয়ন করতে শিক্ষা দেয়?

…ঘ) কোন্ ধাপটি আমাদের জীবনের সাথে একটি সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতির সম্বন্ধ দেখায়?

১) সম্বন্ধ নির্ণয়
২) সংক্ষেপ করা
৩) প্রয়োগ

প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি ঃ

লক্ষ্য—৬ ঃ চার প্রকার তথ্য মূলক প্রশ্নগুলি কি কি, এবং বাইবেল অধ্যয়নের প্রধান ধাপগুলির সাথে সেগুলির সম্পর্ক কি, তা বলতে পারা।

লক্ষ্য—৭ ঃ তিন প্রকার চিন্তামূলক প্রশ্ন কি কি এবং বাইবেল অধ্যয়নের প্রধান ধাপগুলির সাথে সেগুলির সম্পর্ক কি, তা বলতে পারা।

যীশু খুব দক্ষতার সাথে প্রশ্ন ব্যবহার করতেন। মার্ক ৩ অধ্যায়ে আপনি এর উদাহরণ দেখতে পাবেন। কিছু লোক ছিল, যারা যীশুর দোষ ধরবার চেষ্টা করছিল। যে লোকটির হাত শুকিয়ে গিয়েছিল তাকে সুস্থ করবার আগে যীশু এই লোকদের প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, এরা তাঁর কাজ লক্ষ্য করছে, আর সুযোগ খুঁজছে, যেন তাঁকে বিশ্রামবার ভাংবার দোষে দোষী করতে পারে। যীশু প্রশ্ন করেছিলেন, "মোশির আইন কানুন মতে বিশ্রামবারে কাজ করা উচিৎ, না মন্দ কাজ করা উচিৎ? প্রাণ রক্ষা করা উচিৎ, না নষ্ট করা উচিৎ?"

তাঁর প্রশ্নগুলি দুটি কাজ করেছে। প্রথমতঃ দেখিয়ে দিয়েছে যে, আইন যদি বিশ্রামবারে ভাল কাজ করতে নিষেধ করে, তবে তা বিকৃত বা দূষিত। দ্বিতীয়তঃ তাঁর প্রশ্নগুলি একটি সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতি দেখিয়ে দিয়েছে। ক্ষতি করবার চাইতে উপকার করা, এবং একজন মানুষের প্রাণ ধ্বংস করবার চাইতে তা রক্ষা করা সব সময়ই ভাল। লোকেরা এতই রাগ হয়েছিল যে, তারা কোন উত্তর দেয়নি। যীশু প্রশ্নগুলি ব্যবহারের দ্বারা তাঁর কাজের পথ পরিস্কার করলেন।

ভাল প্রশ্নের জন্য ভাল উত্তর প্রয়োজন। "হ্যাঁ" অথবা "না" দিয়ে যে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় সেগুলি জ্ঞান লাভে তেমন সাহায্য করেনা। "মোশির আইন কানুন মতে বিশ্রামবারে ভাল কাজ করা উচিত, না মন্দ কাজ করা উচিৎ?' -মার্ক ৩ ঃ ৪ পদ। এই প্রশ্নটি লোকদেরকে তাদের ব্যবস্থার শত শত খুঁটি নাটি নিয়ম কানুন মনে করিয়ে দিয়েছিল। তারা অনেক বছর ধরে এই সব

খুটি নাটি নিয়ম-কানুন তৈরী করেছে। এগুলিকে তারা ঈশ্বরের দেওয়া নিয়ম কানুনের মতই দেখতো, কিন্তু আসলে সেগুলি ছিল মানুষের তৈরী। সেগুলি ঈশ্বরের দেওয়া নিয়ম ছিল না। প্রভু যীশুর সামান্য একটা প্রশ্ন সম্পূর্ণ একটা উপদেশের সমান ফল দিয়েছিল।

আপনাকে সাত রকম মৌলিক প্রশ্ন দেখানো হবে। এদের মধ্যে চারটি তথ্যমূলক প্রশ্ন, এবং তিনটি চিন্তামূলক প্রশ্ন। বাইবেল অধ্যয়নের মৌলিক বা প্রধান ধাপগুলির জন্য এই প্রশ্নগুলিই যথেষ্ট। নামগুলি আপনার কাছে নতুন মনে হতে পারে, কিন্তু আপনি আগে যে নীতিগুলি শিখেছেন, সেগুলির সাথে এদের খুব মিল আছে।

এই অংশে আমরা প্রশ্ন করবার বিষয় শিখবো এবং এই প্রশ্নগুলি বাইবেল অধ্যয়নের জন্য ব্যবহার করব। এজন্য আপনার নোট খাতার একটা পৃষ্ঠাকে নীচের চিত্রের মত ভাগ করুন।

প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি			
কি প্রকার প্রশ্ন	শাস্ত্রাংশ	প্রশ্ন	উত্তর

এর পরে সাতটি অনুশীলনী দেখতে পাবেন। প্রতিটি অনুশীলনীতে এক ধরনের প্রশ্ন বুঝিয়ে দেওয়া হবে। সেই প্রশ্নের জন্য উদাহরণ হিসাবে একটি শাস্ত্রীয় পদ, ঐ পদের উপর এক বা একাধিক প্রশ্ন, এবং প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। এই দৃষ্টান্তগুলির সাহায্য নিয়ে আপনি আপনার নোট খাতার কলামগুলি পূরণ করবেন। নিজের উত্তরগুলি আগে লিখুন। তারপর বইয়ের উত্তর দেখুন।

তথ্য মূলক প্রশ্নগুলি হোল, (১) পরিচয় মূলক, (২) উপায় বা পদ্ধতি সম্বন্ধীয়, (৩) সময় সম্বন্ধীয়, (৪) স্থান সম্বন্ধীয়। এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে-কে অথবা কি, কিভাবে, কখন, এবং কোথায়।

(১) পরিচয় মূলক প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে কে এবং কি। এগুলি এমন পর্যবেক্ষণের প্রশ্ন, যেগুলির দ্বারা আমরা কিছু তথ্য লাভ করি। শাস্ত্রাংশের উপর নির্ভর করে এই প্রশ্নগুলির রদবদল হতে পারে। যেমন 'কে' প্রশ্নগুলি এইরূপ হতে পারে: "কে বলেছেন?" "কে শুনেছেন?" "কার কথা বলা হচ্ছে?" "এই বিবরণের মধ্যে কে কে পড়ে?" 'কি' প্রশ্নগুলির বেলায়ও একই কথা। "কি বলা হচ্ছে?" "কি করা হচ্ছে?" "লাভ কি হচ্ছে?" "এর মধ্যে কি কি শর্ত আছে?"

শাস্ত্রে 'কে' বা 'কি' প্রশ্নগুলি সবসময় পরিচয় মূলক নাও হতে পারে। প্রশ্নগুলি হোল তথ্যলাভের যন্ত্র বা হাতিয়ার। আপনি যখন বিভিন্ন যন্ত্র বা হাতিয়ার নিয়ে কাজ করেন, তখন বিশেষ কাজের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রটিই আপনি ব্যবহার করেন। যেমন ফল বা শব্জি কাটার সময় আপনি ছুরি বা বটি ব্যবহার করেন। গাছের বড়

একটা ডাল কাটবার জন্য আপনি অন্য কিছু ব্যবহার করেন। তথ্য-মূলক প্রশ্নগুলিও আপনার যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ার। কিন্তু তাই বলে আপনি সব সময় সবগুলি প্রশ্ন ব্যবহার করবেন না। যেমন, শাস্ত্রাংশে কোন জায়গার নাম না থাকলে আপনি হয়তো স্থান-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ব্যবহার করবেন না। যে প্রশ্ন উপযুক্ত হবে, সেই প্রশ্নই আপনি ব্যবহার করবেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে নোট খাতায় ব্যবহারের জন্য আমরা ফিলিপীয় ১ঃ১২-১৪ পদটি নেব। এই শাস্ত্রাংশটি ব্যবহার করবার কারণ এখানে সব রকম প্রশ্নের কিছু না কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

১৩। আপনার নোট খাতার "কি প্রকার প্রশ্ন" কলামে লিখুন পরিচয় সম্বন্ধীয়-কে? এবং কি? "শাস্ত্রাংশ" কলামে-ফিলিপীয় ১ঃ১২ পদ। "প্রশ্ন" কলামে দুটি প্রশ্ন লিখুনঃ কাদের কাছে লেখা? লেখক তাদের কি জানাতে চান? এখন ফিলিপীয় ১ঃ১২ পদ পড়ুন এবং "উত্তর" কলামে আপনার উত্তরগুলি লিখুন।

(২) উপায় বা পদ্ধতি সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে, কিভাবে?ঃ "কিভাবে এটা পাওয়া গেল?" "কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে?"

১৪। আপনার নোট খাতার "কি প্রকার প্রশ্ন" কলামে লিখুন উপায় বা পদ্ধতি সম্বন্ধীয়-কিভাবে? "শাস্ত্রাংশ" কলামে প্রত্যেকবার ফিলিপীয় লেখবার দরকার নেই, কারণ কলামের শুরুতে আপনি তা লিখেছেন। অন্য একটি শাস্ত্রাংশ নিয়ে কাজ না করা পর্যন্ত কেবল মাত্র অধ্যায় ও পদ লিখলেই চলবে। তাই কেবল ১ঃ১২-১৪ পদ লিখুন। "প্রশ্ন" কলামে লিখুনঃ কিভাবে (কোন উপায়ে) সুখবর প্রচারের কাজ এগিয়ে গিয়েছিল? এটা কিরূপে জানা যায়? এখন ফিলিপীয় ১ঃ১২, ১৪ পদটি দেখুন ও "উত্তর" কলামে আপনার উত্তর লিখুন।

(৩) সময় সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে কখন?ঃ "এটা কখন ঘটেছে?" এই প্রশ্নগুলির উত্তরের জন্য সব সময় একটা বিশেষ তারিখের দরকার হয় না। অনেক আগে, কিছুকাল আগে, ভবিষ্যতে, নিকট ভবিষ্যতে, অথবা ঘটনাটি অন্য একটা ঘটনার আগে না পরে ঘটেছিল এইটুকু জানাই যথেষ্ট।

১৫। আপনার নোট খাতার "কি প্রকার প্রশ্ন" কলামে লিখুন-সময় সম্বন্ধীয়-কখন ? "শাস্ত্রাংশ" কলামে লিখুন ১:১২-১৪ পদ। "প্রশ্ন" কলামে লিখুন : এটা কখন ঘটেছিল ? পদগুলি পড়ুন। এখানে কোন তারিখ নাই, কিন্তু ঘটনাটি অনেক আগে না কিছুকাল আগে ঘটেছে তা বুঝা যায়। "উত্তর" কলামে আপনার উত্তর লিখুন, কোন্ কথা থেকে এই উত্তরটি পেলেন তাও লিখুন।

৪। স্থান সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে, কোথায় ? স্থান বলতে দেশ, শহর বা গ্রাম, কারো বাড়ী এবং পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, ইত্যাদি বুঝাতে পারে।

প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি

কি প্রকার প্রশ্ন	শাস্ত্রাংশ	প্রশ্ন	উত্তর
পরিচয় সম্বন্ধীয় —কে ? —কি ?	ফিলিপীয় ১ : ১২	কাদের কাছে লেখা ? লেখক তাদের কি জানাতে চান ?	

১৬। আপনার নোট খাতায় "কি প্রকার প্রশ্ন" কলামে লিখুন, স্থান সম্বন্ধীয়-কোথায় ? "শাস্ত্রাংশ" কলামে লিখুন, ১ : ১৩-১৪ পদ। "প্রশ্ন কলামে লিখুন" এটা কোথায় ঘটেছিল ? "যেখানে ঘটেছিল বলে আপনার মনে হয় "উত্তর" কলামে তা লিখুন। আর কেন তা মনে হয় তাও লিখুন।

চিন্তামূলক প্রশ্নগুলির কাজ হোল তথ্যগুলির প্রকৃত অর্থ খুঁজে বের করা। তথ্যগুলি ঠিক মত বের করবার পরেই আপনি এই এই চিন্তা মূলক প্রশ্নগুলি ব্যবহার করবেন। প্রশ্নগুলি তিন প্রকার : সুস্পষ্ট বক্তব্য-যা কথাগুলির প্রকৃত পরিচয় বহন করে। (২) যুক্তি-মূলক বক্তব্য যা কথাগুলির যুক্তি বা কারণের বিষয় লক্ষ্য করে অর্থাৎ বিষয়টি কেন হোল, তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করে। (৩) ইংগিত

বহনকারী বক্তব্য-যা, যে কথাগুলি বলা হয়েছে তার পিছনে আরো কি কথা আছে, তার বিষয় লক্ষ্য করে ও তার সংগে আমাদের জীবনের ও সমগ্র বাইবেলের সম্পর্কের বিষয় সূচীত করে। আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে,এই প্রশ্নগুলি আসলে বাইবেল অধ্যয়নের প্রধান ধাপগুলিরই অংশ।

(১) সুস্পষ্ট প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে, "এর মানে কি" কি বলা হয়েছে তা আপনি দেখছেন, এর পরের প্রশ্নটি হোল কি বলা হয়েছে তাতো আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ কি? সুস্পষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হলে সাধারণত কথাগুলির ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। শব্দ, নাম, কোন উক্তি, ব্যাকরণ বা সাহিত্যের ধরণ, অথবা লেখার সুর বা পারিপার্শিক অবস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা চলে।

১৭। আপনার নোট খাতার "কি প্রকার প্রশ্ন" কলামে লিখুন, সুস্পষ্ট বক্তব্য-অর্থ? "শাস্ত্রাংশ" কলামে লিখুন, ১ঃ১৩ পদ। "প্রশ্ন" কলামে লিখুন, রাজবাড়ীর সৈন্যদল কথাটির মানে কি? এখন ১৩ পদ পড়ুন এবং এর মানে কি হতে পারে চিন্তা করুন। "উত্তর" কলামে আপনার উত্তর লিখুন।

(২) যুক্তিমূলক বক্তব্যে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে, কেন? "কেন এই কথা বলা হোল?" আর "একথা কেন এখানে বলা হোল?" আপনি বিষয়টির মানে জানতে পেরেছেন, কিন্তু এটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে কেন? এই বিবরনের মধ্যে এর স্থান কোথায়? এর সঠিক উত্তর বের করবার জন্য আপনাকে আরো বেশী পড়তে হবে, যেমন সম্পূর্ণ অধ্যায়, অথবা সম্পূর্ণ বইটি আপনাকে পড়তে হবে।

১৮। আপনার নোট খাতার "কি প্রকার প্রশ্ন" কলামে লিখুন-যুক্তি মূলক বক্তব্য-কারণ, কেন? শাস্ত্রাংশ কলামে লিখুন ১ঃ১২-১৪ পদ। "প্রশ্ন" কলামে লিখুন, প্রেরিত পৌল তাদের একথা বলছেন কেন? ১২-১৪ পদ পড়ুন। এই পদগুলি থেকে "উত্তর" কলামে আপনার উত্তর লিখুন।

বইয়ে দেওয়া উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখবেন। হুবহু একই উত্তর হওয়ার প্রয়োজন নেই, তবে তাদের মধ্যে মিল থাকবে।

(৩) ইংগিত বহনকারী প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে "এর ভাবার্থ কি অথবা এটা কি ইংগিত দেয়?" এর পেছনে একটা নীতি আছে, যা আমাদের জানা দরকার? এটি কি আমরা আমাদের জীবনের কোন বিশেষ অবস্থায় ব্যবহার করতে পারি? লক্ষ্য করুন, এখানেও প্রশ্নগুলি-মূল্যায়নকরা, প্রয়োগ করা, ও সম্বন্ধ নির্ণয় করা-বাইবেল অধ্যয়নের এই প্রধান ধাপগুলির সাথে সম্বন্ধযুক্ত। ইংগিত বহনকারী বিষয়গুলি শাস্ত্রাংশে সরাসরি বলা হয়না, কিন্তু যা বলা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে এটি বুঝতে পারা যায়।

১৯। আপনার নোট খাতায় "কি প্রকার প্রশ্ন" কলামে লিখুন- ইংগিত বহনকারী-এটা কিসের ইংগিত দেয় বা এর ভাবার্থ কি? "শাস্ত্রাংশ" কলামে লিখুন ১ ঃ ১২-১৪ পদ। "প্রশ্ন" কলামে লিখুন- এই শাস্ত্রীয় পদগুলি থেকে কোন্ দুটি ইংগিত পাওয়া যেতে পারে? পদগুলি নিয়ে চিন্তা করুন। এই পদগুলি থেকে যে দুটি ইংগিত বা সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়, সেগুলি চিন্তা করুন। "উত্তর" কলামে আপনার উত্তর লিখুন।

২০। বা পাশের প্রশ্নগুলি কি প্রকার প্রশ্ন (ডান পাশে দেওয়া আছে) তা, দেখান।

...ক) কিভাবে এটা হয়েছে?	১) পরিচয় মূলক
...খ) কেন একথা বলা হয়েছে?	২) উপায় বা পদ্ধতি সম্বন্ধীয়
...গ) এর পেছনে কি কোন নীতি আছে?	৩) সময় সম্বন্ধীয়
...ঘ) কার কথা এখানে বলা হয়েছে?	৪) স্থান সম্বন্ধীয়
...ঙ) এর মানে কি?	৫) সুস্পষ্ট বক্তব্য সম্বন্ধীয়
...চ) কখন এটা ঘটেছিল?	৬) যুক্তি মূলক
...ছ) কোথায় এটা ঘটেছিল?	৭) ইংগিত বহনকারী

পরীক্ষা—২

১। সুফলদায়ক বাইবেল অধ্যয়নের জন্য প্রথম যোগ্যতাটি কি?

ক) জ্ঞান

খ) আত্মিক অভিজ্ঞতা

গ) তীক্ষ্ম বুদ্ধি

২। সুফলদায়ক বাইবেল অধ্যয়নের জন্য কোন দুই রকম ব্যক্তিগত প্রস্তুতি প্রয়োজন?

খ) ৬) যুক্তি মূলক

গ) ৭) ইংগিত বহনকারী

ঘ) ১) পরিচয় মূলক

ঙ) ৫) সুস্পষ্ট বক্তব্য সম্বন্ধীয়।

চ) ৩) সময় সম্বন্ধীয়

ছ) ৪) স্থান সম্বন্ধীয়

২। গ) পবিত্র আত্মা আছে।

১২। ক) ৩) প্রয়োগ

খ) ১) সম্বন্ধ নির্ণয়।

গ) ১) সম্বন্ধ নির্ণয়।

ঘ) ৩) প্রয়োগ।

৩। নীচের যে কোন পাঁচটি।

গভীর, পবিত্র আত্মার রব সম্বন্ধে সজাগ থাকা, কোমলতা, নম্রতা, ধৈর্য্য, বিশ্বাস, পাপ স্বীকার, ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা।

১৩। তার বিশ্বাসী ভাইদের কাছে, তিনি তাদের জানাতে চেয়েছেন যে, তার উপর যা কিছু ঘটেছে তাতে সুখবর প্রচারে সাহায্য হয়েছে।

৪। ক) আত্মিক ভাবের চাইতে মনের ভাব-ই বেশী।

১৪। পৌলের জেলে আটক থাকবার মধ্য দিয়ে।

সুখবর প্রচারে ভাইদের সাহস আরো বেড়ে যাওয়া থেকে এটা জানা যায়।

৫। গ) খুব সাধারণ কয়েকটি জিনিষ।

১৫। কিছুকাল আগে। কারণ পৌল এখানে "যা ঘটেছে" বলেছেন, তার একটি হোল তার জেলে আটক থাকা। আর এই চিঠি লিখবার সময়ও তিনি জেলে আটক ছিলেন।

৬। ক) শৃংখলার সাথে অধ্যয়ন করা।

খ) যে অধ্যয়ন আপনার প্রচেষ্টাকে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়।

ঙ) অধ্যয়নের এমন একটা পদ্ধতি যা ধাপে ধাপে একটা লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

(৩) ইংগিত বহনকারী প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে "এর ভাবার্থ কি অথবা এটা কি ইংগিত দেয় ?" এর পেছনে একটা নীতি আছে, যা আমাদের জানা দরকার ? এটি কি আমরা আমাদের জীবনের কোন বিশেষ অবস্থায় ব্যবহার করতে পারি ? লক্ষ্য করুন, এখানেও প্রশ্নগুলি-মূল্যায়নকরা, প্রয়োগ করা, ও সম্বন্ধ নির্ণয় করা-বাইবেল অধ্যয়নের এই প্রধান ধাপগুলির সাথে সম্বন্ধযুক্ত। ইংগিত বহনকারী বিষয়গুলি শাস্ত্রাংশে সরাসরি বলা হয়না, কিন্তু যা বলা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে এটি বুঝতে পারা যায়।

১৯। আপনার নোট খাতায় "কি প্রকার প্রশ্ন" কলামে লিখুন-ইংগিত বহনকারী-এটা কিসের ইংগিত দেয় বা এর ভাবার্থ কি ? "শাস্ত্রাংশ" কলামে লিখুন ১ ঃ ১২-১৪ পদ। "প্রশ্ন" কলামে লিখুন-এই শাস্ত্রীয় পদগুলি থেকে কোন্ দুটি ইংগিত পাওয়া যেতে পারে ? পদগুলি নিয়ে চিন্তা করুন। এই পদগুলি থেকে যে দুটি ইংগিত বা সিদ্ধান্তে পেঁাছান যায়, সেগুলি চিন্তা করুন। "উত্তর" কলামে আপনার উত্তর লিখুন।

২০। বা পাশের প্রশ্নগুলি কি প্রকার প্রশ্ন (ডান পাশে দেওয়া আছে) তা, দেখান।

...ক) কিভাবে এটা হয়েছে ?	১) পরিচয় মূলক
...খ) কেন একথা বলা হয়েছে ?	২) উপায় বা পদ্ধতি সম্বন্ধীয়
...গ) এর পেছনে কি কোন নীতি আছে ?	৩) সময় সম্বন্ধীয়
...ঘ) কার কথা এখানে বলা হয়েছে ?	৪) স্থান সম্বন্ধীয়
...ঙ) এর মানে কি ?	৫) সুস্পষ্ট বক্তব্য সম্বন্ধীয়
...চ) কখন এটা ঘটেছিল ?	৬) যুক্তি মূলক
...ছ) কোথায় এটা ঘটেছিল ?	৭) ইংগিত বহনকারী

পরীক্ষা—২

১। সুফলদায়ক বাইবেল অধ্যয়নের জন্য প্রথম যোগ্যতাটি কি ?

ক) জ্ঞান

খ) আত্মিক অভিজ্ঞতা

গ) তীক্ষ্ম বুদ্ধি

২। সুফলদায়ক বাইবেল অধ্যয়নের জন্য কোন দুই রকম ব্যক্তি-গত প্রস্তুতি প্রয়োজন ?

খ) ৬) যুক্তি মূলক

গ) ৭) ইংগিত বহনকারী

ঘ) ১) পরিচয় মূলক

ঙ) ৫) সুস্পষ্ট বক্তব্য সম্বন্ধীয়।

চ) ৩) সময় সম্বন্ধীয়

ছ) ৪) স্থান সম্বন্ধীয়

২। গ) পবিত্র আত্মা আছে।

১২। ক) ৩) প্রয়োগ

খ) ১) সম্বন্ধ নির্ণয়।

গ) ১) সম্বন্ধ নির্ণয়।

ঘ) ৩) প্রয়োগ।

৩। নীচের যে কোন পাঁচটি।

গভীর, পবিত্র আত্মার রব সম্বন্ধে সজাগ থাকা, কোমলতা, নম্রতা, ধৈর্য্য, বিশ্বাস, পাপ স্বীকার, ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা।

১৩। তার বিশ্বাসী ভাইদের কাছে, তিনি তাদের জানাতে চেয়েছেন যে, তার উপর যা কিছু ঘটেছে তাতে সুখবর প্রচারে সাহায্য হয়েছে।

৪। ক) আত্মিক ভাবের চাইতে মনের ভাব-ই বেশী।

১৪। পৌলের জেলে আটক থাকবার মধ্য দিয়ে।

সুখবর প্রচারে ভাইদের সাহস আরো বেড়ে যাওয়া থেকে এটা জানা যায়।

৫। গ) খুব সাধারণ কয়েকটি জিনিষ।

১৫। কিছুকাল আগে। কারণ পৌল এখানে "যা ঘটেছে" বলেছেন, তার একটি হোল তার জেলে আটক থাকা। আর এই চিঠি লিখবার সময়ও তিনি জেলে আটক ছিলেন।

৬। ক) শৃংখলার সাথে অধ্যয়ন করা।

খ) যে অধ্যয়ন আপনার প্রচেষ্টাকে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়।

ঙ) অধ্যয়নের এমন একটা পদ্ধতি যা ধাপে ধাপে একটা লক্ষ্যে পেঁীছে দেয়।

১৬। রোমের জেল খানায়। পৌলের জেলে বন্দী থাকবার কথা পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে। রোমেই যে এটা ঘটেছিল, এরূপ মনে হওয়ার কারণ, এখানে রাজ বাড়ীর সৈন্যদলের কথা বলা হয়েছে। (৪ ঃ ২২ পদ থেকে এর সত্যতার প্রমাণ হয়)।

৭। পর্যবেক্ষণ, অর্থ-ব্যাখ্যা, সারমর্ম প্রস্তুত করা, মূল্যায়ন, প্রয়োগ, সম্বন্ধ নির্ণয়।

১৭। পৌল বলেছেন যে, তিনি জেল খানায় বন্দী। জেলখানা দেখাশুনার জন্য সৈন্য দরকার। এই সৈন্যরা আবার রাজ-প্রাসাদের নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে যুক্ত, তাই তারা রাজ-প্রাসাদে পৌলের বন্দী থাকবার কথা জানতো।

৮। ক) ৩) পর্যবেক্ষণের।
খ) ৪) প্রয়োজনীয় তথ্য বা খবর।
গ) ২) অর্থব্যাখ্যার কাজ।

১৮। যেন সুখবর প্রচারের কাজ কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তা জেনে তারা উৎসাহ পায়। জেল খানায় প্রেরিত পৌলের সাক্ষ্য সেখানকার বিশ্বাসীদের উৎসাহ দিচ্ছে জেনে তারা যেন আনন্দ করে।

৯। খ) লেখক কি বুঝিয়েছেন তা জানা।

১৯। পৌল বন্দী অবস্থায় জেলখানায় রক্ষীসৈন্যদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের বিষয় সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন। যে কোন অবস্থায়ই খ্রীষ্টের গৌরব করা যায়। নানা প্রকার কঠিন অবস্থার মধ্যেও খ্রীষ্টের সুখবর প্রচারের কাজ এগিয়ে নেওয়া যায়। প্রেরিত পৌলের বন্দী হওয়া আসলে ঐ সময়ে ঈশ্বরেরই ইচ্ছা ছিল (অন্যান্য অর্থও পাওয়া যেতে পারে, তবে এগুলিই সহজে নজরে পড়ে)।

তৃতীয় পাঠ

অর্থ ব্যাখ্যার মূল নীতিগুলি

প্রথম পাঠের একটি অংশে আপনি শাস্ত্র বুঝবার জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি প্রধান বিষয়ের পরিচয় পেয়েছেন। দ্বিতীয় পাঠে আপনি জেনেছেন যে, অর্থব্যাখ্যা হোল বাইবেল অধ্যয়নের ছয়টি মৌলিক ধাপের দ্বিতীয় ধাপ। পর্যবেক্ষণ করে আপনি কতগুলি তথ্য বা খবর পান, তারপর, আপনি ঐ তথ্যগুলির অর্থ বের করেন।

অর্থব্যাখ্যার কয়েকটি প্রধান বিষয় নিয়ে আলোচনা করাই এই পাঠের লক্ষ্য। খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস ও মতবাদের অধিকাংশ বিষয়ই আমরা অর্থ ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে পেয়েছি। মতবাদ কি? এটা এত প্রয়োজনীয় কেন? শিখবার ব্যাপারে অর্থব্যাখ্যা এত প্রয়োজনীয় কেন? আমরা এই প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর খোঁজ করব।

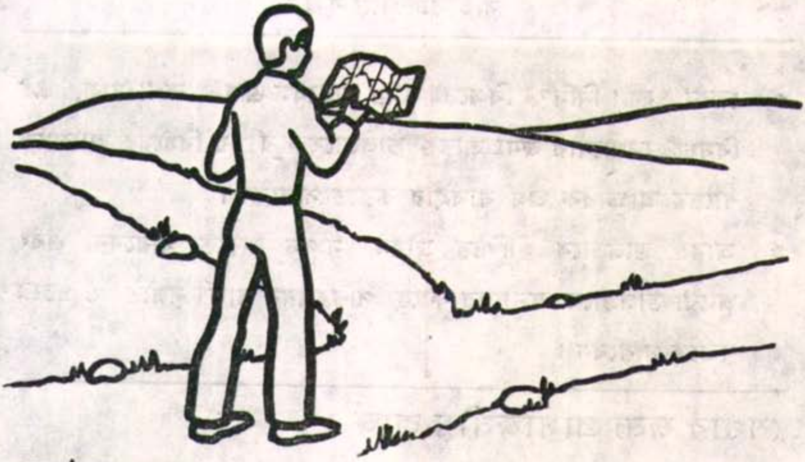

পাঠের খসড়া

মতবাদের প্রয়োজনীয়তা

আক্ষরিক অর্থ

বাইবেলের অখণ্ডতা

নূতন নিয়ম পুরাতন নিয়মকে প্রকাশ করে।

শাস্ত্রাংশ ব্যাখ্যায় পূর্বাপর বিষয়ঃ "প্রমান পদ" ব্যবহারে সাবধানতা,

একমাত্র পবিত্র শাস্ত্রেই ঈশ্বরীয় সত্য প্রকাশিত।

মতবাদগত সত্য নির্ণয়

একমাত্র সেই শাস্ত্রাংশগুলি থেকে, যেগুলি সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যক্ত করে।

একমাত্র শাস্ত্রীয় শিক্ষাই বিবেকের উপর সরাসরি কর্তৃত্বের দাবি রাখে।

শাস্ত্রের বাস্তবধর্মিতা

ঈশ্বরীয় জ্যোতির প্রতি আমাদের দায়িত্ব।

পাঠের লক্ষগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

* বাইবেলের মতবাদ কি তা বলতে পারবেন, এবং বাইবেলের অন্যান্য সত্যের থেকে কিভাবে এগুলি পৃথক করা হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

* কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে সমগ্র বাইবেল একই কথা বলে, এই বিষয়টি দেখানোর জন্য আরও ভালভাবে পূর্বাপর বিষয়ের আলোতে শাস্ত্রের আক্ষরিক অর্থ ব্যবহার করতে পারবেন।
* আরও ভালভাবে খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন করতে পারবেন, এবং আরো ভালভাবে অন্যদের কাছে পরিত্রানের বার্তা বলতে ও প্রচার করতে পারবেন।

শেখার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ ঃ

১। এই পাঠের ভুমিকা, পাঠের খসড়া এবং লক্ষ্যগুলি পড়ুন।

২। মূল শব্দগুলি দেখুন। যেগুলির অর্থ আপনি বুঝতে পারেন না, পরিভাষা থেকে সেগুলির অর্থ জেনে নিন।

৩। পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন। বইয়ে দেওয়া উত্তর-গুলির সংগে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখবেন।

৪। এই পাঠে আপনার নোট খাতা ব্যবহার করতে হবে না। তবে, সময় পেলে অন্য একটা শাস্ত্রাংশ ব্যবহার করে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি অভ্যাস করলে খুব উপকার হবে। দ্বিতীয় পাঠে আপনি এ বিষয়ে শিখেছেন। আপনি যে সব উপায় বা পদ্ধতি শিখেছেন সেগুলি যত বেশী ব্যবহার করবেন সেগুলির উপর আপনার দখলও তত বেড়ে যাবে। তাই, অধ্যয়নের জন্য বাইবেলের একটা ছোট অংশ, একটা অধ্যায়, অথবা একটা সম্পূর্ণ বই বেছে নিয়ে পদ্ধতিগুলি অভ্যাস করুন।

৫। পাঠ শেষ করে পরীক্ষা নিন।

মূল শব্দাবলী

	গৌণ	বিকৃত
বাস্তবধর্মিতা	ধর্মতত্ত্ব	

পাঠের বিস্তারিত বিবরন ঃ

মতবাদের প্রয়োজনীয়তা ঃ

লক্ষ্য-১ ঃ 'মতবাদ' ও 'ধর্মতত্ত্ব' শব্দ দুটি আমরা সাধারণত যে অর্থে ব্যবহার করি, তা বুঝিয়ে বলা।

আমরা "মতবাদ" বলতে বাইবেলের মতবাদ বুঝিয়েছি। মতবাদ হোল "খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সার বা আসল বিষয়"। এর সাথে ধর্মতত্ত্বের খুবই মিল আছে। ধর্মতত্ত্ব আমাদের জন্য ঈশ্বরের বিষয় অধ্যয়ন এবং মানুষের সাথে ও এই জগতের সাথে তাঁর যে সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্কের বিষয় অধ্যয়ন। "খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সমস্ত শিক্ষাই মতবাদ ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে পাওয়া যাবে।

এই বিষয়গুলি অধ্যয়ন করতে সারা জীবন প্রয়োজন। তাই মতবাদ শিক্ষা দেওয়া এই পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। মতবাদ কি, তাই কেবল আপনাকে বলা হবে, আর এর প্রয়োজন সম্পর্কে আপনাকে একটা ধারনা দেওয়া হবে। যীশু বলেছেন যে, ঈশ্বরের নিকট থেকেই তিনি তাঁর মতবাদ পেয়েছেন। "আমি যে শিক্ষা দিই তা আমার নিজের নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তারই। যদি কেউ তাঁর ইচ্ছা পালন করতে চায় তবে সে বুঝতে পারবে যে, এই শিক্ষা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, না আমি নিজ থেকে বলছি" (যোহন ৭ ঃ ১৬-১৭ পদ)।

তীমথিয়ের কাছে প্রেরিত পৌল যে চিঠি লিখেছেন, তাতে তিনি শাস্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধেও লিখেছেন (২ তীমথিয় ৩ ঃ ১৬-১৭ পদ)। তার দেওয়া তালিকার একেবারে প্রথমেই তিনি বলেছেন যে, শাস্ত্রবাক্য ঈশ্বরের সত্য শিক্ষার জন্য দরকার। এ থেকে আমরা মতবাদের প্রয়োজন বুঝতে পারি। ঈশ্বরের সত্যই হোল খাটি মতবাদ, কারণ, তা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে (যোহন ১৪ ঃ ৬ পদ)। আপনার কাজ হোল, কেবল মাত্র 'সত্য' বিশ্বাস করা ও তা অন্যদের কাছে বলা।

১। বা পাশে ডান পাশের বিষয়গুলির মানে দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে মিল দেখান—

—ক) খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সার এবং আসল বিষয়। ১। ধর্মতত্ত্ব
—খ) ঈশ্বরের বিষয় অধ্যয়ন, এবং মানুষের সাথে ও এই জগতের সাথে তাঁর যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের বিষয় অধ্যয়ন। ২। শাস্ত্রের ব্যবহার
৩। মতবাদ
—গ) ঈশ্বরের সত্য শিক্ষা দেওয়া।

মতবাদ এবং ধর্মতত্ত্ব প্রয়োজনীয়। কারণ ঈশ্বর এবং তাঁর পরিকল্পনা সম্বন্ধে আপনি যা কিছু বিশ্বাস করেন, তার উপরই নির্ভর করে আপনার মতামত ও আপনার সম্পর্ক। এক কথায় আপনার সম্পূর্ণ জীবন। প্রেরিত পৌল ঈশ্বরের সত্যের প্রতি বাধ্যতার জন্য রোমীয় খ্রীষ্টিয়ানদের প্রশংসা করেছেন ঃ "কারণ যদিও তোমরা পাপের দাস ছিলে, তবুও যে শিক্ষা তোমরা গ্রহণ করেছ, সমস্ত অন্তর দিয়ে তার বাধ্য হয়েছ" (রোমীয় ৬ ঃ ১৭ পদ)।

আপনি যখন বাইবেল পড়তে আসেন, তখন, আপনার ইচ্ছা শক্তি এবং আপনার হৃদয় নিয়ে আসেন। বাইবেল বুঝবার জন্য এগুলিই আপনার সম্পত্তি। ঈশ্বরও তার সম্পত্তি আপনার কাছে নিয়ে আসেন। বাইবেলে তিনি যে বাক্য দিয়েছেন তা যেন আপনি বুঝতে পারেন, সেজন্য তিনি আপনাকে তাঁর পবিত্র আত্মা দিয়েছেন।

যদি তাই হয়, তবে জগতে এত মিথ্যা মতবাদ কেন? এর অনেক কারণ আছে। আমাদের উচিত ঈশ্বরের বাধ্য হওয়া, কিন্তু এই ব্যাপারে অনেকে বিপথে চলে যায়। তারা ভুল পথে বাইবেল ব্যবহার করে। আমি একজন লোককে জানতাম, সে বলেছিল, "আমি যীশুকে একজন মহান শিক্ষাগুরু বলে বিশ্বাস করি। আমি তার পর্বতে দেওয়া উপদেশগুলি মেনে চলি।" কিন্তু এই লোকটি নতুন জন্ম প্রাপ্ত খ্রীষ্টিয়ান ছিল না। সে যীশুকে জগতের ত্রাণকর্তা বলে বিশ্বাস করতো না। যীশু সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনিই জগতের ত্রাণকর্তা, ঈশ্বরের একমাত্র প্রিয় পুত্র। অথচ সেই লোকটি এ বিষয় নিয়ে কোন চিন্তাই করেনি। ঐ বিষয় যদি যীশু সত্য কথা না বলে থাকেন, তবে আপনি তাঁর অন্য কোন কথাই বিশ্বাস করতে পারেন না। যীশু যদি আপনার হৃদয়ে থাকেন তবেই তাঁর পর্বতের উপরে দেওয়া উপদেশ (মথি ৫-৭ অধ্যায়) মেনে সেই মত জীবন যাপন করা যায়।

স্বেচ্ছাকৃতভাবে শাস্ত্রকে বিকৃত করার দ্বারাই মিথ্যা মতবাদগুলি তৈরী হয়। পুরাতন নিয়মের মালাখি বইয়ে ঈশ্বর ধর্মযাজকদের নিন্দা করেছেন, কারণ, তারা লোকদের মিথ্যা মতবাদ বা ভুল শিক্ষা দিচ্ছিল (মালাখি ২ ঃ ৮ পদ)। নূতন নিয়মে প্রেরিত পৌল বার বার তীমথিয়কে সতর্ক করে দিয়েছেন, যেন সে গভীর যত্নের সাথে ঈশ্বরের সত্য (মতবাদ) রক্ষা করে।

২। পড়ুন, ১ তীমথিয় ৬ ঃ ৩-৫ পদ। এই পদগুলি থেকে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

ক) যে লোক মিথ্যা (বা ভুল) শিক্ষা দেয় এবং যীশুর বাক্য মানে না, তার সম্বন্ধে কোন তিনটি কথা বলা যায় ? ....

....

খ) এই প্রকার লোক ধর্ম বিশ্বাসকে কিরূপ মনে করে।

....

অনেক সময় মণ্ডলীতেই ভুল শিক্ষা বা মতবাদ থাকে। এটা খুবই বিপদজনক। পবিত্র আত্মা যদিও আমাদের বুঝতে সাহায্য করেন, কিন্তু ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে অনেকে অলস ও অসতর্ক। তারা ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করতে চায়না। যারা বাইবেল অধ্যয়ন করেনা, তারাই সহজে ভণ্ড শিক্ষকদের কবলে চলে যায়। তারা যা শুনতে ভালবাসে ভণ্ড শিক্ষকরা তাই বলে, ঈশ্বরের সত্য তারা বলে না। অলস মন এবং অসতর্কভাব পবিত্র আত্মার কাজে বাধা দেয়। আপনার জ্ঞান বুদ্ধির মধ্যে দিয়েই পবিত্র আত্মাকে কাজ করতে হয়। যোগা-যোগের জন্য দুই পক্ষ দরকার। যার কাছে প্রকাশ করা হবে, সেই রকম উপযুক্ত লোক না থাকলে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন না। তিনি এমন একজন লোক চান, যিনি ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করবার জন্য ইচ্ছুক বা সচেষ্ট। প্রেরিত পৌল ইফিষের খ্রীষ্টিয়ান-দের বলেছেন, "তখন আমরা আর শিশুর মত থাকব না। লোকে দুষ্ট বুদ্ধি খাটিয়ে অন্যদের ভুল পথে নিয়ে যাবার জন্য যে ভুল

শিক্ষা দেয়, সেই ভুল শিক্ষার মধ্যে আমরা বাতাসে দুলে ওঠা ঢেউয়ের মত এদিকে সেদিকে দুলতে থাকব না" (ইফিষীয় ৪ ঃ ১৪ পদ)।

যে খ্রীষ্টিয়ানরা ঈশ্বরের সত্য বুঝবার ব্যাপারে সত্যি আগ্রহী তাদের অর্থব্যাখ্যা, ধর্মতত্ত্ব ও মতবাদ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ব্যাপারে হালকাভাবে চিন্তা করলে হবে না। তৃতীয় এবং চতুর্থ পাঠে কতগুলি নীতি দেওয়া হয়েছে, যেন ১ থিষলনীকীয় ৫ ঃ ২১ পদে পৌল যা করতে বলেছেন তা আপনি করতে পারেন। "সব কিছু যাচাই করে দেখো। যা ভাল তা ধরে রেখো। "অধ্যয়নের সময় যে সব চিন্তা আপনার মনে আসে সেগুলি বিচার করে দেখতে হবে। এই চিন্তা বা ধারনাগুলি কি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, না এগুলি আপনার নিজের মন থেকে? আপনার চিন্তা বা ধারণাগুলি যাচাই করে দেখতে হবে। অর্থব্যাখ্যার নীতিগুলি দিয়ে আসলে চিন্তা বা ধারনাগুলি যাচাই করা হয় এবং ভুল ধারনাগুলিকে দুর করে দেওয়া হয়। এই কাজ কেবলমাত্র একজন পরিত্রাণ প্রাপ্ত, সৎ ও পরিশ্রমী লোকের পক্ষে সম্ভব, যিনি তার সব চেয়ে ভাল বিচার বিবেচনা ব্যবহার করবেন ও পবিত্র আত্মা এই বিচার বিবেচনার উপরে সাহায্য দিয়ে ঈশ্বরের সত্যগুলি প্রকাশ করবেন।

আক্ষরিক অর্থ ঃ

লক্ষ্য-২ ঃ আক্ষরিক অর্থের মানে ও তার প্রয়োজনীয়তার বিষয় বর্ণনা করতে পারা।

আক্ষরিক অর্থ হোল ভাষার সাধারণ বা স্বাভাবিক ব্যবহার দ্বারা যে অর্থ বোঝা যায় তাই। এটা হোল, শব্দগুলির সাধারণ ভাব। আলংকারিক বা রূপক ভাষা হোল, একটা জিনিষের মধ্য দিয়ে অন্য একটা জিনিষ প্রকাশ করা। এটা মনের মধ্যে একটা ছবি ফুটিয়ে তোলে, যা অন্যরকম ধারনা দেয়।

ভাষা একটি জটিল ও পরিবর্তনশীল জিনিষ। অনেক বছর ধরে ব্যবহার করলে শব্দগুলির অর্থের সংগে আরো কিছু অর্থ যোগ হয়। যদি বলা হয়, বাইবেলকে অবশ্যই এর আক্ষরিক অর্থে বুঝতে হবে, তবে তার মানে ছাত্রকে যে একটা ধরাবাধা কাঠামোর মধ্যে ফেলা হোল তা নয়। "আপনি কেবল একটি পথেই এই শব্দটির অর্থ করতে পারেন"-এইরূপ বলা তা নয়। আপনাকে কোথাও না কোথাও আরম্ভ করতে হবে। এই আরম্ভ করবার ধাপটি হবে স্বাভাবিক। এতে শব্দগুলিকে তাদের সাধারণ অর্থে ধরে নিতে হয়। বাইবেলে আলংকারিক বা রূপক ভাষাও ব্যবহার করা হয়েছে। চতুর্থ পাঠে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। কিন্তু আলংকারিক বা রূপক ভাষার অর্থও শব্দগুলির আক্ষরিক অর্থের উপরই নির্ভর করে। যীশু শিক্ষা দেবার জন্য প্রায়ই আলংকারিক বা রূপক ভাষা ব্যবহার করেছেন।

৬। নীচের যে বাক্যগুলি সত্য, সেগুলির বা পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক) আক্ষরিক এবং আলংকারিক বা রূপক ভাষা, ঠিক একই জিনিষ বুঝায়।

খ) আলংকারিক বা রূপক ভাষার অথ প্রকাশের জন্য শব্দগুলির আক্ষরিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

গ) আক্ষরিক অর্থ হোল, ভাষার স্বাভাবিক ও সাধারণ ব্যবহার।

৪। যীশুর বলা শ্যামা ঘাসের দৃষ্টান্তটি (মথি ১৩ঃ২৪-৩০ পদ) এবং এর ব্যাখ্যা (মথি ১৩ঃ৩৬-৪৩ পদ) পড়ুন। তারপর, নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

ক) নিজেকে বুঝানোর জন্য যীশু কোন শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন?

....

খ) জগতকে বুঝানোর জন্য যীশু কোন শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন?

....

গ) কোন কথাটির দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্যের লোকদের বুঝানো হয়েছে ?

....

ঘ) কোন শব্দের দ্বারা শয়তানের লোকদের বুঝানো হয়েছে ?

....

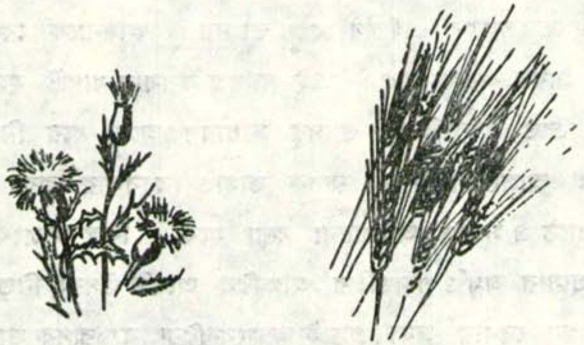

আলংকারিক বা রূপক ভাষা কিভাবে ব্যবহৃত হয়, এই প্রশ্নগুলি থেকে আপনি তা বুঝতে পারবেন। (আলংকারিক বা রূপক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, এমন একটা শাস্ত্রাংশ বেছে নিয়ে, কতগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এই বিষয় অভ্যাস করতে পারেন ও আপনার নোট খাতায় এগুলি লিখে রাখতে পারেন।) যীশু কিসের ইংগিত করেছেন তা জানার জন্য "বীজ" শব্দটির আক্ষরিক মানে বুঝা একান্তই দরকার। পড়ায়, সব সময়ই এই নিয়ম রক্ষা করে চলা হয়। যে কথা বলছে ও যে তার কথা শুনছে বা পড়ছে সে যেন তা বুঝতে পারে। ঈশ্বরও তাই চান। তিনি আপনার কাছ থেকে তার বাক্য লুকাতে চান না, তিনি বরং তা প্রকাশ করতে চান। তাই, আপনাকে শাস্ত্রের মধ্যে রহস্যময় কোন গোপন তথ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে না। যদি শাস্ত্রের মধ্যে গুপ্তকথা থাকতো, তাহলে আমরা কিছুই বুঝতে পারতাম না, সবটাই গোলমেলে ব্যাপার হোত। লোকেরা অনেক চিন্তা-ভাবনা করেও সঠিক কিছু জানতে পারত না। শব্দগুলিকে তাদের সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা, তার দ্বারাও যে কোন সত্য বা বিশ্বাসকে পরীক্ষা করতে হবে।

৫। আক্ষরিক অথবা আলংকারীক 'শব্দটি দিয়ে নীচের শূণ্য-স্থানগুলি পূরণ করুন।

ক) বাইবেলের············অর্থ দেখতে হবে, নতুবা এর ঠিক অর্থ জানা যাবে না।

খ) যীশু শিক্ষা দেবার জন্য প্রায়ই············ভাষা ব্যবহার করেছেন।

গ) শাস্ত্রের মধ্যে আপনাকে রহস্যময় কোন গোপন তথ্য খোঁজ করতে হবে না, করান ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্যে স্বাভাবিক বা ·······················ভাবে কথা বলেন।

বাইবেলের অখণ্ডতা ঃ

লক্ষ্য-৩ ঃ বাইবেলকে একটি অখণ্ড বই হিসাবে ব্যবহার করবার সাথে জড়িত তিনটি নীতি বর্ণনা করতে পারা।

নূতন নিয়ম পুরাতন নিয়মকে প্রকাশ করে ঃ

নূতন নিয়মে ঈশ্বর যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন তার দ্বারা যে কোন সত্য বা বিশ্বাসকে পরীক্ষা করতে হবে। পুরাতন নিয়ম নূতন নিয়মের শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছে। প্রথম পাঠে আপনি "ধারাবাহিক প্রকাশ" সম্পর্কে পড়েছেন। আপনার মনে আছে যে মানুষের বুঝবার ক্ষমতা খুবই কম। তার পাপ ও মন্দ স্বভাবের জন্য ঈশ্বর একবারে কেবল অল্প একটু করে সত্য প্রকাশ করতে পেরেছেন।

যীশু বলেছেন, (মথি ৫ ঃ ১৭ পদ) "একথা মনে কোর না, আমি মোশির আইন কানুন আর নবীদের লেখা বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসিনি বরং পূর্ণ করতে এসেছি।" নূতন নিয়মে ঈশ্বর নিজেকে উদ্ধারকর্তা বা পরিত্রাণকারী রূপে প্রকাশ করেছেন। এটা মানুষের কাছে ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশের সব চেয়ে বড় বিষয়। নূতন নিয়মের এই সর্বশ্রেষ্ঠ আত্ম প্রকাশের আলোকেই পুরাতন নিয়মের সমস্ত শিক্ষার বিচার করতে হবে।

৬। আপনার বাইবেলে লেবীয় ১১ ঃ ১-২৩ পদ পড়ুন। এই জায়গা গুলির মধ্যে কোন্ শিক্ষাটি সত্য এবং কেন, তা আপনার নোট খাতায় ব্যাখ্যা করে লিখুন।

শাস্ত্রাংশ ব্যাখ্যায় পূর্বাপর বিষয় ঃ "প্রমান-পদ" ব্যবহারে সাবধানতা

অনুচ্ছেদ, অধ্যায়, বই এবং সমগ্র বাইবেলের আলোকে একটা বিশেষ শাস্ত্রাংশের অর্থ বের করতে হবে এবং সেই অর্থ দিয়ে, যে কোন সত্য বা বিশ্বাসের পরিক্ষা করতে হবে।

"প্রমান পদ" বলতে এমন একটা পদ বুঝায়, যা কোন একটা ধারনা বা মতবাদগত বিশ্বাস প্রমানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যে পদটি আপনি ব্যবহার করবেন, সেটির সঠিক অর্থ জেনে নিয়ে তবেই সেটিকে প্রমান পদ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন ৬ নম্বর প্রশ্নে-সব খাবারই খাওয়া যেতে পারে- এই মতের জন্য মার্ক ৭ ঃ ১৭-১৯ পদকে প্রমান পদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই মতের সংগে মিল আছে এমন আর একটি শাস্ত্রাংশ হোল প্রেরিত ১০ ঃ ৯-১৫ পদ। মার্কের বইয়ের ঐ অংশটি যে যীশুর শিক্ষা, ১৯ পদে মার্কের দেওয়া মন্তব্য থেকে, তা বুঝা যায়। প্রেরিত বইয়ের ঐ অংশটিতে পিতরের দর্শনের কথা বলা হয়েছে। তিনি একটা চাদরের মধ্যে সব রকম পশু- পাখী আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখেছিলেন। এটাও একই শিক্ষা দেয়, কিন্তু এখানে এটা একটা উদাহরণ মাত্র। আপনি সবটা অধ্যায় (পূর্বাপর বিষয়) পড়লে এর প্রধান শিক্ষাটি পাবেন। তা হোল, পিতরকে অযিহুদীদেরও গ্রহন করতে হবে। তাদের কাছে সুখবর প্রচারে তিনি যেন ভয় না করেন। খাবারের কথা এখানে আসল বিষয় নয়।

গত পাঠের চিন্তামূলক প্রশ্নগুলির নীচে যুক্তিমূলক প্রশ্নের কথা মনে করুন "কেন একথা বলা হয়েছে ? এবং" একথা কেন এখানে বলা হয়েছে ? "সব জায়গার সব বিশ্বাসীদের একমত হতে হবে এমন কোন একটা মতবাদ অথবা চিরস্থায়ী নীতি স্থির করবার সময় এই প্রশ্নগুলির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, যে কোন শাস্ত্রাংশকে তার পূর্বাপর বিষয়ের ভিত্তিতেই বুঝতে হবে, ও অন্যান্য শাস্ত্রাংশের সাথেও তুলনা করে দেখতে হবে।

৭। ১ থিষলনীকীয় ৫ ঃ ১৯-২২ পদ পড়ুন ! এই অংশের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ চিন্তা বা ভাবধারা আছে। ১৯-২০ পদ বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন।

ক) ৫ ঃ ১৯-২০ পদে কোন্ প্রধান বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ?

....

খ) এই প্রধান বিষয়টির আলোকে এখানে কোন্ ধরনের "মন্দ" বিষয়ের ইংগিত করা হয়েছে (২২ পদ) ?

কোন কিছু করা উচিত কিনা, তা "প্রমান" করবার জন্য প্রায়ই প্রথম থিষলনীকীয় ৫ ঃ ২২ পদ ব্যবহার করা হয়। নূতন নিয়মে আরো অনেক পদ আছে, যেগুলি বিশেষ বিশেষ মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে। আমার মনে হয় এই পদটি হোল মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার দানগুলি কিভাবে ব্যবহার করা হয়, তা বিচার করা সম্পর্কে। নূতন নিয়ম আমাদের পবিত্র ও সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন যাপন করতে শিক্ষা দেয়। এ বিষয়ে একটা ভাল প্রমান পদ হোল কলসীয় ৩ ঃ ৫-৬ পদ। এখানে এ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ও বিশেষ নির্দেশ আছে। একমাত্র পবিত্র শাস্ত্রেই ঈশ্বরীয় সত্য প্রকাশিত।

এবার কোন একটি সত্য বা বিশ্বাস সম্পর্কে আমাদের কথা খানিকটা ভিন্ন ধরনের। একমাত্র শাস্ত্র থেকেই আমাদের বিশ্বাসের সূত্র নিতে হবে।

আমরা মানুষের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস জানি। এই সময়ের মধ্যে মানুষ অনেক নূতন নূতন চিন্তা ধারার জন্ম দিয়েছে। একই সংগে মানুষ তার চার পাশের যাবতীয় বিষয় দেখে সেগুলির উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেক ভুল ধারণারও জন্ম দিয়েছে। মানুষ নিজের অনুপ্রেরনার বশবর্ত্তী হয়ে যা কিছু লিখেছে, তার উপর খ্রীষ্টিয় মতবাদের ভিত্তি হতে পারে না। সব রকম খ্রীষ্টিয় মতবাদ ও ধর্মতত্ত্ব একমাত্র বাইবেল থেকেই আসতে পারে। আপনি যদি সঠিক ভাবে শাস্ত্র বুঝতে চান, তবেই আপনি ঈশ্বরের সত্য জানতে পারেন।

একমাত্র বাইবেল ছাড়া অন্য কোথাও থেকে খ্রীষ্টিয় মতবাদ আসতে পারে না। তেমনি, বাইবেল পরিষ্কার ভাবে যা বলে, তাকে ডিংগিয়েও যেতে পারে না। অনেক প্রশ্নের উত্তর বাইবেলে নেই। আপনার অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যা কিছু আপনাকে জানাতে চান, সেগুলিই বাইবেলে আছে। দরকারী বিষয়গুলি তিনি

বাইবেলে দিয়েছেন। তিনি চান, বাইবেলে যা কিছু আছে, তা আপনি অধ্যয়ন করে জেনে নেন। বিশ্বাসীর জীবন হোল বিশ্বাসের জীবন। রোমীয় ৮ ঃ ২৫ পদ বিশ্বাসীদের ভবিষ্যত আশার বিষয় বলে, "যা পাওয়া হয়নি তার জন্য যদি আমাদের আশা থাকে, তবে তার জন্য আমরা ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষাও করি। "পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যে কোন কোন বিষয় দেওয়া আর কোন কোন বিষয় না দেওয়ার পেছনে ঈশ্বরের নিজস্ব কারণ আছে। অনুমানের দ্বারা খাঁটি মতবাদ তৈরী করা যায় না।

সম্ভবত আপনাকে মণ্ডলীর জন্য মতবাদ তৈরী করে দিতে হবে না। কিন্তু বাইবেলের প্রত্যেক ছাত্রই তার নিজের জন্য একটি বিশ্বাসের ভিত্তি রচনা করবেন ও তা অন্যদের কাছে প্রচার করবেন। মনে রাখবেন যে একমাত্র বাইবেল থেকেই মতবাদ আসে, আর ঐ মতবাদ বাইবেলকে ডিংগিয়ে যেতে পারে না।

৮। কোন্ শাস্ত্রাংশ (ডান পাশে) কোন্ নীতির (বা পাশে) কথা বলে তা দেখান।

...ক) নূতন নিয়ম পুরাতন নিয়মকে প্রকাশ করে।	১। "যা পাওয়া হয়নি তার জন্য যদি আমাদের আশা থাকে, তবে তার জন্য আমরা ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষাও করি" (রোমীয় ৮ ঃ ২৫ পদ)।
...খ) শাস্ত্রের পূর্বাপর বিষয়	২। "একথা মনে করোনা, আমি মোশির আইন কানুন আর নবীদের লেখা বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসিনি বরং পূর্ণ করতে এসেছি" (মথি ৫ ঃ ১৭ পদ)।
...গ) একমাত্র পবিত্র শাস্ত্রেই ঈশ্বরীয় সত্য প্রকাশিত।	৩। "বাইরে থেকে যা মানুষের ভিতরে ঢোকে তা তাকে অশুচী করতে পারে না" (মার্ক ৭ ঃ ১৮ পদ)।

মতবাদগত সত্য নির্ণয় ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ দু'টি সাধারণ নীতি ব্যাখ্যা করতে পারা, পবিত্র শাস্ত্রে মতবাদগত সত্য চিনবার একটি নীতি, এবং খ্রীষ্টিয় আচরনের একটি নীতি।

একমাত্র সেই শাস্ত্রাংশগুলি থেকে যেগুলি সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যক্ত করে।

বাইবেলের সবই ঈশ্বরের বাক্য। এর সবই সত্য। সবই আমাদের জন্য উপকারী। কিন্তু সব কিছু একই ভাবে আমাদের উপকারে আসে না। মতবাদ নির্ণয় করা মানে এই নয় যে, বাইবেলের কোন কোন বিষয় সত্য আর কোন কোন বিষয় সত্য নয়। মতবাদগত সত্যগুলি (বাইবেলের যে অংশগুলি মানুষের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, তা বলে) বিশেষ ভাবে আমাদের উপকারে আসে, কারণ, তা আমাদের কাছে কোন একটা কিছু দাবী করে।

৯। ২ যোহন ১২ পদ পড়ুন। তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

ক) এই পদটি কি কোন সত্য প্রকাশ করে ? ....

খ) যদি হ্যাঁ হয়, তবে, তা কি এমন কোন ব্যক্তিগত বিষয় বলে, যার সাথে আমার অথবা আপনার (বা-সকলের) যোগ থাকতে পারে ? ....

গ) এই পদটি, কি বিষয় বলে, তা নিজের কথায় লিখুন। ....

....

১০। ২ যোহন ৯ পদ পড়ুন।

ক) এই পদটি, কি কোন সত্য প্রকাশ করে ? ....

খ) যদি হ্যাঁ হয়, তবে, তা কি এমন কোন ব্যক্তিগত বিষয় বলে যার সাথে আমার, আপনার, আমাদের বা সকলের যোগ থাকতে পারে ?...

....

গ) এই পদটিতে যদি আমাদের জন্য কোন সত্য থাকে, তবে, তা কিভাবে বুঝা যায় ? ....

....

২ যোহন ৯ পদ, ২ যোহন ১২ পদ থেকে ভিন্ন। ২ যোহন ৯ পদে একটা সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতি আছে, যা ঐ চিঠি লেখার সময়ে যেমন সত্য ছিল, এখনও তেমনি সত্য। তোমরা যদি খ্রীষ্টের দেওয়া শিক্ষার সীমা ছাড়িয়ে যাও আর সেই শিক্ষার স্থির না থাক, তবে ঈশ্বর তোমাদের অন্তরে থাকেন না। ২ যোহন ১২ পদও সত্য, কিন্তু এই পদে কোন সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী সত্য নাই, যা আজকের দিনে লোকদের ব্যক্তিগত জীবনে আরোপ করা যায়। তাই, বাইবেলের যে অংশগুলি সকল যুগের মানুষের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যক্ত করে, সেই শাস্ত্রাংশগুলির সাহায্যেই মতবাদ নির্ণয় করা হয়।

একমাত্র শাস্ত্রীয় শিক্ষাই বিবেকের উপর সরাসরি কর্তৃত্বের দাবী রাখে।

এই পাঠের শুরুতে আমরা বলেছি যে, মতবাদ হোল খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সার বা আসল বিষয়। এর মধ্যে কিছু অংশ আদেশ মূলক, যা আমাদের দৈনিক খ্রীষ্টিয় আচরনের বিষয় বলে। আপনি এবং আপনার আচরণ, এই দুটিকে সহজে আলাদা করা যায়না। খ্রীষ্টিয় সমাজে আপনি কি করতে পারেন আর কি করতে পারেন না, তা অনেক সময় বেশ তর্ক বা আলোচনার বিষয় হয়ে দাড়ায়। মাঝে মাঝে সামাজিক রীতিনীতির উপরও এগুলি অনেকটা নির্ভর করে, যার সাথে শাস্ত্রীয় আদেশের কোনই যোগ নেই।

চারটি বিষয়ের উপরে আপনার খ্রীষ্টিয় আচরণ স্থির করা হবে। এইগুলি হোলঃ সুস্পষ্ট বক্তব্য, যুক্তিমূলক বা ইংগিত দান-কারী বক্তব্য, চিরস্থায়ী নীতি, এবং বিবেক।

সুস্পষ্ট বক্তব্য, বুঝবার জন্য সবচেয়ে সহজ। বাইবেলে যা নিষেধ করা হয়েছে, আমাদেরও তা নিষেধ করা উচিত। নীচে এর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হোল।

১১। ইফিষীয় ৫ ঃ ৩-৫ পড়ুন। যে সকল বিষয় করতে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলি লিখুন।

....

....

যুক্তিমূলক বা ইংগিত দানকারী বক্তব্য, সুস্পষ্ট বক্তব্যগুলির মত সহজে বুঝা যায় না। তবুও, এগুলি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। যেমন, পবিত্র শাস্ত্রে মাতলামি দোষের বিষয় বলে বলা হয়েছে। (দেখুন ১ করিন্থীয় ৫ ঃ ১১ পদ, ৬ ঃ ১০ পদ, ইফিষীয় ৫ ঃ ১৮, গালাতীয় ৫ ঃ ২১ পদ)। এ থেকে যুক্তি সংগত ভাবেই এই ইংগিত পাওয়া যাবে যে, যে সমস্ত মাদক ওষুধপত্র মানুষকে সাময়িক ভাবে মোহাচ্ছন্ন বা জ্ঞান হারা করে, সেগুলি কেবলমাত্র নেশার জন্য ব্যবহার করা দোষনীয়।

চিরস্থায়ী বা সার্বজনীন নীতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ। তবে, এগুলি সুস্পষ্ট বক্তব্যগুলির মত সহজে বুঝা যায় না। উদাহরণ হিসাবে ইফিষীয় ৫ ঃ ১-২ পদ পড়ুন।

১২। ইফিষীয় ৫ ঃ ১-২ পদের সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতি দুটি আপনাকে কিরূপ আচরণ করতে বলে? (উত্তর আপনার নোট খাতায় লিখুন।

....

১ করিন্থীয় ৮ অধ্যায়ে প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আপনি চিরস্থায়ী নীতি ও বিবেক এই দুটিরই উদাহরণ পাবেন। আপনি কি দৃষ্টিতে এদের দেখেন, তার উপরই পার্থক্য নির্ভর করে। প্রেরিত পৌলের দৃষ্টি দিয়ে আপনি একটা চিরস্থায়ী নীতি দেখতে পান। সেটি হোল, অন্যদের জন্য চিন্তা করা। পৌলের কাছে, প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার দোষের নয়। কিন্তু তার আশে পাশের লোকেরা এটাকে পাপ মনে করত, তাই, তাদের কথা চিন্তা করে তিনি তা খান নি। যারা এটাকে সত্যিই পাপ মনে করে, তারা যেন অসন্তুষ্ট না হয়, সেটাই ছিল তার উদ্দেশ্য (১ করিন্থীয় ৮ ঃ ১৩ পদ)।

১ করিন্থীয় ৮ ঃ ১০ পদে দূর্বল বিবেকের লোকদের বিষয় বলা হয়েছে, "তোমার তো' জ্ঞান' আছে, কিন্তু যার বিবেক দুর্বল সে যদি তোমাকে দেবতার মন্দিরে বসে খেতে দেখে, তবে সেও কি প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার খেতে উৎসাহ পাবে না ? " এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। তা হোল, আপনি যদি কোন কিছুকে সত্যিই পাপ বলে মনে করেন (আমাদের আলোচিত মানদণ্ড অনুযায়ী তা পাপ হোক আর না-ই হোক), আর আপনি যদি তা করবার দ্বারা নিজ বিবেকের অবাধ্য হন, তবে আপনার সত্যিই পাপ হয়। কাজটি পাপ নয়, কিন্তু অবাধ্যতার মনোভাব পাপ।

১৩। কোন্ চারটি ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় শিক্ষা বিবেকের উপর সরাসরি কর্ত্ত্বের দাবী রাখে ?

....

....

১৪। কোন ধরণের শাস্ত্রাংশ (বামে) কোন্ কাজ করে (ডানে) দেখান।

...ক) যে শাস্ত্রাংশগুলি সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা বলে।	১) ব্যক্তিগত আচরন নির্ণয় করে।
...খ) যে শাস্ত্রীয় শিক্ষাগুলি বিবেকের উপর সরাসরি কর্ত্ত্বের দাবী রাখে।	২। মতবাদ নির্ণয় করে।
...গ) যে ব্যক্তিগত বার্তাগুলি স্থানীয় ভাবে প্রয়োজনীয়।	৩। এমন কতগুলি সত্য, যা সাময়ীক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শাস্ত্রের বাস্তবধর্মিতা—

লক্ষ্য-৫ ঃ বাইবেলের বাস্তবধর্মিতার দুটি দিক চিনে নেওয়া।

বাইবেল কতগুলি মজার মজার খবরের সংগ্রহ মাত্র নয়। বাইবেল বিজ্ঞানের বই নয়। বাইবেলের একটা মাত্র মূল বিষয় আছে-আমরা তা জেনেছি। এই মূল বিষয়টি হোল, যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ লাভ। বাইবেলের বিষয় বস্তু অত্যন্ত সর্তক ভাবে বেছে বেছে ঠিক করা হয়েছে, যেন, সেগুলি পরিত্রাণের বার্তাটিকে তুলে ধরে। এমন কি যীশুর কাজ সম্বন্ধেও যোহন লিখেছেন যে,

যদি সব কিছু লেখা হোত হবে, "এত বই হোত যে, আমার মনে হয় সেগুলো এই জগতে ধরতো না" যোহন ২১ ঃ ২৫ পদ)। তাই বাইবেল অধ্যয়নের সময় আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, তা অত্যন্ত বাস্তবধর্মি, অর্থাৎ আপনার জীবনে খাটানোর জন্য। এর মধ্যে অনেক খবর আছে, যা কেবল বাইবেলের যুগে এবং বাইবেলের সেই বিশেষ দেশেই খাটে। কিন্তু এর প্রধান বিষয়টি খুবই ব্যক্তিগত এবং ব্যবহারিক, কিভাবে পরিত্রাণ পেতে হবে, একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী-রূপে কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে, কিভাবে সুখবরের বার্তা অন্যদের বলতে হবে, ইত্যাদি।

১৫। নীচের উক্তি গুলির মধ্যে যেগুলি সত্য, সেগুলির বা পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক) বাইবেলের মূল বিষয়টি হোল, বিভিন্ন তথ্য জানান।

খ) বাইবেল কেবল মাত্র যীশুর কাজের বিবরণ আছে।

গ) বাইবেলের মূল বিয়ষটি হোল, যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ লাভ।

ঘ) বাইবেল শাস্ত্রের বাস্তবধর্মি প্রকৃতি আমাদের বলে দেয় কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে, এবং কিভাবে ঈশ্বরের সেবা করতে হবে।

ঈশ্বরীয় জ্যোতির প্রতি আমাদের দায়ীত্ব ঃ

লক্ষ্য-৬ ঃ নির্ভুলভাবে বাইবেলের কথা লোকদের কাছে বলার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

বাইবেলে এমন একটি বার্তা আছে, যা জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার। ঈশ্বরের বাক্য শোনবার অথবা বলবার মানে, মজার মজার খবর শুনে কান তৃপ্ত করা নয়, অথবা আপনি কত বেশী জানেন, তা সবাইকে দেখানো নয়। ঈশ্বরের প্রতি এবং তাঁর মণ্ডলীর প্রতি অন্তরে ভালবাসা নিয়ে এই কাজ করতে হবে। বাইবেলে যে খবর আছে তা সব মানুষেরই জানা প্রয়োজন। এই পার্থিব জীবনের শেষে আমরা চির আনন্দ ভোগ করব, না চিরশাস্তি ভোগ করব ? বাইবেলেই আমরা এর উত্তর পাই। ঈশ্বর সম্বন্ধে ও মানুষের মৃত্যুর পর যে জীবন সেই জীবন সম্বন্ধে সঠিক খবর একমাত্র বাইবেলই আমাদের দিতে পারে। মানুষকে সত্য শিক্ষা দিয়ে ঈশ্বরের পথে আপনার,

অথবা মিথ্যা কিম্বা অসতর্কভাবে শিক্ষা দিয়ে তাদের ভুল পথে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আপনার আছে। তাই ঈশ্বরের বাক্য অবশ্যই সঠিক ভাবে বা নির্ভুল ভাবে প্রকাশ করতে হবে।

১৬। বাইবেলের বার্তা অত্যন্ত নির্ভুলভাবে বলা দরকার কেন?

....

....

পরিক্ষা—৩

১। ঠিক উত্তরগুলির বা পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন। মতবাদ ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পর্কে নীচের কোন্ কোন্ উক্তি সত্য?

ক) মতবাদ ও ধর্ম্মতত্ত্বের মধ্যে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সকল শিক্ষা আছে।

খ) ধর্ম্মতত্ত্বে ঈশ্বরের বিষয়, এবং মানুষ ও জগতের সাথে ঈশ্বরের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের বিষয় অধ্যয়ন করা হয়।

গ) সকল মতবাদই গ্রহণ করা যায়, যদি সেগুলি সরল মনে তৈরী করা হয়ে থাকে।

২। বাইবেলের আক্ষরিক অর্থ বলতে কি বুঝায়?

ক) প্রত্যেকটি শব্দের কেবল একটি অর্থই হতে পারে।

খ) ভাষার স্বাভাবিক এবং সাধারণ ব্যবহার।

গ) একটি জিনিষের দ্বারা অন্য একটি জিনিষ বুঝানো।

৩। নীচের যে কথাগুলি ঠিক, সেগুলির বা পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) নূতন নিয়মে ঈশ্বর যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তার দ্বারা যে কোন শিক্ষা বা বিশ্বাসের পরীক্ষা করতে হবে।

খ) পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থার দ্বারা যে কোন শিক্ষা বা বিশ্বাস যাচাই করতে হবে।

গ) কোন বিশেষ শাস্ত্রাংশের পূর্বাপর বিষয়ের অর্থ দ্বারা যে কোন শিক্ষা বা বিশ্বাসের পরীক্ষা করতে হবে।

ঘ) যুক্তির দ্বারা যে কোন শিক্ষা বা বিশ্বাসের পরীক্ষা করতে হবে।

ঙ) একমাত্র বাইবেলের ভিত্তিতেই যে কোন শিক্ষা বা বিশ্বাস গঠিত হবে।

চ) যে কোন নীতিমূলক বইয়ের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা গঠন করা যায়।

সত্য-মিথ্যা। সত্য হলে বা পাশে 'স' ও মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

…৪। বাইবেলের কিছু অংশ সত্য।

…৫। বাইবেলের সবই সত্য।

…৬। বাইবেলের সবই আপনাকে ব্যক্তিগত পরিচালনা দেবার জন্য।

…৭। সুস্পষ্ট বক্তব্য, যুক্তিমূলক বা ইংগিত দান কারী বক্তব্য সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতি এবং বিবেক, খ্রীষ্টিয় আচরন নির্ধারণ করে।

…৮। একমাত্র সুস্পষ্ট বক্তব্যগুলিই খ্রীষ্টিয় আচরণ নির্ধারণ করে।

…৯। বাইবেলের বাস্তবধর্মি প্রকৃতি আমাদের কোন্ দুটি বিষয় শিক্ষা দেয়?……………………………………………

……………………………………………………………

১০। অন্যদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য বলবার জন্য তা নির্ভুল হওয়া একান্তই দরকার কেন? (নিজের কথায় উত্তর লিখুন।)

……………………………………………………………

……………………………………………………………

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর ঃ

৮। ক-২) "একথা মনে কোরনা, আমি মোশির আইন-কানুন আর নবীদের লেখা বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসিনি, বরং পূর্ণ করতে এসেছি (মথি ৫ ঃ ১৭ পদ)।

খ-৩) "বাইরে থেকে যা মানুষের ভিতরে ঢোকে তা তাকে অশুচি করতে পারে না" (মার্ক ৭ ঃ ১৮ পদ)।

গ-১) "যা পাওয়া হয়নি তার জন্য যদি আমাদের আশা থাকে, তবে তার জন্য আমরা ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষাও করি (রোমীয় ৮ ঃ ২৫ পদ)।

১। ক-৩) মতবাদ।
খ-১) ধর্মতত্ব।
গ-২) শাস্ত্রের ব্যবহার।

৯। ক) হ্যাঁ।
খ) না।
গ) যাদের কাছে চিঠি লেখা হয়েছিল, চিঠির শেষভাগে তাদেরই উদ্দেশ্যে একটি ব্যক্তিগত বার্তা

২। ক) সে অহংকারী, সে কিছুই বোঝেনা, ঝগড়া এবং তর্কাতর্কি করা তার স্বভাব।
খ) জাগতিক লাভের উপায় মনে করে।

১০। ক) হ্যাঁ।
খ) হ্যাঁ।
গ) এই পদটি আমাদের সাবধান করে এবং সান্তনা দেয়।

৩। খ) আলংকারিক বা রূপক ভাষার অর্থ প্রকাশের জন্য শব্দগুলির আক্ষরিক অর্থ প্রয়োজন।
গ) আক্ষরিক অর্থ হোল ভাষার স্বাভাবিক ও সাধারণ ব্যবহার।

১১। ব্যভিচার, অশুচিতা, লোভ, লজ্জাপূর্ণ আচার-ব্যবহার, বাজে এবং নোংরা ঠাট্টা-তামাশার কথাবার্তা।

৪। ক) যে লোক ভাল বীজ বুনেছিল।
খ) জমি।
গ) ভাল বীজ।
ঘ) শ্যামাঘাস।

১২। (১) আমাকে অবশ্যই ঈশ্বরকে জানতে হবে, আর সব রকম ভাবে তাঁর মত হতে চেষ্টা করতে হবে।
(২) খ্রীষ্ট যেমন ভালবাসা দেখিয়েছেন, আমাকেও তেমনি ভাল বাসার দ্বারা সব কাজ করতে হবে। (আপনার নিজের কথায়)

৫। ক) আক্ষরিক।
খ) আলংকারিক বা রূপক।
গ) আক্ষরিক।

১৩। সুস্পষ্ট বক্তব্য, যুক্তিমূলক বা ইংগিত দান কারি বক্তব্য, সার্ব-জনীন বা চিরস্থায়ী বক্তব্য এবং বিবেক।

৬। সব খাবারই খাওয়া যায়-নূতন নিয়মে যীশুর এই শিক্ষাটি আজকেও খাটে। একথা ঠিক কারণ এটা নূতন নিয়মের শিক্ষা, ঈশ্বর কি চান বা চান না, তা পুরাতন নিয়মের চাইতে নূতন নিয়মে আরো ভাল রূপে ও পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছেনে। (আপনার নিজের কথায়)।

১৪। ক-২) মতবাদ নির্ণয় করে।

খ-১) ব্যক্তিগত আচরণ নির্ণয় করে।

৭। ক) পবিত্র আত্মার দানগুলি।

খ) পবিত্র আত্মার দানগুলির মন্দ ব্যবহার।

১৬। কারণ এই বাইবেলের বাক্যের উপরই সকল মানুষের স্বর্গে অথবা নরকে যাওয়া নির্ভর করে।

১৫। গ) বাইবেলের মূল বিষয়টি হোল, যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে পরিত্রাণ লাভ।

ঘ) বাইবেল শাস্ত্রের বাস্তবধর্মি প্রকৃতি আমাদের বলে দেয়, কিভাবে জীবন যাপন করতে হয়, এবং কিভাবে ঈশ্বরের সেবা করতে হবে।

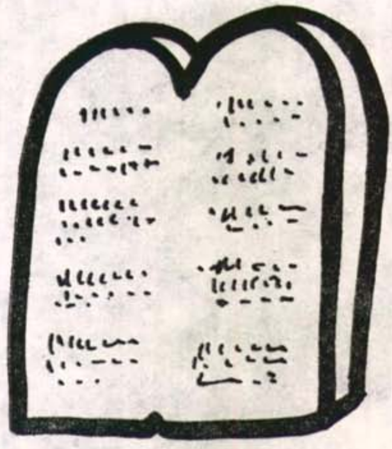

শাস্ত্র ব্যাখ্যায় আলংকারিক বা রূপক ভাষার ব্যবহার

এইটি হোল অর্থ ব্যাখ্যার দু'টি পাঠের মধ্যে দ্বিতীয়টি। আপনি জেনেছেন যে আলংকারিক বা রূপক ভাষা অর্থাৎ কোন একটা জিনিষের মধ্যদিয়ে অন্য একটা জিনিষ ব্যাখ্যা করা। এই জন্য আলংকারিক বা রূপক ভাষার অর্থ ব্যাখ্যা করতে বিশেষ যোগ্যতা দরকার। বাইবেলে সাধারণতঃ যে ভাবে আলংকারিক বা রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে এই পাঠে আপনি তা বুঝতে পারবেন।

বাইবেলের দৃষ্টান্ত, ভাববাণী, নিদর্শণ ও প্রতীক, এবং কবিতা ইত্যাদিতে যে আলংকারিক বা রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, এই পাঠে সে বিষয় একটা সুন্দর ধারনা পাবেন। বাইবেলের একটা বিরাট অংশ এই চার ধরনে লেখা। আর এই অংশটির মূল্য ও যথেষ্ট। এই চার ধরনের লেখা ঠিক ভাবে বুঝতে পারলে এই অংশগুলি পড়তে আপনার ভয়ের কিছুই থাকবেনা।

পাঠের খসড়া

দৃষ্টান্ত

সংজ্ঞা

উদ্দেশ্য

যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে

দৃষ্টান্ত বুঝে নেওয়া

ভাববাণী (নবীদের বাণী),

সংজ্ঞা

অসুবিধা বা সমস্যাগুলি

নিদর্শন এবং প্রতীক

সংজ্ঞা

নিদর্শনের বৈশিষ্টগুলি

নিদর্শনের ব্যবহার

প্রতীক

কবিতা

প্রাপ্তিস্থান

হিব্রু কবিতার বৈশিষ্ট

পাঠের লক্ষগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

* বাইবেলের দৃষ্টান্ত ও ভাববাণী (নবীদের বানী) বুঝবার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি জানতে পারবেন।

* বাইবেল ব্যবহৃত নিদর্শন, প্রতীক, এবং কবিতার বৈশিষ্টগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।

শেখার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ ঃ

১) পাঠের ভুমিকা, পাঠের খসড়া, এবং লক্ষ্যগুলি পড়ুন।
২) যে মূল শব্দগুলির অর্থ আপনি জানেন না পরিভাষা দেখে সেগুলির অর্থ জেনে নিন।
৩) পাঠের বিস্তারিত বিবরন পড়ুন এবং পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।
৪) পাঠের শেষে পরীক্ষা নিন। আপনার উত্তরগুলি ভালভাবে পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর ভুল হলে সে বিষয় আবার পড়ুন।
৫) প্রথম খণ্ড (১-৪ নং পাঠ) আবার ভালকরে পড়ুন। তার পর প্রথম খণ্ডের ছাত্র-বিবরণী পূরণ করে শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিন।

মূল শব্দাবলী

রূপক
সংজ্ঞা
সাদৃশ্য
প্রতীক (চিহ্ন)
নিদর্শন
বৈশিষ্ট
দৃষ্টিকোন

পাঠের বিস্তারিত বিবরন ঃ

দৃষ্টান্ত

লক্ষ্য ১ ঃ-দৃষ্টান্ত বুঝবার জন্য প্রয়োজনীয় চারটি বিষয় চিনে নিতে পারা।

সংজ্ঞা

দৃষ্টান্ত হোল আমাদের চারপাশের প্রকৃতি জগত অথবা আমাদের জীবনের সাধারণ ঘটনাবলী থেকে নেওয়া ছোট গল্প। এগুলি কোন একটা নৈতিক অথবা ধর্মীয় শিক্ষা দেয়। প্রাচীনকালে শিক্ষকরা দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিতেন। যীশুও দৃষ্টান্ত দ্বারা অনেক শিক্ষা দিয়েছেন। প্রভুর শিক্ষায় আমরা দৃষ্টান্ত গুলির সবচেয়ে পূর্ণরূপ

দেখতে পাই। বাইবেলের অধিকাংশ দৃষ্টান্তই সুসমাচার গুলিতে পাওয়া যাবে। এদের কোনটি বড়, কোনটি বা ছোট। কত বড় হবে, সে বিষয়ে কোন ধরা-বাধা নিয়ম নেই।

দৃষ্টান্তর উদ্দেশ্য ঃ

যীশু দু'টি কারণে দৃষ্টান্ত গুলি ব্যবহার করেছেন ঃ

১। তাঁরশিষ্য ও অন্যান্য শ্রোতা, যারা, তাঁর কথা মেনে চলতে রাজী ছিল (দৃষ্টান্ত শুনে এই লোকেরা আসল সত্যটা সহজে বুঝতে পারত), তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

২। যারা তাঁর কথা মেনে চলতে রাজী ছিল না, তাদের কাছ থেকে আসল সত্যটাকে লুকানোর জন্য (অর্থাৎ তারা যেন সত্যটা বুঝতে না পারে সেই জন্য)।

যীশুর শিষ্যরা এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল। মথি ১৩ ঃ ১০ পদে তারা তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, "আপনি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছেন কেন ?"

১। মথি ১৩ ঃ ১১-১৭ পদ পড়ুন। তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন ঃ

ক) ঈশ্বরের রাজ্যের (বা স্বর্গ-রাজ্যের) গোপন বিষয়গুলো কাদের জানতে দেওয়া হয়েছে ? ....

....

খ) ১৩ পদে যীশু দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেবার কি কারণ বলেছেন ?

....

....

যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে

প্রথমতঃ, দৃষ্টান্তগুলি সব সময় কোন একটা জাগতিক ঘটনার দ্বারা কোন বিষয় ব্যাখ্যা করে। হারানো সিকি, অন্ধকারের মধ্যে

আলোকে উজ্জল হয়ে জ্বলতে দেওয়া, কৃষক ও তার বীজ, ধনীলোক, গরীব লোক, ঘর তৈরীকরা, ইত্যাদি দৃষ্টান্তগুলি প্রায় সবার কাছেই সুপরিচিত। তাদের যদি শোনবার জন্য কান থাকে, তবে তারা বুঝতেও পারে। দ্বিতীয়তঃ, দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে সব সময়ই একটা আত্মিক শিক্ষা থাকে। আর এই আত্মিক শিক্ষা দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। তৃতীয়তঃ, আত্মিক শিক্ষা এবং জাগতিক দৃষ্টান্তটির মধ্যে সব সময় কিছু না কিছু মিল থাকবে। চতুর্থতঃ, দৃষ্টান্ত এবং আত্মিক শিক্ষা-টির সঠিক অর্থ ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি মাত্র মূল সত্য থাকবে। দৃষ্টা-ন্তের মধ্যে যে সব লোক, অন্যান্য জিনিস বা কাজ কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সত্যিকারের পরিচয় থাকবে ও সেগুলি নেওয়া হবে। এবং তা নেওয়া হবে দৈনন্দিন জীবনের সহজ সরল ঘটনার মধ্য থেকে। রূপক কাহিনীতে এই বিষয়গুলি বুঝা কঠিন কারণ এতে বিষয়গুলি সত্যিকার জীবন থেকে নেওয়া হয় না।

২। ডান পাশের উপযুক্ত শব্দ বা বাক্যাংশগুলি দিয়ে বা পাশের শূণ্য-স্থানগুলি পূর্ণ করুন।

...ক) দৃষ্টান্তগুলি..................ঘটনার দ্বারা কোন বিষয় ব্যাখ্যা করে।	১) সত্য ২) জাগতিক
...খ) দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে সবসময় একটা...... ....থাকে।	৩) রূপক কাহিনী ৪) কিছুটা মিল
.. গ) প্রত্যেকটি দৃষ্টান্ত একটা মূল............ ....শিক্ষা দেয়।	৫) আত্মিক সত্য
...ঘ) আত্মিক শিক্ষা এবং জাগতিক দৃষ্টান্তের মধ্যে সব সময়...............থাকে।	

দৃষ্টান্তগুলি বুঝে নেওয়া ঃ

দৃষ্টান্তগুলি বুঝবার ব্যাপারে আমরা চারটি বিষয় নিয়ে আলো-চনা করব। প্রথমতঃ সুসমাচারের দৃষ্টান্তগুলি খ্রীষ্ট ও তাঁর রাজ্য

সম্পর্কিত। এই গুলি অধ্যয়নের সময় প্রথমে প্রশ্ন করতে হবে, "খ্রীষ্টের সাথে এই দৃষ্টান্তটির সম্পর্ক কি?" মথি ১৩ অধ্যায়ে শ্যামাঘাসের দৃষ্টান্তটির কথা মনে করুন। এর অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যীশু বলেছেন, যে লোক ভাল বীজ বুনেছিলেন, তিনি সেই লোক অর্থাৎ মনুষ্যপুত্র (৩৭ পদ)। এই ভাবে নিজে প্রশ্ন করুন ঃ "এই গল্পে বা দৃষ্টান্তটিতে এমন কোন চরিত্র আছে কি, যা খ্রীষ্টের তুল্য?" খ্রীষ্ট, অথবা এই জগতে তাঁর কাজ সম্পর্কে এখানে কোন শিক্ষা আছে কি? "ঈশ্বরের রাজ্যের সাথে এই গল্পটির সম্পর্ক কি?"

এই পৃথিবীর রাজ্যগুলি গড়ে ওঠে, আবার ধ্বংস হয়। আপনি বলতে পারেন "এমনটি তো হচ্ছেই"। মানে পৃথিবীতে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আবার ধ্বংস হয়ে গেছে। যারা নূতন জন্ম পেয়েছে তাদের জীবনে ঈশ্বরের রাজ্য এসেছে। এই রাজ্য শেষ হয়না। কারণ নূতন জন্ম প্রাপ্ত মানুষ জগতে সব সময়ই থাকছে ও আরও বাড়ছে। প্রভু যখন ফিরে আসবেন তখন এই রাজ্য পূর্ণরূপ নিয়ে আসবে। তাই আপনি যখন কোন দৃষ্টান্ত পড়েন তখন এই দরকারি প্রশ্নগুলির উত্তর আপনাকে জানতে হবে "খ্রীষ্টের সাথে বা ঈশ্বরের রাজ্যের সাথে এই দৃষ্টান্তের সম্পর্ক কি?"

৩। লূক ১৫ ঃ ১-৭ পদ পড়ুন। এখানে হারান মেষের গল্প বলা হয়েছে। পড়া হলে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

ক) খ্রীষ্টের সাথে এই গল্পটির সম্পর্ক কি?

....

....

খ) ঈশ্বরের রাজ্যের সাথে এই গল্পটির সম্পর্ক কি?

....

....

দ্বিতীয়তঃ, যে যুগে এবং যে জায়গায় দৃষ্টান্তটির জন্ম হয়েছে, তার আলোতেই ঐটি বিচার করতে হবে। বাইবেলের যুগের সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা সম্পর্কে বই পত্র পড়াশুনা করলে, এই কাজটি ভালভাবে করা যায়। যেমন হারানো সিকির গল্পটির কথা ধরুন। ঐ যুগে ঐ দেশের মহিলাদের ধন-সম্পত্তি ছিল খুবই কম। এই বিষয়টি জেনে নিলে আমরা গল্পটি আরও ভালভাবে বুঝতে পারি।

তারা নিজ নিজ টাকা-পয়সা এক রকম গহনার মত তাদের দেহে পরতো। ভবিষ্যতে কোন দুঃখ-কষ্ট এসে যেন অসুবিধা না হয়, এই জন্যই তারা এইরূপ করত। এই রকম কোন একটা সিকি হারিয়ে গেলে, তখনকার দিনে, একজন স্ত্রীলোক খুবই চিন্তিত হোত। বর্তমান যুগে একজন গরীব স্ত্রীলোকের কয়েকটি টাকার মধ্যে একটা হারিয়ে গেলেও তেমন চিন্তা হয়না। তাই বই পড়ে যতদুর সম্ভব জানুন। অন্যান্য বই থাকুক বা না থাকুক, বাইবেল পড়ুন। যত বেশী পড়বেন ততই ভাল। পুরাতন নিয়মের যাত্রা পুস্তক এবং লেবীয় পুস্তকে আপনি এমন অনেক খবর পাবেন, যা আপনাকে নূতন নিয়মের সময়ের সমাজিক প্রথা, উৎসব, বিশ্রামবার এবং বাইবেলের যুগে লোকদের জীবনের অন্যান্য দিকগুলি বুঝতে সাহায্য করবে।

তৃতীয়তঃ, যীশু নিজে দৃষ্টান্তর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা দেখুন। দৃষ্টান্ত বলবার সংগে সংগে অথবা একটু পরেই তিনি ঐটি ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন লূক ১৫ ঃ ৭ পদে যীশু হারানো ভেড়ার গল্পটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে "ঠিক সেই ভাবে..............." এই বলে তিনি

আরম্ভ করেছেন। লূক ১৫ ঃ ১০ পদে হারানো টাকার বেলায়ও একই কথা বলে তিনি ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছেন। বীজ বাপকের বা চাষীর (লূক ৮ ঃ ৪-৯ পদ) দৃষ্টান্তটি যীশু কেবল তার শিষ্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। শিষ্যরা যখন একা ছিল তখন তিনি এটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। এখানে এই গল্পের আগের পদটি (লূক ৮ ঃ ৪ পদ) যীশুর ব্যাখ্যা বুঝতে আমাদের সাহায্য করে।

৪। লূক ১৫ ঃ ২-৩ পদ আবার পড়ুন। কিসের জন্য যীশু হারানো জিনিষের দৃষ্টিটান্তগুলি বলেছিলেন ?

....

....

চতুর্থতঃ, আপনি দৃষ্টান্তটির মধ্যে যে শিক্ষা আছে বলে মনে করেন, বাইবেলের পূর্বাপর বিষয়ের সাথে তা মিলিয়ে দেখুন। প্রথমে, যে অধ্যায়ে দৃষ্টান্তটি আছে তার সাথে, তারপর, যে বইয়ের মধ্যে ঐটি আছে তার সাথে মিলিয়ে দেখুন। পুরাতন নিয়মের সাথে এর এমন কোন যোগাযোগ আছে কিনা, যা ঐ দৃষ্টান্তটি বুঝতে সাহায্য করে, তাও দেখুন। মথি, মার্ক এবং লূক এই তিনটি সুসমাচারকে সিনপ্টিক বা সমধর্মি সুসমাচার বলে। কারণ এগুলিতে প্রভু যীশুর পার্থিব জীবনের একই বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এগুলি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে লেখা। যদি একই দৃষ্টান্ত অন্যান্য সুসমাচারেও থাকে তবে, সেগুলি তুলনা করুন। আপনি হয়তো কোন একটি বিবরনের মধ্যে অন্যটির চেয়ে বেশী খবর পাবেন। দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে আপনি মতবাদ খুঁজে পাবেন, কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার জন্য মতবাদটিকে অবশ্যই অন্যান্য শাস্ত্রাংশের সাথে তুলনা করবেন।

ভাববাণী ঃ

লক্ষ্য-২ ঃ দুই প্রকার ভাববাণীর নাম বলতে পারা।

লক্ষ্য-৩ ঃ যে ভাববাণী ভবিষ্যতের কথা বলে সেগুলি বুঝা কঠিন কেন, তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

সংজ্ঞা ঃ

ভাববানী হোল পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাঁর উদ্দেশ্যর কথা বলা। কখনো কখনো বাইবেলের নবীরা ভবিষ্যতে কি ঘটবে, তার "পূর্বাভাষ" দিয়েছেন। অর্থাৎ আগে থেকে সে বিষয়ের আভাষ দিয়েছেন বা বলেছেন। আবার কখনো-বা বর্ত-মানের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা 'সরাসরি বলেছেন'। বর্তমানে ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, তা জানবার চেয়ে মানুষ বরং ভবিষ্যতে কি হবে তাই জানতে চায়। কিন্তু এই দুই প্রকার ভাববানীই প্রয়োজনীয় ছিল।

অসুবিধা বা সমস্যাগুলি ঃ

বাইবেলের অন্যান্য অংশগুলির মত ভাববাণীগুলিও কি সব সময় আক্ষরিক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? যীশুর পর্বতে দেওয়া উপদেশ (মথি ৫-৭ অধ্যায়) আপনি যে ভাবে বুঝতে পারেন, যিশাইয় নবীর বইটিও কি সেই একই ভাবে বুঝতে পারেন? না। যিশাইয় নবীর (ভাববাদীর) বইটি বুঝা বেশ কঠিন হবে। আপনি হয়তো 'হ্যাঁ' উত্তর চেয়েছিলেন, কারন বাইবেল বুঝবার সাধারন নিয়মটি হোল শব্দগুলির আক্ষরিক বা সাধারন অর্থ ব্যবহার করা। বাইবেলের যে অংশগুলি বর্তমানে মানুষের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা "সরাসরি ভাবে বলে'' আপনার শেখা নীতিগুলির সাহায্যে সেগুলির অর্থ ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু যে ভাববাণীগুলি ভবিষ্যতের কথা বলে সেগুলি বুঝা বেশ কঠিন। এর মধ্যে অনেক বেশী আলংকারিক বা রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এই রূপক ভাষা গুলি বুঝবার জন্য অনেক বেশী পড়াশুনা করতে হবে। (এর পরের অংশে এবিষয়ে আরো বলা হয়েছে।) ভাববাণী কোথায়, কখন এবং কোন অবস্থার মধ্যে বলা হয়েছিল, তা জানবার জন্য আপনাকে অনেক বেশী পড়াশুনা করতে হবে।

যে ভাববানীগুলি পূর্ণ হয়েছে, এবং বাইবেলের মধ্যেই যার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেগুলি সহজে বুঝা যায়। এর একটি দৃষ্টান্ত হোল পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতরের বক্তৃতা (প্রেরিত ২ ঃ ২৫-৩৩ পদ)। পিতর গীতসংহিতার একটি ভাববাণীর কথা (গীত ১৬ ঃ ৮-১১ পদ) বলেছিলেন, তারপর পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন

যে, যীশু খ্রীষ্টের মধ্যেই ঐ ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে। নীচে এর আর একটি দৃষ্টান্ত পাবেন।

৫। প্রেরিত ৮ঃ২৬-৩৬ পদ পড়ুন। যিশাইয় ৫৩ঃ৭-৮ পদও পড়ুন। তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

ক) প্রেরিত ৮ঃ২৭-২৮ পদে যিশাইয় বইটি কে পড়ছিলেন ?

....

....

খ) প্রেরিত ৮ঃ৩৪ পদে ইথিয়পীয় লোকটি কি জানতে চেয়েছেন ?...

....

গ) প্রেরিত ৮ঃ৩৫ পদে ফিলিপ পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে তার কাছে এই ভাববাণী ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই ভাববাণী কার বিষয়ে বলা হয়েছিল ?

....

কিন্তু যে ভাববাণীগুলি বাইবেলে ব্যাখ্যা করা হয়নি, সেগুলির অবস্থা আলাদা। এ ধরনের অনেক ভাববণীই বাইবেলে আছে। এগুলির অর্থ করা খুবই কঠিন। এদের বিষয়ে এক এক জন এক এক রকম কথা বলেন। এর কয়েকটি কারণ হয়তো আছে, কিন্তু আমরা এখানে মাত্র তিনটি কারণ নিয়ে আলোচনা করব।

(১) নবীরা প্রায়ই দর্শন পেতেন। এই দর্শন তাদের কাছে ভবিষ্যতের ঘটনা প্রকাশ করত। অর্থাৎ তারা তাদের মনে ঐ ঘটনাগুলির একটা ছবি দেখতে পেতেন। তারা যা দেখেছিলেন তাই লিখেছেন। কিন্তু আপনি যা দেখেন, তা অন্য একজনের কাছে ব্যাখ্যা করে বলা কঠিন। একটা কুকুর দেখতে কেমন একজন অন্ধ লোকের কাছে কি ভাবে ব্যাখ্যা করবেন, ভাবুন। আপনি ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে বলতে পারেন, কিন্তু সে তার মনে যে ছবিটি পাবে, তা হয়তো আপনার দেখা কুকুর থেকে আলাদা। নবীদের দর্শনের বেলায়ও একই কথা। প্রকাশিত বাক্য বইটি এর উদাহরণ। যোহন যে দর্শন

পেয়েছিলেন, তারই বিবরন তিনি লিখে রেখেছেন। কিন্তু তিনি যে সব জিনিষ দেখেছিলেন, আমাদের পক্ষে তাদের একেবারে সঠিক রূপ চিন্তা করা কঠিন। আমরা বইটি থেকে কেবল এর মূল বিষয়টি সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারনা পেতে পারি। প্রভু ঈশ্বর জগতে তার চূড়ান্ত কাজ শুরু করেছেন, যার ফলে, দুষ্টরা তাদের অনন্ত দণ্ড ভোগ করবে, ধার্মিকরা স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী হবে ও যীশুর স্থান হবে সবার উপরে অর্থাৎ তিনি হবেন রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু। কিন্তু বইটির অন্যান্য বিষয় বা ছোট ছোট বিষয় সম্বন্ধে নানা প্রকার মত আছে।

(২) বাইবেলের ভাববাণী গুলি ভালভাবে বুঝবার জন্য অনেক বছর যাবৎ বিশেষ অধ্যয়নের প্রয়োজন। পুরাতন নিয়মের শেষের সতেরটি বই (যেগুলি ভাববাণী বই) ছাড়াও গীতসংহিতা, প্রকাশিত বাক্য এবং অন্যান্য আরও অনেক বইয়ের মধ্যে ভাববাণী ছড়িয়ে আছে।

(৩) সময়ের ব্যাপারটা বুঝা যায় না। ঘটনাগুলি পর পর সাজিয়ে নেওয়া হতে পারে কিন্তু ভবিষ্যৎ বাণীগুলি কখন পূর্ণ হবে বা একটা ঘটনার পর আর একটি ঘটনার মধ্যে কতটুকু সময় থাকবে এগুলি মোটেই স্পষ্ট নয়। কোন কোন ভাববাণী নিকট ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত, আবার অন্যগুলি দূর ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত (অর্থাৎ যেগুলি অল্প দিনের মধ্যে পূর্ণ হবার ও যেগুলি বহুদিন পর পূর্ণ হবার)। এই দুই ধরনের ভাববাণীকে এমনভাবে যুক্তকরা হয়েছে, যার ফলে তাদের একই ভবিষ্যতবাণী বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে তারা এক নয়। নীচে এই রকম একটা শাস্ত্রাংশের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। যীশু নিজেই এর অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন, তাই এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

যীশু যখন নাসরতের সমাজ ঘরে শাস্ত্র পাঠ করলেন (লূক ৪ : ১৬-২১ পদ), তখন তিনি যিশাইয় ৬১ : ১-২ পদ পড়েছিলেন। তিনি পড়াশেষ করে বইখানি গুটিয়ে কর্মচারীর হাতে দিয়ে বসে পড়লেন। তিনি লোকদের বললেন, "পবিত্র শাস্ত্রের এই কথা আজ আপনারা শুনবার সংগে সংগেই তা পূর্ণ হল।" (২১ পদ) কিন্তু যীশু সবটা

পড়েন নি। তিনি একটা বাক্যের মাঝখানে এসে থেমে গিয়েছিলেন। যে অংশটি তিনি বাদ দিয়ে গিয়েছিলেন, তা বিচার সম্পর্কে, প্রভুর দ্বারা তাঁর লোকদের শত্রুদের পরাজিত করবার বিষয়ে। তারা শোনবার সাথে সাথেই প্রথম অংশ পূর্ণ হয়েছিল। ঐ বাক্যের শেষের অর্ধেক এখনও পূর্ণ হয়নি। যিশাইয় ৬১ ঃ ২ পদ পড়বার সময় কোন মানুষই অনুমান করতে পারত না যে, এই ভাববাণীর প্রথম অংশটি পূর্ণ হওয়ার দুই হাজার বছর পরেও শেষের অংশটি পূর্ণ হবে না। তাই ভাববাণী সম্বন্ধে জোর দিয়ে কোন কিছু বলা ঠিক নয়। আমরা অনেক কিছুই জানিনা।

৬। নীচের যে কথাগুলি ঠিক সেগুলির বা পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন। যে ভাববাণী ভবিষ্যৎ ঘটনার কথা বলে সেগুলি বুঝা সবচেয়ে কঠিন, কারণ—

ক) তা রূপকভাবে বলা হয়।

খ) এর মধ্যে অন্য প্রকার ভাববাণীর চেয়ে বেশী আলংকারিক বা রূপক ভাষা থাকে।

গ) ভাববাদীরা প্রায়ই দর্শনের দ্বারা এই ভাববাণীগুলি লাভ করতেন। এগুলি অন্যদের বুঝিয়ে বলা কঠিন ছিল।

ঘ) এর সাথে তুলনা করা যায় এমন ভাববাণী বাইবেলে খুব কম আছে।

ঙ) ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি কখন ঘটবে তা ঠিকমত বুঝা কঠিন।

৭। ১ পিতর ১ ঃ ১০-১১ পদ পড়ুন। ১১ পদ লক্ষ্য করুন। কার আত্মা নবীদের (ভাববাদীদের) অন্তরে থেকে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন ? ...

....

এই পদে ভাববাণীর সঠিক দৃশ্য আমরা দেখতে পাই। যীশুই সমস্ত ভাববাণীর কেন্দ্র। প্রকাশিত বাক্য বইটির একদম শেষ অধ্যায়ে (২২ ঃ ৬-১০ পদ) দেখানো হয়েছে যে, সমস্ত ভাববাণীর আড়ালে রয়েছেন স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট। ভাববাণীগুলির মধ্য দিয়ে প্রভু যীশুর আত্মা আমাদের সাহায্য দান করছেন। তিনি এইরূপ করছেন যেন,

আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা এমন একটা কর্মসূচীর মধ্যে আছি যা ভবিষ্যতের দিকে চলেছে। এই কার্যসূচী যখন শেষ হবে, তখন তা আমাদের এক গৌরবময় অনন্ত জীবনে পৌছে দেবে। ভাববাণীর অর্থ করা কঠিন কাজ হলেও তা বিশ্বাসীকে যেমন উৎসাহ দেয় তেমনি তার বিশ্বাসকেও শক্তিশালী করে তোলে। আপনি যীশু খ্রীষ্টের এমন একটা কর্মসূচীর মধ্যে আছেন, যার কাজ সামনে এগিয়ে চলছে। এই বিষয়টি মনে রেখেই সমস্ত ভাববাণীগুলি আমাদের বুঝে নিতে হবে।

নিদর্শন এবং প্রতীক ঃ

লক্ষ্য-৪ ঃ বাইবেলে নিদর্শন এবং প্রতীকগুলি কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা বুঝিয়ে বলতে পারা।

লক্ষ্য-৫ ঃ নিদর্শনগুলির তিনটি বৈশিষ্ট বলতে পারা।

সংজ্ঞা ঃ

বাইবেল নিদর্শন হোল, পুরাতন নিয়মের কোন ব্যক্তি বা জিনিষ, যা নূতন নিয়মের অন্য এক ব্যক্তি বা জিনিষকে ইংগিত করে। প্রতীক হোল এমন কোন জিনিষ, যা অন্য কোন জিনিষের বদলে ব্যবহৃত হয়েছে। নিদর্শনে যেমন সময় ইত্যাদি বিচার করা হয় প্রতীকে তেমন করা হয়না। কিন্তু মাঝে মাঝে প্রতীকের সাথে সময়ের যোগ থাকে, আবার কোন একটা নিদর্শনকে মাঝে মাঝে প্রতীক হিসাবেও বলা হয়ে থাকে।

আসলে শিক্ষা দেবার জন্যই ঈশ্বর এই নিদর্শনগুলি ব্যবহার করেছেন। তিনি পুরাতন নিয়মে এই নিদর্শনগুলি চালু করেছিলেন। এগুলি ছিল ভাববাণীর মত যা নূতন নিয়মের সময়ে পূর্ণ হবে। পুরাতন নিয়মের অধিকাংশ নিদর্শন, ইস্রায়েল সন্তানদের উপাসনা তাম্বু ও তাদের মরু এলাকায় (প্রান্তরে) ভ্রমনের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। পুরাতন নিয়মের প্রধান নিদর্শনগুলির কয়েকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে ইব্রীয় বইটিতে। ৯ এবং ১০ অধ্যায়ে ইব্রীয় বইয়ের লেখক উপাসনা তাম্বুর অনেক বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর লেখক বলেছেন, "এতে পবিত্র আত্মা দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, যতদিন এই উপাসনা তাম্বুটা থাকবে ততদিন সেই মহাপবিত্র স্থানে ঢুকবার পথ

খোলা থাকবে না। বর্তমান কালের জন্য এটা একটা চিহ্ন-" (ইব্রীয় ৯ঃ৮-৯ পদ)। এরপরে লেখক দেখিয়েছেন যে খ্রীষ্টই হলেন নিখুঁত উৎসর্গ, পশুবলি উৎসর্গ ছিল এর একটা নিদর্শন মাত্র।

নিদর্শনের বৈশিষ্টগুলি ঃ

বাইবেলের কোন একটা নিদর্শনের তিনটি বৈশিষ্ট আছে ঃ

(১) নিদর্শনটি যে জিনিষের ইংগিত করে, তার সাথে এর মিল থাকতে হবে। যেমন পশুবলি উৎস্বর্গ প্রভু যীশুর রক্তের প্রতি ইংগিত করেছিল। যীশু খ্রীষ্ট যে মানুষের পাপের জন্য মরবেন, পশুবলি উৎসর্গ ছিল তার একটি "নিদর্শন"। (২) বাইবেলে অবশ্যই নিদর্শনটির স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট ইংগিত থাকবে। ইব্রীয় ৩ঃ৭-৪ঃ১১ পদে একটি নিদর্শনের স্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে। মোশি এবং যিহোশূয়ের সময়ে ঈশ্বরের লোকদের যে বিশ্রামের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল খ্রীষ্টে আমাদের বিশ্রামের একটি নিদর্শন। আসলে বিশ্রামের অনেক নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে। অবাধ্য ইস্রায়েলীয়রা বিশ্রামে ঢুকতে পারেনি (৩ঃ১০-১১ পদ)। তেমনি কোন লোকের অন্তরে যদি মন্দতা এবং অবিশ্বাস থাকে তবে সে ঈশ্বরের বিশ্রামে ঢুকতে পারে না। ইব্রীয় ৮ ও ৯ অধ্যায়ে এমন কতগুলি নিদর্শন আছে, যেগুলি অস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। পুরাতন নিয়মের উপাসনা তাম্বুর বিশেষ অর্থ আছে বলে এখানে দেখানো হয়েছে। কিন্তু ইব্রীয় বইটির লেখক সমস্ত অর্থ বলেন নি, তিনি যা বলেছেন, তা থেকে আমাদের মনে হয় উপাসনা তাম্বুর অন্যান্য জিনিষ পত্রের মধ্যেও নিদর্শন আছে। (৩) নিদর্শনগুলি যে জিনিষ বা যে ব্যক্তির ইংগিত করে, তাদের সাথে এগুলির সব রকম মিল দেখানো যায় না। যেমন পুরাতন নিয়মের কয়েক জন লোককে খ্রীষ্টের নিদর্শনরূপে ধরা হয়েছে। মোশি এদের একজন। কিন্তু তিনি অথবা অন্য কেউই সব দিক দিয়ে খ্রীষ্টের মত ছিলেন না।

৮। ইব্রীয় ৩ঃ১-৬ পদ পড়ুন। তারপর নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

ক) মোশি তার কোন্ গুনটির জন্য খ্রীষ্টের নিদর্শন হতে পেরেছেন (৩ ঃ ২ পদ) ?

....

খ) ইব্রীয় ৩ ঃ ৩-৬ পদের এমন দুটি জিনিষ ব্যাখ্যা করুন, যার দ্বারা বোঝা যায় যে, মোশি সব দিক দিয়ে খ্রীষ্টের মত ছিলেন না।

....

৯। নীচের শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করুন।

ক) পুরাতন নিয়মে যে ব্যক্তি বা জিনিষ নূতন নিয়মের অন্য এক ব্যক্তি বা জিনিষের ইংগিত করে, তাকে সাধারণতঃ ....বলা হয়।

খ) কোন জিনিষ, যা অন্য জিনিষের বদলে ব্যবহৃত হয় এবং যার মধ্যে কোন সময়ের ব্যাপার নাই তাকে ....বলা হয়।

গ) ....আসলে এরকম ভাববাণী। ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনার আগামী ঘটনাগুলির বিষয় শিক্ষা দেবার জন্য এগুলি ব্যবহার করেছেন।

১০। নিদর্শনের তিনটি বৈশিষ্ট সংক্ষেপে আপনার নোট খাতায় লিখুন।

নিদর্শনের ব্যবহার ঃ

ঈশ্বর বিভিন্ন ধরনের বিষয়কে নিদর্শন হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এই বিষয়ে আরো পড়লে আপনি দেখতে পাবেন, লোকদের নিদর্শন রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থান, যেমন, প্রতিশ্রুতির দেশ ইত্যাদিকেও মাঝে মাঝে নিদর্শন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সৃষ্টি থেকে শুরু করে প্রাচীন ইস্রায়েল জাতির বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের অনেক ঘটনাকে নিদর্শন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কর্তব্য কাজকেও নিদর্শন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে মহাযাজকের কাজ যীশু খ্রীষ্টের নিদর্শন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহাযাজক।

লেবীয়দের দ্বারা অতি সতর্কতার সাথে নিয়ম সিন্দুক বহন, হাত দিয়ে তা ছোঁয়া মানে মৃত্যু, প্রভৃতি বিষয়গুলি ঈশ্বরকে সম্মান দেখাতে শিখিয়েছে (২ শমুয়েল ৬ ঃ ৬-৭ পদ)। বস্তু সামগ্রী, যেমন উপাসনা তাম্বু এবং এর জিনিষপত্র নিদর্শন রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

এই পাঠ্য বিষয়ের জন্য বাইবেলের কয়েকটি ছোট বই বেছে নেওয়া হয়েছে। এগুলি ব্যবহার করে আপনি অধ্যয়নের নীতিগুলি শিখতে পারবেন। পরে এই নীতিগুলির সাহায্যে বাইবেলের অন্য যে-কোন বই অধ্যয়ন করতে পারবেন। বাইবেল অধ্যয়নে দক্ষ হয়ে উঠলে, আপনি অধ্যয়নের পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে এর বড় বড় বইগুলিও হয়তো পড়তে চাইবেন। পুরাতন নিয়মের যে বইগুলিতে নিদর্শন এবং প্রতীক সব চেয়ে বেশী সেগুলি হোল, মোশির পঞ্চ পুস্তক, অর্থাৎ আদি থেকে দ্বিতীয় বিবরণ পর্যন্ত।

উদ্ধার বা নিস্তার পর্বের ভোজকে একটি নিদর্শন হিসাবে দেখানো হয়েছে। যীশু নিজেই এর তাৎপর্যের সম্পর্কে বলেছেন (লূক ২২ ঃ ১৪-১৬ পদ)। এই জন্য নিস্তার পর্বের ঘটনার মধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের বিষয় আমরা আশা করতে পারি।

১১। নিস্তার পর্বের মধ্যে নিদর্শনের একটি অর্থ বুঝবার জন্য নীচের শাস্ত্রাংশ গুলি পড়ুন।

ক) যাত্রা ১২ ঃ ১৫ পদ। এখানে কোন বস্তুকে ঘর থেক দুর করতে এবং খাদ্যের সাথে তা ব্যবহার না করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে?

....

খ) মথি ১৬ ঃ ৫-১২ পদ। এখানে উপরের বস্তুটিকে কিসের নিদর্শন হিসাবে দেখানো হয়েছে?

....

গ) মথি ১৬ ঃ ৫-১২ পদে কে এই বস্তুটিকে নিদর্শন হিসাবে ব্যবহার করেছেন?

....

১২। নিস্তার পর্বের আর একটি নিদর্শনের অর্থ জানবার জন্য নীচের শাস্ত্রাংশগুলি পড়ুন।

ক) যাত্রা ১২ ঃ ২২ পদ। কোন্ বস্তু দরজার কপালীতে ও দুই বাজুতে লাগিয়ে দিতে বলা হয়েছিল ?

খ) ইব্রীয় ১১ ঃ ২৮ পদ। কিসের বলে মোশি এই বস্তুটিকে দরজায় লাগিয়ে দেবার আদেশ দিয়েছিলেন ?

....

গ) ইব্রীয় ৯ ঃ ১৯-২২ পদ। এই অংশটি যাত্রা ১২ ঃ ২২ পদের সাথে তুলনা করুন। ছিটান রক্ত ইস্রায়েলীয়দের কোন্ অনুষ্ঠানের নিদর্শন বলে মনে হয়, যা অতি অল্প দিনের মধ্যেই শুরু হতে যাচ্ছিল ?

....

....

ঘ) ইব্রীয় ৯ ঃ ১২ পদকে যাত্রা ১২ ঃ ২২ পদ এবং ইব্রীয় ৯ ঃ ১৯-২২ পদের সংগে তুলনা করুন। পুরাতন নিয়মে রক্তের এই দুই প্রকার ব্যবহার কিসের নিদর্শন হিসাবে কাজ করেছে ?

....

প্রতীক ঃ

এই অংশের শুরুতে প্রতীক সম্পর্কে বলা হয়েছে। এটা এমন একটা জিনিষ যা অন্য কোন জিনিষের বদলে ব্যবহৃত হয়েছে বা তাকে প্রকাশ করেছে। প্রতীক নিদর্শন থেকে ভিন্ন, কারণ যে জিনিষের বদলে ব্যবহৃত হয়েছে, এটি তাকে ভাববাণী আকারে আগে থেকে প্রকাশ অথবা ইংগিত করেনা। এটি কেবল ঐ জিনিষের বদলে ব্যবহৃত হয়। আপনাকে প্রতীক ও নিদর্শনের অর্থ ব্যাখ্যার ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক হতে হবে। মনে রাখবেন বাইবেলই এদের অর্থ ব্যাখ্যা করে দেয়। আপনার মনের চিন্তা যদি আপনার বিচার বিবেচনাকে ভুল পথে নিয়ে যায় তাহলেই বিপদ।

কখনো কখনো বাইবেলের প্রতীকগুলির একটিরও বেশী অর্থ থাকতে পারে। যেমন যীশুকে বলা হয়েছে "যিহূদা বংশের সিংহ" (প্রকাশিত ৫ : ৫ পদ), "কিন্তু গর্জনকারী সিংহ যে কাকে খেয়ে ফেলবে তার খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে" (১ পিতর ৫ : ৮ পদ। প্রতীকটি দ্বারা শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। সিংহের যে দিকটি প্রভু যীশুকে দেখায়, তা হোল, পশুটির শক্তিশালী ও রাজকীয় স্বভাব। যীশুকে ঈশ্বরের হত মেষ শিশু রূপেও দেখানো হয়েছে। মেষ শিশুকে এক জন নতুন খ্রীষ্টিয়ান রূপেও দেখানো হয়েছে। ডুমুর গাছ এবং লবণ ঈশ্বরের লোকদের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফসল সংগ্রহ, বিবাহ এবং দ্রাক্ষারস, যুগ শেষের চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতীকগুলি নূতন নিয়মে ও পুরাতন নিয়মেও পাওয়া যাবে।

১৩। মথি ২৬ : ২৬-২৯ পদ পড়ুন। প্রভুর ভোজে ব্যবহৃত প্রতীকগুলি প্রত্যেক বিশ্বাসীর কাছেই সুপরিচিত।

ক) রুটি কিসের প্রতীক ?...

খ) দ্রাক্ষারস কিসের প্রতীক ? ....

১৪। মথি ৯ : ৩৫-৩৮ পদ পড়ুন। এখানে যে প্রতীকগুলি আছে, আপনার নোট খাতায় সেগুলি লিখুন। এগুলি কিসের প্রতীক তাও লিখুন। (বাইবেলে যেভাবে সাজানো আছে সেই ভাবে পর পর লিখুন।)

কবিতা :

লক্ষ্য-৬ : হিব্রু কবিতার তিন প্রকার সাদৃশ্য বর্ণনা করা, এবং বাইবেল থেকে এদের উদাহরণ দেখান।

প্রাপ্তিস্থান :

আদিপুস্তক থেকে শুরু করে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত সমগ্র বাইবেলেই কবিতা রয়েছে। যাত্রা ১৫ অধ্যায়ে মোশি ও মরিয়মের সুন্দর গান আছে। লূক ১ অধ্যায়ে আমরা মরিয়মের প্রশংসা গীত এবং কবিতার আকারে সখরিয়ের ভাববাণী পাই। বাইবেল অধ্যয়ন করবার সময়

আপনি অনেক হিব্রু কবিতা পাবেন। গীতসংহিতা হোল ইস্রায়েল জাতির গানের বই ঃ এই গীতিধর্মী কবিতাগুলি গানের মত গাওয়া হোত।

হিব্রু কবিতার বৈশিষ্ট ঃ

হিব্রু কবিতায় ছন্দের মিল নেই। লাইনগুলি কতটুকু লম্বা তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। একটা চিন্তাকে কেন্দ্র করে কবিতাগুলি লেখা। লেখক তার কবিতার প্রত্যেকটি লাইন নিজের ইচ্ছামত বড় ছোট, যেমন খুশী তেমন, করে লিখতে পারেন।

হিব্রু কবিতার লিখন পদ্ধতির একটা বড় বিষয় হোল এর সাদৃশ্য। সাদৃশ্য মানে মিল। এখানে এই শব্দটির দ্বারা হিব্রু কবিতার প্রতি দু'লাইনের বা প্রতি দুই পদের মধ্যকার মিলের বিষয় বুঝানো হয়েছে। হিব্রু কবিতায় তিন ধরনের সাদৃশ্য আছে। আমি প্রত্যেক ধরনের সাদৃশ্যের নাম ও ব্যাখ্যা আপনাকে বলে দিচ্ছি। নামগুলি মনে রাখা তেমন দরকারী নয়, তবে কি কি প্রকার সাদৃশ্য ব্যবহৃত হয়েছে, তা লক্ষ্য করা ভাল। বাইবেল পড়বার সময় আপনি যখন এই সাদৃশ্য-গুলি পাবেন, তখন বুঝতে পারবেন যে, এগুলি হটাৎ করে হয়নি, লেখক বিশেষ পরিকল্পনা করেই এগুলি তার কবিতায় ব্যবহার করে-ছেন। তিন ধরণের সাদৃশ্য হোল সমার্থক, বিপরীতার্থক, এবং সংযোগার্থক।

সমার্থক সাদৃশ্য মানে, কবিতাটির প্রথম লাইনের যে সত্য বা যে বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে, দ্বিতীয় লাইনে একই ধরনের শব্দ দ্বারা সেই একই সত্য বা একই বিষয় প্রকাশ করা হয়। গীত ২৪ ঃ ১ পদে আপনি এর উদাহরণ পাবেন।

পৃথিবী ও তাহার সমস্ত বস্তু সদাপ্রভুরই ;
জগৎ ও তন্নিবাসিগণ তাঁহার।

বিপরীতার্থক সাদৃশ্য মানে, তুলনা করে পার্থক্য দেখানো। প্রথম লাইনে যা বলা হয়, দ্বিতীয় লাইনে সেই বিষয়ের তুলনা করে এর পার্থক্য দেখানো হয়। গীত ১ ঃ ৬ পদ এর একটি উদাহরণ।

কারণ সদাপ্রভু ধার্মিকগণের পথ জানেন,
কিন্তু দুষ্টদের পথ বিনষ্ট হইবে।

সংযোগার্থক সাদৃশ্য আরো কিছু যোগ করার দ্বারা তৈরী হয়। দ্বিতীয় লাইনটি প্রথম লাইনের সাথে আরোকিছু যোগ করে। গীত ১৯ ঃ ৭ পদে এই সাদৃশ্য দেখা যাবে।

সদাপ্রভুর ব্যবস্থা সিদ্ধ
প্রাণের স্বাস্থ্যজনক।

১৫। বা পাশের বর্ণনাগুলি কোন প্রকার সাদৃশ্যের (ডান পাশে) বিষয় বলে, দেখান।

...ক) দ্বিতীয় লাইনটি প্রথম লাইনের সাথে নতুন কিছু যোগ করার দ্বারা তৈরী হয়।	১। বিপরীতার্থক ২। সমার্থক ৩। সংযোগার্থক
...খ) দ্বিতীয় লাইনের ভাবটি প্রথম লাইনের ভাবটির সাথে তুলনা করে পার্থক্য দেখায়।	
...গ) দ্বিতীয় লাইনটি প্রথম লাইনের একই বিষয় আবার বলে।	

১৬। নীচের, গীতসংহিতার, পদগুলিতে কি প্রকার সাদৃশ্য আছে তা বলতে পারেন কিনা দেখুন। বা পাশের প্রত্যেকটি পদের সাথে ডান পাশের উপযুক্ত বর্ণনার মিল দেখান।

...ক) গীত ১৯ ঃ ১ পদ	১। নূতন কিছু যোগ করে।
..খ) গীত ১৯ ঃ ৬ পদ	২। তুলনা করে পার্থক্য দেখায়
..গ) গীত ৩০ ঃ ৫ পদ	৩। একই বিষয় আবার বলে।

১৭। হিব্রু কবিতার বৈশিষ্ট হোল ঃ

...ক) ছন্দের মিল।
..খ) লাইনগুলি লম্বায় সমান রাখা।
...গ) একটা চিন্তাকে কেন্দ্র করে এগুলি লেখা।

হিব্রু কবিতায় চিন্তা, অনুভূতি এবং ভাবাবেগই সবচেয়ে বড়। এই কবিতা উত্তম পুরুষ, অর্থাৎ "আমি" দিয়ে লেখা। লেখক নিজের অভিজ্ঞতাই এতে বর্ণনা করেছেন। তিনি সত্যিকার ঘটনা ও অভিজ্ঞতাকে আলংকারিক বা রূপক ভাষায় এমন ভাবে প্রকাশ করেছেন, যা পাঠকের মনে এক জীবন্ত ছবি ফুটিয়ে তোলে।

পরীক্ষা-৪

১। বা পাশে বাইবেলের দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন আছে এবং ডান পাশে এদের উত্তর দেওয়া হয়েছে। কোনটি কোন প্রশ্নের উত্তর তা দেখান।

... ক) শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্তে সাধারণত কি ধরনের উপমা ব্যবহার করা হয়?	১। একটি ২। আত্মিক
... খ) প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তে কয়টি মূল বা প্রধান সত্য থাকে?	৩। জাগতিক বা পার্থিব ৪। তিনটি
... গ) দৃষ্টান্তগুলি কি ধরনের শিক্ষা দিতে চায়?	

২। নবীরা (ভাববাদীরা) যা বলেছেন তার মধ্যে আছে-

...ক) ভবিষ্যতে কি ঘটনা ঘটবে, কেবল তাই।
...খ) ভবিষ্যত ও বর্তমানের বিষয়।
... গ) বর্তমানে যা প্রয়োজন কেবল সেই বিষয়।
...ঘ) ভবিষ্যত ঘটনার সঠিক সময়-তারিখ।

৩। নীচের কোন উক্তিটি সত্য নয়?

...ক) নিদর্শন হোল পুরাতন নিয়মের কোন ব্যাক্তি বা জিনিষ, যা নূতন নিয়মের অন্য এক ব্যাক্তি বা জিনিষের ইংগিত করে।
...খ) নিদর্শন এবং প্রতীক সব সময়ই এক।
...গ) প্রতীক সাধারণতঃ অন্য কোন কিছুর ইংগিত করেনা, ঐটি কেবল কোন কিছুর বদলে ব্যবহৃত হয়।
...ঘ) যীশু খ্রীষ্ট, এবং তাঁর রক্তের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ লাভের বিষয়টি শিক্ষা দেবার জন্য ঈশ্বর নিদর্শনগুলি ব্যবহার করেছেন।

৪। প্রতিটি সত্য উক্তির বা পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

...ক) হিব্রু কবিতায় লাইনগুলি কতটুকু লম্বা হবে, সে বিষয়ে কোন ধরা বাঁধা কিছু নেই।
...গ) হিব্রু কবিতাগুলি একটা চিন্তাকে কেন্দ্র করে লেখা।
...ঘ) হিব্রু কবিরা তাদের কবিতায় বিশেষভাবে তাদের অনুভুতি ও ভাবাবেগ প্রকাশ করেছেন।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

১। ক) যীশুর শিষ্যদের (অথবা খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের)
খ) কারণ তারা দেখেও দেখেনা, শুনেও শোনেনা এবং বোঝেনা।

১০। নিদর্শনটি যে জিনিষের ইংগিত করে তার সাথে এর মিল থাকে, স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে ঐটি বাইবেলে দেখানো হয়, এবং ঐটি যে ব্যক্তি বা জিনিষের ইংগিত করে, তার সাথে ঐটির সব রকম মিল দেখানো যায়না।

২। ক-২) জাগতিক।
খ-৫) আত্মিক সত্য।
গ-১) সত্য।
ঘ-৪) কিছুটা মিল।

১১। ক) তাড়ী (খামি)।
খ) ফরীশী ও সদ্দূকীদের শিক্ষা (ভুল শিক্ষা)।
গ) যীশু।

৩। ক) যে লোকটির একশোটা ভেড়া আছে এখানে তাকে খ্রীষ্ট রূপে দেখানো হয়েছে।
খ) হারানো ভেরাটা খুজে পেয়ে লোকটি যে আনন্দ করেছিল, তা দিয়ে কোন একজন পাপী মন ফিরিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে যুক্ত হলে তার জন্য স্বর্গে যে আনন্দ হয় ; তাই দেখানো হয়েছে।

১২। ক) রক্ত।
খ) বিশ্বাসের বলে।
গ) উপাসনা তাম্বুর এবং উপাসনার কাজে ব্যবহার সব জিনিষের উপর রক্ত ছিটিয়ে দেওয়ার অনুষ্ঠান।
ঘ) যীশুর বলি উৎসর্গ ও তাঁর রক্ত। তিনি নিজেরই রক্ত নিয়ে মহা পবিত্র স্থানে ঢুকেছিলেন।

৪। যীশু খারাপ লোকদের সাথে মেলা মেশা করেন বলে ফরীশীরা এবং ধর্মশিক্ষকেরা বিরক্তি প্রকাশ করেছিল বলে।

১৩। ক) প্রভু যীশুর দেহ।
খ) প্রভু যীশুর রক্ত।

৫। ক) ইথিয়পিয়া দেশের একজন বড় রাজ কর্মচারী, তিনি নপুংসক (খোজা) ছিলেন।

খ) তিনি জানতে চেয়েছেন, যিশাইয় নবী (ভাববাদী) এখানে নিজের কথা, না অন্য কারো কথা বলেছেন।

গ) যীশুর বিষয়ে।

১৪। ক) রাখালহীন ভেড়া ঃ অসহায় লোকেরা

খ) রাখাল ঃ নেতা বা পরিচালক

গ) ফসল ঃ যে লোকদের জন্য খ্রীষ্টের সুখবর প্রয়োজন।

ঘ) কাজ করবার লোক ঃ সুখবর প্রচার করবার লোক।

ঙ) ফসলের মালিক ঃ ঈশ্বর

চ) ফসল কাটা (সংগ্রহ করা) ঃ লোকদের যীশুর কাছে নিয়ে আসবার কাজ (বা খ্রীষ্টে দীক্ষিত করবার কাজ)।

৬। খ) এর মধ্যে অন্য প্রকার ভাববাণীর চেয়ে বেশী আলংকারিক বা রূপক ভাষা থাকে।

গ) ভাববাদীরা প্রায়ই দর্শনের দ্বারা এই ভাববাণীগুলি লাভ করতেন। এইগুলি অন্যদের বুঝিয়ে বলা কঠিন ছিল।

ঙ) ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি কখন ঘটবে তা ঠিকমত বুঝা কঠিন।

১৫। ক-৩) সংযোগার্থক।

খ-১) বিপরীতার্থক।

গ-২) সমার্থক।

৭। খ্রীষ্টের আত্মা।

১৬। ক-৩) একই বিষয় আবার বলে।

খ-১) নুতন কিছু যোগ করে।

গ-২) তুলনা করে পার্থক্য দেখায়।

৮। ক) ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা।

খ) মোশি যীশুর চেয়ে কম গৌরব পাবার যোগ্য ছিলেন। মোশি ছিলেন ঈশ্বরের সেবাকারী, কিন্তু খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের পুত্র।

১৭। গ) একটা চিন্তাকে কেন্দ্র করে এগুলি লেখা।

৯। ক) নিদর্শন।

খ) প্রতীক।

গ) নিদর্শনগুলি।

দ্বিতীয় খণ্ড

বই হিসাবে অধ্যয়ন

হবক্‌কূক

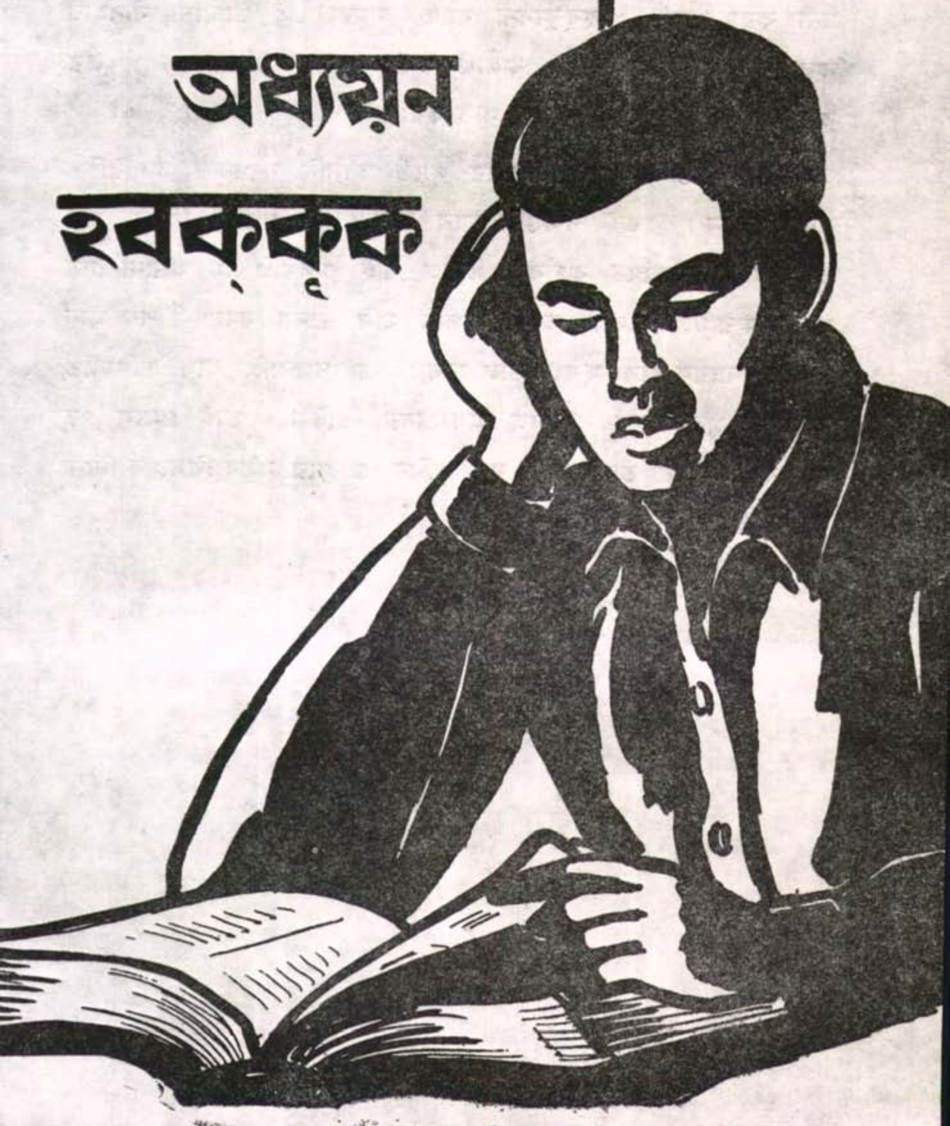

৫ম পাঠ

রচনা

রচনার অংশগুলি চিন্‌তে পারা

এই খণ্ডের তিনটি পাঠে বাইবেল অধ্যয়নে সামগ্রিক পদ্ধতি আলোচনা করা হবে। হবক্‌কুকের বইটি আমরা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করব। সামগ্রিক পদ্ধতি কথাটি দেখে চমকে উঠবেন না। এর অর্থ হোল একত্রে বা যুক্তভাবে পাঠ করা।

এই পাঠে এবং এর পরের পাঠে আপনি কয়েকটি অপরিচিত শব্দ পাবেন। এই শব্দগুলি মনে রাখতে না পারলে কিছুই যায় আসে না। সবচেয়ে বড় কথা হোল, এই শব্দগুলি যে ধারনা দেয় তা মনে রাখতে হবে। আর আপনি যদি এদের কয়েকটি শব্দ মনে রাখতে পারেন তবে খুবই ভাল হবে। এই পাঠগুলি হবে ভবিষ্যতে আপনার সব রকম বাইবেল অধ্যয়নের ভিত্তি। তাই প্রথমে এর প্রত্যেকটি বিষয় ভাল করে বুঝে নিন ও পরে নতুন বিষয়ের দিকে অগ্রসর হন।

পাঠের খসড়া

সামগ্রিক পদ্ধতি কি

রচনার মূলনীতিগুলি

সাহিত্যের প্রধান কয়েকটি দিক

তুলনা এবং পার্থক্য

পুনরুক্তি, পালা ক্রমিক পুনরুক্তি, ধারাবাহিকতা, দীর্ঘকরণ, চরম-পর্যায় এবং মূল বিষয় (বা কেন্দ্র বিন্দু)

সুনির্দ্দিষ্ট ভাব ও সাধারণ ভাব

কারণগত দিক ও সমর্থনগত দিক

সাহিত্যের অন্যান্য দিক

মাধ্যম

ব্যাখ্যা

প্রস্তুতি

সারমর্ম

প্রশ্ন

ঐক্য

প্রধান বিষয়

বিকিরণ

পাঠের লক্ষগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর

* আপনি অধ্যয়নের জন্য সমগ্র বাইবেল বা সামগ্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবেন এবং অধ্যয়নের সময় রচনার মূলনীতি গুলি চিন্‌তে পারবেন।

* এই পাঠে রচনার যে সমস্ত পদ্ধতি দেখান হয়েছে, তাদের প্রতিটি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবেন।
* অন্যদের কাছে আরো ভালভাবে বাইবেলের বাক্য বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

শেখার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ ঃ

১। পাঠের ভূমিকা, পাঠের খসড়া এবং এর লক্ষ্যগুলি পড়ুন।

২। যে মূল শব্দগুলির অর্থ আপনি জানেন না সেগুলির অর্থ লিখুন।

৩। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়ুন। এর মধ্যেকার প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

৪। এই পাঠ পড়বার সময় হাতের কাছে আপনার নোট খাতা রাখুন। আপনি নিজের প্রয়োজনে এতে কোন কিছু লিখতে পারেন, কিন্তু সেগুলি বাদেও আরো কিছু বিষয় আপনাকে নোট খাতায় লিখতে হবে।

৫। হবককুকের বইটি নিজে পড়তে আরম্ভ করুন। আপনি যখন সপ্তম পাঠ পড়তে আরম্ভ করবেন, তখন আপনাকে একবারে সবটা বই (হবককুক) পড়তে হবে। আপনার যদি এইভাবে বাইবেল পড়বার অভ্যাস না থাকে, তবে, ছোট ছোট অংশ করে পড়তে আরম্ভ করুন। এর ফলে বাইবেলের বিভিন্ন শব্দ ও লেখার ধরণ ইত্যাদির সাথে পরিচিত হতে পারবেন।

৬। পাঠ শেষ করে পরীক্ষা নিন। ভালকরে আপনার লেখা উত্তর-গুলো পরীক্ষা করুন। কোন উত্তর ভুল লিখলে সে বিষয় আবার পড়ুন।

মূল শব্দাবলী

	পালাক্রমিক, সামগ্রীক
	চরমপর্য্যায়
প্রত্নতত্ত্ববিদ্	দীর্ঘকরণ
কারণগত	জরীপ
সমর্থনগত	স্বয়ংসম্পূর্ণ-

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

সমগ্র-বই পদ্ধতি কি

উদ্দেশ্য ১ ঃ বাইবেল অধ্যয়নে সমগ্র বই বা সামগ্রিক পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারা।

একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ যখন কোন এক জায়গায় প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন খোঁজ করবার জন্য খনন করতে যান, তখন তিনি প্রথমেই জায়গাটির একটা মোটামুটি, সাধারণ জরিপ করেন। তারপর সেই জায়গা খুড়ে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়, এমন কি ধূলিকণার মত ছোট ছোট অংশও পরীক্ষা করেন। এইভাবেই তিনি অনেক কৌতুহল জনক বা মজার খবর জোগাড় করেন। প্রথমে তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে যান এবং ঐ স্থানটি জরিপ করেন। তারপর তিনি স্থানটিকে কয়েক-ভাগে ভাগ করেন। এইভাবে প্রথমে ভালমত জরিপ করে নেওয়ার পরেই বিস্তারিত খবরের জন্য খনন কাজ আরম্ভ করেন। প্রত্যেকটি জিনিষ তারা অতি যত্নের সাথে পরীক্ষা করেন, সেটির ছবি তোলেন ও সমস্ত বিষয় পুংখানুপুংখভাবে লিখে রাখেন। কিন্তু যেখানে অনু-সন্ধান কাজ চালাবেন, সেই স্থানটি যদি ভালভাবে মাপ ঝোপ বা জরিপ না করে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কখনোই কাজে হাত বাড়ান না।

বাইবেল অধ্যয়নের সামগ্রিক পদ্ধতিটি প্রত্নতত্ত্ববিদের মোটামুটি বা সাধারণ জরিপ কাজের মত। ছাত্র, বাইবেলের যে বই অথবা প্রধান অংশটি পড়বেন, সেটিকে এক ও অখণ্ডরূপে ধরে নিলে তিনি শাস্ত্রীয় বিবরণের মধ্যে অনেক প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান অর্থ খুঁজে পাবেন।

মনে রাখবেন যে, সামগ্রিক অর্থ বলতে সমস্ত বিষয় একসংগে যুক্ত ভাবে দেখা বুঝায়। সামগ্রিক বা সমগ্র বই পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা বইটি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পাই। বইয়ের একটি অংশ অধ্যয়নেও আমরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি, তবে সেই অংশটিকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ অংশ হতে হবে, যেমন গীতসংহিতার একটা গীত, অথবা পাহাড়ের উপরে দেওয়া যীশুর শিক্ষা)।

সামগ্রিক পদ্ধতির প্রথম ধাপ হোল সম্পূর্ণ বইটি পড়া। এই জন্য আমরা একটা ছোট বই বেছে নিয়েছি যেন আপনি একবারে

সবটা বই পড়তে পারেন। এই পদ্ধতি ব্যবহার করবার সময় আপনি যখন আবার বইটি পড়বেন, তখন এর মধ্যে বিশেষ তথ্য বা খবরের অনুসন্ধান করবেন। এই ভাবে তথ্যগুলি জোগাড় করে লিখে নেওয়ার পর, সেগুলির একটা খসড়া বা সংক্ষিপ্তসার তৈরী করবেন। আপনি একটি চার্ট বা তালিকা আকারেও এটি তৈরী করতে পারেন। যে ভাবেই করুন না কেন, এ থেকে বইটির মোট বিষয় বস্তু বা এর বার্ত্তা সম্পর্কে আপনি ভালভাবে বুঝতে পারবেন। তারপর একজন প্রত্নতত্ত্ববিদের মত বইটির সমস্ত খুটিনাটি বিষয় পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করতে পারেন। আপনি দেখতে পাবেন যে ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যের মধ্যে এত মূল্যবান ধন আছে, যা কখনো-ই শেষ হয়না। আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন, বাইবেলের একই বাক্যগুলি বার বার পড়তেও শেষ করতে পারবেন না। প্রতিবারই এ থেকে নূতন উৎসাহ পাবেন।

১। নীচের যে কথাগুলি সামগ্রিক পদ্ধতির বেলায় খাটে, সেগুলির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

…ক) সমগ্র-বই পদ্ধতি।

…খ) মোটামুটি ধারণা।

…গ) সমস্ত খুঁটি নাটি বিষয় অধ্যয়ন।

…ঘ) সমস্ত বিষয়টি একত্রে বা একসংগে দেখা।

…ঙ) একত্রে যুক্ত করা।

…চ) বিস্তারিত বিবরণের জন্য খোঁজ করা।

২। সামগ্রিক পদ্ধতিটি ব্যবহার করবার সময় আপনার কাজ হবে-

…ক) সবটা বই পড়া, অধ্যায়গুলির নাম লেখা, এবং সবচেয়ে ভাল পদটি খুঁজে বের করা।

…খ) কোন কোন অংশ পড়া, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে চিন্তা ও বিচার বিবেচনা করা, অন্যান্য অংশগুলির সাথে তাদের সম্বন্ধ খুঁজে বের করা এবং আপনার পাওয়া তথ্যগুলির একটা তালিকা প্রস্তুত করা।

…গ) প্রথমে একবারে সবটা বই পড়া, বিশেষ তথ্য বা খবর অনুসন্ধান করা, এবং পাওয়া তথ্যগুলি দিয়ে একটি খসড়া বা সারমর্ম প্রস্তুত করা।

রচনার মূল নীতিগুলি ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ রচনার মূলনীতিগুলির নাম বলতে পারা এবং বাইবেলে এইগুলি খুঁজে বের করতে পারা।

লক্ষ্য ৩ ঃ বুঝিয়ে বলাই রচনার সবচেয়ে বড় কাজ কেন, তা বলতে পারা।

রচনা করা অর্থাৎ গড়ে তোলা বা নির্মাণ করা। রচনায় কয়েকটা অংশকে যুক্ত করে সেগুলি দিয়ে একটা জিনিষ তৈরী করা হয়। এইভাবে একট সম্পূর্ণ জিনিষ তৈরী হয়। ছবি আঁকা, গান করা, কবিতা লেখা বা কোন কিছু লেখা ইত্যাদি, সবই রচনার কাজ। যে কোন রকম রচনাই হোক না কেন, তার মধ্যে একটা একতার প্রকাশ ঘটবে। এর মাঝখান, এবং এর শেষ থাকবে। এটা যদি একটা সুন্দর শিল্পকার্য হয় তবে, এর কয়েকটি অংশ মিলে গিয়ে সুন্দর কিছু একটা গড়ে তুলবে।

শব্দের সাহায্যে কিছু রচনা করলে, তা অবশ্যই কোন একটা ভাব প্রকাশ করবে। ঈশ্বর মানুষকে ভাষা দিয়েছেন। ভাষার দ্বারা ভাব প্রকাশের জন্য শব্দগুলিকে বিশেষ নিয়ম ও রীতি অনুযায়ী সাজানো দরকার। প্রত্যেক ভাষারই নিজ নিজ নিয়ম আছে। এক ভাষার নিয়ম অন্য ভাষা থেকে আলাদা হতে পারে।

বাইবেলের লেখকেরা যখন শাস্ত্র লিখতে বসেছিলেন তখন, তাদের মনে যে একটা পরিকল্পনা ছিল, তা নিয়ে কেউই সাধারণতঃ ভাবে না। পবিত্র আত্মার চালনার উপর আমরা এতবেশী জোর দিই যে, আমরা ভুলেই যাই, পবিত্র আত্মা লেখকদের নিজ নিজ যোগ্যতাগুলিও ব্যবহার করেছিলেন। পবিত্র শাস্ত্রের বার্তা ও বিষয়বস্তু পবিত্র আত্মারই দেওয়া। তিনি লেখকদের ব্যবহার করেছেন। তাদের ভাষা, তাদের ব্যবহৃত শব্দ ও তাদের সময়ে যে ধরণের সাহিত্য ছিল, সবই তিনি ব্যবহার করেছেন। পবিত্র আত্মা মানুষের কাছে ঈশ্বরের সত্য প্রকাশ করেছেন। সুতরাং, তারা যে ধরণের ভাষা জানে সেই ভাষায়ই তাদের সাথে তাঁকে কথা বলতে হয়েছে, যেন তারা বুঝতে পারে।

আপনাকে রচনার মূল নীতিগুলি শেখানর জন্য আমরা এই কথাগুলি বলছি। এই কথাগুলি খুবই দরকারী। এই নীতিগুলির অনুসন্ধান করতে গিয়ে আপনি শাস্ত্রের মধ্যে অনেক নূতন নূতন ধারণা খুঁজে পাবেন।

প্রেরিত পৌলের কথা ভাবুন। তিনি জানতেন যে, তিনি চিঠি লিখ্‌ছেন। তখনকার দিনে যে ধরণের চিঠি লেখা হোত, তিনি সেই ধরণেই লিখেছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা তখনকার দিনের চিঠি পত্রে যে ধরণের শুভেচ্ছা খুঁজে পেয়েছেন, পৌলের চিঠির শুভেচ্ছাও ঠিক সেই রকম। দায়ূদ জানতেন, তিনি কবিতা লিখ্‌ছেন। আমরা ইব্রীয় কবিতার কয়েকটি দিক আলোচনা করেছি, ৬ নম্বর পাঠে এ বিষয়ে আরো আলোচনা করব। মোশি যখন ঈশ্বরের ব্যবস্থা (নিয়ম কানুন বা আইন) লিখেছিলেন, তখন তিনি ভালভাবেই জানতেন সেটি ঈশ্বরের বাক্য, যা লোকেরা পবিত্র শাস্ত্র রূপে গ্রহন করবে ও যা তাদের জীবনে ঈশ্বরীয় সতর্কবাণী ও আশীর্বাদের কারণ স্বরূপ হবে। দ্বিতীয় বিবরণ ৩১ ঃ ২০-২৬ পদ দেখুন।

"আর মোশি সমাপ্তি পর্যন্ত এই ব্যবস্থার কথা সকল পুস্তকে লিখিবার পর সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকবাহী লেবীয়দিগকে এই আজ্ঞা করিলেন, তোমরা এই ব্যবস্থা পুস্তক লইয়া তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিয়ম সিন্দুকের পার্শ্বে রাখ, ইহা তোমাদের বিরূদ্ধে সাক্ষীর জন্য সেই স্থানে থাকিবে"। পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়মের সকল লেখকরাই লিখিবার সময় এ বিষয়ে পুরোপুরি সজাগ ছিলেন যে, তারা যা লিখেছেন, তা যেন লোকেরা বুঝে।

আপনি যখন কোন কিছু লেখেন, তখন আপনি বিষয়টি পরিস্কার ভাবে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেন। শব্দ সাজানোর কয়েকটি সহজ নিয়ম আছে। এই নিয়মগুলি জানা ভাল। কারণ তাতে বিষয়টিকে আরো ভালরূপে বুঝিয়ে বলা যায়। আপনি নিজের লেখায়ও এই নিয়মগুলি ব্যবহার করেন। আপনি হয়তো এদের নাম জানতেন না, বা এগুলি যে রচনার নীতি, তাও হয়তো জানেন না। আপনি আপনার রচনায় একটা জিনিষের সাথে অন্য জিনিষের তুলনা করে পার্থক্য দেখাতে পারেন। আপনি একই বিষয় বার বার বলতে পারেন। আপনি সাবধান করতে পারেন। কোন একজন লোক যেন আপনার কথা বুঝতে পারে, সে জন্য একই বিষয় অন্যভাবে বলতে পারেন। আপনি যদি কাউকে বিশ্বাস করাতে চান যে, আপনার কথাগুলি সত্যই প্রয়োজনীয়, তবে লেখার এই নীতিগুলি আপনি ব্যবহার করবেন।

বাইবেলের লেখকরাও তাই করেছেন। তারা সাবধান হতে বলেছেন, দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন, কোন কথা বুঝাবার জন্য বার বার বলেছেন, তুলনা করে পার্থক্য দেখিয়েছেন, দুটি জিনিষের সম্বন্ধ দেখিয়েছেন, এবং বুঝাবার জন্য কোন কথা অন্যভাবে বলেছেন। বাইবেলের লেখক কি বলতে বা বোঝাতে চান, এই নীতিগুলি যদি আপনাকে তার সংকেত দেয়, তবে সেগুলি ধরে আপনি লেখকের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন। এই নীতিগুলির ব্যবহারে আপনি যতই পবিত্র আত্মার হাত দেখতে পারেন, ততই আপনার জ্ঞান চোখ আরও বেশী করে খুলে যাবে।

৩। রচনার যে নীতিগুলির কথা উপরে বলা হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে চারটি নীতির নাম বলুন।

....

সাহিত্যের প্রধান কয়েকটি দিক—

তুলনা এবং পার্থক্য

লক্ষ্য ৪ ঃ তুলনায় কোন্ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয় এবং পার্থক্যে কোন্ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়, তা বর্ণনা করতে পারা।

যে যে বিষয়ের মিল আছে, এমন দুটি বা তারো বেশী জিনিষের মধ্যে তুলনা হয়। অনেক সময় "ন্যায়" "মত" ইত্যাদি শব্দগুলির দ্বারা আপনি বুঝতে পারবেন যে, এখানে দুটি বা তারও বেশী জিনিষের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে। এ থেকে আপনি বুঝতে পারেন, জিনিষগুলি অনেকটা এক রকম, বা এদের মধ্যে যে মিল আছে সেই বিষয়ের উপরই লেখক এখানে জোর দিচ্ছেন। যখনই আপনি বুঝতে পারেন যে, কয়েকটি এক রকম জিনিষের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে, তখন আপনি মনে মনে বলেন, "এটা রচনার একটা দিক।" বাইবেলে মানুষ, স্থান, জিনিষপত্র, অথবা মতের মধ্যে তুলনা দেখতে পাবেন।

এই পাঠে আপনি রচনার কুড়িটি দিকের বিষয় শিখবেন। তুলনা, এই কুড়িটির প্রথমটি। প্রতিটি দিক ব্যাখ্যা করে বুঝানো হবে এবং প্রতিটির জন্য শাস্ত্র থেকে উদাহরণ দেওয়া হবে। সাহিত্যের প্রধান

কয়েকটি দিক' নামক অংশে যে ১২টি বিশেষ দিকের বিষয় শেখান হবে, অংশটির শেষে তার উপর কিছু "মিল দেখান" প্রশ্ন থাকবে। একই ভাবে 'সাহিত্যের অন্যান্য দিক' নামক অংশে বাকি যে ৮টি দিক শেখান হবে, তার উপর কিছু "মিল দেখান" প্রশ্ন করা হবে।

৪। উদাহরণ ঃ ১ শমুয়েল ১৩ ঃ ৫ পদ। এই পদে কি তুলনা করা হয়েছে (এখানে "ন্যায়"-এই বিশেষ শব্দটি দেখতে ভুলবেন না।) ?

পার্থক্য দ্বারা জিনিষের ভিন্নতা (বা তফাৎ) দেখানো হয়। যে সকল জিনিষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়, তাদের মধ্যে ভিন্নতা কম হতে পারে, আবার কখনো সেগুলি সম্পূর্ণ ভিন্নও হতে পারে। "কিন্তু," "অথবা" ইত্যাদি শব্দ থেকে পার্থক্যের ইংগিত পাওয়া যায়। এখানে শব্দগত পার্থক্য বড় বিষয় নয়, গুণগত পার্থক্যই বড় বিষয়।

৫। উদাহরণ ঃ গীত ১ অধ্যায়। সম্পূর্ণ গীতটিই পার্থক্যের ভিত্তিতে রচিত। এই গীতে দুই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। ১ ও ২, ৩ ও ৪ পদে, এবং ৬ পদে এই পার্থক্য আছে। এই দুই শ্রেণীর লোক কারা ? ২, ৪ ও ৬ পদে কোন্ শব্দগুলি পার্থক্যের ইংগিত করে ?

পুনরুক্তি ; পালাক্রমিক পুনরুক্তি ; ধারাবাহিকতা এবং দীর্ঘকরণ ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ পুনরুক্তি ; পালাক্রমিক পুনরুক্তি ; ধারাবাহিকতা এবং দীর্ঘকরণ= সাহিত্যের এই দিকগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখাতে পারা।

পুনরুক্তি হোল, কোন বিষয়ে জোর দেবার জন্য একই শব্দ অথবা বাক্য বার বার ব্যবহার করা বা বলা। যেমন হবককুক বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে "ধিক্ তাহাকে।" এই কথাটি পাঁচবার বলা হয়েছে। মথি লিখিত সুখবর ২৩ অধ্যায়ে "ভণ্ড ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীরা, ধিক তোমাদের।" -এই বাক্যটি বার বার বলা হয়েছে। এগুলি পুনরুক্তির খুব ভাল উদাহরণ। এই ভাবে একই কথা বার বার বলবার দ্বারা একটা নির্দিষ্ট শাস্ত্রাংশের মধ্যে চিন্তার ঐক্য বা মিল আনা হয়।

৬। উদাহরণ ঃ যিশাইয় ৯ ঃ ১২, ১৭, ২১ পদ ও ১০ ঃ ৪ পদ। এই পদগুলিতে কোন্ কথা বলা হয়েছে ?

পালাক্রমিক পুনরুক্তি হোল, একটি বিশেষ ধরণের পুনরুক্তি যা বার বার একই ধরণের কথা পালাক্রমিক ভাবে বলে। লূক ১ ও ২ অধ্যায়ে খুব সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত আপনি পাবেন। এখানে যোহন বাপ্তাইজক ও যীশুর বিষয় একটির পর অন্যটি পালা করে বলা হয়েছে। যোহনের জন্মের বিষয়ে বাণী এবং প্রভু যীশুর জন্মের বিষয়ে বাণী ; যোহনের জন্ম ও যীশুর জন্ম। এইভাবে পালাক্রমে বলায়, পার্থক্য বা তুলনাগুলি আরও শক্তিশালী হয়। সাহিত্যের দিক থেকে এটি একটি চমৎকার পদ্ধতি ; যদি উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করা যায় ; যেমন সাধু লূক করেছেন।

৭। উদাহরণ ঃ ১ যোহন ২ ঃ ১২-১৪ পদে পালা করে বলা ও তার পুনরুক্তির বিষয়টি দেখান।

ধারাবাহিকতা, যে সব জায়গায় কমবেশী (প্রায়) একই অর্থ যুক্ত শব্দ বার বার ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে এই পদ্ধতিটি দেখা যাবে। আবার যেখানে প্রায় একই অর্থযুক্ত শব্দের মধ্য দিয়ে কোন একটি চিন্তা বা মত বার বার প্রকাশ করা হয় সেখানেও এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। এইরূপ শাস্ত্রাংশগুলিতে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে যাওয়ার নমুনা থাকতে পারে। যেমন আমোষ ১ঃ ৬ - ২ ঃ ৬ পদে একটা বাক্য বার বার বলা হয়েছে ঃ "সদাপ্রভু এই কথা কহেন—আমি তাহার দণ্ড নিবারণ করিব না"। ঘসা, সোর, ইদোম, আম্মোন, মোয়াব, যিহুদা, এবং সবশেষে ইস্রায়েল, প্রত্যেকের বেলায় একই বাক্য বলা হয়েছে। প্রত্যেকের পাপ ভিন্ন ধরণের হলেও একইভাবে তা বলা হয়েছে। এই ভাবে বলার দ্বারা ধীরে ধীরে ইস্রায়েলের দিকেই ঈশ্বরীয় দণ্ডের চিন্তাটি নিয়ে আসা হয়েছে। ইস্রায়েল জাতির ভাল মন্দের ব্যাপারে ঈশ্বর খুবই চিন্তা করতেন। তাই আমরা বলতে পারি ধারাবাহিকতা হোল একই ধারণা প্রকাশের জন্য একই রকম শব্দ বা বাক্যাংশ বার বার ব্যবহার করা।

৮। উদাহরণ ঃ ইব্রীয় ৪ ঃ ১-১১ পদ। কোন মূল প্রসংগটি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বার বার বলা হয়েছে, যা এই অংশটিকে ধারাবাহিকতা দেয় ?

দীর্ঘকরণ হোল, একটা বিশেষ প্রশংগকে বাড়িয়ে বলা। প্রথমে আপনি মূল প্রসংগটির পরিচয় দান করেন ও পরে সেইটিকে বিস্তারিত ভাবে বলেন। দীর্ঘকরণের আসল উদ্দেশ্য, বিস্তারিতভাবে বলবার দ্বারা জিনিষটিকে বাড়ান। হিব্রু কবিতার বিষয় পাঠ করবার সময় আপনি সাদৃশ্যের বিষয় পড়েছেন। দীর্ঘকরণের সাথে "সংযোগার্থক সাদৃশ্যের" খুবই মিল আছে। এই প্রকার সাদৃশ্যের প্রথম লাইনে যে বিষয়টি বলা হয়, দ্বিতীয় লাইনে কিছু যোগ করে সেটিকে আরো বাড়িয়ে বলা হয়। এই ভাবে দ্বিতীয় লাইনে প্রথম লাইনের ভাবটিকে গড়ে তোলা হয়। শাস্ত্রের কোন একটা অংশ অধ্যয়নের সময় নিজেকে প্রশ্ন করবার অভ্যাস গড়ে তুলুন। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন "এখানে কি করা হচ্ছে?" যখন আপনি দেখতে পান লেখক কোন একটি বিষয় নিয়ে সেটির বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছেন, তখন তিনি দীর্ঘকরণের নিয়মটি ব্যবহার করছেন। বাইবেলের বর্ণনা মূলক অথবা কাহিনী মূলক অংশগুলির মধ্যে আপনি এর উদাহরণ পাবেন। যোনার সম্পূর্ণ বইটিতেই দীর্ঘকরণের পদ্ধতি দেখা যায়।

৯। উদাহরণ ঃ যোনা ১ ঃ ১-৬ পদ। ৩ পদে যোনার পৃথক পৃথক কাজগুলি কিভাবে একটির পর আর একটি বর্ণনা করা হয়েছে, সংক্ষেপে লিখুন।

চরম পর্যায় ও মূল বিষয় (বা কেন্দ্র বিন্দু) ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ একটা গল্পের সাথে চরম পর্যায়ের সম্বন্ধ এবং একটা শিক্ষামূলক অংশের সাথে মূল বিষয় বা কেন্দ্র বিন্দুর সম্বন্ধ বর্ণনা করতে পারা।

চরম পর্যায় হোল, গল্পের এমন গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে আপনার আগ্রহ একটি চরম পর্যায়ে পৌছায়। লেখক সাধারণ অবস্থা থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে আগ্রহের মাত্রা বাড়াতে থাকেন। এইভাবে তিনি গল্পের সবচেয়ে আগ্রহজনক ও গুরুত্বপূর্ণ অংশটি রচনা করেন ও তার অল্প পরই বর্ণনা শেষ করেন। যাত্রা পুস্তক ঠিক এই ভাবে সাজিয়ে লেখা হয়েছে। এর মধ্যে চরম পর্যায়টি হোল ৪০ ঃ ৩৪-৩৫ পদ। মিসর ছেড়ে যাওয়া, মোশির আইন কানুন দেওয়া, বিভিন্ন আদেশ ও শিক্ষা, আবাস তাম্বুর বিস্তারিত বিবরণ ইত্যাদি, বর্ণনা

করবার পরে আমরা দেখতে পাই যে, মেঘ এসে তাম্বু ঢেকে ফেলল, আর সদাপ্রভুর উপস্থিতির চিহ্ন হিসাবে উজ্জ্বল আলো এসে তাম্বু পূর্ণ করল। এটিই হোল এই বইয়ের চরম পর্যায় বা সর্ব্বোচ্চ বিন্দু।

১০। উদাহরণ ঃ মার্ক ১ ঃ ১৪-৪৫ পদ। এই শাস্ত্রাংশের নিম্ন লিখিত অংশগুলির প্রতিটির জন্য একটি করে নাম দিন-১৪ পদ, ১৬-২০ পদ ; ২৬ পদ ; ২৮ পদ ; ৩৮-৩৯ পদ ; ৪১-৪২ পদ ; ৪৫ পদ। আপনার দেওয়া নামগুলি দেখিয়ে দেবে কিভাবে এই শাস্ত্রাংশটি একটা চরম পর্যায় রচনা করেছে। (এই বইয়ে দেওয়া উত্তরে যে নামগুলি আছে, আপনার দেওয়া নামগুলি তা থেকে কিছুটা ভিন্ন হলেও ভাব একই রকম হতে হবে)।

মূল বিষয় বা কেন্দ্র বিন্দু চরম পর্যায়ের মত। তবে এইটি বাইবেলের গল্প—কাহিনী অংশের চেয়ে বরং শিক্ষামূলক অংশগুলিতেই বেশী দেখা যায়। একটা শিক্ষামূলক শাস্ত্রাংশে এটাই আলোচনার প্রধান বিন্দু, এটা একটা চাকার কেন্দ্রের মত, আলোচনার বিষয়টি এই বিন্দুর চারদিকে ঘুরপাক খায়। গালাতীয় বইয়ে বেশ কয়েকটি মূল বিষয়, বা কেন্দ্র বিন্দু আছে। এর কারণ প্রধান আলোচনার বিষয়টির মধ্যে আরো কয়েকটি ছোট ছোট পৃথক পৃথক আলোচনার বিষয় আছে। কিন্তু পুরো বইটির কেন্দ্রে বা মূল বিষয় হোল, গালাতীয় ৫ ঃ ১ পদ, "খ্রীষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন যেন আমরা স্বাধীন থাকতে পারি।" প্রথম চারটি অধ্যায় ধাপে ধাপে আমাদের এই কেন্দ্রীয়, মূল বিন্দুটিতে নিয়ে যায়।

কিন্তু গালাতীয় বইয়ে প্রেরিত পৌল যে শিক্ষা দিয়েছেন, তাতে আরো কয়েকটি মূল বিষয় আছে। এদের একটি পাওয়া যাবে ৩ ঃ ১৬ পদে। পৌল দেখিয়েছেন যে, ইস্রায়েল জাতির আইন কানুন (ব্যবস্থা) পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট না হলেও আসলে এর সাথে খ্রীষ্টের মৃত্যুর সম্বন্ধ আছে (৩ ঃ ১৩ পদ)। এর পরে তিনি দেখিয়েছেন অব্রাহামের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা আসলে যীশু খ্রীষ্টের সম্বন্ধে, আর যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সে সবই পূর্ণ হয়েছে। এখানে যে কেন্দ্রীয় বা মূল পদটির চারদিকে সব কিছু ঘুরছে তা হোল ৩ ঃ ১৬ পদ। এই পদে অব্রাহামের বংশধরের (একবচন, বহুবচন নয়) কাছে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বলে বলা হয়েছে।

মূল বিষয় বা কেন্দ্র বিন্দু হোল শিক্ষামূলক শাস্ত্রাংশ গুলির প্রধান বিন্দু বা কেন্দ্র। কোন একটি বর্ণনা বা গল্পের মাঝে মাঝে এইটি দেখা যাবে তবে, সেখানেও চরমপর্যায় বা সবচেয়ে আগ্রহের হিসাবে নয়, কিন্তু একটা মূল বিষয় বা কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে দেখা যাবে। যেমন রূতের বইয়ে একটা কেন্দ্র বিন্দু আছে। বোয়স যেখানে শহরে ঢুকবার দরজায় বসে তার আত্মীয়দের সাথে আলাপ করেছিলেন, সেখানেই এই কাহিনীর মূল বা কেন্দ্র বিন্দুটি। যদি কোন ভুল হয় তবে সবটাই এলোমেলো হয়ে যাবে।

১১। উদাহরণ ঃ যোহন ১১ ঃ ৪৫-৫৪ পদ। এখানে কোন্ পদটি দেখায় যে প্রভু যীশু আগে যা করেছিলেন, তা না করবার ফলে, তাঁর পরিচর্যা কাজের একটি বিরাট পরিবর্তন হয়। (এই পদটি এখানে প্রধান বিন্দু বা কেন্দ্র বিন্দু)।

সুনির্দিষ্টভাব ও সাধারণভাব ঃ

লক্ষ্য ৭ ঃ সুনির্দিষ্টভাব এবং সাধারণভাবের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে পারা।

সুনির্দিষ্টভাবের মধ্যে চিন্তার গতি সাধারণ ধাপ থেকে সুনির্দিষ্ট ধাপের দিকে অগ্রসর হয়, এটা অনেকটা সামগ্রিকভাবে অধ্যয়নের মত যেখানে আমরা সমগ্র বইটির বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণা নিই ও তারপর বিস্তারিত বিবরণের দিকে বা ছোট বিষয়ের দিকে অগ্রসর হই। সুনির্দিষ্ট ভাব, ভিতরের মূল বিষয় থেকে বাইরের অংশগুলির দিকে, সাধারণ বিষয় থেকে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের দিকে যায়। অন্য কথায় একটা সাধারণ বর্ণনা যেমন, "সবাই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের প্রশংসা পাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে।" এই কথা থেকে "দুলাল পাপ করেছে" অথবা "আমি পাপ করেছি" এক কথায় নেমে আসে। একে সুনির্দিষ্ট ভাব বলা হয়। কখন কখন একে অবরোহণ মূলক চিন্তা বলা হয়ে থাকে (একটি চিন্তা থেকে অন্য চিন্তায় নেমে আসা)।

১২। উদাহরণ ঃ মথি ৬ ঃ ১-১৮ পদ, এখানে কি কি ভাবে যীশু ধর্ম-কর্ম করবার মূল বিষয়টিকে সুনির্দিষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন বা বলেছেন?

সাধারণভাব, এই চিন্তার গতি আরোহণমূলক (চিন্তারগতি নীচ থেকে উপরের দিকে), অর্থাৎ একটা সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত থেকে শুরু-করে সাধারণ নীতির দিকে এগিয়ে যাওয়া। এটি সুনির্দিষ্টাভাবে বলার ঠিক উল্টা।

১৩। উদাহরণ ঃ যাকোব ২ অধ্যায়। প্রকৃত খ্রীষ্টিয় আচরণের বিশেষ বিশেষ উদাহরণ দিয়ে যাকোব তার বইয়ের ২য় অধ্যায় শুরু করেছেন ঃ বড় লোকদের পোষাক আসাককে বড় করে না দেখে, সবাইকে ভালবাসার চোখে দেখা, গরীব লোকদের সম্মান করা, প্রতিবেশীকে ভালবাসা, দশ আজ্ঞা পালন করা ইত্যাদি। এই বিশেষ বিষয়গুলি থেকে অধ্যায়টির শেষ পদে তিনি একটা সাধারণ নীতিতে গিয়ে পৌছেছেন। এই নীতিটি কি লিখুন।

কারণগত দিক ও সমর্থনগত দিক ঃ

লক্ষ্য ৮ ঃ কারণগত দিকের পার্থক্য বলতে পারা।

কারণগত দিকটি কারণ থেকে শুরু করে এর ফলের দিকে নিয়ে যায়। এটা প্রথমে কোন কিছুর কারণ নিয়ে আলোচনা করে, তার-পর সেই বিষয়টির ফল নিয়ে আলোচনা করে। হবককুক ২ ঃ ৫ পদে এইটি দেখতে পাওয়া যায়। এখানে লেখা আছে, "সে পাতা-লের ন্যায় অপরিমিত লোভী, (এই জন্য সে) সর্বজাতিকে একত্র করিয়া আত্মসাৎ করে, এবং সর্ব লোকবৃন্দকে আপনার কাছে সংগ্রহ করে" (অর্থাৎ, তার লোভ এতই বেশী যে সে অহংকারী, সে সব সময় অস্থির, সে যুদ্ধ ক'রে সব রাজ্য ও ধন সম্পদ দখল করে নিতে চায়।) এখানে, কারণ ঃ লোভ, ফল. যুদ্ধ।

১৪। উদাহরণ ঃ হবককুক ২ ঃ ১৭ পদ। আপনার বাইবেলে এই পদটি যেভাবে আছে তাতে বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। তাই এই পদটি এখানে সহজভাবে দেওয়া হোল ঃ "লিবানোনের প্রতি তুমি অত্যাচার (দৌরাত্ম) করেছ, তাই এখন তোমার উপর অত্যাচার আসবে। তুমি লিবানোনের পশু মেরেছ (বধ করেছ), তাই এখন পশুরা তোমাকে অত্যন্ত ভয় দেখাবে। এ সবই ঘটবে, কারণ তুমি মানুষ বধ করেছ, পৃথিবী এবং এর বিভিন্ন দেশ ও সেই সব দেশের

লোকদের উপর অত্যাচার করেছ।" "এই পদটির প্রথমাংশে কারণ থেকে ফলের দিকে যাওয়ার দুটি নমুনা আছে। নমুনা দুটি কি কি?

সমর্থনগত দিক হোল কারণগত দিকের ঠিক উল্টো। এটা ফল থেকে শুরু করে কারণের দিকে যায়, যেমন ধরুন একটা ঘটনা ঘটে, এবং পরে এর কারণ ব্যাখ্যা করা হয়। "তাই" বা "কারণ" শব্দগুলি সাহিত্যের এই পদ্ধতিটি ব্যবহারের ইংগিত দেয়। যেমন আমি বললাম, "আমার আংগুলে খুব ব্যাথা করেছে, একজন প্রশ্ন করল, "কেন"? আমি বল্‌লাম, "কারণ আংগুলটা পুড়ে গিয়েছিল।" এটা একটা সহজ উদাহরণ হলেও সব কিছু খুব পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলে।

১৫। উদাহরণ ঃ হবককুক ২ ঃ ১৭ পদ। এই পদের শেষ ভাগে (উপরে দেখুন) আপনি সমর্থনগত দিকের কি উদাহরণ দেখতে পান, লিখুন।

১৬। রচনার প্রথম বারোটি পদ্ধতি আপনি শিখলেন। এগুলি আর একবার দেখে নিন। নীচে ডান পাশে পদ্ধতিগুলি এবং বা পাশে এদের মানে বা কাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে মিল দেখান।

...ক) বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে মিল।	১। চরম পর্যায়।
...খ) বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে পার্থক্য।	২। পালাক্রমিক পুনরুক্তি।
...গ) একই শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্য বার বার বলা।	৩। তুলনা। ৪। সুনির্দিষ্টভাব।
...ঘ) একই অর্থযুক্ত শব্দ বার বার ব্যবহার করা।	৫। দীর্ঘকরণ। ৬। কারণগত দিক।
...ঙ) বিস্তারিত ভাবে বলা।	৭। সমর্থনগত দিক।
...চ) ফল থেকে কারণের দিকে।	৮। পার্থক্য।
...ছ) কারণ থেকে ফলের দিকে।	৯। সাধারণভাব।
...জ) গল্পের সর্ব্বোচ্চ বিন্দু।	১০। ধারাবাহিকতা।
...ঝ) আলোচনার প্রধান কেন্দ্র।	
...ঞ) বার বার একই কথা পালাক্রমিক ভাবে বলা।	

…ট) সাধারণভাব থেকে সুনির্দিষ্ট- ভাবের দিকে।
…ঠ) সুনির্দিষ্টভাব থেকে সাধারণ নীতির দিকে।

১১। মূল বিষয় (বা কেন্দ্র বিন্দু)।
১২। পুনরুক্তি।

অন্যান্য সাহিত্যের-পদ্ধতি ঃ

লক্ষ্য ৯ ঃ এই অংশের প্রত্যেকটি সাহিত্য পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারা।

মাধ্যম ঃ

মাধ্যম হোল কোন কিছু করবার জন্য ব্যবহৃত উপায়, হাতিয়ার বা যন্ত্র যেমন, যাকোব ৩ ঃ ৫ পদের শেষ বাক্যটি, "আবার অল্প একটুখানি আগুন কিভাবে একটা বড় জংগলকে জ্বালিয়ে ফেলতে পারে।" এখানে জংগলকে জ্বালিয়ে ফেলবার জন্য আগুন হোল **মাধ্যম**।

১৭। উদাহরণ ঃ যাকোব ২ ঃ ২১ পদ। কিসের মাধ্যমে অব্রাহামকে নির্দোষ বলে গ্রহন করা হয়েছিল ?

ব্যাখ্যা ঃ

ব্যাখ্যা কোন বিষয়কে বিস্তারিত ভাবে বলে ; সেটির খুটিনাটি সব কিছু বর্ণনা করে ; অন্যান্য বিষয়ের সংগে সম্পর্ক দেখায় ; বিষয়টি পরিষ্কার করে বিশ্লেষণ করে বা বুঝিয়ে বলে। যেমন লূক ২ ঃ ৪ পদে আছে যোষেফ গালীলের নাসরত থেকে যিহূদিয়ার বৈৎলেহম গ্রামে গেলেন। যোষেফ কেন বৈৎলেহমে গেলেন, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ "যোষেফ ছিলেন রাজা দায়ূদের বংশের লোক দায়ূদের জন্মস্থান ছিল যিহূদিয়া প্রদেশের বৈৎলেহম গ্রামে।"

প্রস্তুতি ঃ

প্রস্তুতি হোল ভূমিকার অংশ। কোন একটা সম্পূর্ণ বিবরণ বা কোন বইয়ের শুরুতে এই রকমের ভূমিকা দেওয়া হয়। যেমন লূক তার বইয়ের ভূমিকা দিয়েছেন, এখানে তিনি তার লেখার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির কথা বলেছেন। এই অংশটি আসলে সুখবরের অংশ নয়, বরং এর ভূমিকা বা প্রস্তুতি পর্ব।

১৯। উদাহরণ ঃ মার্ক ১ ঃ ১ পদ, ১ করিন্থীয় ১ ঃ ১ পদ, এবং ১ যোহন ১ ঃ ১ পদ। প্রস্তুতি কি তা আমরা বলেছি। এখন উপরের

পদগুলি পড়ুন। তারপর উপরের তিনটি বইয়ের কোনটি এই ধরণের "প্রস্তুতির" মধ্যে দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে তা বলুন।

সারমর্ম ঃ

সারমর্ম মানে বিবরণটাকে সংক্ষেপে বলা। আপনি যা বলেছেন সেটাকেই সংক্ষেপে সারমর্মের আকারে বলেন। আপনি ছোট করে বলেন। অল্প কথায় বলেন। আপনি সারা বা মূল বিষয়টি খুঁজে বের করেন। যেমন আদি ৪৫ অধ্যায় হোল যোষেফের সম্পূর্ণ কাহিনীর সারমর্ম। কিভাবে বর্তমান অবস্থায় পৌছানো হোল এখানে তা সংক্ষেপে বলা হয়েছে।

২০। উদাহরণ ঃ যিহোশূয় ২৪ ঃ ১-১৪ পদ। "তোমরা সদাপ্রভুকে ভয় কর, সরলতায় ও সত্যে তাঁহার সেবা কর" ১৪ পদে এ কথা বলবার আগে যিহোশূয় এই অংশে কিসের সারমর্ম বলেছেন, তা ছোট করে নিজের কথায় বলুন।

প্রশ্নকরা ঃ

প্রশ্নকরা মানে, জিজ্ঞাসা করা। বাইবেলের লেখকরা মাঝে মাঝে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তার পর সেটির উত্তর দেন। প্রেরিত পৌলের লেখায় প্রায়ই এটা দেখতে পাওয়া যায়। রোমীয় ৩ ঃ ৩১ পদে এর একটা উদাহরণ পাওয়া যাবে। "এই বিশ্বাসের জন্য আমরা তাহলে আইন-কানুন বাতিল করে দিচ্ছি? "প্রশ্ন করেই তিনি এর উত্তর দিয়েছেন ঃ- "কখনও না, বরং আইন-কানুনের কথা যে সত্যি, তা-ই আমরা প্রমান করছি।" অনেক সময় এই প্রশ্নগুলি কথা বলবার একটা কৌশল বিশেষ। এর উত্তরটি এতই পরিস্কার যে, এর উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হয়না। গালাতীয় ৩ ঃ ৫ পদ, এর একটি উদাহরণ ঃ ঈশ্বর কেন তোমাদের পবিত্র আত্মা দিয়েছেন এবং তোমাদের মধ্যে এত আশ্চর্য কাজ করছেন, তা ভেবে দেখ। তোমরা আইন-কানুন পালন করছ বলেই কি তিনি এসব করছেন, নাকি সুখবর শুনে বিশ্বাস করেছো বলে করছেন?"

২১। উদাহরণ ঃ মালাখি ১ অধ্যায়। এই অধ্যায়ের যে সব পদে প্রশ্ন আছে, সেই পদগুলির একটা তালিকা প্রস্তুত করুন।

ঐক্য ঃ

ঐক্য মানে-মতের মিল, বা সামঞ্জস্য। কোন একটা মত প্রকাশ করলে ঐ অংশের অন্যান্য মতগুলির সাথে অবশ্যই ঐ মতটির মিল থাকতে হবে। এটাকে ঐক্যের একটা "সূত্র" হিসাবে আমরা ধরতে পারি। আসলে এটা এমন একটি "সত্য" যার সংগে অপরাপর সব অংশগুলিরই মিল থাকবে অন্যকথায় অন্যান্য অংশগুলিও ঐ সত্যের পক্ষে কথা বলবে। সমগ্র বাইবেলেই এই ঐক্য দেখা যায়। বিশেষতঃ যেসব ক্ষেত্রে কোন একটা সমস্যা এবং সেই সমস্যার উত্তর হিসাবে একটা সমাধান দেওয়া আছে, যেমন রোগ এবং আরোগ্য, প্রতিজ্ঞা এবং সেই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা ইত্যাদি, এই রকম অংশগুলিতে "ঐক্য" খুব স্পষ্টরূপে দেখা যায়।

২২। উদাহরণ ঃ রোমীয় ৩ ঃ ২১-৩১ পদ। এই শাস্ত্রংশটি একটি ঐক্যের দৃষ্টান্ত। রোমীয় ১ ঃ ১৮-৩ ঃ ২০ পদে পৌল যে সমস্যার বর্ণনা করেছেন, এটি হোল সেই সমস্যার উত্তর বা সমাধান। ১ ঃ ১৮-৩ ঃ ২০ পদে কি সমস্যা বর্ণনা করা হয়েছে?

প্রধান বিষয় ঃ

প্রধান বিষয় বলতে কেবল মাত্র একটা প্রধান বিষয়কেই বুঝায় না, কিন্তু এই প্রধান বিষয়টিকে সমর্থন করবার জন্য কয়েকটি উপ-প্রধান বিষয়ও থাকে। তাই, প্রধান বিষয় বলতে প্রধান প্রধান ও উপ-প্রধান এই দুটিকেই বুঝায়। কোন একটা খসড়াকে প্রধান বিষয়ের সুন্দর দৃষ্টান্ত রূপে ধরা যায়। একটা প্রধান শিরোনামকে এর অধীনস্থ উপপ্রধান শিরোনামগুলি থেকে সহজেই আলাদা করে দেখা যায়, আবার উপ-প্রধান শিরোনামগুলি প্রধান বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ দেয়। যীশুর বলা দৃষ্টান্তগুলিতে সাহিত্যের এই পদ্ধতি দেখতে পাওয়া যাবে, আপনি আগেই জেনেছেন যে প্রত্যেকটা দৃষ্টান্তের মধ্যে একটা প্রধান শিক্ষা থাকে। দৃষ্টান্তটি যে শিক্ষা দিতে চায়, তা ছোট ছোট বিষয়ের উপর তৈরী হলেও এর একটা মাত্র প্রধান শিক্ষা আছে। শাস্ত্রের অর্থব্যাখ্যা করবার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিষয়টি হোল, আপনার চোখ ও মনকে কেন্দ্রীয় বা মূল সত্যের উপর নজর

দিতে শেখানো, আর কোন বিষয়গুলি অপ্রধান বা কম প্রয়োজনীয় তাও চিন্‌তে শেখানো দরকার।

২৩। উদাহরণ ঃ মথি ১৩ ঃ ৪৭-৫০ পদ। এই দৃষ্টান্তটির মধ্যে প্রধান শিক্ষা বা প্রধান বিষয়টি কি? এর মধ্যে যে অপ্রধান বিষয়-গুলি বা শিক্ষাগুলি আছে, তার থেকে কমপক্ষে দুটি বিষয় উল্লেখ করুন।

বিকিরণ ঃ

বিকিরণে সব কিছুই কোন একটা নির্দিষ্ট জিনিষের দিকে যায় অথবা সেই জিনিষটি থেকে বের হয়ে আসে। একটা গাছের ডাল পালা এবং একটা চাকার স্পোক বা পাতিগুলি (যে গুলি চাকার কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে যায়।) বিকিরণের সুন্দর উদাহরণ। পবিত্র শাস্ত্রে গীত ১১৯ অধ্যায়ে এই পদ্ধতিটি খুব সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এই গীতের মোট ১৭৬টি পদকে ২২টি স্তবকে ভাগ করা হয়েছে। এদের সবগুলি একই কেন্দ্র বিন্দু বা মূল প্রসঙ্গ থেকে বের হয়েছে। ঈশ্বরের নিয়ম কানুনই যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বা মহৎ, এটাই হোল এই গীতটির মূল বক্তব্য বিষয়।

২৪। উদাহরণ ঃ যোহন ১৫ ঃ ৫ পদ। এই পদে কিভাবে বিকিরণ পদ্ধতিটির ব্যবহার করা হয়েছে?

২৫। শেষের আটটি রচনা পদ্ধতি আবার দেখে নিন। নীচে ডান পাশে রচনা পদ্ধতিগুলি আছে এবং বা পাশে ঐ পদ্ধতিগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কোনটি কোন পদ্ধতির বর্ণনা, তা দেখান।

...ক) যে উপায়ে কোন কিছু করা হয়।	১। ব্যাখ্যা।
...খ) বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলে বা বিশ্লেষণ করে।	২। প্রশ্ন।
	৩। প্রস্তুতি।
...গ) ভুমিকার বা আরম্ভকরার বিষয়।	৪। বিকিরণ।
...ঘ) খবর সংক্ষেপে বলে।	৫। ঐক্য।
...ঙ) জিজ্ঞেস করা।	৬। মাধ্যম।
...চ) বিষয়গুলির মধ্যে মতের মিল।	৭। সারমর্ম।
...ছ) আসল শিক্ষা।	৮। প্রধান বিষয়।
...জ) একটা কেন্দ্র বিন্দু থেকে বের হয়ে। আসে অথবা সেই বিন্দুর দিকে যায়।	

এই সাহিত্য পদ্ধতি গুলির বিষয়ে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। আপনি দেখতে পাবেন যে, কোন কোন সময় দুটি পদ্ধতিকে আলাদা ভাবে দেখা কঠিন হয়। যেমন আপনি হয়তো দেখবেন যে, একই প্রশ্ন বার বার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তাহলে এখানে প্রশ্ন ও পুনরুক্তি এই দুটি পদ্ধতিকে আলাদা করা যাচ্ছে না। কোন একটা পদ্ধতি অন্যটির চেয়ে স্পষ্ট ভাবে (বা প্রধান হয়ে) দেখা দেবে। বাইবেল পড়বার সময় এই পদ্ধতিগুলির দিকে নজর দিতে শুরু করুন। শেষে বলা দরকার যে রচনার বিশেষ দিকগুলোকে মাঝে মাঝে রচনার মূলনীতি হিসাবে ধরা হয়, আবার কখনও -বা এগুলিকে সাহিত্য পদ্ধতি হিসাবে ধরা হয়। এই পাঠের তুলনা এবং পুনরুক্তির বেলায় আমরা এটা দেখতে পেয়েছি।

পরীক্ষা ঃ

১। নীচের কোন কথাটি সামগ্রিক পদ্ধতিতে অধ্যয়নের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ?

…ক) সমস্ত বিষয়টি একত্রে বা একসংগে দেখা।
…খ) অনুচ্ছেদ ভিত্তিক অধ্যয়ন।
…গ) সুনির্দিষ্টভাব।

২। সামগ্রিক পদ্ধতিতে অধ্যয়নের প্রথম ধাপটি হোল ঃ-

…ক) বইটির কয়েকটি অংশ পড়া
…খ) একটি খসড়া তৈরী করা।
…গ) আগাগোড়া সম্পূর্ণ বইটি পড়া।

৩। দৃষ্টান্ত, পুনরুক্তি (বার বার বলা) এবং সতর্কিকরণ রচনার এই মূল নীতিগুলি থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে বাইবেলের লেখক ঃ-

...ক) অন্য ভাবে বলতে চাচ্ছেন।

...খ) তুলনা করতে যাচ্ছেন।

...গ) গোপন করতে যাচ্ছেন।

...ঘ) কিছু ব্যক্ত করতে বা বোঝাতে চাচ্ছেন।

৪। যে বিষয়গুলির মধ্যে মিল আছে, এমন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনায় কোন সাহিত্য পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয় ?

...ক) কেন্দ্র বিন্দু।

...খ) তুলনা।

...গ) কারণগত দিক।

৫। কোন্ রচনা পদ্ধতিটি ভুমিকার বিষয় নিয়ে কাজ করে ?

...ক) ধারাবাহিকতা

...খ) প্রস্তুতি

...গ) সারমর্ম

৬। "আমিই আংগুর গাছ, আর তোমরা তার ডাল পালা" -এই শাস্ত্র বাক্যে কোন্ সাহিত্য পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে ?

...ক) সমর্থনগত দিক

...খ) প্রশ্ন

...গ) বিকিরণ

৭। ভাব বা চিন্তার গতি যখন সাধারণ থেকে সুনির্দিষ্টতার দিকে, দেহ থেকে তার অংগ প্রত্যংগের দিকে যায়, তখন কোন্ সাহিত্য পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় ?

...ক) সুনির্দিষ্টভাব

...খ) মাধ্যম।

...গ) ঐক্য।

৮। "ধার্মিকেরা দেশের অধিকারী হবে, কিন্তু দুষ্টেরা ধ্বংস হবে"। কোন্ রচনা পদ্ধতি এই রকম অসম বিষয় বর্ণণা করে ?

…ক) প্রধান বিষয়

…খ) দীর্ঘকরণ

…গ) পার্থক্য

৯। সাধু যোহন ছেলেমেয়ে, পিতা, ও যুবক (পর্যায় ক্রমে) লিখেছেন এবং তার পরেই আবার এই পর্যায়ে বলেছেন ; এখানে তিনি কোন্ রচনা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন ?

…ক) ব্যাখ্যা।

…খ) সাধারণভাব।

…গ) পালাক্রমিক পুনরুক্তি।

…ঘ) চরম পর্যায়।

…ঙ) পুনরুক্তি।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

১৩। প্রাণ ছাড়া দেহ যেমন মৃত, ঠিক তেমনি কাজ ছাড়া বিশ্বাসও মৃত।

১। ক) সমগ্র-বই পদ্ধতি।
খ) মোটামুটি ধারনা।
ঘ) সমগ্র বিষয়টি একত্রে বা একসংগে দেখা।
ঙ) একত্রে যুক্ত করা।

১৪। তুমি অত্যাচার করেছ, তাই এখন তোমার উপর অত্যাচার আসবে। তুমি পশু মেরেছ, তাই এখন পশুরা তোমাকে অত্যন্ত ভয় দেখাবে।

২। গ) প্রথমে একবারে সবটা বই পড়া, বিশেষ বিশেষ তথ্য বা খবর অনুসন্ধান করা, এবং পাওয়া তথ্যগুলি দিয়ে একটি সারমর্ম প্রস্তুত করা।

১৫। লোকদের উপর অত্যাচার আসবে, তাদের ভয় দেখানো হবে কারণ, তারা মানুষ বধ করেছে ও অত্যাচার করেছে।

৩। আপনি নীচের যে কোন চারটি লিখতে পারেন ঃ

১৬। ক-৩) তুলনা।
খ-৮) পার্থক্য।
গ-১২) পুনরুক্তি।
ঘ-৫) ধারাবাহিকতা।
ঙ-১০) দীর্ঘকরণ।
চ-৭) সমর্থন।
ছ-৬) কারণগত দিক।
জ-১) চরম পর্যায়।
ঝ-১১) মূল বিষয়, বা কেন্দ্র বিন্দু।
ঞ-২) পালাক্রমিক পুনরুক্তি।
ট-৪) সুনির্দিষ্টভাব।
ঠ-৯) সাধারণভাব।

৪। সৈন্যদের সংখ্যা এবং সমুদ্রতীরে বালুকণার সংখ্যার মধ্যে তুলনা করা হয়েছে।

১৭। তার ছেলে ইসহাককে বেদীর উপর উৎসর্গ করবার দ্বারা।

৫। ধার্মিক ও দুষ্ট লোক। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই "কিন্তু" শব্দটি পার্থক্যের ইংগিত করে।

১৮। যীশু তাঁর নিজের গ্রামে বেশী আশ্চর্য কাজ করেন নি, কারণ সেখানকার লোকদের বিশ্বাস ছিলনা।

৬। "এই সকলেতেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার হস্ত এখনও বিস্তারিত রহিয়াছে।"

১৯। করিন্থীয়।

৭। ১২ ঃ ১৩ পদে ছেলে-মেয়ে, পিতাও যুবক কথাগুলি পর্যায়ক্রমে বলা হয়েছে, এবং ১৪ পদে এগুলির পুনরুক্তি আছে।

২০। অব্রাহামের সময় থেকে ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য যাকিছু করেছেন, যিহোশূয় তার সারমর্ম বলেছেন।

৮। "বিশ্রাম"-এই মূল প্রসংগটি।

২১। মালাখি ১ ঃ ২, ৬, ৭, ৮, ১৩ পদ।

৯। যোনা সদাপ্রভুর সামনে থেকে পালাবার জন্য উঠলেন (রওনা হলেন); তিনি যাফোতে গেলেন; তিনি তর্শীশগামী একটা জাহাজ পেলেন; তিনি ভাড়া দিয়ে সেই জাহাজে উঠলেন।

২২। মানুষের পাপ ও সেই পাপের শাস্তি।

১০। পদ ১৪ ঃ যীশুর প্রচার কাজের আরম্ভ।

"১৬-২০ ঃ যীশুর শিষ্য গ্রহণ।

"২৬ ঃ যীশুর ক্ষমতা।

"২৮ ঃ যীশুর খ্যাতি।

"৩৮-৩৯ ঃ বিভিন্ন গ্রামে যীশুর প্রচার।

"৪১-৪২ ঃ যীশু রোগ ভাল করেন।

"৪৫ ঃ সব জায়গার লোকেরা যীশুর কাছে আসে (চরম পর্যায়)।

২৩। প্রধান বিষয় ঃ যুগের শেষে নির্দোষ লোকদের থেকে দুষ্টদের আলাদা করা। উপ প্রধান বিষয় ঃ জেলেরা, তাদের জাল, মাছ এবং মাছ রাখবার ঝুড়ি ইত্যাদি। (দৃষ্টান্তর শিক্ষাটি বুঝতে সাহায্য করলেও এগুলি এই দৃষ্টান্তের অত্যাবশ্যকীয় বা প্রধান বিষয় নয়।)

১১। ৫৪ পদ দেখায় যে খোলাখুলিভাবে যিহুদীদের মধ্যে চলাফেরা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে যীশুর পরিচর্যা কাজের বিরাট পরিবর্তন হয়েছিল।

২৪। খ্রীষ্ট আংগুর গাছ ও বিশ্বাসীরা ডাল পালা হিসাবে তাঁর সাথে যুক্ত, এইভাবে দেখানোর দ্বারা এখানে বিকিরণ পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে ও বোঝান হয়েছে যে, আত্মিক ফলের জন্য প্রত্যেক বিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের সংগে সংযুক্ত থাকতে হবে।

১২। ভিক্ষা দান, প্রার্থনা ও উপবাস, ধর্মকর্মের এই তিনটি বিশেষ কাজ বর্ণণার দ্বারা।

২৫। ক-৬) মাধ্যম।
খ-১) ব্যাখা
গ-৩) প্রস্তুতি।
ঘ-৭) সারমর্ম।
ঙ-২) প্রশ্ন।
চ-৫) ঐক্য।
ছ-৮) প্রধান বিষয়।
জ-৪) বিকিরণ।

সংযোজন--

অংশগুলি যোগ করতে পারা

বাইবেলের প্রত্যেক লেখক পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে লিখেছেন। পবিত্র আত্মা তাদের প্রত্যেককেই লেখার জন্য একটা বিশেষ উদ্দেশ্য দিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চারটি মূল বিষয়ের প্রয়োজন ঃ (১) শব্দ, (২) কাঠামো, (৩) লেখার ধরণ, (৪) সাহিত্যের রস।

এই পাঠে শব্দ, কাঠামো, লেখার ধরণ, এবং সাহিত্যের রস ইত্যাদি, বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হবে। পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে ব্যাখ্যা করার জন্য এদের প্রত্যেকটি আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে। কিন্তু মনে রাখবেন যে, বাইবেলে এদের আলাদা করা বেশ কঠিন। যেমন ৫ নং পাঠে আপনি রচনার যে পদ্ধতিগুলি শিখেছেন সেগুলিকে "কাঠামো" রূপে ধরা হবে না।

পাঠের খসড়া ঃ

লেখায় ব্যবহৃত শব্দাবলী

সাহিত্যের কাঠামো

সাহিত্যের সুর বা ভাবানুভুতি।

লেখার ধরণ

প্রগতিশীলতা

পাঠের লক্ষগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি

* বাইবেল ব্যবহৃত "বিভিন্ন শব্দাবলী" এবং "কাঠামো" কি, তা বলতে পারবেন এবং বাইবেল বুঝবার ব্যাপারে এদের প্রয়োজন কি, তাও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
* সাহিত্যের সুর বা ভাবানুভুতি ও লেখার ধরনের সংগে শাস্ত্রের আবেগ মুলক ও বুদ্ধি মত্তা মুলক অংশগুলির মিল দেখাতে পারবেন।
* সাহিত্যে "প্রগতিশীলতা" বুঝে, নিজের আত্মিক জীবনে প্রগতি-শীলতার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারবেন।

শেখার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ ঃ

১। এই পাঠ শুরু করবার আগে ৫ নং পাঠটি আর একবার দেখে নিন।

২। এই পাঠের ভুমিকা, পাঠের খসড়া এবং পাঠের লক্ষ্যগুলি পড়ুন।

৩। এই পাঠে যে নূতন শব্দগুলি পাবেন সেগুলির মানে শিখুন।
৪। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়ুন, আগের মতই পাঠের মধ্যেকার প্রশ্নাবলীর উত্তর দিন।
৫। পাঠের শেষে দেওয়া পরীক্ষাটি নিজে করুন। উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

মূল শব্দাবলী

সংযোজক অতিশয়োক্তি
সময়ানুক্রমিক ভাবানুভূতি
অত্যাবশ্যকীয়
প্রগতিশীলতা

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

লেখায় ব্যবহৃত শব্দাবলী ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ বাইবেলে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার "শব্দের" বর্ণনা দেওয়া এবং শাস্ত্র অধ্যয়নে এদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলা।

বাইবেলে ব্যবহৃত সমস্ত শব্দই দরকারী। কিন্তু তাই বলে সমস্ত শব্দ একই ভাবে দরকারী নয়। কতগুলি ধরাবাঁধা শব্দ আছে (যেমন "এবং," "ও," "একটি," ইত্যাদি), এগুলির কাজ হোল, বাক্যগুলিকে একত্রে ধরে রাখা। অন্যান্য শব্দগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এদের মানে বুঝতে পারলে বাইবেলের সঠিক অর্থ জানা যায়। এই শব্দগুলি একটা পতাকা চিহ্নের মত, যা আপনাকে বলে যে, এদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া অবশ্যক।

কোন শব্দগুলি একটা পতাকার মত হবে ? যে কোন শব্দ, যা আপনি বুঝতে না পারেন তা অবশ্যই বিশেষভাবে অধ্যয়ন করা দরকার। পড়ার সময় পেন্সিল ও নোট খাতা অবশ্যই ব্যবহার কর-বেন। কোন কঠিন শব্দ পেলে (যার অর্থ আপনি বুঝেন না), তখনই সেটি নোট খাতায় লিখে রাখবেন। খোঁজ করে সেটির মানে

জেনে নিন এবং খাতায় লিখে রাখুন (এ জন্য যদি অভিধান বা ডিক্‌ন্যারি ব্যবহার করতে পারেন, তবে তাই করুন, নতুবা অন্য কোন ভাবে জেনে নিন)।

অত্যাবশ্যকীয় শব্দ, বিভিন্ন জিনিষের নাম, কাজ, বর্ণনামূলক শব্দ, ইত্যাদি সবই শাস্ত্রাংশ বুঝবার জন্য প্রয়োজনীয়। তাই এই ধরনের শব্দগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে। অত্যাবশ্যকীয় শব্দগুলি সব সময় যে খুবই বড় হবে এমন নয়। আপনি শীঘ্রই দেখতে পারেন যে, কখনও কখনও প্রয়োজনীয় শব্দগুলি ছোট ছোট শব্দ। এই শব্দগুলি অনেক সময় কাজ, মেজাজ অথবা চিন্তার পরিবর্তনের ইংগিত দেয়।

যে শব্দগুলি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রকাশ করে সেগুলি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করা দরকার। যেমন মার্ক ৯ঃ১২ পদ। এখানে যীশুর কি রকম "পরিবর্তন" হয়েছিল বলে মনে হয়? এই বিষয়গুলি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করা দরকার। আপনাকে শব্দগুলির পার্থক্য বুঝতে হবে। অবশ্য প্রত্যেকটা শব্দের জন্যই যে আপনাকে বিশেষ অনুসন্ধান করতে হবে, তা নয়।

আপনাকে অরো দেখতে হবে যে, কোন্ কোন্ শব্দ আক্ষরিক না আলংকারিক বা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আপনার মনে আছে আক্ষরিক অর্থ মানে, শব্দটির স্বাভাবিক ও সাধারণ মানে। আলংকারিক বা রূপক অর্থ মানে, কোন একটি জিনিসের মধ্যে অন্য একটি জিনিষ বুঝান।

১। আদি ২ঃ১৬ এবং রোমীয় ১১ঃ২৪ পদ পড়ুন। দুটি শাস্ত্রাংশেই "বৃক্ষ" (গাছ) শব্দটি আছে। কোন্ শাস্ত্রাংশে "বৃক্ষ" (গাছ) শব্দটি আলংকারিক বা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? ব্যাকরণ না জানলেও কিভাবে প্রধান শব্দগুলি খুঁজে বের করতে হয়, তা আপনি শিখতে পারেন। বিভিন্ন প্রকার শব্দ কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার দ্বারাই খ্রীষ্টিয় মতবাদ নির্ণয় করা হয়। লোকজন, স্থান ও জিনিষ পত্রের নামগুলি হোল বিশেষ্য পদ। বিভিন্ন কাজগুলি হোল ক্রিয়া পদ। যে বর্ণনা মূলক শব্দগুলি "কত তাড়াতাড়ি," "কত বড়" ইত্যাদি বলে দেয়, সেগুলি হোল প্রধান শব্দ। আগের একটি পাঠে আপনি

যে ছয়টি প্রশ্নের বিষয় শিখেছেন (কে ? কি ? কখন ? কোথায় ? কিভাবে ? কেন ?), সেগুলি আপনাকে প্রধান শব্দগুলি খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে। আদেশ, উপদেশ, সতর্কবাণী, কারণ, উদ্দেশ্য, প্রমান, এবং ফলাফল ইত্যাদির বর্ণনা লক্ষ্য করুন। যে সব শব্দ এই বিষয়গুলি প্রকাশ করে, সেগুলি খুজে বের করুন এবং নোট খাতায় লিখুন। এই ধরণের শব্দগুলি প্রায়ই শাস্ত্র বুঝবার ব্যাপারে সাহায্য করে।

আর এক ধরণের ছোট ছোট শব্দ আছে, যেগুলি সংযোজক শব্দ, এরা সম্বন্ধ দেখায়। প্রথমতঃ এক প্রকার সংযোজক আছে যেগুলি সময়ের ইংগিত করে, কখন কি ঘটেছে, এরা তাই বলে। এদের কয়েকটি হোলঃ পরে, আগে, এখন, তখন, যখন, যে পর্যন্ত না, ইত্যাদি। আপনি হয়তো এই রকম আরো শব্দের কথা ভাবতে পারেন, কিন্তু এগুলি বুঝতে একটিই যথেষ্ট বলে মনে করি। দৃষ্টান্ত স্বরূপে আপনি যদি "তখন, এখন, কিন্তু" প্রভৃতি শব্দগুলি পান, তাহলে কোন প্রকার পরিবর্তন লক্ষ করা হয়েছে বুঝতে হবে ও লেখার মধ্যে প্রগতিশীলতার খোঁজ করতে হবে। (এই পাঠে আপনি বিভিন্ন প্রকার প্রগতিশীলতার বিষয় জানতে পারবেন।) দ্বিতীয়তঃ, স্থান সম্বন্ধীয় অথবা ভৌগলিক সংযোজক প্রধানতঃ "কোথায়" শব্দটির দ্বারা সুচিত হয়।

২। নীচে দেওয়া চারটি শাস্ত্রীয় পদ পড়ুন। তারপর খ, গ ও ঘ এর শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন। উদাহরণ হিসাবে, ক-এর সংযোজক শব্দটি আমরা পূরণ করে দিয়েছি।

শাস্ত্রীয় পদ	সংযোজকটি কিসের ইংগিত করে	সংযোজক শব্দ
ক মার্ক ১ : ২৩ পদ	সময়	"সেই সময়"
খ মার্ক ১ : ৯ পদ	সময়	(পুরানো অনুবাদে "তখন") ....
গ মার্ক ১ : ১৪ পদ	সময়	....
ঘ মার্ক ১ : ২৮ পদ	স্থান	....

তৃতীয়তঃ, আপনাকে যুক্তি সম্বন্ধীয় সংযোজকগুলি দেখতে ও শিখতে হবে ঃ অর্থাৎ যেগুলি ঘটনার কারণ, ঘটনার ফলাফল, ঘটনার উদ্দেশ্য, অসম জিনিষের মধ্যে পার্থক্য, এবং একটি জিনিষকে অন্য একটির সাথে তুলনা, ইত্যাদির ইংগিত করে। আমরা একটি একটি করে আলোচনা করবো। আপনাকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে, অনেক সময় একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বুঝবার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। তাই এই শব্দগুলির উপর খুব বেশী জোর না দিয়ে বরং বাক্যটি কি ধারণা দেয়, তা বুঝতে চেষ্টা করবেন।

যে যুক্তি সম্বন্ধীয় সংযোজকগুলি ঘটনার কারণ দেখায়, সেগুলি হোলঃ বলে, কারণ, ইত্যাদি। "আমি একথা বলছি কারণ…………" এই রকম কথা পেলে বুঝবেন যে, এখানে কারণ দেখান হচ্ছে। আপনি যে রচনার পদ্ধতিগুলি শিখেছেন, তাদের সাথে এর মিল খুঁজে বের করুন। যে সাহিত্য পদ্ধতিটির গতি ফল থেকে কারণের দিকে যায়, সেটি হোল সমর্থনগত দিক। এই শব্দগুলি সমর্থনগত দিকের সংকেত দেয় ও এভাবে অর্থ ব্যাখ্যার বিভিন্ন দিক বুঝতে সাহায্য করে।

যে যুক্তি সম্বন্ধীয় সংযোজকগুলি ফলাফল দেখায়, সেগুলি হোল, তাহলে, তবে, অতএব (তাই), এইরূপে, ইত্যাদি। লক্ষ্য করুন এই শব্দগুলি কারণ থেকে ফলের দিকে নিয়ে যায়। যে সাহিত্য পদ্ধতির গতি কারণ থেকে ফলের দিকে যায়, সেটি হোল কারণগত দিক। আপনি যখন, তবে, তাহলে, তাই, এইরূপে-শব্দগুলি পান, তখন কারণগত দিকের খোঁজ করবেন ঃ অর্থাৎ এই কারণে কি ঘটেছে, তা খোঁজ করবেন।

৩। ক-অংশের কারণগত দিকের সংযোজকগুলির এবং খ-অংশের ফলাফল সূচক সংযোজকগুলির তালিকা প্রস্তুত করুন (পদগুলি যেভাবে পর পর আছে ঠিক সেই ভাবে পর পর লিখবেন)।

ক) রোমীয় ১ ঃ ১১, ১ ঃ ২৬ এবং ১ ঃ ২৮ পদ।

…………………………………………………………………

খ) গালাতীয় ২ ঃ ১৭ পদ ও ১ করি ৯ ঃ ২৬ পদ।

…………………………………………………………………

যে যুক্তি-সম্বন্ধীয় সংযোজকগুলি পার্থক্য দেখায়, সেগুলি, হোল ঃ যদিও, কিন্তু, আরও কত বেশী, আরও কত না বেশী, তবুও, অন্য, তাহলেও, ইত্যাদি। এই ধরনের আরও অনেক শব্দ আছে, যেগুলি পড়বার সময় আপনি নিজেই দেখতে পারেন।

যে যুক্তি সম্বন্ধীয় সংযোজকগুলি তুলনা দেখায়, সেগুলি হোলঃ সেই রকম, তেমনি, মত, যেমন, ঠিক তেমনি, সেইরূপে, সেইজন্য, ইত্যাদি। এই সংযোজকগুলি অনেক ভাবে যুক্ত হয়েও ব্যবহৃত হতে পারে।

৪। ক-অংশের উদ্দেশ্য সূচক সংযোজকগুলি, খ-অংশের পার্থক্য সূচক সংযোজকগুলি, এবং গ-অংশের তুলনা সূচক সংযোজকগুলির তালিকা প্রস্তুত করুন (পদগুলি যেভাবে পর পর দেওয়া হয়েছে সেই ভাবে পর পর লিখ্‌বেন)।

ক) রোমীয় ৪ ঃ ১৬ পদ।

....

খ) রোমীয় ২ ঃ ১০, ৫ ঃ ১৫ পদ।

....

গ) রোমীয় ১১ ঃ ৩১, ১ ঃ ২৭ পদ।

একটা বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে, আপনি হয়তো নূতন নিয়মের নূতন অনুবাদটি ব্যবহার করবেন কারণ, তা সহজ বাংলায় লেখা বলে বুঝতে অসুবিধা হয়না। কিন্তু পুরাতন নিয়ম এখনও সহজ বাংলায় লেখা হয়নি। তাই পুরাতন নিয়মের পুরানো অনুবাদ ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদে ভিন্ন ভিন্ন রকম হবে। তাই, কারণ, ফলাফল, উদ্দেশ্য, পার্থক্য ও তুলনাগুলি বুঝতে হলে শব্দগুলির চেয়ে শব্দগুলির অর্থের উপরই বেশি জোর দিতে হবে। যে শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি দেখে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনি কোন কোন বিষয় খোঁজ করছেন। এইগুলি বাদে আরো তিন প্রকার সংযোজক শব্দ আছে। এ পর্যন্ত আপনি "সময়," "স্থান" এবং "যুক্তি" সম্বন্ধীয় সংযোজক শব্দ-

গুলি জেনেছেন। বাকী তিন প্রকার সংযোজক শব্দ হোল, পর পর কতগুলি ঘটনা, শর্ত ও জোর দেওয়া। যে সংযোজক শব্দগুলি পর পর কতগুলি ঘটনাকে লক্ষ্য করে সেগুলি হোল ঃ এবং, প্রথমেই, সবার শেষ, এবং অথবা। শর্ত বুঝাতে সাধারণতঃ **যদি** শব্দটি ব্যবহৃত হয় (যেমনঃ যদি এইটি ………..তবে ঐটি)। যে শব্দগুলি জোর দেওয়া বুঝায়, সেগুলি হোল, সত্যিই এবং কেবল। কখন কখন সাধারণ "বলেন" কথাটির বদলে "উচ্চস্বরে বলেন" কথাটি ব্যবহারের দ্বারাও জোর দেওয়ার বিষয় দেখানো যেতে পারে।

৫। ক-অংশ থেকে পর পর কতগুলি ঘটনা সূচক শব্দ,

খ-অংশ থেকে শর্ত সূচক ও গ-অংশ থেকে জোর দেওয়া সূচক সংযোজক শব্দগুলির তালিকা লিখুন (বাইবেলের পদগুলি যেভাবে পর পর দেওয়া আছে সেই ভাবে পর পর লিখবেন)।

ক) ১ তীমথিয় ২ ঃ ১ পদ, ১ করিন্থীয় ১৫ ঃ ৮ পদ)

……………………………………………………………

খ) রোমীয় ২ ঃ ২৫ পদ।……………………………………………

গ) ১ করিন্থীয় ৯ ঃ ২৪ পদ, রোমীয় ৯ ঃ ২৭ পদ।

……………………………………………………………

এই বিশেষ শব্দগুলি সম্বন্ধে আপনি যদি সজাগ থাকেন, তাহলে ব্যাকরণ না জানা থাকলেও এরা আপনাকে শাস্ত্রের মানে বুঝতে সাহায্য করবে। আমি যখন পবিত্র শাস্ত্র (অথবা অন্য যে কোন বিষয়ে) অধ্যয়ন করি তখন এই ধরণের শব্দগুলির দিকে সব সময় নজর দেই, কারণ চিন্তাটাকে কিভাবে তুলে ধরা হয়েছে, এই শব্দগুলি থেকেই তা বুঝা যায়।

সাহিত্যের কাঠামো ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ "কাঠামো" কি, তা বলা, এবং পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়নে এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া।

আমার বিশ্বাস আপনি ধীরে ধীরে বুঝতে পারছেন যে, বাইবেল কতগুলি এলোমেলো বইয়ের সংগ্রহ নয়, যার মধ্যে চিন্তার কোন মিল নেই। আপনি নিশ্চয় ইটের উপরে ইট গেঁথে দালান তৈরী করতে দেখেছেন। এক একটা ইট হোল দালানের এক একটা একক বা অংশ। বাইবেলের এক একটা বইও এক একটা একক বা অংশের মত। এরা ঠিকভাবে একটি অন্যটির সাথে মিলে সুন্দর ও সম্পূর্ণ বাই-বেলটি গঠন করেছে বা তৈরী করেছে। লেখককে বিশেষভাবে বাছাই করে নিয়ে বিষয় বস্তু সাজাতে হয়েছে। যে সমস্ত দরকারী বিষয় নেওয়া আবশ্যক সেগুলি বাছাই করে এমনভাবে সাজাতে হয়েছে, যেন তা পড়ে, আসল জিনিষটি সহজেই বুঝা যায়। যোহনের কথা থেকে এই বিষয়টি বুঝা যাবে। তিনি বলেছেন যে, তার সুখবরের বইটি লিখবার সময় যীশুর অনেক অনেক কাজের বিষয় তাকে বাদ দিয়ে যেতে হয়েছে (যোহন ২১ ঃ ২৫ পদ)।

বাইবেলের পদগুলি পড়তে পড়তে আপনি এগুলি নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়তে পারেন যে, পুরো বইটির যে একটা শক্তিশালী বার্তা আছে, তা আপনার চোখে না-ও পড়তে পারে। প্রত্যেকটি পদে যে বিশেষ সত্যগুলি আছে, তা আসলে সম্পূর্ণ বইটির সাথে সম্পর্ক যুক্ত। অংশগুলিকে বিশেষভাবে সাজিয়ে সম্পূর্ণ জিনিষটির ব্যাখ্যা

দেওয়া হয়েছে। এদের সবগুলিই একটি অন্যটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। কাঠামো হোল, কংকাল বা নকসা। এটি সম্পূর্ণ বইটিকে একত্রে ধরে রাখে বা একতা দেয়।

শব্দ হোল ভাষা তৈরীর একক, অর্থযুক্ত সবচেয়ে ছোট একক। কয়েকটি শব্দ যুক্ত হয়ে ব্যাক্যাংশ তৈরী হয়। এই বাক্যাংশগুলি চিন্তার বা ভাবের অসম্পূর্ণ একক। বাক্য হোল চিন্তার বা ভাবের সম্পূর্ণ প্রকাশ।

যে বাক্যগুলির মধ্যে চিন্তার বা ভাবের মিল আছে, সেগুলি একত্রিত করে একটা অনুচ্ছেদ তৈরী হয় (কোন কোন বাইবেল অধ্যয়নের সময় "অনুচ্ছেদ ভিত্তিক চিন্তা" মন্দ নয়। এর মানে অনুচ্ছেদটির মূল চিন্তা খুঁজে বের করে, ঐ চিন্তাটির জন্য একটা নাম দেওয়া। এইভাবে কোন একটা অধ্যায় বা বইয়ের সবগুলি অনুচ্ছেদর নাম দিয়ে সেগুলির একটা তালিকা তৈরী করলে আপনি একটা খসড়া তৈরীর জন্য প্রধান পয়েন্টগুলি পেয়ে যাবেন। অনুছে-দের মধ্যেও, অন্যান্য বিষয়গুলি, আপনার খসড়ার ছোট ছোট পয়েন্ট হিসাবে কাজ করবে। নীচের অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে প্রধান চিন্তাগুলি খুঁজে বের করুন।

৬। রোমীয় ১২ অধ্যায়ের প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদ পড়ুন। তারপর প্রত্যেক অনুচ্ছেদের পাশের শূন্যস্থানে ঐ অনুচ্ছেদের জন্য আপনার দেওয়া নামটি লিখুন। আপনি নাম দেওয়ার পরে বইএর মধ্যে দেওয়া নামের সাথে সেগুলির তুলনা করুন। (আপনার দেওয়া নাম, বইয়ের মধ্যে দেওয়া নামগুলির মতই অথবা সেগুলির চেয়েও ভাল হতে পারে।)

অনুচ্ছেদ ১ঃ (১১ঃ১-২ পদ) ....

....

অনুচ্ছেদ ২ঃ (১২ ঃ ৩-৮ পদ)..

....

অনুচ্ছেদ ৩ঃ (১২ ঃ ৯-১৩ পদ) ....

....

অনুচ্ছেদ ৪ঃ (১২ ঃ ১৪-১৬ পদ)..

....

অনুচ্ছেদ ৫ঃ (১২ ঃ ১৭-২১ পদ)..

....

আমরা দেখিয়েছি যে কাঠামোর মধ্য দিয়ে রচনার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। সাহিত্যের যে পদ্ধতিগুলি আপনি অধ্যয়ন করেছেন, তাদের যে কোনটির মধ্য দিয়ে এই সম্পর্ক দেখানো যায়। তবে প্রত্যেকটি শাস্ত্রাংশেই সবগুলি পদ্ধতি পাওয়া যাবে না। ৫নং পাঠের মধ্যে দেওয়া পদ্ধতিগুলি বার বার পড়ে এগুলির সংগে ভালভাবে পরিচিত হয়ে নিন। সম্পূর্ণ বাইবেলটি কত সুন্দরভাবে গঠিত, শাস্ত্রের একটা অংশের সাথে অন্য একটা অংশের কত সুন্দর মিল! এগুলি যখন আপনি দেখতে পাবেন, তখন সম্পূর্ণ বাইবেল সম্বন্ধে এক নূতন জ্ঞান লাভ করবেন। তাই অধ্যয়নের সময় গঠন সম্বন্ধে বিশেষভাবে সজাগ থাকুন।

৭। নীচের যে উক্তিটি সত্য সেটির বা পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) বাইবেলের বইগুলির মধ্যে চিন্তার বা ভাবের কোন মিল নেই।

খ) পার্থক্য, বিকিরণ, ইত্যাদি সাহিত্য পদ্ধতিগুলির সাথে কাঠামোর কোন সম্বন্ধ নেই।

গ) ভাষার মধ্যে অর্থযুক্ত সবচেয়ে ছোট এককগুলি হোল শব্দ।

সাহিত্যের সুর বা ভাবানুভূতি ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ "সাহিত্যের সুর বা ভাবানুভূতি" বলতে কি বুঝায়, তা বলতে পারা ও বাইবেলের মধ্যে এগুলি চিন্‌তে পারা।

সাহিত্যের সুর বা ভাবানুভূতি হোল, লেখার মধ্যে যে সুর বা ভাব। লেখক কি রকম অনুভূতি প্রকাশ করেন। অনুভূতিটি বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন, হতাশা, প্রশংসা, আগ্রহ, ভয়, জরুরী অবস্থা, আনন্দ, নম্রতা, কোমলতা, রাগ, উপদেশ, শাস্তি, প্রশ্ন, চিন্তিত অবস্থা, উৎসাহ, ইত্যাদি। মানুষের অনুভূতির সমস্ত দিকই সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়।

৮। যাকোবের বইটিতে বিভিন্ন সুর বা অনুভূতি দেখতে পাওয়া যায়। নীচের শাস্ত্রাংশগুলি পড়ুন। এবং প্রত্যেকটির জন্য এমন একটি শব্দ ঠিক করুন, যা ঐ পদের সুর বা ভাবানুভূতি বর্ণনা করে।

ক) যাকোব ৫ ঃ ১ পদ ....

খ) যাকোব ৪ ঃ ১০ পদ ....

গ) যাকোব ২ ঃ ১৪ পদ ....

লেখার ধরণ ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ "সাহিত্যের প্রধান প্রধান দিকগুলি" খুঁজে বের করা, এবং তাদের প্রত্যেকটি কিভাবে ব্যবহৃত হয়, তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া।

লেখার ধরণ মানে, লেখক তার বিষয়টি বর্ণনা করবার (বা তুলে ধরবার) জন্য কোন প্রকার লেখা বা সাহিত্য ব্যবহার করেছেন। প্রধান প্রধান সব রকম সাহিত্যই বাইবেলে পাওয়া যায়। লেখক প্রশংসা, দুঃখ, আনন্দ, অথবা মন-ফেরানো সম্বন্ধে তার নিজের গভীর ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে কবিতার আকারে তা লিখেছেন। লোকদের কাছে কোন বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য গদ্যের আকারে তা লিখেছেন। গুরুত্বপূর্ণ ঐশ্বরিক বিষয়গুলি শিক্ষা দেবার জন্য, অথবা তার বক্তব্যের পক্ষে উপযুক্ত যুক্তি দেখাতে তিনি উপদেশমূলক বক্তৃতার আকারে তা লিখেছেন। আগ্রহী লোকদের কাছে কোন একটা বিষয় ব্যাখ্যা করতে এবং অন্যদের কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখার জন্য তিনি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন। তিনি যখন ভবিষ্যতের বিষয় ঈশ্বরের নিগুঢ় রহস্যগুলির মধ্যে অল্প কিছু অংশ প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তখন তিনি প্রত্যাদেশ মূলক সাহিত্য ব্যবহার করেছেন।

উপদেশমূলক বক্তৃতা, এমন এক ধরণের সাহিত্য যার মধ্যে সত্যটিকে ন্যায় ও যুক্তি সংগত ভাবে তুলে ধরা হয়। এইভাবে তুলে ধরায় এই সাহিত্য আমাদের বিচার-বিবেচনাকে জাগিয়ে তোলে। বাইবেলের অধিকাংশ চিঠিই এই ধরণে লেখা। যীশু শিক্ষা দিতে গিয়ে এই ধরণের সাহিত্য ব্যবহার করেছেন। ভাববাদীরাও তাদের কোন কোন লেখায় এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

গদ্য-কাহিনী হোল জীবনী অথবা গল্প। আদি পুস্তকে, সুসমাচারে এবং যেখানে পর পর ঘটনাগুলি বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে এই প্রকার সাহিত্য পাওয়া যাবে। গল্পগুলি কল্পনা ও ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলে। এদের মধ্যে সাধারণতঃ অনেক খুটিনাটি বিবরণ থাকে। সমস্ত খুটিনাটি বিবরণগুলিই যে আত্মিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তা নয়। যেমন প্রেরিত ১০ অধ্যায়ে পিতরের দর্শনটি একটি মূল্যবান সত্য শিক্ষা দেয়। কিন্তু কোন কোন বিষয় যেমন, পিতর কার ঘরে ছিলেন, কোন্ সময় তিনি দর্শন পেয়েছিলেন ইত্যাদি বিষয় ঘটনাটি বুঝতে সাহায্য করলেও আত্মিক শিক্ষার জন্য এগুলির বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই।

কবিতা এমন এক ধরণের সাহিত্য যা সমগ্র বাইবেলে ছড়িয়ে আছে। এগুলি পদ্য আকারে লেখা। এজন্য এগুলি চিনে নেওয়া খুব সহজ, যেমন গীতসংহিতা।

হিব্রু কবিতার কয়েকটি বিষয় আপনি আগেই জেনেছেন। আপনি জানেন যে, এগুলি একান্ত ভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর এগুলি খুব ভাবাবেগে পূর্ণ। এতে ছন্দ নেই। কোন

এক ধরণের সাদৃশ্যের দ্বারা দুটি লাইন বা দুটি স্তবকের মধ্যে সম্বন্ধ দেখানো হয়। দ্বিতীয় লাইন, প্রথম লাইনের ভাবটিকেই আবার বলে, অথবা নতুন কিছু যোগ করবার দ্বারা প্রথম লাইনটিকেই গড়ে তোলে, অথবা প্রথম লাইনটির সাথে কিছু পার্থক্য দেখায়।

উপযুক্ত ভাব প্রকাশের জন্য কবিতার মধ্যে অনেক আলংকারিক ভাষা ব্যবহৃত হয়। বাইবেলের কবিতায় সাধারণতঃ নিম্ন লিখিত চার ধরণের অলংকার দেখা যায়ঃ

১। সাদৃশ্য ভিত্তিক অলংকার-যা "সদৃশ" অথবা "মত" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের দ্বারা দুটি জিনিষের তুলনা করে। "সে জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের সদৃশ হইবে" (গীত ১ঃ৩ পদ)।

২। রূপক অলংকার-যা সদৃশ অথবা মত প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার না করেই দুটি জিনিষের তুলনা করে। "ইফ্রয়িম আমার শিরস্ত্রাণ" (গীত ১০৮ঃ৮ পদ)।

৩। অতিশয়োক্তিমূলক অলংকার-যা কোন বিষয়ের উপর খুব জোর দেবার জন্য অতিরঞ্জীতভাবে বলা হয়। "(আমাকে) চিরকালের মৃতগণের সদৃশ করিয়াছে" (গীত ১৪৩ঃ৩ পদ)।

৪। জীবন-আরোপমূলক অলংকার-প্রাণহীন বস্তুর সাথে এমন-ভাবে কথা বলা যেন, তাদের জীবন আছে। "তোমার কি হইল, সমুদ্র, তুমি কেন পলাইলে?" (গীত ১১৪ঃ৫ পদ)।

একজন বাইবেলের ছাত্রের পক্ষে আলংকারিক ভাষা বুঝা বিশেষ-ভাবে দরকারী। যোহন ৬ঃ৫১-৫২ পদে যীশু বলেছেন, "আমিই সেই জীবন্ত রুটি"। যিহুদীরা যীশুর কথাগুলিকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে বিঘ্ন পেয়েছিল। যদি সতর্কতার সংগে ও যথাযথ ভাবে অর্থ ব্যাখ্যা না করেন তবে, আপনিও এই রকম ভুল করতে পারেন।

৯। উপদেশ মূলক বক্তৃতা, কবিতা, গদ্য-কাহিনী-এদের প্রত্যেকটি মাত্র একবার ব্যবহার করে নীচের বাক্যগুলি পূরণ করুন।

ক) যে সাহিত্য সবচেয়ে বেশী ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলে তা হোল……
…………………………………………………………

খ) ....এর উদ্দেশ্য হোল কোন সত্যকে ন্যায় ও যুক্তি সংগতরূপে তুলে ধরা

গ) বিভিন্ন ঘটনা বা লোকদের বিষয়ে গল্পকে বলা হয়...............

১০। নীচের শাস্ত্রীয় পদগুলির (বায়ে) কোনটি কোন্ প্রকার অলংকারের (ডানে) দৃষ্টান্ত, তা দেখান।

...ক) "সদাপ্রভু আমার পালক" (গীত ২৩ ঃ ১ পদ)।

...খ) "রোগের প্রবল শক্তিতে আমার পরিচ্ছদ বিকৃত হয় জামার গলার ন্যায় আমাতে আঁটিয়া থাকে" (ইয়োব ৩০ ঃ ১৮ পদ)।

...গ) "আমাদের প্রাণ ব্যাধের ফাঁদ হইতে পক্ষীর ন্যায় রক্ষা পাইয়াছে" (গীত ১২৪ ঃ ৭ পদ)।

...ঘ) "হে সূর্য ও চন্দ্র, তাঁহার প্রশংসা কর" (গীত ১৪৮ ঃ ৩ পদ)।

১। সাদৃশ্য ভিত্তিক অলংকার

২। রূপক অলংকার

৩। অতিশয়োক্তি মূলক অলংকার

৪। জীবন আরোপ মূলক অলংকার

দৃষ্টান্তগুলি বিশেষ ধরণের গদ্য-সাহিত্য। এ সম্পর্কে আপনি আগে পড়েছেন। সাধারণ গদ্যের সাথে দৃষ্টান্তের পার্থক্য বুঝাবার জন্য যদি সাহায্য দরকার হয় তবে, ৪ নম্বর পাঠের দৃষ্টান্ত অংশটি আবার দেখে নিন।

নাটক বা নাট্য সাহিত্য, কবিতার মতই ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলে। এতে উল্লেখিত চরিত্ররা নিজেরাই ঘটনার নায়ক হিসাবে কাজ করেন ও কথা বলেন। নাট্য সাহিত্যে প্রায়ই এমন জীবন্ত বর্ণনা থাকে, যা আপনার কল্পনাকে জাগিয়ে তোলে। ইয়োব এই রকমের একটা বই। এটা পড়তে নাটকের মত। পরমগীত বইটিও নাটক ধরণে লেখা। তাই পবিত্র শাস্ত্রে আপনি যখন এমন কোন অংশ পান, যেখানে লোকেরা একজন অন্য জনের সাথে সামনা সামনি 'আমি' দিয়ে কথা বলে, তখন আপনি বুঝেন "এটা নাটক" বা নাটক ধরণের গদ্য।"

শেষ ধরণের সাহিত্য হোল, প্রত্যাদেশ মূলক সাহিত্য। প্রত্যাদেশ মূলক সাহিত্য আসলে ঈশ্বরের প্রকাশ মূলক সাহিত্য। এই

প্রকাশ শব্দটির অর্থ "ঢাকনা তুলে নেওয়া" অথবা "প্রকাশ করা।" এই ধরণের সাহিত্য বুঝা সবচেয়ে কঠিন। ৪ নম্বর পাঠে ভাববাণী নিদর্শন এবং প্রতীক সম্বন্ধে অধ্যয়নের সময় আপনি এর কয়েকটি দিক জেনেছেন। প্রত্যাদেশ মূলক সাহিত্যে অনেক ভাববাণী থাকে এবং নিদর্শন ও প্রতীকের সাহায্যে এগুলি বর্ণণা করা হয়। এর মধ্যে অনেক অলংকার, প্রতীক, নিদর্শন ও নানা দর্শনের বর্ণণা থাকে।

"প্রকাশিত বাক্য" এই ধরণের লেখার সবচেয়ে ভাল উদাহরণ। নীচের তালিকায় বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য ও তাদের প্রত্যেকটির এক একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য একটি অন্যটি থেকে আলাদা করা কঠিন হবে। নীচের উদাহরণে দেওয়া শাস্ত্রাংশ পড়বার সময় বিভিন্ন ধরণের সাহিত্যগুলি স্মরণে রেখে তালিকাটি পড়লে আপনি খুবই উপকার পাবেন।

বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যের তালিকা

প্রকার	উদাহরণ
উপদেশমূলক বক্তৃতা	মথি ৫ : ১৭-৪৮
গদ্য-কাহিনী	প্রেরিত ১৬ : ১৬-৩৮
কবিতা	যিরমিয় ৯ : ২১-২২
দৃষ্টান্ত	লূক ১৪ : ১৬-২৪
নাটক	ইয়োব ৩২ : ৫-১৪
প্রত্যাদেশ মূলক সাহিত্য	যিহিস্কেল ১

প্রগতিশীলতা :

লক্ষ্য-৫ : সাহিত্য বিভিন্ন ধরণের "প্রগতিশীলতা" খুঁজে বের করা এবং কোন্ বিষয়টি সবার বেলায় একরূপ তা বলতে পারা।

প্রগতিশীলতার মূলে রয়েছে পরিবর্তন। আপনি অধ্যয়নের জন্য যখনই কোন একটা শাস্ত্রাংশ পড়েন তখন আপনি এর মধ্যে পরিবর্তন খোঁজ করেন। একটা বিশেষ শাস্ত্রাংশের মধ্যে কি কি বিষয়ের পরিবর্তন হতে পারে? একজন লোকের জীবনে যে গুরুত্ব আরোপ

করা হয়েছে, তা একধাপ থেকে অন্য ধাপে অথবা তার জীবন থেকে তার বংশধরদের জীবনে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে পারে। একে বলা হয় জীবনী-মূলক প্রগতিশীলতা। ঘটনা বা কাহিনীগুলি সাধারণত একটা থেকে অন্যটার দিকে এগিয়ে গেলে, সেটিকে আমরা ঐতিহাসিক প্রগতিশীলতা বলতে পারি। কাহিনীগুলি যদি কোনটি প্রথম, কোনটি দ্বিতীয় কোন্‌টি তৃতীয় এইভাবে সাজিয়ে বলা হয় তবে, তাকে আমরা ক্রমিক প্রগতিশীলতা বলতে পারি। যে শিক্ষামূলক অংশে একটি একটি করে বিভিন্ন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সেখানে শিক্ষামূলক প্রগতিশীলতা দেখতে পাবেন। ঘটনাগুলি কোথায় কোথায় ঘটেছে সেই সব স্থানের ভিত্তিতে যদি বর্ণনা করা হয়, তবে তা ভৌগলিক প্রগতিশীলতা। বাইবেলের কোন অংশে যদি একটি চিন্তা থেকে অন্য চিন্তা বা একটি ধারণা থেকে অন্য ধারণা ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় তবে, তাকে ধারণা-গত প্রগতিশীলতা বলা হয়। মাঝে মাঝে আপনি আবার সম্পূর্ণ আলোচ্য বিষয়টির পরিবর্তন দেখতে পাবেন। এই প্রকার আমূল পরিবর্তনকে বলা হয়, বিষয় ভিত্তিক প্রগতিশীলতা।

প্রগতিশীলতা আসলে একটা পন্থা বা উপায় মাত্র, যা কোন একটা আলোচ্য বিষয়কে বাড়িয়ে বলবার জন্য লেখক ব্যবহার করেন। এই পন্থাটি কয়েকটা অনুচ্ছেদ জুড়ে বা সম্পূর্ণ বই জুড়েও থাকতে পারে। প্রগতিশীলতা ধাপে ধাপে একটা চরম পর্যায়ের দিকে এগোতে পারে। তবে তার অপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। প্রগতিশীলতা যদি স্পষ্টরূপে বুঝা না যায়, তবে একে খুঁজে বের করবার একটা উপায় হোল, ঘটনার প্রথম ও শেষ বিষয়টির মধ্যে তুলনা করা। তাদের মধ্যে যদি সম্বন্ধ থাকে তবে, প্রগতিশীলতা রয়েছে বুঝতে হবে। অবশ্য প্রগতিশীলতা খুঁজে বের করবার প্রধান উপায় হোল, পরিবর্তনগুলি খোঁজ করা।

১১। আদি ১২-৫০ অধ্যায়ে অব্রাহাম ইসহাক, যাকোব, এবং যোষেফের জীবনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখানে কোন্ প্রকার প্রগতিশীলতা দেখতে পাওয়া যায় ?

....

১২। যাত্রা পুস্তকে ইস্রায়েল জাতির মিশর থেকে কনান দেশে যাবার বিভিন্ন ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে কোন্ প্রকার প্রগতিশীলতা দেখতে পাওয়া যায় ?

....

১৩। "রোমীয়" পুস্তকে প্রেরিত পৌল খ্রীষ্ট ধর্মের স্বপক্ষে কতগুলি চিন্তা বা যুক্তি তুলে ধরেছেন। এখানে আপনি কোন্ প্রকার প্রগতিশীলতা দেখতে পান ?

....

সাহিত্যে প্রগতিশীলতা ভাল ভাবে বুঝতে পারলে খ্রীষ্টিয় জীবনে আত্মিক প্রগতিশীলতার বিষয়ও ভালভাবে বুঝতে পারবেন। এই প্রগতিশীলতার মূলে আছে পরিবর্ত্তন "আমরা সবাই............মহিমায় বেড়ে উঠে বদলে গিয়ে তাঁরই মত হয়ে যাচ্ছি। প্রভুর অর্থাৎ পবিত্র আত্মার, শক্তিতেই এটা হয়" (২ করিন্থীয় ৩ ঃ ১৮ পদ)। আসুন আমরা পবিত্র আত্মার হাতে নিজেদের সঁপে দেই, যেন তিনি আমাদের খ্রীষ্টের মত করে তুলতে পারেন।

পরীক্ষা ঃ

১। নীচে উল্লেখিত শাস্ত্র পদটি থেকে, পরস্পর সংযুক্তকারী শব্দগুলি লিখুন। "তারা প্রত্যেক দিন উপাসনা ঘরে এক সংগে মিলিত হয়, আর ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে আনন্দের সংগে ও সরল মনে একসংগে খাওয়া দাওয়া করত" (প্রেরিত ২ ঃ ৪৬ পদ)।

....

২। সংযোজক শব্দগুলি ছোট কিন্তু দরকারী, এরা সম্বন্ধ দেখায়। নীচের কোন্ শব্দটি সময়ের ইংগিত করে ?

ক) যদি।
খ) পরে।
গ) কোথায়।
ঘ) সত্যিই।

৩। নীচের যুক্তি সম্বন্ধীয় সংযোজক শব্দগুলির মধ্যে কোন্‌টি ঘটনার কারণ সম্বন্ধে ইংগিত দেয় ?

ক) সেই জন্য।

খ) যেন।

গ) আরও কত বেশী।

ঘ) কারণ।

৪। নীচের যুক্তি সম্বন্ধীয় সংযোজকগুলির মধ্যে কোন্‌টি পার্থক্যের ইংগিত করে ?

ক) কিন্তু।

খ) সেই রূপে।

গ) বলে।

৫। যে ফ্রেম বা নকসা, বইয়ের মধ্যে একতা এনে দেয়, তা হোল—

ক) শব্দাবলী।

খ) কাঠামো।

গ) সুর বা ভাবানুভূতি।

৬। নীচের কোন শব্দটি সাহিত্যের সুর বা ভাবানুভূতির সবচেয়ে ভাল বর্ণণা দেয় ?

ক) বিকিরণ।

খ) পার্থক্য।

গ) মনোভাব।

৭। নীচের কোন ধরনের সাহিত্য যথাযথ বা যুক্তিসংগত পথে শিক্ষা দেয় ?

ক) উপদেশ মূলক বকতৃতা।

খ) গদ্য কাহিনী।

গ) কবিতা।

৮। নীচের কোন ধরণের সাহিত্য "প্রকাশিত বাক্য" বইটির বর্ণণা দেয় ?

ক) দৃষ্টান্ত।

খ) নাটক।

গ) প্রত্যাদেশ মূলক সাহিত্য।

৯। "জিভ্‌ও ঠিক আগুনের মত" (যাকোব ৩ ঃ ৬ পদ)। এটা কোন্ প্রকার অলংকারের উদাহরণ ?

ক) সাদৃশ্যভিত্তিক অলংকার।

খ) রূপক অলংকার।

গ) অতিশয়োক্তি মূলক অলংকার।

ঘ) জীবন-আরোপমূলক অলংকার।

১০। নীচের কোন শব্দটি সাহিত্যের প্রগতিশীলতার সবচেয়ে ভাল বর্ণনা দেয় ?

ক) সুর বা ভাবানুভূতি।

খ) নাটক।

১১। আদি পুস্তকে অব্রাহাম, ইসহাক, যাকোব ও যোষেফের জীবন বিবরণে কোন প্রকার প্রগতিশীলতা দেখা যায় ?

ক) জীবনীমূলক।

খ) ঐতিহাসিক।

গ) ধারণাগত।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

৭। গ) ভাষার মধ্যে অর্থযুক্ত সবচেয়ে ছোট এককগুলি হোল শব্দ।

১। রোমীয় ১১ ঃ ২৪ পদ।

৮। ক) হতাশা।

খ) নম্রতা।

গ) চিন্তিত অবস্থা।

২। খ) সেই সময়ে।

গ) পরে।

ঘ) সব জায়গায়।

৯। ক) কবিতা।

খ) উপদেশ মূলক বকতৃতা।

গ) গদ্য-কাহিনী।

৩। ক) যেন, বলে, বলে, (পুরানো অনুবাদে "যেহেতু" আছে)।

খ) তাহলে, তাই।

১০। ক-২) রূপক অলংকার।

খ-৩) অতিশয়োক্তি মূলক অলংকার।

গ-১) সাদৃশ্যভিত্তিক অলংকার।

ঘ-৪) জীবন-আরোপমূলক অলংকার।

৪। ক) যেন।

খ) কিন্তু, আরও কত না বেশী।

গ) ঠিক তেমনি, ঠিক তেমনি।

১১। জীবনীমূলক।

৫। ক) প্রথমেই, সবার শেষে।

খ) যদি।

গ) কেবল, কেবল।

১২। ঐতিহাসিক।

৬। (১) "নিজেদের ঈশ্বরের হাতে সঁপে দাও।"

(২) "নম্রভাবে ঈশ্বরের দেওয়া দানগুলি ব্যবহার কর।"

(৩) "খ্রীষ্টিয় মনোভাব নিয়ে জীবন যাপন কর।"

(৪) "অন্যদের মংগল চিন্তা কর।"

(৫) "সকলের সাথে শান্তি বজায় রেখে চল।"

১৩। ধারণাগত।

অনুশীলন-পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে পারা

এখন আপনি সামগ্রিক পদ্ধতি বা সমগ্র বই হিসাবে অধ্যয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে হবককুক বইটি পড়বার জন্য প্রস্তুত। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে সবটা বই পড়া হলে পর, আপনি বইটির ভিতরের বিষয় অর্থাৎ প্রত্যেকটি পদের বিস্তারিত বিবরণ জানবার জন্য পড়াশুনা করতে পারবেন (সূক্ষ্ম বর্ণণা সূচক পাঠ), তাছাড়া, ঐ বইটির সাথে বাইবেলের অন্যান্য বইগুলির সম্বন্ধ নির্ণয় করতে বা, তুলনা করতে পারবেন (ব্যাপক বর্ণণা সূচক পাঠ)। তাই আমরা বলতে পারি যে, সামগ্রিক পদ্ধতিতে বাইবেল অধ্যয়ন করলেই অধ্যয়ন শেষ হয়ে যায়না. অর্থাৎ এই ভাবে অধ্যয়ন করে সব কিছুই যে আমরা জানতে পারি তা নয়। আসলে এই পদ্ধতিতে অধ্যয়নকে বাইবেল অধ্যয়নের শুরু বলা যায়। আমরা চাই যেন, আপনি নিজেই সামগ্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বাইবেল অধ্যয়ন করতে পারেন। বর্তমান পাঠটি এই প্রকার অধ্যয়নের একটা নমুনা বিশেষ। এই পাঠটি থেকে আপনি সহজেই সামগ্রিক পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করতে শিখতে পারবেন এবং হবককুক বইটি শেষ হলে, এই পদ্ধতি ব্যবহার করে বাইবেলের আর একটা বই পড়বেন বলে আশা করি।

আপনার পক্ষে হয়ত একবারে এই পাঠটি শেষ করা সম্ভব হবে না, অর্থাৎ এজন্য আপনাকে বেশ কয়েকবার এই পাঠটি নিয়ে বসতে হতে পারে। কারণ এই পাঠে আপনাকে বারবার বাইবেল পড়তে হবে ; প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট খাতায় টুকে নিতে হবে এবং সারমর্ম লিখতে হবে। এই নির্দেশগুলিকে ছোট মনে হলেও আসল কাজগুলো করতে অনেক সময় লাগবে। আপনি শুধু ধাপে ধাপে এগিয়ে যান, প্রত্যেকটা ধাপের কাজ করতে যত সময় লাগে, নিন। এইভাবে একটি ধাপের কাজ শেষ করে পরের ধাপে যান। পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। প্রথমে নিজের উত্তর লিখুন, তার পরেই বইয়ে দেওয়া উত্তরগুলি দেখতে পারেন। কোন কোন প্রশ্নের জন্য একটিরও বেশী ঠিক উত্তর আছে। সংশোধন করবার সত্যিকারের প্রয়োজন না থাকলে, কেবল মাত্র বইয়ের উত্তরের সাথে মিলানোর জন্য আপনার উত্তরগুলির পরিবর্তন করবেন না।

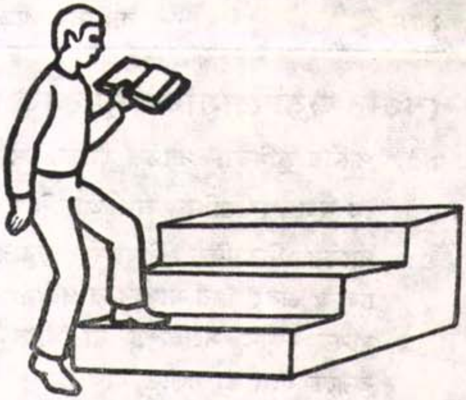

পাঠের খসড়া ঃ

পর্যবেক্ষণের ধাপগুলি

১নং ধাপ ঃ মূল প্রসংগটি খুজে বের করা

২নং ধাপ ঃ মূল প্রসংগটির ক্রম বিকাশ

৩নং ধাপ ঃ ব্যবহৃত শব্দাবলী, সাহিত্যর সুর বা ভাবানুভূতি এবং লেখার ধরণ

৪নং ধাপ ঃ সাহিত্য পদ্ধতি ও প্রগতিশীলতা

হবককুক বইটির খসড়া তৈরী

প্রয়োগ বা ব্যবহার

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি-

* হবককুক বইটির মূল প্রসংগটি খুজে বের করতে পারবেন এবং এই মূল প্রসংগটি কিভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছে, সামগ্রিক পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করে তা দেখাতে পারবেন

* সামগ্রিক পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করে যে সব বিষয় জানবেন, সেগুলি দিয়ে হবককুক বইটির একটি পূর্ণাংগ খসড়া তৈরী করতে পারবেন।

* সামগ্রিক পদ্ধতিতে হবককুক বইটি অধ্যয়ন করে যে সত্যগুলি জানতে পারবেন, সেগুলি মেনে জীবন যাপনও করতে পারবেন।

শেখার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ ঃ

১। পাঠের ভূমিকা, পাঠের খসড়া, পবং পাঠের লক্ষ্যগুলি পড়ুন।

২। যে মূল শব্দগুলির অর্থ আপনি জানেন না সেগুলির অর্থ শিখুন।

৩। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়বার সময় প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলুন এবং এর মধ্যেকার প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। বাইবেল অধ্যয়নের কোন সংক্ষিপ্ত বা সোজা পথ নেই। বাইবেল অধ্যয়ন করতে হলে তা পড়তে হবে।

৪। পাঠের শেষে দেওয়া পরীক্ষাটি নিজে দিন। বইয়ে দেওয়া উত্তরের সাথে আপনার উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

৫। দ্বিতীয় খণ্ডের পাঠগুলি (৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পাঠ) অবার দেখে নিন। তারপর দ্বিতীয় খণ্ডের ছাত্র বিবরণী পূরণ করে আপনার শিক্ষকের নিকট পাঠিয়ে দিন।

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

পর্যবেক্ষনের ধাপগুলি ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ সামগ্রিক পদ্ধতিতে হবককুক পুস্তকটি অধ্যয়নের জন্য পর্যবেক্ষণের ধাপগুলি মেনে চলা।

সামগ্রীক পদ্ধতির ধাপগুলি হোল ঃ পড়ুন, পর্যবেক্ষণ করুন, পর্যবেক্ষণের সময় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি লিখে রাখুন, যে বিষয়গুলি জানবার জন্য আপনি অধ্যয়ন করছেন, তার সবগুলি না জানা পর্যন্ত চলতে থাকুন। এর জন্য কতবার পড়তে হয় তাতে কিছুই যায় আসে না। আসল কথা হোল, আপনি যে বইটি অধ্যয়ন করছেন, সেটির সাথে ভালভাবে পরিচিত হওয়া। প্রতিবারে সম্পূর্ণ বইটি পড়ার দ্বারা আপনি বইটির সাথে সুপরিচিত হয়ে উঠবেন।

আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী কোন কোন বিষয় জানার জন্য আপনাকে হয়তো একবার সম্পূর্ণ বইটি পড়তে বলা হবে। প্রথমবারে সেই বিষয়গুলি না পেলে, বইটি আর একবার পড়া দরকার হতে পারে। এর উল্টা ঘটনাও ঘটতে পারে। ধরুন, আপনি হয়তো

কয়েকটি বিষয় জানার জন্য পড়েছেন, আর পড়বার সময় আরও কয়েকটি বিষয় পেলেন, যেগুলি এই অধ্যয়নের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। তখন আপনি সেই বিষয়গুলি লিখে রাখতে পারেন। এতে হয়ত সাময়িক ভাবে আপনার বাইবেল পাঠে ব্যাঘাত ঘটতে পারে, তাতে এমন বিশেষ কিছু যায় আসে না কারণ বইটিকে আপনার বেশ কয়েক বার পড়তে হবে ও এভাবে পড়তে পড়তে বইটির সংগে আপনি একাত্ব হয়ে যাবেন। এর ফলে এটি আপনার খ্রীষ্টিয় জীবনের ও আপনার সাক্ষ্যের একটি বিশেষ অংগরূপে পরিণত হবে।

আপনি যদি ধীরে ধীরে পড়েন, তবে সাধারণত যতটুকু সময় লাগার কথা তার চাইতে কিছু বেশী সময় আপনার লাগবে। ধীর-গতি পাঠকের জন্য পড়ার প্রয়োজনীয়তা কম না হয়ে বরং আরও বেশি। এরূপ ক্ষেত্রে বইএর বিষয় বস্তু জানবার চেষ্টা না করে, প্রথম দু-একবার বইএর শব্দ ও লিখন পদ্ধতির সাথে পরিচিত হবার জন্য পড়ে নিতে পারেন।

১। হবককুক বইটি পড়ে পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিখে রাখবার জন্য আপনার নোট খাতার একটা পৃষ্ঠা তৈরী করুন। পৃষ্ঠাটিকে খাড়াভাবে চারটি কলামে (ভাগে) ভাগ করুন। নীচের ছবিতে এটি দেখানো হয়েছে। পৃষ্ঠার বা পাশে, নীচে দেওয়া বিষয়গুলি লিখুন। প্রত্যেকটি বিষয় অন্য বিষয়টি থেকে চার লাইন দূরে দূরে লিখুন। (১) বই-টির মূল প্রসংগ। (২) মূল প্রসংগের ক্রমবিকাশ (কোথায় কোথায় এটির উল্লেখ আছে)। (৩) বিষয়বস্তুর ঘোষণা (এর পরে কি আলোচিত হবে, লেখক যেখানে তা বলেন)। (৪) ব্যবহৃত শব্দাবলী। (৫) কাঠামো। (৬) ভাবানুভূতি। (৭) লেখার ধরণ। (৮) বিভিন্ন সাহিত্য পদ্ধতি। (৯) প্রগতিশীলতা।

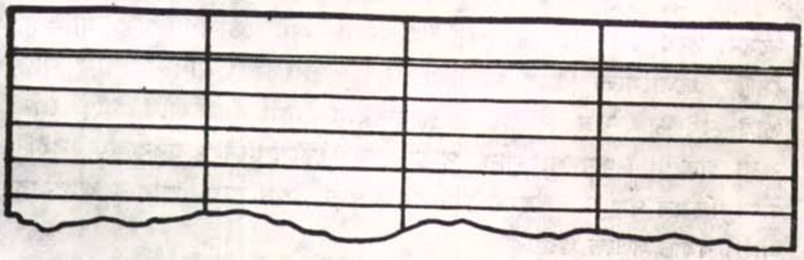

হবককুক বইটি পড়বার সময় আপনি এই বিষয়গুলি খোঁজ করবেন। এগুলি খুঁজে পেলে আপনার নোট খাতার এই পৃষ্ঠায় লিখে রাখবেন। প্রথম অধ্যায়ে যা পাবেন, তা প্রথম অধ্যায়ের কলামে লিখবেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের যা কিছু পাবেন, তা দ্বিতীয় অধ্যায়ের কলামে লিখবেন। একইভাবে তৃতীয় অধ্যায়ের যা কিছু পাবেন, তা তৃতীয় অধ্যায়ের কলামে লিখে রাখবেন।

১ নং ধাপ ঃ প্রসংগটি খুঁজে বের করা ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ একবারে সম্পূর্ণ হবককুক বইটি পড়ার দ্বারা এর মূল প্রসংগটি খুঁজে বের করা।

মূল প্রসংগটি বের করবার জন্য ধ্যান সহকারে হবককুক বইটি একবারে পড়ে শেষ করুন। এই মূল প্রসংগটি একটা মালার মত সবগুলি অধ্যায় জুড়ে থাকতে পারে। এইটি খুঁজে পাবার জন্য আপনাকে বইটি এক বারেরও বেশী পড়তে হতে পারে। এটা খুবই দরকারী, সুতরাং, বইটি এক বারে পড়ে শেষ করুন। কারণ এক বারে পড়ে শেষ করলে মূল প্রসংগটি আপনার মনে ভেসে উঠবে। আপনি যদি পড়ার সময় মাঝ পথে পড়া ছেড়ে উঠে যান এবং পরে আবার পড়তে বসেন, তবে যে মূল প্রসংগটি আপনার মনে ভেসে উঠতে যাচ্ছিল, সেটি এলোমেলো হয়ে যায় ও পূর্ণ প্রসংগটি আপনি পান না। তাই বইটির মূল প্রসংগ বের করবার সময় একবারে পড়ে শেষ করা ভাল। এখন আপনার পাঠ্য বইটি রেখে দিন ও হবককুক বইটি সম্পূর্ণভাবে পড়ুন। হবককুক বইটি পড়া শেষ হলে আবার আপনার পাঠ্য বইটি পড়তে শুরু করুন।

হবককুক পড়বার পরেও যদি এর মূল প্রসংগ সম্পর্কে নিশ্চিত না হন, তবে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ ১ ঃ ২, ৬, ৮, ৯, ১২। ২ ঃ ৪, ৬, ৭, ৯, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯। ৩ ঃ ২-১৫ এই পদগুলির মধ্যে যে মূল প্রসংগ রয়েছে সেটি কি? ২ ঃ ১-৪ পদের মধ্যে কোন্ পদটি মূল প্রসংগটিকে সমর্থন করে?

২। বইয়ে দেওয়া উত্তর দেখবার আগে, আপনি নিজে হবককুক বইটির মূলপ্রসংগ এবং কোন্ পদটি তা সমর্থন করে তা আপনার নোট খাতায় লিখুন।

২ নং ধাপ ঃ মূল প্রসংগের ক্রমবিকাশ ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ একবারে সম্পূর্ণ হবককুক বইটি পড়ার দ্বারা কোথায় এর মূল প্রসংগের ক্রমবিকাশ ঘটেছে, তা বের করুন।

৩। হবককুক বইয়ে বিচার এবং শাস্তি সম্পর্কে দেওয়া পদগুলি খুঁজে বের করুন, এইভাবে কোথায় কোথায় এ বইটির মূলপ্রসংগের ক্রমবিকাশ ঘটেছে তা বের করুন। পদগুলি আপনার নোট খাতায় লিখে রাখুন। সেই সাথে প্রতিটি পদের মূল বক্তব্য খুব ছোট করে দু-এক কথায় লিখে রাখুন।

বিষয়বস্তুর ঘোষণা আপনাকে মূলপ্রসংগটির ক্রমবিকাশ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। এর পরে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে, লেখক এখানে তাই ঘোষণা করেন। যেমন, মথির লেখা সুখবরের প্রথমে এই রকম একটা ঘোষণা দেওয়া আছে ঃ "যীশু খ্রীষ্ট অব্রাহামের বংশের লোক .... যীশু খ্রীষ্টের বংশের তালিকা এই-" (১ ঃ ১ পদ) এটা বিষয়বস্তুর ঘোষণা। এই ঘোষ-ণার পর যে, যীশু খ্রীষ্টের বংশ তালিকা দেওয়া হবে, এটা সহজেই অনুমান করা যায়।

১ করিন্থীয় ৭ ঃ ২৫ পদে পৌল বলেন ঃ "যাদের বিয়ে হয়নি...... ....''। এটা বিষয়বস্তুর ঘোষণা। এরপরে যা বলা হবে, এই ঘোষণা আপনাকে তার জন্য প্রস্তুত করে তোলে, তাছাড়া বইটির মূল প্রসংগ কিভাবে ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে, তার

ইংগিতও এর থেকে পাওয়া যায়। এখন আরও একবার সম্পূর্ণ হবককুক বইটি পড়ুন এবং কোথায় বিষয়বস্তুর ঘোষণা করা হয়েছে খুঁজে বের করুন ও তারপরে নীচের কাজটি করুন।

৪। আপনার নোট খাতার পৃষ্ঠায় উপযুক্ত স্থানে সংক্ষেপে চারটি বিষয়বস্তুর ঘোষণা লিখুন ও সেই সাথে অধ্যায় এবং পদ উল্লেখ করুন। তারপরে আমাদের দেওয়া উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। (হবককুক পুস্তকটি পড়ার সময় আপনি যদি বিষয়-বস্তুর ঘোষণাগুলি না পান, তবে আগে ১ঃ১; ২ঃ১; ৩ঃ১ পদ দেখে নিয়ে তার পরে কাজটি করুন।)

ঘোষণাগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ। খসড়া তৈরীর সময় যখন বইটিকে কয়েক ভাগে ভাগ করতে হবে (এই পাঠের মধ্যেই, কিছু পরে এটি করতে হবে) তখন ঘোষণাগুলি আপনাকে সাহায্য করবে।

৩ নং ধাপঃ ব্যবহৃত শব্দাবলী, সাহিত্যের সুর বা ভাবানুভূতি এবং লেখার ধরণ।

লক্ষ্য ৪ঃ সম্পূর্ণ হবককুক বইটি একবারে পড়ে এর মধ্যে দরকারী শব্দ গুলি (যে গুলির বিষয় আরও পড়াশুনা করা দরকার), এর সুর বা ভাবানুভূতি এবং লেখার ধরণ খুঁজে বের করা।

এই অংশে যে প্রশ্নগুলি আছে, সেগুলির উত্তর দিন; তাতে বইটির (হবককুক) দরকারী শব্দাবলি এর সুর বা ভাবানুভূতি এবং এটা কি প্রকার সাহিত্য (লেখার ধরণ), তা জানতে সুবিধা হবে। হবককুক পড়বার আগে এই প্রশ্নগুলি পড়ুন, তারপরে আরও এক বার সম্পূর্ণ হবককুক বইটি পড়ুন এবং দরকারী শব্দাবলী (যে গুলির বিষয় আরও পড়াশুনা করা দরকার) এর সুর বা ভাবানুভূতি ও লেখার ধরণ খোঁজ করুন। এর পরে আপনার নোট খাতার পৃষ্ঠায় উপযুক্ত স্থানে ৫, ৬, ৭, ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর লিখুন। বইয়ের উত্তরের সাথে আপনার উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

৫। শব্দাবলী। পড়ার সময় এমন কোন শব্দ পেয়েছেন কি, যেগুলির অর্থ আপনি বুঝতে পারেন না? এমন কোন শব্দ পেয়েছেন কি, যেগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন? এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ

ধারণা পেয়েছেন কি, যেগুলির জন্য আরও পড়াশুনা করা আবশ্যক? এই রকম শব্দগুলি এবং যে পদে ঐগুলি আছে, আপনার নোট খাতায় লিখে রাখুন।

৬। সাহিত্যের সুর বা ভাবানুভূতি। আপনি কি প্রথম দুই অধ্যায়ের যে সুর বা ভাবানুভূতি, তার সাথে শেষ অধ্যায়ের সুর বা ভাবানুভূতির পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন? যদি না করে থাকেন তবে, আরও একবার হবককুক বইটি পড়ুন এবং বিশেষভাবে এই পার্থক্যটি খোঁজ করুন। ১ ও ২ অধ্যায় থেকে আপনি যে সুর বা ভাবানুভূতি পান, তা বর্ণনার জন্য একটা উপযুক্ত শব্দ ঠিক করুন। তার পর তৃতীয় অধ্যায়ের জন্যও আর একটি উপযুক্ত শব্দ ঠিক করুন।

৭। বইটির প্রথম দিকে লেখার ধরণ কি প্রকার বলে মনে করেন?

৮। লেখার ধরণটি কোথায় পরিবর্তন হয়েছে? পরিবর্তনের পর কোন ধরণের লেখা দেখা যায়?

৪নং ধাপ ঃ সাহিত্য পদ্ধতি এবং প্রগতিশীলতা ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ সাহিত্য পদ্ধতি ও প্রগতিশীলতা সম্বন্ধে আপনার যে জ্ঞান আছে হবককুক বইটির বার্তা ভালকরে বুঝবার জন্য তা ব্যবহার করা।

৫ নম্বর পাঠে আমরা যে সাহিত্য পদ্ধতিগুলি আলোচনা করেছি, এখন আপনি সেগুলি খুঁজে বের করবেন। এই কাজে সাহায্যর জন্য আপনি কতগুলি প্রশ্ন ব্যবহার করবেন। আপনি সবগুলি সাহিত্য পদ্ধতিই দেখতে পাবেন এমন নয়, কিন্তু এদের কয়েকটি পদ্ধতি পাবেন; সেগুলি আপনাকে হবককুক বইটি বুঝতে সাহায্য করবে। যেমন, আপনি যদি একটা বিশেষ সাহিত্য পদ্ধতি সমস্ত বইয়ে দেখতে পান, তাহলে বুঝতে হবে যে সম্পূর্ণ বইটির সাথে তার কি সম্বন্ধ, তা দেখা প্রয়োজন।

কলসীয় বইটির কথা ধরুন। এই চিঠিতে পালা ক্রমিক পুনরাবৃত্তির পদ্ধতিটি অত্যন্ত স্পষ্ট। কলসীয় ২ ঃ ২০-৩ ঃ ১০ পদ পর্যন্ত, চারটি শাস্ত্রাংশে এই পদ্ধতিটি লক্ষ্য করুন। এই চারটি শাস্ত্রাংশকে আমি ক, খ, ক, খ, রূপে দেখিয়েছি।

ক : তোমরা খ্রীষ্টের সাথে মরেছ (২ : ২০ পদ)।

খ : তোমরা খ্রীষ্টের সংগে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছ (৩ : ১ পদ)।

ক : তোমাদের পাপ স্বভাবের মধ্যে যা কিছু আছে তা ধ্বংস করে ফেল (৩ : ৫ পদ)।

খ : তোমরা নতুন 'আমি' কে পরেছ (৩ : ১০ পদ)।

এই শাস্ত্রাংশগুলি খ্রীষ্টের সাথে মরা এবং খ্রীষ্টের সাথে জীবিত হওয়ার অর্থ কি, তা বুঝিয়ে বলে। আপনি যদি কলসীয় বইটির মধ্যে পালাক্রমিক পুনরাবৃত্তির পদ্ধতিটি না দেখেন, তবে ঐ বইটি আপনি বুঝতে পারবেন না। এখানে এই পদ্ধতিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনাকে দেখতে হবে যে, দ্বিতীয় 'ক' এর সাথে প্রথম 'ক' এর সম্বন্ধ আছে ও দ্বিতীয় 'খ' এর সাথে প্রথম 'খ' এর সম্বন্ধ আছে।

আপনি যখন সাহিত্যে প্রগতিশীলতা খোঁজ করেন তখন "পরিবর্তন" লক্ষ্য করতে ভুলবেন না। যাত্রা পুস্তকে ইস্রায়েল সন্তানদের মিসর থেকে শুরু করে সীনয়ের মরুভুমির মধ্যদিয়ে যাওয়ার বিভিন্ন ঘটনাবলী বর্ণণা করা হয়েছে; এই বর্ণণার মধ্যে যে ঐতিহাসিক প্রগতিশীলতা আছে, সে সম্পর্কে আপনি জেনেছেন। হবককুকের বইয়ে কয়েকটি ধারণাগত প্রগতিশীলতা দেখা যাবে। আপনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কয়েকটি বড় ধরণের ও সার্বিক পরিবর্তণের খোঁজ করবেন। আপনি হবককুক বইটি বেশ কয়েকবার পড়েছেন, সুতারং নিশ্চয় এরি মধ্যে বইটির সাথে কিছুটা পরিচিত হয়েছেন।

নীচে যে প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি আপনাকে সাহিত্য পদ্ধতি ও প্রগতিশীলতা খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। আপনার নোট খাতার পৃষ্ঠায় উপযুক্ত স্থানে উত্তরগুলি লিখুন (যদি লেখার জন্য আরও জায়গা দরকার হয় তবে নতুন আর একটা পৃষ্ঠায় লিখতে শুরু করুন)। হবককুক বইটি পড়বার আগে অথবা পড়বার সময় প্রশ্নগুলি পড়ুন ও আপনার নিজের উত্তর লিখবার পরেই বইয়ের উত্তরের সাথে মিলিয়ে দেখুন।

১। ১ : ২-৪ পদের প্রথমাংশে এবং ১ : ১২-১৩ পদের শেষাংশে কোন সাহিত্য পদ্ধতিটি প্রধানরূপে দেখা যায় ?

১০। ১ঃ২-৪ পদে এবং ১ঃ১২-১৩ পদে কে প্রশ্ন করেছেন ?

১১। কে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিচ্ছেন, আর এই উত্তরগুলি কোথায় আছে (দ্রষ্টব্য পদ দিন) ?

১২। ১ঃ২-৪ পদ ; ১ঃ৫-১১ পদ ; ১ঃ১২-১৭ পদ ; এবং ২ঃ২-২০ পদে যে প্রশ্নগুলি পর্যায়ক্রমিক ভাবে দেওয়া আছে, এর মধ্যে কোন্ সাহিত্য পদ্ধতিটি প্রাধান্য পেয়েছে ?

১৩। কতগুলি অভিযোগ দিয়ে হবককুকের বইটি শুরু হয়েছে (১ঃ২-৪ পদ) আপনার নিজের কথায় ছোট করে এমন একটি প্রশ্ন তৈরী করুন যা সংক্ষেপে এই অভিযোগগুলি প্রকাশ করে।

১৪। আপনার নিজের ভাষায় এমন একটা ছোট উত্তর তৈরী করুন যা ১ঃ৫-১১ পদে দেওয়া অভিযোগগুলির উত্তর দেয়।

১৫। ১ঃ১২-১৭ পদেও অভিযোগ সূচক প্রশ্ন দেখা যায়। ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে পাপ ও মন্দতা ছিল, একথা মনে রেখে আপনার নিজের কথায় এমন একটা ছোট প্রশ্ন তৈরী করুন যা সংক্ষেপে এই দ্বিতীয় অভিযোগটি প্রকাশ করবে।

১৬। ২ঃ২-২০ পদে দ্বিতীয় অভিযোগ সূচক প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া আছে। আপনার নিজের কথায় এমন একটা উত্তর তৈরী করুন যা সংক্ষেপে এটি প্রকাশ করবে।

১৭। ২ঃ৬, ৯, ১৫ ও ১৯ পদে কোন সাহিত্য পদ্ধতিটি দেখা যায়, আর কোন্ কথাগুলি এই সাহিত্য পদ্ধতি বর্ণণা করে, তা বলুন।

১৮। ২ঃ৫ পদে একটি ও ২ঃ৮ পদে আর একটি সাহিত্য পদ্ধতির নাম বলুন, এবং এই সাহিত্য পদ্ধতি দুটি কিভাবে একটি অন্যটির বিপরীত, তা ব্যাখ্যা করুন।

১৯। ২ঃ৭ পদের ভাবটি ভাল করে লক্ষ্য করুন এবং বলুন এখানে কোন্ সাহিত্য পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয়েছে ?

২০। সমগ্র ৩ অধ্যায়ে দীর্ঘকরণের সাহিত্য পদ্ধতিটি দেখা যায়। এখানে নবী বা ভাববাদীর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগি প্রকাশ পেয়েছে। ৩ঃ১-১৫ পদে একটা বিশেষ ভাবানুভূতি বা সুর রয়েছে।

৩ ঃ ১৬ পদে আর একটি ভিন্ন সুর দেখতে পাওয়া যায়। ৩ ঃ ১৭-১৯ পদেও পরিবর্তন দেখা যায়। এবার এই তিনটি ভাগের কথা মনে রেখে তৃতীয় অধ্যায়টি পড়ুন এবং এদের জন্য এমন তিনটি শব্দ ঠিক করুন যেগুলি দীর্ঘকরণের এই ধাপগুলির উপযুক্ত বর্ণণা দেয়।

২১। ৩ অধ্যায়ে দীর্ঘকরণ পদ্ধতিটির যে ভাবে ক্রমবিকাশ ঘটেছে বা এগিয়ে গেছে তা থেকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য একটা আত্মিক শিক্ষা পেতে পারি, এই শিক্ষাটি কি, বলতে চেষ্টা করুন।

২২। বইটির প্রথম অংশ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত, এর মধ্যে কম পক্ষে চারটি ধারণাগত প্রগতিশীলতা দেখা যায়। এ পর্যন্ত আপনি বেশ কয়েকবার হবককুক বইটি পড়েছেন, তাই নীচের শাস্ত্রাংশগুলিতে কি ধরণের প্রগতিশীলতা আছে বলতে পারেন কিনা দেখুন। (প্রগতি-শীলতার প্রথম ধাপটি দেওয়া আছে, তা শূন্যস্থানে এর শেষের ধাপটি লিখুন।)

ক) ২ ঃ ৪, ৩ ঃ ৮, ৩ ঃ ১৮ পদ। পাপ থেকে……………………

……………………………………………………………

খ) ২ ঃ ২, ৩ ঃ ১৬ পদ। প্রশ্ন সূচক মন বা অনিশ্চয়তা থেকে……

……………………………………………………………

গ) ২ ঃ ৪, ২ ঃ ১০-১৭ পদ। ভুল বিচার বা ভুল ধারণা থেকে……

……………………………………………………………

ঘ) ২ ঃ ২-৪ পদ, ২ ঃ ১৭, ৩ ঃ ২ পদ। ক্রোধ থেকে……………

……………………………………………………………

খসড়া তৈরী করা ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ হবককুক বইটির একটা প্রাথমিক খসড়া তৈরী করা, তার-পর, সেইটি থেকে একটা পূর্ণাংগ খসড়া তৈরী করা।

হবককুক বইটির খসড়া তৈরীর জন্য আপনাকে আবার বইটি পড়তে হবে। এখন আপনার লক্ষ্য হোল, একটা প্রাথমিক খসড়া তৈরী করা। প্রতিটি অনুচ্ছেদের জন্য একটা নাম লিখে নিয়ে, সেই নামগুলির মধ্যে কি রকম সম্বন্ধ আছে তা লক্ষ্য করবার দ্বারা সহজেই বইয়ের

কাঠামো বোঝা যায়। খসড়া তৈরীর সুবিধার জন্য হবককুক বই-টিকে মোট ১৯টি অনুচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। নীচের অনুশীলনীতে অনুচ্ছেদগুলির অধ্যায় এবং পদ দেওয়া হয়েছে।

২৩। আপনার নোট খাতার পৃথক পৃথক লাইনে নীচের প্রতিটি অনুচ্ছেদের অধ্যায় ও পদ লিখুন। প্রতিটি অনুচ্ছেদ ভাল করে পড়ুন, তারপর, প্রত্যেক অনুচ্ছেদের জন্য এমন একটা নাম ঠিক করুন যা ঐ অনুচ্ছেদের মূল অর্থ প্রকাশ করে। বাইবেল রেফারেন্সের পাশে অনুচ্ছেদের নামটি লিখুন। (আগে আপনার নামগুলি লিখুন তার পরেই আমরা যে নামগুলি দিয়েছি সেগুলি দেখতে পারেন)।

১ : ১	১ : ১২-১৭	২ : ৯-১১	৩ : ১
১ : ২-৪	২ : ১	২ : ১২-১৪	৩ : ২-১৫
১ : ৫-৭	২ : ২-৪	২ : ১৫-১৭	৩ : ১৬
১ : ৮	২ : ৫-৬	২ : ১৮-১৯	৩ : ১৭-১৯
১ : ৯-১১	২ : ৭-৮	২ : ২০	

লক্ষ্য করুন, ধার্মিক ব্যক্তির জীবন (২ : ৪ পদ), ঈশ্বরের মহিমা বিষয়কজ্ঞান (২ : ১৪ পদ), এবং ঈশ্বর যে, সমস্ত পৃথিবীতে আছেন (২ : ২০ পদ), এই বিষয়গুলি বিচার ও দণ্ডাজ্ঞার ভয়াল কালো যবনিকায় বিশ্বাসের এক উজ্বল স্বর্ণ সুত্রের মত গাঁথা। এই বিশ্বাস প্রত্যেক বিশ্বাসীকে এক নূতন প্রত্যাশা দান করে।

অনুচ্ছেদের নামগুলি দিয়ে যে প্রাথমিক খসড়া তৈরী হয়েছে, সেটিকে পূর্ণাংগ খসড়ার রূপ দিতে হবে। এজন্য দেখুন কোন নামগুলিকে প্রধান বিষয় হিসাবে নেওয়া যায়, কোন নামগুলিকে একত্রে একটা প্রধান বিষয়ের আওতাভুক্ত করা যায়, আর কোনগুলিকে একত্রে একটা উপ-প্রধান বিষয়ের আওতাভুক্ত করা যায়। প্রধান বিষয়, উপ-প্রধান বিষয়, ও বিস্তারিত বিবরণের খসড়া নীচে যেভাবে দেখান হয়েছে, ঠিক সেইভাবে লিখবেন ; একই লাইনে লিখবেন না।

১। প্রধান বিষয়
ক) উপ-প্রধান বিষয়
(১) বিস্তারিত বিবরণ।

দ্রষ্টব্য ঃ কমপক্ষে দুটি উপ-প্রধান বিষয় এবং দুটি বিস্তারিত বিবরণ থাকতে হবে। যদি একটি মাত্র উপ-প্রধান বিষয় পান, তবে ঐটিকে একটি পয়েন্ট হিসাবে (ক) আলাদা না লিখে প্রধান বিষয়ের সাথে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করুন। আর আপনি বিস্তারিত বিবরণের জন্য যদি একটি মাত্র বিষয় পান, তবে ঐটিকে পয়েন্ট হিসাবে (১) না লিখে উপ-প্রধান বিষয়টির সাথে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করুন।

বাইবেল-অভিধান, বাইবেলের টীকা ইত্যাদি থাকলে এগুলি পড়তে পারেন। এগুলিতে দেওয়া খসড়ার সাথে আপনার খসড়া মিলিয়ে দেখতে পারেন। আপনি যদি এরকম কোন বইয়ের সাহায্য নেন, তবে নিজের লেখা খসড়াটি বাতিল করবার জন্যই যে নেবেন, তা নয়। আপনার নিজের তৈরী খসড়াই আপনার কাছে সবচেয়ে ভাল। আপনি যদি অন্য একটি খসড়ার সাথে নিজের খসড়াটি মিলিয়ে দেখেন তবে, আপনার খসড়ায় যেখানে যেখানে খুঁত বা দুর্বলতা আছে বলে মনে হয়, কেবল সেই জায়গাগুলি আপনি কিছুটা পরিবর্তন করতে পারেন, যেন খসড়াটি আরও ভাল হয়। একই উদ্দেশ্য আপনি আপনার খসড়াটিকে এই বইয়ে দেওয়া খসড়ার সাথে তুলনা করবেন। মনে করবেন না যে, আপনার খসড়াটি হুবহু বইয়ে দেওয়া খসড়াটির মত হতে হবে।

পূর্ণাংগ খসড়াটির জন্য আপনার নোট খাতার একটা পৃষ্ঠা তৈরী করুন। একটা অনুচ্ছেদের নাম সাধারণতঃ এক লাইনে ধরবে, সুতরাং, এই কাজে আপনার প্রায় ১৮ লাইন মত জায়গার প্রয়োজন হবে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রধান বিষয়, কয়েকটি উপ-প্রধান বিষয়, আর কয়েকটি বিশদ বিবরণ থাকবে। এর পরের অনু-শীলনীতে যে প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি আপনাকে প্রধান বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করবে। কোন একটা অনুচ্ছেদের ব্যাপারে, এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার সময়, সেই অনুচ্ছেদটি, ও তার জন্য আপনার দেওয়া নামটি পড়ুন। (আপনার উত্তরগুলি নোট খাতায় লিখুন)।

২৪। ১ঃ১ পদ, ২ঃ১ পদ, এবং ৩ঃ১ নিয়ে আমরা অলোচনা করব।

ক) এই পদগুলির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ৪ নং অনুশীলনীতে আপনি কি পেয়েছেন ?

খ) এই তিনটি পদেই বইটির তিনটি প্রধান অংশ আরম্ভ হয়েছে।

গ) আপনার মতে ১ ঃ ৫-৭ পদের সাথে ১ ঃ ৮ পদ এবং ১ ঃ ৯-১১ পদের সম্বন্ধ কি ?

২৫। প্রথম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদগুলির নাম লক্ষ্য করুন ও উপরের প্রশ্নের খ ও গ এর উত্তর মনে রেখে আপনার নোট খাতায় প্রথম অধ্যা-য়ের পূর্ণাংগ খসড়াটি লিখুন। তারপরে বইয়ে দেওয়া খসড়ার সাথে তুলনা করুন।

২৬। দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদগুলির নাম লক্ষ্য করুন।

ক) এই অধ্যায়ে লোভীদের সম্পর্কে দু'টি অনুচ্ছেদ আছে। এই অনুচ্ছেদ দুটির বাইবেল রেফারেন্সগুলি লিখুন।

খ) লোভ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দুটি অনুচ্ছেদকে আপনার খসড়ায় এক বা অভিন্ন লাইন হিসাবে ধরে নিয়ে "মন্দ লোকেরা ধংশ হবে, কিন্তু ধার্মিকেরা রক্ষা পাবে"-এই উপ-প্রধান বিষয়টির নীচে বিশদ বিবরণের জন্য আপনি কয়টি বিষয় পাবেন ও সেগুলি কি কি ?

২৭। দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদগুলির নাম লক্ষ্য করুন। উপরের প্রশ্নের ক ও খ এর উত্তর মনে রেখে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পূর্ণাংগ খসড়াটি আপনার নোট খাতায় লিখুন। তার পরে বইয়ে দেওয়া খসড়ার সাথে তুলনা করুন।

২৮। তৃতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদগুলির নাম লক্ষ্য করুন ও আপনার নোট খাতায় তৃতীয় অধ্যায়ের পূর্ণাংগ খসড়াটি লিখুন। তারপরে বইয়ে দেওয়া খসড়ার সাথে মিলিয়ে দেখুন।

এখন আপনার নোট খাতার পৃষ্ঠায় খসড়াতৈরীর কাজটি সম্পূর্ণ হোল। আপনি যদি কখন এই মূল খসড়াটি আরও বাড়াতে চান তবে, এটিকে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন ও পড়বার সময় নূতন নূতন বিষয় দেখতে পেলে, এতে যোগ করতে পারবেন।

প্রয়োগ বা ব্যবহার ঃ

লক্ষ্য ৭ ঃ বাইবেলের সত্যগুলি মেনে চলতে চেষ্টা করা, যেন ঈশ্বরের বাক্য আরো পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারা যায়।

দ্বিতীয় পাঠে আপনি জেনেছেন যে বাইবেল অধ্যয়নের মৌলিক ধাপগুলি হোল পর্যবেক্ষণ করা, অর্থব্যাখ্যা করা, সারমর্ম তৈরী করা, মূল্যায়ন করা, প্রয়োগ করা (ব্যবহার), এবং সম্বন্ধ নির্ণয় করা। এ পর্যন্ত আপনি যে পাঠগুলি পড়েছেন, সেগুলি ছিল বাইবেল অধ্যয়নের প্রাথমিক ধাপগুলির জন্য প্রয়োজনীয়। প্রয়োগ বা ব্যবহার, কিছুটা ভিন্ন ধরণের, এটা কেবল বাইবেল অধ্যয়নের দক্ষতার ব্যাপারই নয়; এর সাথে আপনার মনোভাব, ইচ্ছা, প্রভুর সাথে আপনার সম্পর্ক এবং আপনার উদ্দেশ্য ইত্যাদির যোগ রয়েছে।

আপনি আরও জেনেছেন যে, আপনি যখন ঈশ্বরের বাক্য পড়তে আসবেন, তখন যেন শ্রদ্ধা ও প্রার্থনার মনোভাব আপনার মধ্যে থাকে। ঈশ্বরের বাক্য বা বাইবেল সাধারণ ভাবে সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরের বার্তা, কিন্তু আপনার আমার জন্য এটা ঈশ্বরের ব্যাক্তিগত বার্তা। (এর মানে বাইবেলের মাধ্যমে ঈশ্বর যেমন সকল মানুষের সাথে কথা বলেন, তেমনি আপনার বা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারেও তিনি এর মধ্য দিয়ে কথা বলেন) এই দিক দিয়ে বাইবেল অন্য সব বই থেকে আলাদা। আপনি যদি ঠিকভাবে বাইবেলের অর্থ ব্যাখ্যা করতে চান ও তা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চান, তবে আপনার নিজের বুদ্ধি ও দক্ষতার সাথে পবিত্র আত্মার সাহায্যও প্রয়োজন। নির্ভুল ভাবে বাইবেল বুঝাবার জন্য আপনাকে যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হয়ে নূতন জন্ম লাভ করতে হবে। ঈশ্বরের আত্মাই আপনার অন্তরে থেকে, আপনাকে ঈশ্বরের বাক্য বুঝিয়ে দেন।

২৯। ঠিক উত্তরটির বা পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন। নির্ভুলভাবে ধর্মশাস্ত্র বুঝবার জন্য—

ক) আপনাকে অবশ্যই গ্রীক ভাষা জানতে হবে।

খ) আপনাকে যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হয়ে নূতন জন্ম লাভ করতে হবে।

গ) বাইবেলের ব্যাখ্যার জন্য সব সময় আপনাকে অন্য লোকদের উপর নির্ভর করতে হবে।

৩০। পর্যবেক্ষণ, অর্থ ব্যাখ্যা করা, সারমর্ম প্রস্তুত করা, মূল্যায়ন করা, সম্বন্ধ নির্ণয় করা, এই গুলির মধ্যে কি সম্পর্ক ?

ক) এগুলি প্রথম পাঠ থেকে নেওয়া কয়েকটি কথা, এদের মধ্যে কোন মিল নেই।

খ) এগুলি হোল বাইবেল অধ্যয়নের ছয়টি ধাপ।

গ) এই শব্দগুলির একটি অন্যটির বদলে ব্যবহার করা যায়।

আপনি যদি নতুন জন্ম পেয়ে থাকেন, আর এই পাঠগুলি যদি খুব ভালভাবে পড়ে থাকেন, তাহলে আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে পবিত্র শাস্ত্র অনেক ভাবেই আপনার সাহায্যে আসতে পারে। আপনাকে এইভাবে সাহায্য করাই হোল পবিত্র আত্মার একটা বড় কাজ। যীশু বলেছেন, "সেই সাহায্যকারী, অর্থাৎ পবিত্র আত্মা, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনিই সব বিষয় তোমাদের শিক্ষা দেবেন, আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি সেই সব তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন" (যোহন ১৪ : ২৬ পদ) "কিন্তু সেই সত্যের আত্মা যখন আসবেন, তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন...............তিনি যা আমার কাছ থেকে শুনবেন তা-ই তোমাদের জানাবেন" (যোহন ১৬ : ১৩-১৪ পদ)।

আপনি যখন পবিত্র শাস্ত্র পড়েন বা অধ্যয়ন করেন, তখন ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে আপনার সাথে কথা বলেন। স্কুলের কোর্সগুলি আপনাকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য পাঠের স্থান নিতে পারেনা। এগুলি আপনার জীবনের সব সমস্যার উত্তর দিতে পারবে না। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য পাঠের মাধ্যমে ঈশ্বর আপনার সংগে কথা বলবেন, যতবার আপনি তাঁর বাক্য পড়বেন ততবারই তিনি তাঁর বাক্যের মাধ্যমে আপনাকে নতুন কিছু দেবেন।

ঈশ্বরের বাক্য কি কি ভাবে আমাদের জীবনে ব্যবহার করা যায়, তা বুঝবার জন্য আপনি নানাভাবে পবিত্র আত্মার সাথে সহযোগিতা করতে পারেন। বাইবেল পড়ে আপনি যদি তা জীবনে ব্যবহার করেন, তাহলেই আপনার পড়া সার্থক হবে।

৩১। প্রতিটি সত্য উক্তির বা পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) এই পাঠ্য বইটির মত, বাইবেল সম্বন্ধীয় যে কোন একটা বই পড়লেই আপনি জীবনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে পারেন।

খ) বাইবেল সম্বন্ধীয় যে কোন একটা ভাল বই পড়লেই আপনি জানতে পারবেন, কি করে আপনার জীবনের সমস্ত সমস্যা বা অসুবিধা দূর করা যায়।

গ) বাইবেল সম্বন্ধীয় এই বইগুলি আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারে কিভাবে ঈশ্বরের বাক্য পড়তে হয় যেন, সঠিকভাবে ঈশ্বরের বাক্য পাঠের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা আপনাকে তাঁর ইচ্ছা জানাতে পারেন।

ঈশ্বর আপনাকে কি বলতে চান, তা জানার জন্য আপনি নানা-ভাবে ঈশ্বরের সাথে সহযোগীতা করতে পারেন। এর কয়েকটি উপায় নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলি, যেগুলি আপনার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত, সেগুলি আরও ভালভাবে বুঝবার জন্য ও সে বিষয়ে ঈশ্বরীয় জ্ঞান লাভের জন্য আপনাকে কয়েকটি কাজ করতে হবে। আর এভাবে আপনি যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা ভাল করে বুঝতে পারেন তবেই, আপনার বাইবেল পড়া সার্থক। এই জন্য নিজেকে ও প্রভুকে কিছু প্রশ্ন করুন। নিজেকে এমন সব প্রশ্ন করুন যা আপনার জীবন, আপনার উদ্দেশ্য ও মনোভাবকে পবিত্র করবে।

আমি পবিত্র আত্মার কাছ থেকে যে আলো (জ্ঞান) পেয়েছি, সেই আলোতেই কি জীবন যাপন করছি ? এর উত্তরে আপনাকে 'হ্যা' বলতে পারা উচিৎ। আপনার জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, পবিত্র আত্মাই আপনাকে তা জানান, আর তাঁর ইচ্ছা মেনে চলতে না চাওয়ার মানে অন্ধকারে থাকা, কিন্তু আপনি বাইবেল পড়ে যে সত্য-গুলি জানতে পারেন, সেগুলি যদি মেনে চলেন তবে, ঈশ্বর আপনাকে আরও অনেক সত্য জানাবেন ও আপনি আরও গভীর সত্য বুঝতে শুরু করবেন। ঈশ্বর আমাদেরকে সত্য জানান যেন, আমরা সেগুলি মেনে চলি।

৩২। নীচে দেওয়া পদগুলি পড়ুনঃ যাকোব ১ঃ ২৩ পদ, ২৫ পদ, যোহন ১৫ঃ ১৪ পদ; মথি ৫ঃ ১৯ পদ, ২৩ঃ ৩ পদ। এই পদগুলির মধ্যে একটা সাধারণ মূল প্রসংগ আছে, সেটি কি?

....

বাইবেল পড়ার সময় পবিত্র আত্মা আমাদের যে সত্যগুলি জানান, আমরা যদি সেগুলি পালন করি তবে, তিনি আমাদের আরও অনেক সত্য জানান। এজন্য প্রভুর কাছে বারবার পাপ স্বীকার করাও আমাদের একটা কাজ। বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের বারবার প্রভুর কাছে আসার ও শুচি হবার প্রয়োজন আছে। যীশুর কাছে এলে তিনি আমাদের শুচি বা পবিত্র করেন, প্রথম যোহন ১ঃ ৯ পদে আমরা এই নিশ্চয়তা পাই। যে বাধাগুলি আমাদের ঈশ্বরের সত্য বুঝতে দেয়না, এইভাবে শুচি হওয়ার ফলে সেগুলি দূর হয়।

এর পরে আপনি নিজেকে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করবেনঃ আমি যখন বাইবেল নিয়ে বসি, তখন কি আমার মধ্যে বিশ্বাসের মনোভাব থাকে? আমার মধ্যে জানবার ইচ্ছা থাকে? আমার মধ্যে কি সত্যগুলি মেনে নেওয়ার মনোভাব থাকে? আমার নিজের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, সৎভাবে সেটাই জানতে চাই, না অন্যদের কি করতে হবে তা বলে দিয়ে প্রশংসা কুড়াতে চাই? আসলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কতক লোক আছে যারা ঈশ্বরের বাক্যের কোনটা বিশ্বাস করবে আর কোনটা বিশ্বাস করবে না, তা নিজেরা বেছে নেয়। যেগুলি বিশ্বাস করলে নিজের পরিবর্তন করতে হবে, তারা সেগুলি বাদ দিয়ে যায়। আপনি তাদের মত না হয়ে, ঈশ্বরের সমস্ত সত্য মেনে নিন এজন্য যদি আপনাকে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে হয়, তবুও।

৩৩। আমরা আত্মিক সত্য পুরোপুরি বুঝতে পারবোঃ-

ক) যদি আমাদের জানা সত্যগুলি মেনে চলি।

খ) যদি বাইবেলের কঠিন অংশগুলি মন দিয়ে পড়ি।

গ) আত্মিক সত্যের কয়েকটি দিক বেছে নিয়ে কেবল সেইগুলি মেনে চলি।

বাইবেলের সত্যগুলি কিভাবে আপনার জীবনে খাটাবেন, তা জানবার জন্য প্রভুর কাছে ও বাইবেলের কাছে কিছু কিছু প্রশ্ন করুন।

কোন বিষয় সম্পর্কেই ঈশ্বরের আইন বা মনোভাব কখনও পাল্টায়না। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর বলেছেন তিনি স্ত্রী পরিত্যাগ ঘৃণা করেন (মালাখি ২ ঃ ১৬ পদ)। তাই আপনি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারেন যে, মালাখির সময়ে তিনি স্ত্রী পরিত্যাগকে যেমন ঘৃণা করতেন, এখনও তেমনি ঘৃণা করেন। তাই বাইবেল পড়ার সময় প্রভুকে অনুরোধ করুন। বাইবেলের পদগুলিতে যে চির-সত্যগুলি আছে তা যেন, তিনি আপনাকে দেখিয়ে দেন। প্রভুকে এই ধরণের বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন করুন ঃ "এটা আমার বিশ্বাস করা উচিৎ?" "এইটি কি যে কোন ভাবে হোক, আমার জীবনে খাটাতে হবে? "একজন বিখ্যাত বাইবেল শিক্ষক শিক্ষা দেবার সময় প্রায়ই "তুলনীয় বিষয়" কথাটি ব্যবহার করতেন। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চাইতেন "বাইবেলে যে অবস্থার কথা আছে তারসাথে আজ আমার জীবনের কোন কোন অবস্থার মিল বা তুলনা আছে" বাইবেল পড়বার সময় সর্বদা নিজেকে প্রশ্ন করুন, "এইটি আমার জীবনে কিভাবে খাটে?"

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। হবককুকের বইটিতে যে বার্তা আছে, তা, কি কি ভাবে আমাদের জীবনে খাটান যায়, তার কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া হয়েছে। উত্তরগুলি আপনার নোট খাতায় লিখুন।

৩৪। হবককুক ১ ঃ ২-৪ পদে যে সব অবস্থার কথা বলা হয়েছে, আর আজকাল আমাদের জীবনে যে অবস্থা দেখতে পাই, এই দুইয়ের মধ্যে কি কি তুলনীয় বিষয় আছে, সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩৫। হবককুক ১ ঃ ৬ পদ, ২ ঃ ২-৪ পদ এবং ৩ ঃ ১৯ পদ পড়ুন। এই পদগুলি থেকে আজকের দিনে ঈশ্বরের একজন সন্তান কোন কোন বিষয়ের নিশ্চয়তা পেতে পারেন?

৩৬। হবককুক ১ ঃ ১২ পদ, ৩ ঃ ১৬ পদ, ৩ ঃ ১৮ পদ এবং ৩ ঃ ১৯ পদ পড়ুন। এই পদগুলিতে ঈশ্বরের সান্তনা লাভের জন্য হবককুক এখানে যেভাবে কথা বলেছেন, আপনাকেও সেভাবে কি কি কথা বলতে হবে (উত্তর, নিজের কথায় লিখুন)?

পরীক্ষা—৭

এই পাঠটি আর একবার দেখে নিন। তারপর নীচের পরীক্ষাটি নিন। এই বইয়ের শেষ ভাগে দেওয়া উত্তরগুলির সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। ফলাফল ছাত্র বিবরণীতে লিখুন। কোন প্রশ্নের উত্তর ভুল হলে সে বিষয়ে আবার পড়ুন। সঠিক উত্তরটি বেছে নিন। সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটির পাশে (✓) টিক চিহ্ন বসান।

১। সামগ্রীক পদ্ধতিতে অধ্যয়নের সময় পর্যবেক্ষণের ধাপগুলির কাজ-

ক) পড়া, লেখা নয়।

খ) লেখা, পড়া নয়।

গ) পড়া এবং লেখা দুই।

ঘ) পড়া লেখা কোনটিই নয়।

২। হবককুক বইটির মূল প্রসংগ—

ক) কেবল মাত্র প্রথম অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

খ) কেবল মাত্র দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

গ) কেবল মাত্র তৃতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

ঘ) সবগুলি অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

৩। কোন একটি বইয়ের মূল প্রসংগের ক্রমবিকাশ, লেখকের কোন্ বিষয় ঘোষনার দ্বারা আমরা আশা করতে পারি?

ক) সাহিত্যের সুর বা ভাবানুভূতি।

খ) বিষয় বস্তু।

গ) প্রগতিশীলতা।

ঘ) লেখার ধরণ।

৪। ধরাবাঁধা শব্দগুলির জন্য—

ক) অন্যান্য শব্দগুলির চেয়ে কম মনোযোগ দরকার।

খ) অন্যান্য শব্দগুলির চেয়ে বেশী মনোযোগ দরকার।

গ) অন্যান্য শব্দগুলির মত একই মনোযোগ দরকার।

ঘ) কোনই মনোযোগ দরকার নেই।

৫। হবককুক বইয়ে লেখার ধরণ পরিবর্তিত হয়েছে—

ক) কবিতা থেকে নাটকে।

খ) নাটক থেকে কবিতায়।

গ) দৃষ্টান্ত থেকে কবিতায়।

ঘ) কবিতা থেকে দৃষ্টান্তে।

৬। হবককুক বইটির সুর বা ভাবানুভূতি—

ক) শুরুর চেয়ে বরং শেষেই বেশী স্পষ্ট।

খ) শুরুর চেয়ে বরং শেষেই কম স্পষ্ট।

গ) যেমন শুরুতে তেমনি শেষেও, একই রকম স্পষ্ট।

ঘ) বইটির কোন্ অংশেই স্পষ্ট নয়।

৭। সাহিত্যে সন্দেহ থেকে নিশ্চয়তার দিকে যে প্রগতিশীলতা তাকে বলা হয়—

ক) শিক্ষা মূলক প্রগতিশীলতা।

খ) জীবনীমূলক প্রগতিশীলতা।

গ) ধারণাগত প্রগতিশীলতা।

ঘ) ঐতিহাসিক প্রগতিশীলতা।

৮। কোন একটা বইয়ের প্রাথমিক খসড়ার মধ্যে থাকে—

ক) বইটির প্রত্যেক অধ্যায়ের নাম।

খ) বইটির প্রথম ও শেষ অধ্যায়ের নাম।

গ) প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদের নাম।

ঘ) বইটির সবগুলি অনুচ্ছেদের নাম।

৯। বাইবেল অধ্যয়নের যে ধাপটিতে প্রভুর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়, সেটি হোল—

ক) পর্যবেক্ষণ।

খ) মূল্যায়ন।

গ) প্রয়োগ বা ব্যবহার।

ঘ) সারমর্ম।

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

১। আপনার নিজের উত্তর। (উত্তর দেবার প্রয়োজনীয় নির্দেশ আপনার পাঠ্য বইতে আছে।)

৩৬। হে প্রভু, তুমি আমারই ঈশ্বর, তুমি পবিত্র ও অনন্তকালস্থায়ী। আমি নীরবে তোমার অপেক্ষা করব। আমি সর্বদা প্রভুতে আনন্দ করব, আমি সকল অবস্থায় সুখী থাকব, কারণ ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার করেছেন। প্রভুই আমাকে শক্তি দেন, আমাকে নিরাপদ রাখেন।

২। উত্তর ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে পারে। আমাদের মতে এর মূল প্রসংগ হতে পারে, বিচার, ২ ঃ ৪ পদ থেকে এর ইংগিত পাওয়া যায়।

৩৫। একজন ঈশ্বরের সন্তান এই নিশ্চয়তা পেতে পারেন যে, ঈশ্বরই সব কিছু পরিচালনা করেন, তিনি অন্যায়ের প্রতিকার করবেন ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন, হবকুককের মত তাকেও ঈশ্বর সহ্য করবার শক্তি দেবেন।

৩। আমাদের দেওয়া উত্তর (আপনার উত্তরগুলি কিছুটা ভিন্ন রকমের হতে পারে, তবে এই উদাহরণগুলির মত হলেই চলবে)

১ ঃ ২ "আমাদের নিস্তার কর"।
"অধিকার করণার্থে ....বিহার করে।"

১ ঃ ৮-৯ "অশ্বারোহীগণ......... দৌরাত্ম্য করিতে আইসে।"

১ ঃ ১২ "বিচারার্থেই উহাকে নিরূপণ করিয়াছে।"

২ ঃ ৪ "মন্দ লোকেরা বিনষ্ট হবে"

২ ঃ ৬ "বিজয়ীদের দণ্ড"

২ ঃ৯, ১২, ১৫ "আপনার দণ্ড"

২ ঃ ১৬ "অপমান.........পানপাত্র.........জঘন্য লজ্জা"

২ ঃ ১৭ "দৌরাত্ম্য তোমাকে আচ্ছন্ন করিবে।"

৩ ঃ ৭ "কূশনের তাম্বু সকল (বা লোকেরা) ক্লিষ্ট।"

৩৪। তখনকার সময়ের মত আজও দৌরাত্ম্য দুঃখ-কষ্ট ও বিরোধ বিসংবাদ আছে। লোকেরা আইন অমান্য করে, প্রায়ই সুবিচার পাওয়া যায়না। মন্দ লোকেরাই সুখ-সম্মৃদ্ধি ভোগ করে। আজও লোভী মানুষ শুধু চায় আর চায়, তারা কখনই তৃপ্ত হয়না।

৪। ১ ঃ ১ "হবককুক ভাববাদীর ভাববাণী ; তিনি এই দর্শন পান।"

২ ঃ ২ "সদাপ্রভু উত্তর করিয়া আমাকে কহিলেন।"

২ ঃ ৪ "দেখ"

৩ ঃ ১ "হবককুক ভাববাদীর প্রার্থনা।"

৩৩। । ক) জানা সত্যগুলি মেনে চলবার দ্বারা।

৫। যে শব্দ ও বাক্যাংশগুলির বিষয় আরও পড়াশুনা করা অবশ্যক, তাদের কয়েকটি নমুনা ঃ (আপনি নিশ্চয়ই এগুলি ছাড়া আরও অনেক শব্দ ও বাক্যাংশ পাবেন)।

১ ঃ ৪ "বিচার.........বিপরীত হইয়া পড়ে।"

১ ঃ ৬ "আমি কল্‌দীয়দিগকে উঠাইব।"

২ ঃ ১ "দুর্গ"

২ ঃ ২ "ফলক"

২ ঃ ৬, ৯, ১২, ১৯, "ধিক"

৩২। ঈশ্বরের বাক্য যা করতে বলে তা করা দরকার (উত্তর ভিন্ন হলেও ভাবটা একই রকম থাকতে হবে)।

৬। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সুর বা ভাবানুভূতি–

দুঃশ্চিন্তা, ভয়, অথবা জিজ্ঞাসা (সন্দেহ)।

তৃতীয় অধ্যায়ের সুর বা ভাবানুভূতি ঃ-বিশ্বাস বা সুনিশ্চিয়তার ভাব।

৩১। গ) বাইবেল সম্বন্ধীয় এই বইগুলি আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারে, কিভাবে ঈশ্বরের বাক্য পড়তে হয়, যেন, সঠিকভাবে ঈশ্বরের বাক্য পাঠের মধ্যদিয়ে পবিত্র আত্মা আপনাকে তাঁর ইচ্ছা জানাতে পারেন।

৭। বইটির প্রথমে যে প্রকার সাহিত্য আছে, তা হোল নাটক।

৩০। এগুলি হোল বাইবেল অধ্যয়নের ছয়টি ধাপ।

৮। ৩ ঃ ১ পদে লেখার ধরণ পরিবর্তিত হয়েছে। এর পরে কবিতা (কবিতার আকারে প্রার্থনাটি বলা হয়েছে)।

২৯। খ) আপনাকে যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করার দ্বারা নূতন জন্ম লাভ করতে হবে।

২৮। ৩) হবককুকের প্রার্থনা (৩ ঃ ১ পদ)।

ক) ভয়ের প্রকাশ (৩ ঃ ২-১৫ পদ)।

খ) ভয়ের বদলে ধৈর্য্য (৩ ঃ ১৬ পদ)।

গ) বিশ্বাস (৩ ঃ ১৭-১৯ পদ)।

৯। প্রশ্ন

২৭। ২) ঈশ্বরের উত্তর পাবার জন্য অপেক্ষা (২ ঃ ১ পদ)।

ক) দুষ্টেরা ধ্বংশ হবে, কিন্তু ধার্মিকেরা রক্ষা পাবে (২ ঃ ২-৪ পদ)।

(১) যারা লোভী (২ : ৫-৮ পদ)।

(২) যারা কুমন্ত্রণা করে (২ : ৯-১১ পদ)।

(৩) যারা রক্তপাতের অপরাধ করে (২ : ১২-১৪ পদ)।

(৪) অপরাধীদের শাস্তি (২ : ১৫-১৭ পদ)।

(৫) প্রতিমা পূজার অসারতা (২ : ১৮-১৯ পদ)।

খ) ঈশ্বরের উপস্থিতি (২ : ২০ পদ)।

১০। হবককুক (অথবা' মানুষ') এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করছে।

২৬। ক) ৫-৬ পদ এবং ৭-৮ পদ।

খ) পাঁচটি, যারা লোভী, যারা কুমন্ত্রনা করে, যারা রক্তপাতের অপরাধ করে, অপরাধীদের শাস্তি, এবং প্রতিমা পূজার অসারতা।

১১। ঈশ্বর উত্তর দেন ১ : ৫-১১ পদে এবং ২ : ২-২০ পদে।

২৫। ১) ঈশ্বরীয় বাণীর ভূমিকা (১ : ১ পদ)।

ক) দুষ্ট লোকদের বিরুদ্ধের অভিযোগ (১ : ২-৪ পদ)।

খ) বিজয়ী কলদীয়রা (১ : ৫-৭ পদ)।

(১) কলদীয় অশ্ব (১ : ৮ পদ)।

(২) কলদীয় সৈন্য (১ : ৯-১১ পদ)।

গ) কলদীয়দের অত্যধিক মন্দতা (১ : ১২-১৭ পদ)।

১২। পালাক্রমিক পুনরুক্তি।

২৪। ক) বিষয় বস্তুর ঘোষনা।

খ) ১ : ১ পদ ; ২ : ১ পদ ; এবং ৩ : ১ পদ- এই অনুচ্ছেদ-গুলির নাম খসড়ার তিনটি প্রধান বিষয় হবে।

গ) ১ : ৮ পদ এবং ১ : ৯-১১ পদ, ১ : ৫-৭ পদ, উক্ত উপ প্রধান বিষয়, 'বিজয়ী কলদীয়দের' নীচে বিষদ বর্ণণা বলে মনে হয়।

১৩। আমাদের উত্তরঃ দুষ্টদের শাস্তি দেওয়া হয়না কেন ?

২৩। ১ : ১ ঈশ্বরীয় বাণীর ভূমিকা

১ : ২-৪ দুষ্ট লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

১ : ৫-৭ বিজয়ী কলদীয়রা।

১ : ৮ কলদীয় অশ্ব।

১ : ৯-১১ কলদীয় সৈন্য।

১ : ১২-১৭ কলদীয়দের অত্যধিক মন্দতা।

২ : ১ ঈশ্বরের উত্তর পাবার জন্য অপেক্ষা।

২ : ২-৪ দুষ্টেরা ধংশ হবে, কিন্তু ধার্মিকেরা রক্ষা পাবে।

২ : ৫-৬ লোভী মানুষেরা।

২ : ৭-৮ লোভীদের সব কিছু লুন্ঠিত হবে।

২ : ৯-১১ যারা কুমন্ত্রনা করে।

২ : ১২-১৪ রক্তপাতের অপরাধ।

২ : ১৫-১৭ অপরাধীদের শাস্তি।

২ : ১৮-১৯ প্রতিমা পূঁজার অসারতা।

২ : ২০ ঈশ্বরের উপস্থিতি।

৩ : ১ হবককুকের প্রার্থনা।

৩ : ২-১৫ ভয়ের প্রকাশ।

৩ : ১৬ ভয়ের বদলে ধৈর্য্য।

৩ : ১৭-১৯ বিশ্বাস (নিশ্চয়তা)।

১৪। দুষ্টদের শাস্তি দেওয়া হবে।

২২। ক) পরিত্রাণ।
খ) সাহস।
গ) সুবিচার।
ঘ) করুনা

১৫। "কম দুষ্ট লোকদের শাস্তি দেবার জন্য আরো" বেশী দুষ্ট লোকদের ব্যবহার করা হয় কেন ?

২১। ভয়ের বিষয় থাকলে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে, ধৈর্য্য ধরে সহ্য করতে হবে।

১৬। "বেশী" দুষ্ট লোকদেরও শাস্তি দেওয়া হবে।

২০। ৩ ঃ ১-১৫ পদ-ভয়, ৩ ঃ ১৬ পদ-ধৈর্য্য ধরে সহ্য করা, ৩ ঃ ১৭-১৯ পদ-বিশ্বাস।

১৭। ২ ঃ ৬, ৯, ১২, ১৫ এবং ১৯ পদে "ধিক তাহাকে" এই কথাটির পুনরুক্তি আছে।

১৯। পার্থক্য

১৮। ২ ঃ ৫ পদে কারণগত দিক, কারণ থেকে ফলের দিক যায় ও ২ ঃ ৮ পদে সমর্থনগত দিক ফল থেকে কারণের দিকে যায়।

তৃতীয় খণ্ড

অধ্যয়নের অন্যান্য পদ্ধতি

৮ম পাঠ

জীবনীমূলক অধ্যয়ন

বাইবেলের লোকগুলি ছিল সত্যিকার মানুষ। তবুও প্রতিদিন আমরা যে মানুষদের দেখতে পাই, বাইবেলের মানুষগুলি যেন তাদের মত অতটা সত্য নয়। আপনি তাদের কখনও দেখেননি। কেবল একটা বইয়ের পৃষ্ঠায়ই তাদের কথা জানতে পারেন। আপনার জীবন যাপন হয়তো তাদের জীবন থেকে একেবারে ভিন্ন। অনেক অনেক কাল আগে যারা এই পৃথিবীতে বাস করত, তাদের বিষয় জানার জন্য প্রত্নতত্ত্ববিদরা মাটি খুঁড়ে হাড়-গোড়, তখনকার লোকদের ব্যবহৃত খুঁটিনাটি জিনিষ, বাসন, হাতিয়ার ইত্যাদি নিয়ে আসেন। শত শত বছর অথবা হাজার হাজার বছর আগে মানুষের জীবন কি রকম ছিল, এগুলি থেকে আমরা তার কিছুটা অনুমান করতে পারি। কিন্তু এগুলি সবই অস্পষ্ট অতীতের বিষয়, এজন্য এগুলোকে সত্য বলে ধরে নেওয়া কঠিন।

বাইবেলের লোকদের আপনি কিভাবে আরো ভাল করে জানতে পারেন? আপনি তাদের জীবনের ভুলত্রুটি থেকে কিভাবে শিক্ষা নিতে পারেন? আপনি কিভাবে তাদের ধর্মিয় জীবন অনুসরণ করে তাদের মত ঈশ্বরের আশীর্বাদের ভাগী হতে পারেন? তারা সত্যিকার মানুষ হলেও তারা যে আপনারই মত অসম্পূর্ণ, এই বিষয়টি আপনি কিভাবে বুঝতে পারবেন? তাদের সম্বন্ধে ভাল করে পড়াশুনা করেই আপনি এগুলি পারেন। তাই এই পাঠে আপনি বাইবেলের লোকদের বিষয় পড়াশুনা করবেন।

পাঠের খসড়া ঃ

বাইবেলের জীবনী মূলক ভূমিকা।
বিভিন্ন প্রকার জীবনী।
সাধারণ বর্ণণা।
বর্ণণাগুলির ব্যাখ্যা
চারিত্রিক ব্যাখ্যা।
যুক্তি মূলক অধ্যয়ন।
জীবনী মূলক পাঠের সার সংক্ষেপ।
জীবনী মূলক পাঠের উপায়।
খবর-সংগহ করা।
খবরগুলির অর্থ জানা।
খবরগুলি সাজানো।
আমোষের জীবনী অধ্যয়ন।

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর

* বাইবেলে প্রধানতঃ যে কয় ধরণের জীবনী মূলক পাঠ আছে, বাইবেলের লেখকরা কি উদ্দেশ্য নিয়ে সেগুলি লিখেছেন, তা আপনি বলতে পারবেন। কিভাবে জীবনী মূলক পাঠগুলি অধ্যয়ন করতে হয়, তাও বলতে পারবেন।
* আমোষ এবং বাইবেলের অন্যান্য লোকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অনন্ত জীবন সম্পর্কে আপনার প্রত্যাশা আরো বেড়ে যাবে।

শেখার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ ঃ

১। পাঠের ভূমিকা, পাঠের খসড়া এবং পাঠের লক্ষ্যগুলি পড়ুন।

২। মূল শব্দাবলীতে যে নতুন শব্দগুলি আছে, সেগুলির মানে শিখে নিন।

৩। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়ুন এবং সেই সাথে এর মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

৪। পাঠের শেষের পরীক্ষাটি দিন, তারপর বইয়ে দেওয়া উত্তরের সাথে আপনার নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

মূল শব্দাবলী ঃ

	গৌণ
সমকালীন	প্রভাবিত

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

বাইবেলের জীবনীমূলক পাঠের ভূমিকা ঃ

লক্ষ্য-১ ঃ নূতন নিয়মের বিবরণ অনুসারে পুরাতন নিয়মের লোকদের বর্তমান জীবন বর্ণণা করুন।

যীশু একদল লোকের কাছে কি বলেছিলেন শুনুন। তিনি বলেছিলেন, "আমি আপনাদের বলছি যে পূর্ব ও পশ্চিম থেকে অনেকে আসবে এবং অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের সংগে স্বর্গরাজ্যে খেতে বসবে" (মথি ৮ ঃ ১১ পদ)। আর একবার অবিশ্বাসী সদ্দূকীদের যীশু বলেছিলেন যে, ঈশ্বর বলেছেন "আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর" (মথি ২২ ঃ ৩২ পদ)। তিনি জীবিতদের ঈশ্বর, মৃতদের ঈশ্বর নন।

এই পাঠটি জীবনীমূলক পদ্ধতিতে বাইবেল অধ্যয়ন করা সম্পর্কে লেখা হয়েছে। অনেক আগে বাইবেলের লোকেরা যেরূপ জীবন যাপন করেছেন, এই পাঠে তাদের সেই জীবন সম্পর্কে আপনি অধ্যয়ন করবেন। বাইবেলের লোকদের সত্যিকার মানুষ রূপে চিন্তা করা

সহজ হবে, যদি আপনি বাইবেলের কয়েকটি সত্য মনে রাখেন। আপনি বাইবেলের পাতায় যে ঈশ্বরভক্ত লোকদের দেখা পাবেন, তারা আজও জীবিত। এটাই যীশু খ্রীষ্টের বাণীর মূল কথা। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট জীবিত, আর যারাই তাঁর কাছে আসে, তিনি তাদের সকলকে অনন্ত জীবন দেন (যোহন ৫ঃ২৪-২৬ পদ দেখুন)। পুরাতন নিয়মের সমস্ত ঈশ্বরভক্ত লোক, ও এদের মত অন্যান্য যত লোক যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তাদের সবাইকে তিনি অনন্ত জীবন দেন (রোমীয় ৪ অধ্যায় পড়ুন)। অনেক আগে বাইবেলের লোকেরা যে ভাবে জীবন যাপন করেছেন (আপনার, আমার মতই অসম্পূর্ণ বা ভুল-ত্রুটিপূর্ণ জীবন), তাদের সেই জীবন অধ্যয়ন করবার সময় আমাদের বুঝতে হবে যে, বাইবেলের ছাপানো অক্ষরে যে জীবনী লেখা আছে, তাই তাদের জীবনের সমস্ত বিষয় নয়। পৃথিবীর সময়ের মাপকাঠিতে বিচার করলে, তারা আরো শত শত বছর ধরে জীবিত আছেন। তারা প্রভুর সংগে থেকে তাঁর কাছ থেকে শিখে, বেড়ে উঠে, পুরোপুরি খাঁটি (বা প্রভুর মত) হওয়ার দিকে অনেক এগিয়েছেন।

আমরা কিভাবে এসব জানি? উপরে যীশুর যে কথাগুলি লিখিত আছে, সেগুলি থেকে আমরা এর কিছু ইংগিত পাই। পুরো নূতন নিয়মে আরো অনেক ইংগিত আছে। একবার অবিশ্বাসী ফরীশীদের কাছে কথা বলবার সময় যীশু নিজের বিষয়ে কয়েকটি কথা বলেছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন যে, তিনি জগতের আলো; তিনি উপর থেকে এসেছেন। তিনি তাদের এমন অনেক কিছু বলেছিলেন, যা তারা শুনতে চায়নি। যোহন ৮ অধ্যায়ে আপনি এসব পাবেন। পরের কয়েকটি অনুচ্ছেদে আমরা ঐ অধ্যায়ের কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করব।

ফরীশীরা গর্ব করে যীশুকে বলেছিল যে, তারা অব্রাহামের বংশের লোক। যীশু তাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, বংশগত ভাবে অব্রাহামের বংশের লোক হলেও তাঁরা কিন্তু আসলে অব্রাহামের সন্তান নয় (৩৩-৩৯ পদ)। সবশেষে তিনি তাদের বলেছেন, "আমি আপনাদের সত্যই বলছি, যদি কেউ আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে, তবে সে কখনও মরবে না" (৫১ পদ)।

এতে তারা বলল যে, তাঁকে (যীশুকে) ভূতে পেয়েছে। তারা জোর দিয়ে বলতে লাগল যে, তাদের পিতা অব্রাহাম মারা গেছেন (৫৩ পদ)। একথা সবাই জানত। কিন্তু যীশু বললেন যে, শারিরীক মৃত্যুর সাথে সাথেই অব্রাহামের জীবন শেষ হয়ে যায়নি। তিনি তাদের বললেন, "আপনাদের পিতা অব্রাহাম আমারই দিন দেখবার আশায় আনন্দ করেছিলেন। তিনি তা দেখেছিলেন আর খুশীও হয়েছিলেন" (৫৬ পদ)।

ফরীশীরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বছর হয়নি,—আর তুমি কি অব্রাহামকে দেখেছ? "যীশু উত্তর করলেন." আমি আপনাদের সত্যই বলছি, অব্রাহাম জন্ম গ্রহন করবার আগে থেকেই আমি আছি" (৫৮ পদ) তখন যারা একথা বিশ্বাস করেনি তারা ভীষন রেগে গিয়ে যীশুকে পাথর মারতে চেয়েছিল (৫৯ পদ)।

আর একবার যীশু, অব্রাহাম পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার পর স্বর্গে, তার কাজের একটুখানি বলেছিলেন। লূক ১৬ : ১৯-৩১ পদে যীশুর বলা একটি ঘটনার কথা আছে। এটি কেবল মাত্র একটি দৃষ্টান্ত নয়, কারণ এখানে যীশু লোকদের নামগুলি সরাসরি বলেছেন। এই ঘটনায় যীশু অব্রাহাম এবং একজন অবিশ্বাসী ধনী লোকের মধ্যকার কথাবার্তার বিষয় বলেছেন। এই ধনী লোকটি দেখতে পেয়েছিল যে অব্রাহাম ভিখারী লাসারকে নিজের পাশে বসিয়ে আদর করছেন। তাই, বাইবেলে অব্রাহামের কথা পড়বার সময় আপনি মনে রাখবেন যে, এখানে তার বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তাই তার জীবনের সব নয়, এর আরো আছে।

মোশি এবং এলিয় এখনও জীবিত। পৃথিবী থেকে চলে যাবার শত শত বছর পরেও একটা পর্বতের উপরে যীশুর সাথে তাদের কথা বলতে দেখা গিয়েছিল। যীশুর মৃত্যুর বিষয় নিয়ে তারা কথা বলেছিলেন। "আর দু'জন লোককে তাঁর সংগে কথা বলতে দেখা গেল। সেই দু'জন ছিলেন মোশি এবং এলিয়। তারা মহিমার সংগে দেখা দিলেন। যিরুশালেমে যীশুর যে মৃত্যু হতে যাচ্ছিলো তারা

সেই বিষয়েই কথাবার্তা বলছিলেন" (লূক ৯ ঃ ২৮-৩১ পদ)। বাইবেলে মোশি এবং এলিয়ের কথা পড়বার সময় মনে রাখবেন যে, সেখানে তাদের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাই তাদের জীবনের সব নয়, এর আরো আছে।

ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীদের অনেক ছোট ছোট জীবন বৃত্তান্ত আছে। এদের সবাই বিশ্বাসে জীবন কাটিয়ে মারা গিয়েছিলেন। "এই সব লোকেরা বিশ্বাসের মধ্যে জীবন কাটিয়ে মারা গেছেন" (১৩ পদ), এই কথাটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এই লোকেরা এখনও জীবিত।

যাদের জীবন পৃথিবীতে শুরু হয় ও স্বর্গে গিয়েও চলতে থাকে, কোন বইতেই তাদের পুরা জীবনকাহিনী দেখা যায় না। কিন্তু ইব্রীয় ১২ ঃ ২২-২৪ পদে আমরা স্বর্গীয় জীবনের একটি সারমর্ম দেখি ; তোমরা·········সিয়োন পাহাড় ও জীবন্ত ঈশ্বরের কাছে এসেছ। সেই শহর হল স্বর্গীয় যিরূশালেম। তোমরা হাজার হাজার স্বর্গদূতদের আনন্দ উৎসবের কাছে এসেছ, প্রথম সন্তানের অধিকার পাওয়া লোক হিসাবে যাদের নাম স্বর্গে লেখা···············আছে তাদের কাছে এসেছ, যিনি সব লোকদের বিচারক সেই ঈশ্বরের কাছে এসেছ, যে লোকেরা পূর্ণতা লাভ করেছে সেই সব নির্দোষ লোকদের আত্মার কাছে এসেছ, যিনি একটি নূতন ব্যবস্থার মধ্যস্থ সেই যীশুর কাছে এসেছ·········ছিটানো রক্তের কাছে এসেছ।"

একজন বিশ্বাসী হিসাবে আপনিও সেই মহান রাজ্যের নাগরিক। এই বিষয়গুলি মনে রেখে বাইবেলের লোকদের সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতে শিখুন। তাদের বিশ্বাস দেখে, নিজে বিশ্বাস করতে শিখুন। ঈশ্বর আপনাকে দিয়ে কি করাতে চান তাদের পৃথিবীর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তা শিখুন। তাদের মত অনন্ত জীবন পাবার জন্য তাদের আদর্শ অনুসরণ করে চলুন।

১। নীচের কোন্ উক্তিটি সত্য ?

ক) যীশু বলেছেন যে, পৃথিবীর জীবনের পরে স্বর্গে যে জীবন, তা কেবল মাত্র ভবিষ্যতের ব্যাপার।

খ) অব্রাহামের সম্বন্ধে যীশু বলেছেন যে, এখনও তিনি জীবিত আছেন।

গ) পৃথিবীর জীবনের শেষে স্বর্গের জীবন সম্পর্কে যীশু কিছুই বলেন নি।

২। নীচের কোন উক্তিটি সত্য ?

ক) পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার পর মোশি এবং এলিয় আর সচেতন ব্যক্তি ছিলেন না।

খ) বাইবেলের মানুষগুলি কেবল গল্প বইয়ের নায়ক নায়িকা।

গ) ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে অন্য সব কিছুর চেয়ে বিশ্বাসের উপরই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকার জীবনী ঃ

লক্ষ্য-২ ঃ বাইবেলের প্রধান চার প্রকার জীবনীর নাম বলতে পারা এবং লেখক কি জন্য এই চার প্রকার জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন তা বলতে পারা।

সাধারণ বর্ণণা ঃ

লেখকরা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বাইবেলের বিভিন্ন জীবনী গুলি সম্পর্কে লিখেছেন। ২ তীমথিয় ৩ ঃ ১৬ পদে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, শাস্ত্রবাক্য মাত্রই উপকারী। ঈশ্বর যে সব শিক্ষা দেওয়া উচিত বলে মনে করেছেন, লেখকদের তিনি সেই সব বিষয়ই লিখবার জন্য দিয়েছেন। বাইবেলের লেখকরা পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যে জীবনী বিষয়ক শিক্ষা কেন দিয়েছেন, তার চারটি প্রধান কারণ আছে।

প্রথম কারণটি হোল, যেন এই জীবনীগুলো ধ্বংশের হাত থেকে রক্ষা পায়, সেই জন্য এগুলো লিখে রাখা। এইটিকে বলা হয় সাধারণ বর্ণণা। এতে ঘটনাগুলিকে গল্পের মত বলা হয়। বাইবেলে এই প্রকার জীবনী অনেক আছে। বাইবেলের অনেক লোকদের সম্বন্ধেই এইভাবে পড়ে জানা যায়। কোন একজন লোক যে চারটি উদ্ধেশ্য নিয়ে সাধারণত বাইবেলের জীবনীগুলি পড়তে চান, বাইবেলের লেখকরা এখানে ঠিক সেই চারটি উদ্দেশ্য নিয়েই জীবনীগুলি দিয়েছেন।

বর্ণণা গুলির ব্যাখ্যা ঃ

দ্বিতীয় যে কারণে লেখক জীবনীগুলি লিখেছেন, তা হোল ঐ কাহিনীটিকে ব্যবহার করে একটি শিক্ষা দেওয়া। কেবল মাত্র লিখে রাখা নয়, এগুলি লেখা হয়েছে, শিক্ষা দেবার জন্য। কোন লোকের জীবনে ঈশ্বর যে কাজ করেন তা তার জাতির উপর কি ছাপ ফেলে, এই বিষয়টির উপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে, সেই লোকের সমগ্র জীবন অধ্যয়ন করা হয়। যখন একটা শিক্ষা দেবার জন্য জীবনী হয়, তখন লোকদের জন্য ঈশ্বরের চিন্তা ও যত্নই এর মূল বিষয় হয়ে দাড়ায়, এবং সেই বিশেষ লোকের জীবন কাহিনীটি গৌণ হয়ে যায়। এই রকম জীবনী খুবই কম কারণ ইতিহাসে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছে, এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। তবে দানিয়েল, পৌল, অব্রাহাম, ইস্‌হাক, এবং যোষেফের মত লোকদের এই দলে নেওয়া চলে।

চারিত্রিক ব্যাখ্যা ঃ

তৃতীয় যে কারণে জীবনীগুলি লেখা হয়েছে তা হোল, চরিত্র শিক্ষা দেবার জন্য। বর্ণণাগুলির ব্যাখ্যার সাথে এর খুবই মিল আছে। এ ক্ষেত্রে লেখক সেই ব্যক্তির আত্মিক জীবনের উন্নতি এবং চরিত্রের সাথে সম্পর্কিত বিষয় গুলিই প্রধানতঃ দিয়ে থাকেন।

ইস্রায়েল এবং যিহুদার রাজাদের সম্বন্ধে এই রকম পড়াশুনা করা যায়। বাইবেল তাদের জীবন খুব বিস্তারিত ভাবে বর্ণণা করা

হয়েছে, আর সেই সাথে তাদের সম্পর্কে ঈশ্বরের অভিমতও ব্যক্ত করা হয়েছে। ঈশ্বর কোন কোন লোকের প্রশংসা করেছেন, আবার অন্যদের নিন্দা করেছেন। বাইবেলের অনেক লোকদের সম্বন্ধেই এই রকম পড়াশুনা করা চলে। যেমন যীশুর শিষ্যদের, ভাববাদীদের, এবং বাইবেলের অন্যান্য ভক্ত লোকদের। যুক্তি মূলক অধ্যয়ন।

চতুর্থ কারণ (এইটি সবচেয়ে কম দেখা যায়), বাইবেলে জীবনী গুলি দেওয়া হয়েছে, কোন একটা বিষয় প্রমান করবার জন্য। কোন কিছুকে সত্য বলে প্রমান করবার জন্য আর একজন লোকের জীবনের ঘটনাগুলিকে ব্যবহার করা হয়। সুখবরগুলিতে কোথাও কোথাও (যীশুর জীবন সম্পর্কে) ও পৌলের লেখাগুলিতেও মাঝে মধ্যে এই ধরণের বিষয় দেখতে পাবেন।

৩। পবিত্র শাস্ত্রে বিভিন্ন লোকের জীবনের ঘটনাবলী আছে, এর কারণ-

ক) এগুলি হঠাৎ লেখা হয়ে গেছে।

খ) লেখকরা বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলি লিখেছেন।

গ) এগুলি পাঠকরা পছন্দ করে।

৪। লেখক কি কারণে (বামে) কোন্ প্রকার জীবনীমূলক শিক্ষা (ডানে) ব্যবহার করেন তা দেখান।

...ক) কেবলমাত্র ঘটনাগুলি লিখে রাখবার জন্য।	(১) চারিত্রিক ব্যাখ্যা।
	(২) সাধারণ বর্ণনা।
...খ) শিক্ষা দেবার জন্য।	(৩) যুক্তি মূলক অধ্যয়ন।
...ঘ) কোন বিষয় প্রমান করবার জন্য।	(৪) বর্ণনা গুলির ব্যাখ্যা।

জীবনী মূলক পাঠের সার সংক্ষেপ ঃ

আপনি যে কোন প্রকার জীবনীমূলক অধ্যয়নই করেন না কেন, অধ্যয়নের প্রধান ধাপগুলি সবার বেলায় একই। আপনি কতটুকু শিখলেন, সাধারণত এখানেই পার্থক্য। লেখকের উদ্দেশ্য অনুযায়ী তিনি যা উপযুক্ত মনে করেছেন, তাই লিখেছেন। লেখকের এই উদ্দেশ্য আপনার অধ্যয়নের উপর বিশেষ ছাপ ফেলবে।

চার প্রকার জীবনীমূলক অধ্যয়নের যে কোনটির জন্যই আপনাকে-পড়তে হবে, পর্যবেক্ষণ করতে হবে, এবং শিক্ষাগুলি খাতায় লিখতে হবে। তারপর আপনার লেখা বিষয়গুলি দিয়ে একটি খসড়া তৈরী করবেন ; তাতে ঐ বিষয়গুলির অর্থ বুঝতে সাহায্য হবে। আপনি কি পেলেন, আর খসড়ার মধ্যে সেটি কোন স্থান পাবার যোগ্য, তার ভিত্তিতেই আপনার খসড়ার প্রধান বিষয়গুলি পাওয়া যাবে।

আপনি যদি একটা সাধারণ বর্ণনা অধ্যয়ন করেন (যার মধ্যে কেবল মাত্র লিখে রাখবার জন্যই ঘটনাগুলি দেওয়া হয়) তবে, আপনার খসড়ার প্রধান বিষয়গুলি এইরূপ হতে পারে—

১। জন্ম এবং বাল্যকাল।
২। দীক্ষা গ্রহন ও সেবা।
৩। অন্যদের সাথে সম্পর্ক।
৪। চরিত্রের মূল্যায়ন।
৫। শেষ জীবন ও মৃত্যু।
৬। লেখকের উদ্দেশ্য।

এই প্রধান বিষয়গুলির সাথে উপ-প্রধান বিষয় এবং বিশদ বর্ণনা গুলি জুড়ে দেওয়া যায়। তবে প্রত্যেকটি প্রধান বিষয়ের জন্য হয়ত উপযুক্ত বা বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া যাবে না। যা পাবেন তাই আপনি ব্যবহার করবেন।

অন্যান্য প্রকার জীবনীমূলক অধ্যয়নের খসড়াও একই রকম তবে, যে বিষয়গুলির উপর জোর দিতে হবে, সেগুলি ভিন্ন। যুক্তি-মূলক জীবনীতে আপনি বুঝতে চেষ্টা করবেন, লেখক কোন্ বিষয়টি

প্রমান করতে চেয়েছেন। তিনি কার কাছে কোন্ বিষয় প্রমান করতে চেষ্টা করেছেন? চারিত্রিক ব্যাখ্যায় কোন লোকের আত্মিক জীবন ও অন্য লোকদের উপর তার প্রভাব ই বড় বিষয়। অন্যান্য বিষয়-গুলি গৌণ।

কোন কোন সময় একই লোকের বিষয় একটিরও বেশী বইয়ে দেখতে পাওয়া যায়। এই রূপ ক্ষেত্রে সব খবর জানার জন্য আপনাকে একটি কন্‌কর্ডেন্সের সাহায্য নিতে হবে (কন্‌কর্ডেন্স বলতে যে পুস্তকে বাইবেলের শব্দগুলি কোথায় কোথায় আছে, তার রেফারেন্স দেওয়া থাকে)। কন্‌কর্ডেন্স না থাকলে আপনাকে 'সমগ্র বই প্রথায়' অধ্যয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। এর মানে সম্পূর্ণ একটা বইয়ের সব খবর জোগাড় করে নিয়ে সেগুলির ভিত্তিতে অধ্যয়ন করতে হবে।

৫। নীচের যে উক্তিগুলি সত্য, সেগুলির বা পাশে "স" ও যে উক্তিগুলি মিথ্যা, সেগুলির বা পাশে "মি" লিখুন।

...ক) বাইবেলের লেখকরা যে বাইবেলে জীবনীমূলক খবরাখবর দিয়েছেন, তার চারটি প্রধান কারণ আছে।

...খ) বাইবেলের কোন একজন লোকের জীবন সম্বন্ধে পড়াশুনা করবার চারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে।

...গ) বাইবেলের কোন একজন লোকের সম্বন্ধে যে কোন প্রকার জীবনীমূলক অধ্যয়ন করা হোক না কেন, প্রত্যেক ক্ষেত্রে অধ্যয়নের মৌলিক ধাপগুলি প্রায় একই।

...ঘ) কন্‌কর্ডেন্স ছাড়া জীবনীমূলক অধ্যয়ন করা যায় না।

...ঙ) বাইবেলের কোন একজন লোকের সম্বন্ধে যে কোন প্রকার অধ্যয়নের ভিত্তি হোল, ভাল করে বাইবেলের বিবরণ পড়া, পর্যবেক্ষণ করা, এবং আপনি যে বিষয়গুলি পান, সেগুলি লিখে রাখা।

জীবনীমূলক পাঠের উপায়ঃ

লক্ষ্য-৩ ঃ জীবনীমূলক অধ্যয়নের তিনটি ধাপের বর্ণণা দেওয়া এবং কোন ধাপ কোনটির পরে তা দেখানো।

খবর সংগ্রহ করা ঃ

জীবনী অধ্যয়নের প্রথম কাজ হোল বিষয়টি মন দিয়ে পড়া। খবর সংগ্রহের জন্যই আপনি পড়েন। আপনার পর্যবেক্ষণের দক্ষতাও এই ধাপে কাজে লাগবে। যে খবরগুলি পাবেন, তা অবশ্যই লিখে রাখবেন।

কোন একজন লেখকের মতে, সমস্ত খবরগুলি ছোট ছোট টুকরা কাগজে লিখে রাখা ভাল। তাতে পূর্ণাংগ খসড়া তৈরীর সময়, যখন সাজানোর দরকার হবে, তখন কাগজের টুকরা গুলিকে সহজেই ঠিক মত সাজিয়ে নেওয়া যাবে। টুকরা টুকরা কাগজে লেখা খসড়াটিকে পরে আরো ভাল করে লেখা যায়। আপনি এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন বা নোট খাতায় লিখেন, আপনাকে কয়েকটি বিষয় খোঁজ করতে হবে। পরবর্তি দুটি অনুচ্ছেদে এই বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে।

সমস্ত নামগুলি লক্ষ্য করুন। আপনি যে লোকের বিষয় পড়া-শুনা করছেন, কেবল সেই লোকের নাম নয় কিন্তু তার সাথে যোগা-যোগ আছে, এমন প্রতিটি মানুষের ও স্থানের নাম লক্ষ্য করুন। সেই লোকের অথবা গল্পের সাথে জড়িত সবাইর, সমস্ত কাজগুলি, লিখে রাখুন। সেই লোকের বন্ধুত্ব কি প্রকার ছিল। সে ও তার সময়কার লোকেরা কোন্ সময় এই পৃথিবীতে জীবন যাপন করেছে, তাও আপনাকে লক্ষ্য করতে হবে।

আপনি যে লোকের বিষয় পড়াশুনা করছেন, তার বাবা-মা ও আত্মীয় স্বজনদের বিষয় কোন খবর পেলে তাও লিখে রাখবেন। সে যখন জন্ম গ্রহণ করেছে তখনকার অবস্থা কিরূপ ছিল, তার প্রথম জীবনের শিক্ষা দীক্ষা, তার পারিবারিক জীবন, তার নামের (অথবা নামগুলির) তাৎপর্য, ইত্যাদি লিখে রাখুন। সেই লোকের শেষের জীবনও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তার বিভিন্ন স্থানে যাওয়া আসার বর্ণনা, তার দেওয়া শিক্ষা, তার সাফল্য, ব্যর্থতা, তার সময়ের অথবা তার পরবর্তি সময়ের লোকদের উপর তার প্রভাব, ইত্যাদি বিষয়ও দেখতে ভুলবেন না। সেই লোকের বিশেষ গুণগুলি, তার চরিত্র,

তার জীবনের বিশেষ সময়, এবং তার কাজের দক্ষতা, ইত্যাদি বিষয়ে যা কিছু জানা সম্ভব, খুঁজে বের করুন। এছাড়া, তার ছেলে-মেয়েদের জীবন সম্বন্ধে খবর পেলে, তাও লিখে রাখুন।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, একজন লোকের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানবার আছে। প্রত্যেকটি লোকের সব খবর আপনি পাবেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে এত বেশী খবর দেওয়া হয়েছে যে, সেই লোকের জীবন বেশ কয়েক ভাবে অধ্যয়ন করা যায়। আবার অনেক সময় একজন লোকের নামই কেবল দেওয়া হয়েছে। এর ফলে তাদের জীবন সম্পর্কে প্রায় কোন খবরই পাওয়া যায় না। কোন কোন লোকের জীবনের কতগুলি প্রামান্য ঘটনা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অন্য আর কোন খবর নেই।

৬। বাইবেলের কোন একজন লোকের জীবন অধ্যয়ন করতে হলে আপনাকে বইটি পড়তে হবে এবং —

...ক) তার জীবনের সাথে জড়িত সমস্ত বিষয় লিখ্‌তে হবে।

...খ) তার সাথে কোন সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক সমস্ত নাম ও কাজ-গুলি লিখ্‌তে হবে।

...গ) বাইবেল ছাড়া অন্যান্য বইয়ে তার বিষয়ে যা কিছু আছে তা লিখ্‌তে হবে।

৭। কোন জীবনী অধ্যয়নের প্রথম ধাপের প্রথম কাজটি কি ?

....

খবরগুলির অর্থ জানা ঃ

জীবনী অধ্যয়নের প্রথম ধাপে আপনি যে খবরগুলি সংগ্রহ করে-ছেন, দ্বিতীয় ধাপে সেগুলির অর্থ বের করতে হবে আপনি কি ধরণের খবরাখবর পেয়েছেন, তা থেকেই জানা যাবে, আপনি কি প্রকার অধ্যয়ন করতে পারেন।

আপনি এমন কতগুলি খবর পেতে পারেন, যেগুলি কেবল লিখে রাখবার জন্যই বাইবেলে দেওয়া হয়েছে। এইরূপ ক্ষেত্রে একটা সহজ গল্পের মত অধ্যয়ন করবেন, যার মধ্যে ঘটনাগুলি একটার

পর একটা বলে যাওয়া হয়। আপনার নিশ্চয় মনে আছে যে, এই রকম অধ্যয়নকে বলা হয় সাধারণ বর্ণণা।

সেই লোকের জীবন যদি ইতিহাসের বড় বড় ঘটনার সাথে জড়িত হয় তবে, বর্ণণাগুলির ব্যাখ্যা হিসাবে অধ্যয়ন করবেন। এইরূপ অধ্যয়নে কোন লোকের জীবনের বা কাহিনীর অংশ দিয়ে কোন একটা শিক্ষা দেওয়া হয়।

আপনি হয়তো দেখবেন যে, সেই লোকের চরিত্র (তা ভাল হোক বা মন্দই হোক) সম্বন্ধে অনেক খবর দেওয়া আছে। তাহলে, যে উদ্দেশ্যে তিনি তা দিয়েছেন, তা আপনার অধ্যয়নের উপর ছাপ ফেলবে। যদি চরিত্র সম্বন্ধে কোন কিছু শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়ে থাকে তবে, তা আপনাকে চরিত্র সম্বন্ধে শিখ্‌তে এবং হয়তো শিক্ষা দিতে) সাহায্য করবে। এই রকম অধ্যয়নকে বলা হয় চারিত্রীক ব্যাখ্যা।

অল্প কয়েক জায়গায় আপনি হয়তো দেখতে পাবেন যে, কোন একটা বিষয় প্রমান করবার জন্য লেখক তার কথাগুলো বলছেন। আপনার মনে থাকতে পারে এই ধরণের অধ্যয়নকে আমরা বলেছি যুক্তি মূলক অধ্যয়ন।

খবরগুলি সাজিয়ে লেখা ঃ

এইটি হোল জীবনী অধ্যয়নের তৃতীয় ধাপ। সাধারণ বর্ণণার বেলায় আপনি খবরগুলিকে বিভিন্ন শ্রেনীতে ভাগ করবেন। এই পাঠেই কিছু আগে একটা খসড়ার প্রধান বিষয়গুলির নমুনা দেওয়া হয়েছিল। এই প্রধান বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করেই উপ-প্রধান বিষয় ও বিশদ বিবরণগুলি সাজানো হবে।

৮। বিভিন্ন প্রকার জীবনী অংশটি আবার দেখুন।

"প্রধান বিষয়গুলির" যে নমুনা খসড়া দেওয়া হয়েছে, সেটি বের করুন এবং আপনার খাতায় লিখে নিন (পরে অধ্যয়ন করবার সময়ে যদি খসড়াটিকে বাড়াতে অথবা সংশোধন করতে চান তবে, খুশী মনে তা করুন। মনে রাখবেন যে এটি একটি পরামর্শ সূচক খসড়া মাত্র)।

বর্ণনাগুলির ব্যাখ্যার জন্য, একজন লোকের জীবনের প্রধান প্রধান সময়ের ভিত্তিতে, তার জীবনকে কয়েক ভাগ করে, সেই অনুযায়ী, খবরগুলি সাজান। প্রত্যেক ভাগের জন্য একটি করে প্রধান শিরোনাম থাকবে। একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে, সেই লোকের জীবনে যা কিছু ঘটেছে, সবই সেই সময়ের জন্য দেওয়া শিরোনামার মধ্যে থাকবে। যেমন, যোষেফের জীবনকে (আদি ৩৭-৫০ অধ্যায়) তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে, পরিবার-পরিজনের সাথে তার জীবন; মিশর দেশে চাকর হিসাবে তার জীবন; এবং মিশরের একজন প্রধান শাসক হিসাবে তার জীবন। জীবনের প্রত্যেক ধাপ যে ঘটনার মধ্যে দিয়ে শেষ হবে, সেটাই তাকে পরের ধাপে (ভাগে) নিয়ে যাবে। যোষেফের বেলায় একজন চাকর হিসাবে মরুভূমির ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রীত হয়ে যাওয়ার ঘটনাটির মধ্যে দিয়ে পরিবারের সাথে তার প্রথম জীবনের শেষ হবে এবং মিশরের রাজাকে স্বপ্নের মানে বলে দেবার ঘটনাটির মধ্য দিয়ে তার চাকর জীবনের শেষ হবে।

৯। বর্ণনাগুলির ব্যাখ্যা এমন এক ধরণের জীবনীমূলক অধ্যয়ন, যাতে জীবনের খবরাখবরগুলি—

ক) সেই লোকের জীবন কালের প্রধান প্রধান সময় অনুযায়ী সাজানো হয়।

খ) সেই লোকের বন্ধু ও আত্মীয়তা অনুযায়ী সাজানো হয়।

গ) সেই লোকের জন্ম ও প্রথম জীবনের শিক্ষা অনুযায়ী সাজানো হয়।

চারিত্রিক ব্যাখ্যাগুলি লেখা হয়, কোন লোকের চরিত্র ও তার আত্মিক জীবনের উন্নতি জানার জন্য। তাই এই ধরণের জীবনীগুলোকে চরিত্রে, সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক লক্ষ্য করে সাজান হয়। সেই লোকের এমন কোন সিদ্ধান্ত বা মতামত, যা তার চরিত্রের কোন কোন দিক দেখায়, সেগুলিকে ভিত্তি করে প্রধান বিষয়গুলি ঠিক করা চলে। কোন ব্যক্তিগত বা পারিপার্শ্বিক প্রভাব যা, এই সিদ্ধান্ত বা মতামতগুলির উপর ছাপ ফেলে, সেগুলিকে উপ-প্রধান বিষয় রূপে নেওয়া যেতে পারে। তার প্রধান ব্যক্তিগত গুণাবলী, তার

প্রধান কৃতিত্বগুলি, তার ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, এবং অন্য লোকদের সাথে তার সম্পর্ক থেকে যে ইংগিত পাওয়া যায়, সেগুলি খসড়ার অন্যান্য বিষয় হতে পারে।

১০। চরিত্র অধ্যয়নে প্রধানত ঃ—

…ক) কোন লোকের জীবনের প্রধান ধাপগুলি অলোচিত হয়।

…খ) কোন লোকের নৈতিক গুণগুলি আলোচিত হয়।

…গ) কোন লোকের জন্ম ও প্রথম জীবনের শিক্ষা আলোচিত হয়।

কোন একজন লোকের জীবনী পড়বার সময় আপনার যদি মনে হয়, যে, যুক্তি দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য তবে, প্রথমে আপনি এই প্রশ্নগুলির উত্তর পেতে চেষ্টা করবেন "লেখক পাঠককে কোন্ সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন?" "তিনি কি প্রকার প্রমানের চেষ্টা করছেন?" তারপর আপনি এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করবেন "বিষয়গুলি কি যুক্তি ব্যাখ্যা করবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে? যুক্তিটিকে শক্তিশালী করবার জন্য কি ঐগুলি ব্যবহার করা হয়েছে? যুক্তিটিকে প্রমান করবার জন্য কি ঐগুলি ব্যবহার করা হয়েছে?" সবশেষে কাহিনীর ঘটনা পর্য্যায় (যেভাবে পর পর বলা হয়েছে), তার নৈতিক দিক এবং লোকটির চরিত্র, কোন ভাবে যুক্তিটিকে জোড়ালো বা শক্তিশালী করে কিনা দেখুন।

১১। প্রেরিত ২২ অধ্যায় পড়ুন। এই অধ্যায়ে প্রেরিত পৌল তার জীবন কাহিনী দিয়ে নিজের পক্ষ সমর্থন করেছেন। এইটি পড়া শেষ হলে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন (উত্তর আপনার খাতায় লিখুন)।

...ক) এখানে লেখক সাধু লূক, পাঠককে কোন্ সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন? প্রেরিত পৌল যে জন্য বক্তৃতা করেছিলেন এটি কি তা থেকে ভিন্ন?

...খ) এই ঘটনায় পৌল কোন্ লোকদের বিশ্বাস জন্মাতে চেয়েছেন?

...গ) প্রেরিত পৌল তার জীবনীর মধ্য দিয়ে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন, সেগুলি কি যুক্তিটিকে ব্যাখ্যা করবার, বা সেটিকে জোরালো অথবা প্রমান করবার, জন্য ব্যবহৃত হয়েছে?

...ঘ) ঘটনাগুলি যেভাবে পর পর বলা হয়েছে, যুক্তির সাথে কি তার কোন যোগ আছে?

...ঙ) যুক্তিটির সাথে কাহিনীর নৈতিক দিকের কোন যোগ আছে কি?

...চ) যুক্তিটির সাথে পৌলের চরিত্রের কোন যোগ আছে কি?

আমোষের জীবনী মূলক অধ্যয়ন ঃ

লক্ষ্য-৪ ঃ আমোষের জীবন সম্পর্কে একটি বই ভিত্তিক খসড়া তৈরী করা।

এই অংশে জীবনীমূলক অধ্যয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। এখানে আপনি আমোষ বইটির জন্য যে খসড়া তৈরী করবেন, তা কিন্তু, "বিভিন্ন প্রকার জীবনীর" অংশে যে নমুনা খসড়াটি দেওয়া আছে, তা থেকে ভিন্ন ধরণের হবে। এইটি হবে বই ভিত্তিক খসড়া। এতে প্রত্যেকটির জন্য বাইবেলের পদ দেওয়া হবে। তবে ধাপগুলি যে কোন জীবনীমূলক অধ্যয়নের মত একই।

১ নং ধাপ ঃ আমোষ বইটি পড়ুন এবং প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করুন। কি কি খবর সংগহ করা যেতে পারে, তা "জীবনী মূলক পাঠের উপায়" অংশে আলোচিত হয়েছে। খবরগুলির সাথে, প্রতিটি খবর, কোন পদে আছে তাও লিখে রাখুন।

২ নং ধাপ ঃ আমোষের বইটি মূলত ঃ একটা ভাববাণীর বই। তাই ১ নং ধাপের খবরগুলির সাহায্য নিয়ে, খুঁজে পেতে চেষ্টা করুন, আমোষ তার বইয়ে জীবনীমূলক খবরগুলি দিয়েছেন কেন।

১২। আপনার খাতায় লিখুন-উদ্দেশ্য। তারপর, আপনার মতে, আমোষ কেন তার জীবনের কিছু বিষয় এই বইয়ে দিয়েছেন তা লিখুন।

৩ নং ধাপ ঃ আপনার বই ভিত্তিক খসড়াটি সাজিয়ে লিখুন। নীচের ছবির মত আপনার খাতার একটা পৃষ্ঠা চারভাগে ভাগ করুন। প্রতিটি ভাগের উপরে সেই ভাগের (কলামের) নাম লিখুন, (ছবি দেখুন)।

নীচের প্রশ্নগুলি নিয়ে কাজ করবার সময় আপনার খাতার উপযুক্ত স্থানে উত্তরগুলি লিখুন।

১৩। আপনার বই ভিত্তিক খসড়ার 'বাইবেলের পদ' কলামে লিখুন আমোষ ১ ঃ ১ পদ। তারপর 'খবর' কলামে এই পদ থেকে ছয়টি খবর লিখুন।

১৪। ১ ঃ ১ পদের খবরগুলি থেকে আপনার মনে যে যে প্রশ্ন জাগে (যেগুলির উত্তর ঐ পদে নাই, আর যেগুলির বিষয় আপনি আরো জানতে চান) সেগুলি খসড়ার 'প্রশ্ন' কলামে লিখুন।

প্রশ্নগুলির উত্তর পাবার জন্য যে কোন রকম সাহায্য নিন। কোন কোন উত্তর পেতে হয়তো এক সপ্তা লেগে যাবে। আর আপনি যদি দরকারী বইপত্র, মানচিত্র ইত্যাদি না পান তবে, কোন কোন উত্তর পেতে আপনার বছর কেটে যাবে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, আপনি কোন প্রশ্নই তুলবেন না। আপনি যদি বাইবেলের খুব ভাল ছাত্র হতে চান তবে, আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শিখতে হবে। উত্তর পাবার জন্য প্রয়োজনীয় বই পত্র ইত্যাদি না পেলে আপনি হতাশ হতে পারেন, কিন্তু কোন একদিন আপনি হয়তো এগুলি পেয়ে যাবেন। সবচেয়ে বড় পণ্ডিতও এখন পর্য্যন্ত অনেক প্রশ্নের উত্তর পাননি। উত্তর যদি এখন নাও পান, তবুও প্রশ্নগুলি লিখে রাখুন।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর আপনি পাঠ্য বইতেই পাবেন। আপনার খাতায় উত্তর কলামে এই প্রশ্ন গুলির উত্তর লিখুন। তারপর আমাদের দেওয়া উত্তরগুলির সাথে আপনার উত্তর মিলান।

আমোষের জীবনীমূলক খসড়া

বাইবেলের পদ	খবর	প্রশ্ন	উত্তর

১৫। বাইবেলের পদ কলামে লিখুন-আমোষ ৩ ঃ ৮ পদ।

...ক) আমোষ ৩ ঃ ৮ পদে কি খবর পান, তা খবর কলামে লিখুন।

...খ) যোয়েল ৩ ঃ ১৬ পদ, এবং আমোষ ১ ঃ ২ পদ পড়ুন। তারপর খাতার প্রশ্ন কলামে লিখুন ঃ যোয়েল এবং আমোষের মতে, ঈশ্বর মানুষের সাথে কথা বললে পর প্রকৃতি জগতের উপর তার ফল কি হয়? এখন আপনার খাতার উত্তর কলামে লিখুন। তারপর আমাদের দেওয়া উত্তরের সাথে ঐটি মিলিয়ে দেখুন।

১৬। বাইবেলের পদ কলামে লিখুন ঃ আমোষ ৫ ঃ ১ পদ।

...ক) আমোষ ৫ ঃ ১ পদে কি খবর কলামে লিখুন।

...খ) আমোষ ৫ ঃ ১ পদে যে খবরটি পেয়েছেন, সেটির বিষয়ে প্রশ্ন কলামে এই প্রশ্নটি লিখুন ঃ কেন? এখন ৫ ঃ ৩ পদ পড়ে উত্তর কলামে আপনার উত্তরটি লিখুন।

১৭। আমোষ ৭ ঃ ১, ৪, ৭, পদ এবং ৮ ঃ ১ পদে কোন একটা বিষয় চারবার বলা হয়েছে, যা থেকে আমরা এই ভাববাদীর (নবীর) সম্বন্ধে একটি ব্যক্তিগত খবর পাই। খবর কলামে এই খবরটি লিখুন।

১৮। বাইবেলের পদ কলামে লিখুন ঃ আমোষ ৭ ঃ ১০ পদ। এই পদে কি খবর পান তা খবর কলামে লিখুন।

১৯। আমোষ ৭ ঃ ১৪ পদ ভালকরে পড়ুন। এই পদটি থেকে তিনটি খবর আপনার নোট খাতার খবর কলামে লিখুন।

আমোষ ৭ ঃ ১৪ পদে কি ধরণের জীবনীমূলক খবর আছে ? সাধারণ বর্ণনা, বর্ণনাগুলির ব্যাখ্যা, চারিত্রিক ব্যাখ্যা, অথবা যুক্তি মূলক অধ্যয়ন ? এটাকে প্রধানতঃ যুক্তি মূলক অধ্যয়ন বলেই মনে হয়।

২০। আমোষ ৭ ঃ ১৪ পদের যে খবরগুলি খবর কলামে লিখেছেন, সেগুলির পাশে, প্রশ্ন কলামে লিখুন ঃ এই যুক্তির দ্বারা আমোষ কি প্রমাণ করতে চাচ্ছেন ? উত্তর কলামে আপনার উত্তর লিখুন।

পরীক্ষা-৮

প্রতিটি প্রশ্নের সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। নীচের কোন কথাটি বাইবেলের লোকদের সঠিক বর্ণনা দেয় ?

...ক) তারা আসলে কোন দিনই এই পৃথিবীতে ছিলেন না।

...খ) তারা এখন আর জীবিত নন।

...গ) তারা আজও জীবিত।

২। বাইবেলে প্রধানতঃ যে কয় ধরণের জীবনী আছে, নীচের কোন বিষয়টি তাদের মধ্যে পড়ে না ?

...ক) খবর সংগ্রহ।

...খ) চারিত্রিক ব্যাখ্যা।

...গ) যুক্তিমূলক অধ্যয়ন।

...ঘ) সাধারণ বর্ণনা।

৩। বর্ণণাগুলির ব্যাখ্যার প্রধান বিষয় হোল—

...ক) একটা জিনিষ প্রমান করা।

...খ) একটা শিক্ষা দেওয়া।

...গ) চরিত্র শিক্ষা দেওয়া।

৪। জীবনীমূলক অধ্যয়নে আপনি পড়া আরম্ভ করবার সাথে সাথে—

...ক) খবরগুলিও সাজাতে আরম্ভ করেন।

...খ) খবর সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন।

...গ) বই ভিত্তিক খসড়া তৈরী করতে আরম্ভ করেন।

৫। কোন একটা জীবনীমূলক অধ্যয়নে তথ্য বা খবরগুলি নিয়ে আপনি যেভাবে পর পর কাজগুলি করবেন, সেগুলি হোল—

...ক) খবর সংগ্রহ, খবরগুলিকে সাজানো, খবরগুলির অর্থ জানা।

...খ) খবরগুলিকে সাজানো, খবরগুলির অর্থ জানা, খবর সংগ্রহ।

...গ) খবরগুলির অর্থ জানা, খবর সংগ্রহ, খবরগুলিকে সাজানো।

...ঘ) খবর সংগ্রহ, খবরগুলির অর্থ জানা, খবরগুলিকে সাজানো।

৬। এই পাঠে আমোষের বইটি অধ্যয়নে যে বিষয়টির উপর সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে—

...ক) জীবনীমূলক অধ্যয়নের প্রয়োগ বা ব্যবহার।

...খ) জীবনীমূলক অধ্যয়নের পরিচয়।

...গ) বিভিন্ন ধরণের জীবনী।

...ঘ) জীবনীমূলক অধ্যয়নের ধাপগুলি।

৭। আপনি আমোষের বইটির যে খসড়া তৈরী করতে শুরু করেছিলেন, সেটিকে বলা হয়-

...ক) বই ভিত্তিক খসড়া।

...খ) ঘটনা ভিত্তিক খসড়া।

...গ) বচন ভিত্তিক খসড়া।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

১০। খ) কোন লোকের নৈতিক গুণগুলি আলোচিত হয়।

১। খ) অব্রাহামের সম্বন্ধে যীশু বলেছেন যে এখনও তিনি জীবিত আছেন।

১১। ক) পৌলের বক্তৃতা এবং লূকের বিবরণের একই উদ্দেশ্য, তা হোল, পৌলের জীবন ও অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখানো যে যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই যিহুদী ধর্ম পূর্ণ হয়েছে।

খ) যিহুদীদের, "ভাইয়েরা ও পিতারা" (১ পদ)।

গ) পৌলের ব্যাপারে তিনটি ক্ষেত্রেই হ্যাঁ বলা চলে। তিনি জন্ম সুত্রে একজন যিহুদী এবং যিহুদী শিক্ষায় সুশিক্ষা পেয়েছেন, ইত্যাদি ব্যাখ্যা করবার জন্য পৌল তার জীবনের খবরগুলি ব্যবহার করেছেন। তিনি যে বিষয়ে কথা বলেছেন, তা তিনি ভাল করে জানেন-এইটি প্রমান করবার জন্য তিনি তার ব্যক্তিগত সাক্ষ্য ব্যবহার করেছেন।

ঘ) হ্যাঁ। একজন ভক্ত যিহুদী হিসাবে তার প্রথম জীবনের জন্য পৌলকে পরে নানাভাবে ভুগতে হয়েছিল।

ঙ) হ্যাঁ। কাহিনীর নৈতিক দিকটি দেখিয়ে দেয় যে, নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে ভুল ধারণা বশতঃ পৌল স্তিফানকে পাথর মারার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছিলেন, এবং খ্রীষ্টিয়ানদের উপর অত্যা-চার করেছিলেন।

চ) হ্যাঁ। পৌল আশা করেছেন যে একজন উচ্চ শিক্ষিত, নীতি-জ্ঞান সম্পন্ন যিহুদী হিসাবে, তার যে সুখ্যাতি আছে, তা তাকে জয়লাভ করতে সাহায্য করবে।

২। গ) ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে অন্যসব কিছুর চেয়ে বিশ্বাসের উপরই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

১২। আমোষের বইয়ে তার জীবনের খবর দেবার একটি উদ্দেশ্য এই হতে পারে ঃ- হয়তো আমোষ একজন ভাববাদী হিসাবে তার সাধুতা ও বিশ্বস্ততা দেখাতে চেয়েছেন। তার আগের

জীবন সম্বন্ধে এবং কিভাবে তিনি ভাববাদী হলেন তা বলার দ্বারা, আমোষ জানিয়েছেন যে তিনি একজন নবীর বা ভাববাদীর কাজ পাবার জন্য কোন চেষ্টা করেন নি (৭ ঃ ১৫ পদ)। ঈশ্বরই আমোষকে ভাববাণী বলবার আদেশ দিয়েছিলেন, আর এ থেকে বুঝা যায় যে, তার ভাববাণী সত্য।

৩। খ) লেখকরা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলি লিখেছেন।

১৩। (১) আমোষ একজন গোপালক ছিলেন।

(২) আমোষ তকোয় নামক গ্রামের লোক ছিলেন।

(৩) ঈশ্বর আমোষকে দর্শন দিয়েছিলেন।

(৪) এই দর্শন ছিল ইস্রায়েলদের সম্বন্ধে।

(৫) একটি ভুমিকম্পের দুই বছর আগে আমোষ এই দর্শন পান।

(৬) তখন উষিয় যিহূদার রাজা ও যারবিয়াম ঈস্রায়েলের রাজা ছিলেন।

৪। ক)—২) সাধারণ বর্ণনা।

খ)—৪) বর্ণনাগুলির ব্যাখ্যা।

গ)—১) চারিত্রিক ব্যাখ্যা।

ঘ)—৩) যুক্তিমূলক অধ্যয়ন।

১৪। আরো পড়াশুনার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন ঃ (১) তকোয় কোথায় অবস্থিত ? (২) এই দুইজন রাজা কখন রাজত্ব করেছিলেন ? (৩) এই ভুমিকম্প কখন হয়েছিল ? এর কথা কি অন্য কোথায় আছে।

৫। ক) স।

খ) মি।

গ) স।

ঘ) মি।

ঙ) স।

১৫। ক) সদাপ্রভু মানুষের কাছে কথা বলেন (এটাই একমাত্র ঠিক উত্তর নয়)।

খ) আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী কম্পিত হয়, মেষপালকদের চরাণী স্থান সকল শোকান্বিত হয় (বা শুকিয়ে যায়)। কর্মিলের চূড়া শুকিয়ে যায় (এখানে ঘাস শুকিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে)।

৬। ক) তার জীবনের সাথে জড়িত সমস্ত বিষয় লিখতে হবে।

১৬। ক) সদাপ্রভু ইস্রায়েলের জন্য বিলাপ করেন।

খ) কারণ ইস্রায়েলের প্রায় সমস্ত সৈন্যরাই যুদ্ধে মারা যাচ্ছে।

৭। ভালকরে পড়া।

১৭। আমোষ ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি দর্শন পান।

৮। ১। জন্ম ও বাল্যকাল।

২। দীক্ষা গ্রহণ ও সেবা।

৩। অন্যদের সাথে সম্পর্ক।

৪। চরিত্রের মূল্যায়ন।

৫। শেষ জীবন ও মৃত্যু।

৬। লেখকের উদ্দেশ্য।

১৮। বৈথেলের যাজক অমৎসিয় রাজার কাছে নালিশ করে যে, আমোষ তার (রাজার) বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন।

২০। তিনি প্রমান করতে চাচ্ছেন যে, ভাববাণী বলা তার পেশা বা চাকরী নয়, তিনি টাকার জন্য ভাববাণী বলেন না। ঈশ্বর আদেশ করেছেন বলেই তিনি তা করেন।

১৯। ১) আমোষ নিজে ভাববাদী ছিলেন না। (এর মানে তিনি পেশাদার ভাববাদী ছিলেন না। তখনকার দিনে অনেক পেশাদার ভাববাদী ছিল, যারা নিয়মিত বেতন পেত এবং বেতনের জন্যই তারা ঐ কাজ করতো)।

২) তিনি গোপালক ছিলেন।

৩) তিনি ডুমুর ফল সংগ্রহ করে জীবন নির্বাহ করতেন।

৯। ক) সেই লোকের জীবন কালের প্রধান প্রধান সময় অনুযায়ী সাজানো হয়।

নবম পাঠ ঃ

বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন

বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নে বাইবেলের কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করা হয়। যীশু খ্রীষ্টের রক্তের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ লাভের বিষয়টিই বাইবেলের প্রধান আলোচনার বিষয়। ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির মধ্যদিয়ে নিজেকে পাপী মানব জাতির কাছে প্রকাশ করেছেন। তিনি কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, পুরাতন নিয়মে আমরা তার বিবরণ পাই। ইস্রায়েল জাতির বিভিন্ন উৎসব, বলি-উৎসর্গ, ইত্যাদি, কোন না কোন ভাবে দেখিয়েছে যে ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট আসবেন। আর সময় হলে পর তিনি এসেছিলেন। নূতন নিয়মে তাঁর পৃথিবীতে আসার বিবরণ আছে। খ্রীষ্টের আসার ফলে যে সব ঘটনা ঘটেছিল, আর ভবিষ্যতে যে সব ঘটনা ঘটবে, তাও নূতন নিয়মে বর্ণণা করা হয়েছে। বাইবেলের অন্য সব বিষয়গুলি এই প্রধান বিষয়টিকে সমর্থন করে ও সেটিকে ব্যাখ্যা দেয়।

৮ম পাঠে আপনি জেনেছেন যে, জীবনীমূলক অধ্যয়নের প্রসংগ বা বিষয়, ব্যক্তি বা মানুষ। কিন্তু বাইবেলে মানুষ ছাড়াও অধ্যয়নের আরো অনেক বিষয় আছে। পবিত্র শাস্ত্রে আপনি-গান, পেশা, রীতিনীতি, গাছ পালা, পশুপাখী, রাজনীতি, ভুগোল, জীবন যাপনের সঠিক নিয়ম-কানুন, এবং আরো অনেক কৌতুহল জনক ও মূল্যবান বিষয় সম্বন্ধে পড়াশুনা করতে পারেন। কিভাবে বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন করতে হয়, তা জানলে আপনি বাইবেল আরো ভাল ভাবে বুঝতে পারবেন।

পাঠের খসড়া ঃ

বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নের পরিচিতি
বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নের উদাহরণ
প্রকৃতি জগতের বিষয় ঃ চড়ুই পাখী
ধর্মতাত্ত্বিক বিষয় ঃ ঈশ্বরের স্বভাব
আরো পড়াশুনা করুন
বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নের উপায়
ধাপ-১ ঃ বিষয়টি বাইবেলের কোথায় কোথায় আছে তা লিখুন
ধাপ-২ ঃ বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করুন
ধাপ-৩ ঃ পূর্বাপর বিষয় অনুসন্ধান করুন
ধাপ-৪ ঃ প্রত্যেক শ্রেণীর খবরগুলির সারমর্ম লিখুন
ধাপ-৫ ঃ সারমর্মগুলির মধ্যে তুলনা করুন
ধাপ-৬ ঃ সম্পূর্ণ খসড়াটির সারমর্ম লিখুন
ইফিষীয় বইটির ভিত্তিক অধ্যয়ন

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

* বলতে পারবেন বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়ন কি, আর এই

রকম অধ্যয়নে কিভাবে বিভিন্ন জিনিষ বিভন্ন গুণের বিষয় শিক্ষা দেয় তাও বলতে পারবেন।

* বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে বাইবেলের যে কোন অংশ অধ্যয়ন করতে পারবেন।

শেখার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ ঃ

১। এই পাঠের ভুমিকা, পাঠের খসড়া ও পাঠের লক্ষ্যগুলি পড়ুন।

২। মূল শব্দাবলীতে যে নতুন শব্দগুলি আছে সেগুলির অর্থ শিখে নিন।

৩। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়ুন। পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

৪। অনেক প্রশ্নের উত্তরই বেশ বড়, সেগুলি এই বইয়ে লেখা যাবে না। তাই খুব ছোট ছোট উত্তরগুলি ছাড়া অন্যান্য উত্তরগুলি নোট-খাতায় লিখতে হবে।

৫। পাঠের শেষে দেওয়া পরীক্ষাটি দিন, তারপর বইয়ের উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

মূল শব্দাবলী ঃ

	দৃশ্যমান
	পরোক্ষ
ব্যাপক	প্রত্যক্ষ

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন কি ঃ

লক্ষ্য-১ ঃ বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নে দৃশ্যমান (যা দেখা যায়) জিনিষ এবং অদৃশ্য গুণগুলির মধ্যে সম্বন্ধ কি, বর্ণণা করতে পারা।

পাঠের খসড়ায় বাইবেলের যে বিষয়গুলির তালিকা দেওয়া আছে, তাতে দুই রকম বিষয় আছেঃ- যে সব বিষয় দেখা যায় (দৃশ্যমান), আর যে সব বিষয় দেখা যায় না (অদৃশ্য)। রোমীয় ১ ঃ ২০ পদে আমরা এদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ দেখতে পাই। এই সমন্ধটি বিষয় ভিকভি

বাইবেল অধ্যয়নের জন্য বিশেষ মূল্যবান "ঈশ্বরের যে সব গুণ চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তাঁর চিরস্থায়ী ক্ষমতা ও তাঁর ঈশ্বরীয় স্বভাব, সৃষ্টির আরম্ভ থেকেই তা পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর সৃষ্টি থেকেই মানুষ তা বেশ বুঝতে পারে। এর পরে মানুষের আর কোন অজুহাত নেই।" এই শাস্ত্র বলে যে ঈশ্বর আমাদের আশে পাশের সমস্ত প্রকৃতি জগত সৃষ্টি করেছেন। তিনি এইগুলি সৃষ্টি করেছেন যেন, তা দেখে আমরা ঈশ্বরের বিষয় জানতে পারি। ঈশ্বর ঠিক করেছিলেন যে ইস্রায়েল জাতি প্যালেষ্টাইনে বসবাস করে (দ্বিতীয় বিবরণ ১ : ৮ পদ)। তিনি এখানকার ঘরবাড়ী তৈরীর মালমশলার পরিকল্পনা করেছিলেন (এগুলি তৈরী ছিল এমন সব পাথর ইত্যাদি দ্বারা যা অনেকদিন ধরে টিকে থাকতে পারে ও এইভাবে শত শত বছর ধরে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য বহন করতে পারে)। তিনিই পরিকল্পনা করে ঐ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলি দিয়েছেন। ঐ দেশের ভু-প্রকৃতি এমন কি এর জলবায়ুও তাঁরই পরিকল্পিত। ঈশ্বর এ সবের মধ্যে দিয়েই তাঁর ক্ষমতা ও তাঁর স্বভাব দেখিয়েছেন।

প্রথম ও শেষ বর্ষা থেকে প্যালেষ্টাইন এর ফসলের ক্ষেতগুলি জল পায়। প্রথম বর্ষা হয় শরৎ কালে, এবং শেষ বর্ষা হয় বসন্তকালে। পবিত্র শাস্ত্রে এই বর্ষাগুলি দিয়ে অনেক মূল্যবান বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে (দেখুন হিতোপদেশ ১৬ : ১৫ পদ, সখরিয় ১০ : ১ পদ, যাকোব ৫ : ৭ পদ)। বাইবেলে আলোচিত যে কোন বিষয় নিয়েই আপনি পড়াশুনা করতে পারেন। কাপড়-চোপড়, ঘরবাড়ী, খাবার- দাবার ইত্যাদি বিষয়ও এর মধ্যে আসতে পারে। শুধু তাই নয়, কতগুলি গুরত্বপূর্ণ শব্দ বাইবেলে কি ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তা নিয়েও পড়াশুনা করা যায়। আপনি কতগুলি মূল প্রসংগ যেমন বিশ্বাস, প্রার্থনা, খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন এবং খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করতে পারেন। এই পাঠের শেষভাগে আপনি ইফিষীয় বইটি নিয়ে যে ধরণের অধ্যয়ন করবেন, তা এই শেষোক্ত ধরণের মধ্যে পড়বে। আমাদের "মুখের কথা" খ্রীষ্টিয় জীবনের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়েই আপনি অধ্যয়ন করবেন।

১। নীচের যে কথাগুলি সত্য সেগুলির পাশে 'স' এবং যে কথাগুলি মিথ্যা সেগুলির পাশে 'মি' লিখুন।

...ক) ঈশ্বর এলোমেলো ভাবে কোন পরিকল্পনা ছাড়াই প্রকৃতি জগত সৃষ্টি করেছেন।

...খ) প্রকৃতিতে যা দেখা যায়, ঈশ্বরের চিরস্থায়ী সত্যের সাথে তার কোনই সম্বন্ধ নাই।

...গ) ঈশ্বর ইচ্ছাপূর্বক এমনভাবে এই প্রকৃতি জগত সৃষ্টি করেছেন যেন, এর মধ্যে দিয়ে তার ক্ষমতা ও তার স্বভাব দেখা যায়।

...ঘ) ঈশ্বর উদ্দেশ্যহীনভাবে ইস্রায়েল জাতির জন্য বাসভূমি ঠিক করেছিলেন।

...ঙ) ঈশ্বর বিশেষ পরিকল্পনা করে তার প্রজা ইস্রায়েল জাতির বাস-ভূমি হিসাবে প্যালেষ্টাইন মনোনীত করেছিলেন।

...চ) ধৈর্য্য যে খুবই মূল্যবান, যাকোব ৫ ঃ ৭ পদে প্রথম ও শেষ বর্ষার সাহায্যে তাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বাইবেলের বিভিন্ন প্রসংগ বা বিষয় সম্পর্কে একই পরিমান খবর পাওয়া যাবে না। কোন কোন বিষয়ের জন্য একটা অধ্যায় বা শাস্ত্রাংশের মধ্যেই অনেক খবর পাওয়া যেতে পারে। অন্য বিষয়-গুলির ক্ষেত্রে সবটা অর্থ জানার জন্য হয়ত বাইবেলের পুরাতন নিয়মের অনেক বই থেকে খবর সংগ্রহ করতে হবে। আপনার অধ্যয়ন যত ব্যাপক হবে, সময়ও তত বেশী লাগবে। আমি একজন লোকের সম্বন্ধে শুনেছি, সে সম্পূর্ণ বাইবেল ব্যবহার করে নিজে থেকে পবিত্র আত্মার বিষয় পড়াশুনা করছে। কতগুলি ধাপ ব্যবহার করে সহজেই এই রকম অধ্যয়ন করা যায়। কিছু পরেই আপনি এই ধাপগুলির বিষয় শিখবেন। এই অধ্যয়নের জন্য ঐ লোকটিকে হয়তো কয়েক বছর অথবা সারা জীবন ব্যয় করতে হবে। কত সময় লাগবে তা নির্ভর করে সে কত বিস্তারিত অধ্যয়ন করে তার উপর। তাই একটা বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন কত দীর্ঘ হবে তা দুটি জিনিষের উপর নির্ভর করবে, আপনি কি পরিমান খবর পান, আর ঐ অধ্যয়নের জন্য আপনি কত সময় ব্যয় করতে ইচ্ছুক।

২। ঠিক উত্তরগুলির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

একটা বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন কত দীর্ঘ হবে তা নির্ভর করবে—

ক) বিষয়টি যে বইয়ে আছে সেটি কত বড় তার উপর।

খ) বিষয়টি সম্বন্ধে কি পরিমাণ খবর পাওয়া যায় তার উপর।

গ) বিষয়টি অধ্যয়নে ছাত্র কত সময় ব্যয় করে তার উপর।

অনেক বিষয় আছে যেগুলি পুরোপুরি অধ্যয়নের জন্য অনেক পড়াশুনা করা আবশ্যক। বাইবেল অভিধান ও বাইবেল কন্‌কর্ডেন্সের সাহায্যে অনেক সহজেই আপনি এই রকম অধ্যয়ন করতে পারবেন। এই বইগুলিতে বাইবেলের বিভিন্ন শব্দ ও বিষয় এবং সেই সাথে বাইবেলের কোন্ কোন্ স্থানে এগুলি আছে, তা দেওয়া হয়েছে। এদের সাহায্য নিয়ে কোন একটা বিষয় সম্পর্কে বাইবেলের সমস্ত পদ খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। তাতে আপনার অনেক সময় বাঁচবে। এই পাঠ্য বিষয়টি অধ্যয়নের জন্য এই ধরণের বই পেলে খুবই সাহায্য হবে। তবে এগুলি ছাড়াও বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন করা চলে।

যে বিষয়গুলির জন্য অল্প পড়াশুনা করলে চলে সেগুলি আপনি নিজেই অধ্যয়ন করুন। যে বিষয়টি নিয়ে আপনি অধ্যয়ন করতে চান, সেটি বাইবেলের কোথায় কোথায় আছে তাও নিজেই খুঁজে বের করুন। ছোট ছোট বিষয়গুলি এই ভাবে নিজে অধ্যয়ন করা ভাল। কারণ তাতে আপনি বিষয়টির সংগে সম্পর্কযুক্ত প্রত্যক্ষ পদ-গুলি ও পাবেন। প্রত্যক্ষ পদ মানে, যে পদগুলিতে হুবহু একই শব্দ বা একই ধরণের কথা আছে। পরোক্ষ পদ মানে, যে পদগুলিতে আপনার অধ্যয়নের বিষয়টির ভাব বা ধারণা দেওয়া আছে। পরোক্ষ পদগুলি অধ্যয়নের বিষয়টি, ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

৩। যেটি প্রত্যক্ষ পদের বর্ণনা দেয়, সেটির পাশে প্রত্যক্ষ লিখুন, আর যেটি পরোক্ষ পদের বর্ণনা দেয়, সেটির পাশে পরোক্ষ লিখুন।

ক) যে পদে বিষয়টির ভাব বা ধারণার প্রতি ইংগিত করে।...........

....

খ) যে পদে নির্দিষ্ট শব্দ বা কথাগুলি আছে।.......................

....

৪। ঠিক উত্তরগুলির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) অন্যান্য সাহায্যকারী বই ছাড়া বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়ন করা যায় না।

খ) বাইবেল অভিধান, বাইবেল বিষয়-নির্দিশিকা বা কন্‌কর্ডেন্স ইত্যাদি সাহায্যকারী বইগুলি বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নে সাহায্য করে, তবে এগুলি না থাকলেও অসুবিধা হয় না।

গ) বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নে, বিষয়টি বাইবেলের যেখানে হুবহু (প্রত্যক্ষ ভাবে) উল্লেখ করা হয়েছে, কেবল সেই স্থান গুলিই আপনি খোঁজ করবেন।

ঘ) বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নে, বিষয়টি বাইবেলের কোথায় প্রত্যক্ষভাবে (অর্থাৎ হুবহু একই শব্দ) ও কোথায় পরোক্ষভাবে (অর্থাৎ বিষয়টির ভাব) উল্লেখ করা হয়েছে সবই আপনি খোঁজ করবেন।

বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নের উদাহরণ ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ বাইবেল অধ্যয়নের বিষয় হিসাবে "জিনিষ" এবং "গুণ" কি তা বর্ণণা করা এবং এই উভয় প্রকার বিষয়ের উদাহরণ দিতে পারা।

প্রকৃতি জগতের বিষয় ঃ চড়াই পাখী ঃ

রোমীয় ১ ঃ ২০ পদে আপনি দেখেছেন যে, ঈশ্বর প্রকৃতি জগতকে এমনভাবে পরিকল্পনা করে সাজিয়েছেন যেন, মানুষ তা থেকে শিখতে পারে। পৃথিবীর অনেক জায়গায় বাড়ীর আশে-পাশে চড়াই পাখী বা এর মত ছোট ছোট পাখী দেখতে পাওয়া যায়। বাইবেল শিক্ষা দেবার জন্য বেশ কয়েকবার এই চড়াই পাখীর দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

পণ্ডিতদের মতে "হিব্রু ভাষার" সিপ্‌পোর "শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে চড়াই পাখী"। ঐ শব্দটি দিয়ে চড়াইয়ের মত সব রকম ছোট ছোট পাখীদের বুঝানো হোত। পুরাতন নিয়মে প্রায়

চল্লিশ বার এই শব্দটি আছে। সব সময় এর অনুবাদে চড়াই পাখী লেখা হয়নি। কখনো কখনো এর অনুবাদ করা হয়েছে 'পক্ষী'। নূতন নিয়মে এই ধরণের একটা গ্রীক শব্দ দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের জন্য কত বেশী চিন্তা করেন ও যত্ন নেন, পবিত্র শাস্ত্রে এই পাখীগুলির দৃষ্টান্ত দিয়ে তাই বুঝানো হয়েছে। মথি ১০ ঃ ২৯-৩১ পদ দেখুন ঃ

"দুটা চড়াই পাখী কি দশ পয়সায় বিক্রী হয়না ? তবুও তোমাদের পিতা ঈশ্বরের অনুমতি ছাড়া তাদের একটাও মাটিতে পড়ে না ; এমন কি তোমাদের মাথার চুলগুলোও গোণা আছে। কাজেই তোমরা ভয় পেয়োনা। তোমরা তো চড়াই পাখী থেকে অনেক বেশী মূল্যবান।" ঈশ্বর চড়াই পাখীর মত ছোট ছোট পাখীদের জন্য ভাবেন। কারণ এরা তাঁরই সৃষ্টি। তাই ঈশ্বরের প্রত্যেকটি সন্তানকে পিতা ঈশ্বরের উপর পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হবে। আমাদের জন্য চিন্তা করেন, তিনি আমাদের সব রকম যত্ন নেন।

গীত-লেখক এই পাখীটিকে দিয়ে দুঃখ ও একাকীত্ব বুঝিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "আমি এমন হইয়াছি যেন চটক (চড়াই পাখী) ছাদের উপর একাকী রহিয়াছে" (গীত ১০২ ঃ ৭ পদ)। এই পাখী-গুলিকে সাধারণতঃ একাকী দেখা যায় না। একত্রে জটলা বেঁধে কিচির-মিচির করে আনন্দ করতেই এদের দেখা যায়। লেখক, তার দুঃখ যে কত বেশী, তাই দেখাতে চান, এই জন্য তিনি বলে-ছেন যে তার অবস্থা ঠিক যেন ছাদের উপর সংগী-সাথীহীন, একাকী বসে থাকা একটা চড়াই পাখীর মত।

ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ঃ ঈশ্বরের স্বভাব ঃ

নীচে ঈশ্বরের স্বভাব সম্পর্ক বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নের একটি খসড়া দেওয়া হয়েছে। ইফিষীয় বইটি অধ্যয়নেও আপনি এই রকম খসড়া তৈরী করবেন। এখন আপনি কেবল খসড়াটি এবং খসড়ায় যে পদগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি পড়ুন। প্রত্যেকটি বাইবেলের পদ

পর্যবেক্ষন করে যে খবর পাওয়া গেছে, সে গুলি বা পাশে দেওয়া হয়েছে। এগুলি ভাল করে লক্ষ্য করুন। শেষভাগে যে সারমর্ম দেওয়া হয়েছে, তাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন (বাইবেলের সমস্ত পদগুলি হবককুকের বই থেকে নেওয়া হয়েছে)।

বিষয় ঃ ঈশ্বরের স্বভাব ঃ

বাইবেলের পদ	পর্যবেক্ষন
১ ঃ ২ পদ।	হবককুক সদাপ্রভুর কাছে অনুনয়-বিনয় করে অন্যায়ের বিচার চান, কিন্তু সদাপ্রভু কোন উত্তর দেন না। ঈশ্বর তো ধার্মিক। তার উত্তর দিতে না পারার মানে কি ? ঈশ্বর কেবল মাত্র ঠিক সময়েই উত্তর দেন।
১ঃ৫-৬ পদ।	ঈশ্বর বসে নেই, তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। ঈশ্বর কল্দীয়দের তৈরী করছেন। হবককুকের নালিশের ব্যাপারে এইটি কি বলে ? হবককুক অনুনয়-বিনয় করবার আগেই ঈশ্বর উত্তর দেবার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।
১ ঃ ১২ পদ।	ঈশ্বর অনাদি কাল থেকে (বা প্রথম থেকেই) আছেন। ঈশ্বর পবিত্র, তিনি অনন্তকাল থাকবেন। তিনি হবককুককে রক্ষা করবেন।
১ঃ১৩ পদ।	ঈশ্বরের চোখ এতই পবিত্র যে, তিনি মন্দ দেখতে পারেন না। যারা দুষ্কার্য (খারাপ কাজ) করে তিনি তাদের সহ্য করতে পারেন না।
২ ঃ ১ পদ।	হবককুক সদাপ্রভুর কাছ থেকে একটা উত্তর পাবার আশা করেছেন। এর মানে কি ? এর মানে ঈশ্বর বিশ্বাসযোগ্য।
২ঃ১৩-১৪ পদ।	আমাদের সমস্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের মূল উদ্দেশ্য হবে সদাপ্রভুকে লাভ করা। পৃথিবী সদাপ্রভুর মহিমা বিষয়ক জ্ঞানে পূর্ণ হবে।
২ঃ২০ পদ।	সদাপ্রভু তার পবিত্র মন্দিরে আছেন। তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাবার যোগ্য।

৩ ঃ ৩ পদ। ঈশ্বর পবিত্র ও প্রভামণ্ডিত (উজ্জলতায় পুর্ণ)।
৩ ঃ ৫-৬ পদ। সদাপ্রভু ক্ষমতাশালী।
৩ ঃ ১৩, ১৮ পদ। সদাপ্রভু চান যেন লোকেরা পরিত্রাণ পায়।
৩ ঃ ১৯ পদ। সদাপ্রভু বলবান বা শক্তিশালী।

সারমর্ম ঃ ঈশ্বরের স্বভাব এই ঃ তিনি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন (অর্থাৎ তাঁর স্বাধীন ভাবে কাজ করবার ক্ষমতা আছে), অনন্তকালীন, পবিত্র ও ধার্মিক। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি ন্যায় বিচার করেন, তিনি ধৈর্যের সাথে বিচার করেন, এবং তিনিই ত্রাণকর্তা।

আরো পড়াশুনা করুন ঃ

আপনি এই পাঠে দুই ধরণের বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন করলেন। এদের একটি অন্যটি থেকে একেবারে ভিন্ন, তবুও এক একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে এদের লেখা হয়েছে। প্রথম উদাহরণে চড়াই পাখী নিয়ে অধ্যয়ন করা হয়েছে, এইটি হোল আমাদের চার পাশের প্রকৃতি জগতের বিভিন্ন কৌতুহল জনক বিষয়ের একটি। গাছ-পালা, পশু-পাখী এবং খনিজ পদার্থকে বাইবেলে কখনো কখনো দৃষ্টান্ত হিসাবে, আবার কখনো কখনো প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি প্রায় একই রকম হওয়ার মাঝে মাঝে দৃষ্টান্তকে প্রতীক এবং প্রতীককে দৃষ্টান্ত বলা যায়। কিন্তু আমরা আপনাকে এদের পার্থক্যগুলি দেখিয়ে দেব, তাতে আপনি বাইবেল পড়ে আরো ভাল বুঝতে পারবেন।

একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে কোন একটা সত্যকে এমন ভাবে তুলে ধরা হয় যার ফলে সেটি সহজেই বুঝা যায়। সর্ষে গাছ উৎপন্ন হয়। (প্যালেষ্টাইনের সর্ষে গাছগুলি আমাদের দেশের সর্ষে গাছের তুলনায় অনেক বড়)। তাই যীশু স্বর্গ-রাজ্য (মথি ১৩ ঃ ৩১-৩২ পদ), এবং বিশ্বাস (মথি ১৭ ঃ ২০ পদ) সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার জন্য এই দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন। একটা প্রতীক এমন কোন জিনিষ যা অন্য আর একটা জিনিষের বদলে ব্যবহার করা হয়। প্রতীকটি যে জিনিষের বদলে ব্যবহৃত হয়, সেটির সাথে এর কয়েকটি বিষয়ের মিল থাকে। যেমন দানিয়েল ২ অধ্যায়ের 'স্বর্ণময় মস্তক' রাজা।

নবূখদ্‌নিৎসরের প্রতীক রূপে দেখানো হয়েছে (৩৮ পদ)। দানিয়েল ৮ ঃ ১-৮ পদে ভবিষ্যতের বিভিন্ন রাজা ও রাজাদের প্রতীক হিসাবে মেষ, ছাগ, ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে।

এই ধরণের বিষয়গুলি অধ্যয়নে আপনি বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নের ধাপগুলি ব্যবহার করবেন। এর পরের অংশে এই ধাপগুলির বিষয় অলোচিত হবে। আর যে সব কারণে ঐ বিষয়টিকে একটা দৃষ্টান্ত, প্রতীক অথবা অন্য কিছু রূপে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে, সেগুলিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করবেন।

৫। নীচের বিষয়গুলি নিয়ে ভাবুন। প্রত্যেকটির পাশে দেওয়া বাইবেলের পদগুলি পড়ুন। এগুলি দৃষ্টান্ত অথবা প্রতীক, তা প্রতিটির পাশের শূণ্যস্থানে লিখুন।

ক) পিঁপড়া (হিতোপদেশ ৬ ঃ ৬-৮ পদ) ....

খ) মেষ শিশু (প্রকাশিত ৬ ঃ ১, ৩, ৫, ৭ পদ) ....

গ) পতংগ (নহূম ৩ ঃ ১৫ পদ) ....

ঘ) ভল্লুক (দানিয়েল ৭ ঃ ৫, ১৭ পদ)...................................

এই পাঠে যে বিষয়গুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি বাদে প্রকৃতি সম্বন্ধীয় আরো কতকগুলি বিষয় হোল আলো, জল, শষ্য-দানা, বিভিন্ন ওষধি (যেমন, জিরা, মথি ২৩ ঃ ২৩ পদ) এবং আরো অনেক কিছু।

বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নের দ্বিতীয় উদাহরণটি ছিল ঈশ্বরের স্বভাব সম্বন্ধে। এটি কিন্তু কোন জিনিষ নয়, এটি একটা গুণ, এবং তা, দেখা যায় না। এই রকম আরো কয়েকটি গুণ সম্বন্ধে অধ্যয়ন করা যায়, যেমন আশা, প্রেম, বিশ্বাস, ক্ষমা, মন ফিরানো, অনন্ত জীবন, ইত্যাদি।

৬। ঠিক উত্তরগুলির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) আশে-পাশের প্রকৃতি জগত থেকে নেওয়া বিষয়গুলি প্রায়ই বাইবেলে দৃষ্টান্ত অথবা প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

খ) যে বিষয়গুলি জিনিষ নয় কিন্তু গুণ, সেগুলিই বাইবেলে দৃষ্টান্ত অথবা প্রতীক হিসাবে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে।

গ) বাইবেলের যে বিষয়গুলি নিয়ে অধ্যয়ন করা চলে সেগুলির সংখ্যা খুব কম।

ঘ) বাইবেলে অনেক ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আছে, যেগুলি নিয়ে অধ্যয়ন করা চলে।

৭। এই পাঠে এ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি, চিন্তা করে এমন চার-পাঁচটি বিষয় লিখুন, যেগুলি নিয়ে অধ্যয়ন করা চলে।

....

....

বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নের উপায়ঃ

লক্ষ্য-৩ঃ বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নের ছয়টি ধাপ কি তা জানা ও সেগুলি ব্যাখ্যা করা।

ধাপ-১ঃ বিষয়টি বাইবেলের কোথায় কোথায় আছে তা লিখুন।

এই ধাপে আপনি বিষয়টি সম্পর্কে একটি বাইবেল ভিত্তিক খসড়া তৈরী করবেন। জীবনী মূলক অধ্যয়নে আপনি যে রকম খসড়া তৈরী করেছেন, এটিও সেই রকম হবে। যে কোন বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নেই আপনাকে এইরূপ একটি খসড়া তৈরী করতে হবে। প্রথমে আপনি নির্দিষ্ট একটি বিষয় ঠিক করুন, তারপর বাইবেলের একটা বই অথবা শাস্ত্রাংশ বেছে নিন, যার মধ্যে আপনার মনোনীত বিষয়টি সম্বন্ধে খবর আছে। হাতের কাছে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বাইবেল পড়ুন। ঈশ্বরের স্বভাব সম্বন্ধে এই পাঠে যে রকম খসড়া দেওয়া হয়েছে, সেই ভাবে আপনার কাগজটিকে লাইন টেনে দুই ভাগে ভাগ করুন। বা পাশের অংশে বাইবেলের পদ এবং ডান পাশের অংশে পর্যবেক্ষণ লিখুন।

পড়বার সময় বিষয়টি সম্বন্ধে যখনই কোন খবর পাবেন তখনই বাইবেলের পদ ও খবর লিখে রাখবেন। (লিখবার সময় প্রত্যেকটির মধ্যে যথেষ্ট জায়গা রাখবেন যেন পরে আরো কিছু যোগ করা যায়।) আপনি হয়ত একটা প্রত্যক্ষ পদ পাবেন (যেখানে হুবহু আপনার মনোনীত শব্দ বা কথাগুলি আছে), অথবা আপনি হয়তো বিষয়টি

সম্বন্ধে একটা পরোক্ষ পদ পাবেন (যেখানে বিষয়টির ভাব অথবা ধারণ দেওয়া আছে)। প্রত্যক্ষ হোক আর পরোক্ষ হোক, বিষয়টি সম্বন্ধে সমস্ত পদ বাইবেলে যে ভাবে আছে, সেই ভাবে পরপর লিখতে হবে।

৮। উপরের অনুচ্ছেদ ১ নং ধাপের শেষ বাক্যটির একটি অংশের নীচে লাইন টানা আছে। ঐ অংশটি আপনার নোট খাতায় লিখে রাখুন।

আপনি যে খবর পান, তা যদি বিষয়টির সংগে সম্পর্ক যুক্ত প্রত্যক্ষ পদ হয়, তবে, বাইবেলের পদটির পাশেই তা লিখে রাখুন। আর আপনার খবরগুলি যদি বিষয়টি সম্বন্ধে কেবল মাত্র পরোক্ষ পদ হয় তবে, তা লিখবার পরে এই প্রশ্নটিও লিখে রাখবেন ঃ "বিষয়টি সম্বন্ধে এই খবরগুলি কি বলে ? "সব সময় মনে রাখবেন যে, বাইবেল অধ্যয়নের সময় পবিত্র আত্মা সর্বদা আপনার সাথে থাকেন। তিনি আপনার অন্তরে থেকে আপনার কাছে সত্য প্রকাশ করেন। আপনি যে ভাবেই বাইবেল অধ্যয়ন করেন না কেন, প্রার্থনার মনোভাব নিয়ে আপনাকে তা করতে হবে। আপনার মন সম্পূর্ণ খোলা ও আগ্রহী থাকতে হবে। ঈশ্বরের আত্মার সাহায্য ছাড়া একা একা তাঁর বাক্য অধ্যয়ন করতে পারেন না। পবিত্র আত্মা আপনার সংগে থেকে আপনাকে সাহায্য করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এ পর্যন্ত আপনি যা পড়েছেন, তা যদি ভালমত না বুঝে থাকেন, তবে পাঠ্য বইটি আবার প্রথম থেকে পড়ুন।

ধাপ ২ ঃ বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করুন ঃ

প্রথম ধাপে আপনার কাজ বিষয়টি কোথায় কোথায় আছে তা খুঁজে বের করা, এবং বাইবেলে বিষয়টি (পদ) যে ভাবে পরপর আছে, সেই ভাবে পরপর লিখে নেওয়া। এর মানে প্রথম ধাপে আপনি যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন, তাতে পদগুলি বাইবেলে যেভাবে পর পর আছে, ঠিক সেই ভাবেই পর পর লেখা হয়েছে। এখন দ্বিতীয় ধাপে আপনার কাজ হবে, বিষয়টি সম্বন্ধে সমস্ত খবর পরীক্ষা করে দেখা। খবরগুলিকে কিরূপে যুক্তি সংগতভাবে সাজানো যায়, সেটিই আপনি দেখবেন। খবরগুলি দেখেই আপনি বুঝতে পারবেন,

কোন্ খবরটি কোন্ শ্রেণীতে পড়বে। যেমন মন্দিরের আসবাবপত্র সম্বন্ধে যদি আপনি অধ্যয়ন করেন তবে, মন্দিরের বিভিন্ন অংশ অনুসারে খবরগুলিকে সাজানো যায়। এখানে মন্দিরের বিভিন্ন অংশই হবে বিভিন্ন শ্রেণী। আপনি যদি প্রকৃতি জগতের কোন বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করেন, তবে, ঐ বিষয়টি বাইবেলে যে সব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলিই বিভিন্ন শ্রেণী হতে পারে। বিষয়টি সম্বন্ধে কি ধরণের খবর আছে? কোন সত্য ব্যাখ্যা করবার জন্য কি এইটি ব্যবহার করা হয়েছে? এইটি কি প্রতীক বা অন্য কিছুরূপে ব্যবহার করা হয়েছে? ঐতিহাসিক বিষয়গুলিকে সময় অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করা যায়-আরম্ভ, মাঝামাঝি সময়, এবং শেষ সময়। প্রতিটি বিষয়ের জন্য আপনি যে সব খবর পাবেন, সেগুলিকে সাজিয়ে লিখবার জন্য দুটি বা তারও বেশী শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

তাহলে দ্বিতীয় ধাপটির এইরূপ বর্ণণা দেওয়া যায় বিষয়টি সম্বন্ধে প্রত্যেকটি খবর যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই অনুসারে সেগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করুন। খবরগুলি থেকে সহজেই যে শ্রেণীগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিই ব্যবহার করুন। কিছু পরে আপনি বিষয় ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ইফিষীয় বইটি পড়বেন। তখন আপনি এর মধ্যে ঈশ্বরের সন্তোষজনক কথাগুলি খোঁজ করবেন। আপনি দেখতে পারেন যে, প্রেরিত পৌল প্রায়ই একই বাক্যের মধ্যে বিপরীত বিষয় বলেছেন ঃ "এই কথা বলনা·········কিন্তু এই কথা বল·········।" এইরূপ কয়েকটি পদ দেখার পর, ঐ নির্দিষ্ট বিষয়টির জন্য দুটি প্রধান শ্রেণী বিভাগের কথা আপনার মনে জাগবে। আপনার শ্রেণীগুলি এইরূপ হতে পারে ঃ "মন্দ কথা" এবং "ভাল কথা," অথবা "যে সব কথাবার্তা বাদ দিতে হবে" এবং " যে সব কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।" এই দুটি শ্রেণীর কথাই সহজে মনে আসে। আপনার পূর্ণাংগ খসড়ায় চার-পাঁচটি শ্রেণী থাকবে. কিন্তু এই প্রধান দুটি শ্রেণীর সাথে সেগুলির মিল থাকবে।

৯। উপরের অনুচ্ছেদে যে বাক্যদুটি ২ নং ধাপ সংক্ষেপে বর্ণণা করে, সেই বাক্য দুটি আপনার নোট খাতায় লিখুন।

১০। বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নের ২ নং ধাপের উদ্দেশ্য হোল সব সময়--

ক) বিষয়টির সংগে সম্পূর্ণ যুক্ত পদ কোথায় আছে তা খুঁজে বের করা ও লিখে নেওয়া।

খ) বিষয়টি সম্বন্ধে যত খবর পাওয়া যায়, সেগুলিকে যুক্তি সংগত ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজিয়ে লেখা।

গ) খবরগুলিকে সময় অনুসারে সাজানো।

ধাপ ৩ঃ পূর্বাপর বিষয় অনুসন্ধান করুনঃ

১ নং পাঠে আপনি জেনেছেন যে, পূর্বাপর বিষয় মানে "আপনি যে বিশেষ শব্দটি নিয়ে পড়াশুনা করছেন, সেটির চারপাশের (আগের ও পরের) সমস্ত শব্দাবলী।" এই বইটি থেকে আপনি এ-ও জেনেছেন যে, ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নের সময় যত্নের সংগে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরীক্ষা হবে। বিষয়টি কোথায় কোথায় আছে তা সব লেখা হয়েছে (১ নং ধাপ)। নির্দিষ্ট বিষয়টি যে সব ভিন্ন ভিন্ন পথে ব্যবহৃত হয়েছে তার ভিত্তিতে খবরগুলিকে আপনি কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করে-ছেন (২ নং ধাপ)। আর এখন বিষয়টি যেখানে যেখানে আছে, কেবল সেই পদগুলিই পড়বেন না, কিন্তু এর আগের ও পরের পদ-গুলিও পড়বেন। তাহলে পবিত্র আত্মা আপনাকে যে অর্থ জানাতে চান, আপনি তা পেয়েছেন কিনা, তা সঠিক ভাবে জানতে পারবেন।

পূর্বাপর বিষয় (আগের ও পরের বাক্যগুলি) পড়বার সময় প্রথম বার পর্যবেক্ষণ করে যে খবর পেয়েছেন, তাতে কিছু রদবদল বা যোগ করতে হতে পারে। তাহলে ৩ নং ধাপের কাজ হোলঃ বিষয়টি যে সব ভিন্ন ভিন্ন পথে ব্যবহৃত হয়েছে পূর্বাপর বিষয়ের আলোকে যত্নের সাথে তা পরীক্ষা করা। প্রথমবার পর্যবেক্ষণ করে যে খবরগুলি পেয়েছেন, তাতে যদি কোন পরিবর্তন করতে হয় বা কোন কিছু যোগ করতে হয় তবে, ১ নং ধাপের খসড়ায় সেগুলি লিখুন।

১১। পূর্বাপর বিষয় মানে কি?

....

১২। নীচের বাক্যগুলির ডান পাশের শূণ্যস্থানে ১ নং ধাপ, অথবা ২ নং ধাপ অথবা ৩ নং ধাপ লিখুন ঃ

ক) বিষয়টি যে পদে আছে, তার আগের ও পরের পদগুলি পড়ুন যেন, ঐটির ঠিক অর্থ জানতে পারেন ঃ ....

খ) বিষয়টি যেখানে যেখানে আছে সেই পদগুলির একটা তালিকা লিখুন। ....

গ) যে জিনিষগুলির মধ্যে মিল আছে সেগুলিকে একত্রিত করে আপনার তালিকাটিকে সাজিয়ে লিখুন। ....

ধাপ-৪ ঃ প্রত্যেক শ্রেণীর খবরগুলির সারমর্ম লিখুন ঃ

সারমর্ম লেখা মানে, খবরগুলিকে ছোট ছোট করে অল্প কথায় বলা।

চতুর্থ ধাপে আপনার কাজ প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আপনি যে সব খবর পেয়েছেন, সেগুলি পড়ে নিয়ে খুব সংক্ষেপে ছোট করে লেখা। যেমন ধরুন আপনি "মেষ"-এই বিষয়টি নিয়ে পড়াশুনা করছেন। এ সম্পর্কে বাইবেলে অনেক পদ পাবেন, কারণ এটি বাইবেলের প্রধান বিষয়গুলির মধ্যে একটি। প্রথম ধাপে আপনি বাইবেলের পদগুলির একটা তালিকা প্রস্তুত করবেন। দ্বিতীয় ধাপে আপনার কাজ হবে, ঐগুলির ব্যবহার অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা। অন্যকথায় যে পদগুলির মধ্যে মিল আছে, সেগুলিকে নিয়ে এক একটি শ্রেণী হবে। কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে আপনি কেবল ঐ পশুগুলিরই বর্ণণা পাবেন। এই শ্রেণী গুলির জন্য "গৃহ পালিত পশু," এবং "মেষের স্বভাব ও বৈশিষ্ট" ইত্যাদি নাম দিতে পারেন। এছাড়া, আপনি আরও কয়েক শ্রেণীর পদ পাবেন, যেখানে মেষকে বলি-উৎসর্গের পশু, প্রতীক, এবং ঈশ্বরের লোকদের দৃষ্টান্ত রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন যীশু নিজেকে বলেছেন "ভাল রাখাল (বা মেষ পালক)" (যোহন ১০ ঃ ১১ পদ)। তৃতীয় ধাপে আপনার কাজ হবে সম্পূর্ণ এবং আসল অর্থ জানবার জন্য প্রতিটি পদের পূর্বাপর বিষয় পরীক্ষা করা।

চতুর্থ ধাপে আপনার কাজ ঃ প্রত্যেক শ্রেণীর সারমর্ম লেখা বা সংক্ষেপে ছোট করে প্রকাশ করা। আপনি যদি "মেষ" এই বিষয়টি নিয়ে পড়াশুনা করেন, তবে পশু হিসাবে মেষদের সম্পর্কে যে সব খবর পেয়েছেন, সেগুলি ছোট করে অল্প কথায় লিখবেন। যে শ্রেণীর মধ্যে বলি-উৎসর্গের পশু-হিসাবে মেষদের বর্ণণা পেয়েছেন তাও ছোট করে অল্প কথায় লিখবেন। আবার যে শ্রেণীর মধ্যে প্রতীক হিসাবে মেষ ব্যবহার করা হয়েছে, আর যে শ্রেণীতে দৃষ্টান্ত হিসাবে মেষ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলির সারমর্ম লিখবেন। তাই চতুর্থ ধাপের কাজ হচ্ছে, আগের ধাপগুলিতে আপনার খসড়ার প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে যে খবরগুলি আপনি পেয়েছেন সেগুলিকে ছোট করে অল্প কথায় বলা।

১৩। সারমর্ম লেখা মানে—

ক) সময় অনুযায়ী সাজিয়ে লেখা।

খ) অর্থ ব্যাখ্যা করা।

গ) ছোট করে অল্প কথায় বলা।

১৪। বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নের চতুর্থ ধাপে আপনি—

ক) বিষয়টি যেখানে যেখানে আছে, সেই পদগুলির তালিকা লিখবেন।

খ) পূর্বাপর বিষয়ের ভিত্তিতে বিষয়টির ব্যবহার সম্বন্ধে খোঁজ করবেন।

গ) খসড়ার প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে যে সব খবর আছে, সেগুলির সারমর্ম লিখবেন।

ধাপ-৫ ঃ সারমর্ম গুলির মধ্যে তুলনা করুন—

এই পদটিতে (৫ নং ধাপ) লেখার কাজ নেই। এটি দেখবার এবং চিন্তা করবার ধাপ। পড়াশুনা করে কি পেলেন এই ধাপে আপনি তাই দেখবেন। বাইবেলে আপনি যে সত্য পেয়েছেন, এই ধাপে তা নিয়ে ধ্যান করবেন। আপনি যে সব খবর পেয়েছেন, প্রার্থনার সাথে সেগুলি নিয়ে চিন্তা করবেন। আর এই কাজে আপনি পবিত্র আত্মার সাহায্য নেবেন, যেন তিনি আপনাকে সমস্ত খুটি নাটি বিষয়গুলি একত্রে যা বলে, তার সাথে এদের সম্বন্ধ বুঝতে সাহায্য করেন।

আপনার খসড়ার শ্রেণীগুলিকে কিভাবে সাজালে সবচেয়ে ভাল হয়, এই ধাপেই আপনি তা ঠিক করবেন। ১ নং ধাপে আপনি বিষয়টি বাইবেলে যেভাবে পর পর আছে, ঠিক সেই ভাবে পদগুলির তালিকা লিখেছেন। এখন প্রত্যেকটি শ্রেণীর সারমর্ম তৈরী হওয়ার পর হয়ত দেখা যাবে যে, সময় অথবা গুরুত্ব বিচারে কোন একটা শ্রেণীকে আগে বা পরে সাজালে ভাল হবে। আপনি হয়ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীটিকে একদম শেষে দিতে চাইবেন।

১৫। নীচের প্রত্যেকটি সত্য উক্তির বা পাশে "স", এবং মিথ্যা উক্তিগুলির পাশে "মি" লিখুন।

…ক) ১ নং ধাপে আপনি বিষয়টি বাইবেলে যেখানে যেখানে এবং যেভাবে পর পর আছে, ঠিক সেই ভাবে পদগুলির তালিকা লেখেন।

…খ) ৪ নং ধাপে আপনি লেখেন না, কিন্তু দেখেন ও চিন্তা করেন।

…গ) ৫ নং ধাপটি আসল লেখার ধাপ নয়, এই ধাপে আপনি প্রার্থনার সাথে দেখেন ও চিন্তা করেন।

…ঘ) ২ নং ধাপের কাজ হোল, বিষয়টি বাইবেলে যেখানে এবং যেভাবে পর পর আছে, ঠিক সেইভাবে পদ গুলির তালিকা লেখা।

…ঙ) ২ নং ধাপের কাজ হচ্ছে, যে পদগুলির মধ্যে খুব মিল আছে, সেগুলিকে একত্র করে এক একটা শ্রেণী তৈরী করা এবং প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটা নাম দেওয়া।

…চ) ৩ নং ধাপে আপনি পূর্বাপর বিষয়ের আলোকে প্রত্যেক শ্রেণীর খবরগুলি সম্বন্ধে ভাল করে পড়াশুনা করেন।

…ছ) ৪ নং ধাপে আপনি প্রত্যেক শ্রেণীর সারমর্ম লেখেন।

১৬। বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নের প্রথম পাঁচটি ধাপ আপনার নোট খাতায় লিখুন।

ধাপ-৬ ঃ সম্পূর্ণ খসড়াটির সারমর্ম লিখুন ঃ

৬ নং ধাপে সমস্ত খবরগুলিকে একত্রিত করা হয়। এই ধাপে আপনি শ্রেণীগুলির সারমর্ম থেকে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। এইটি চূড়ান্ত সারমর্ম। ৫ নং ধাপে সমস্ত খবরগুলি নিয়ে চিন্তা ও ধ্যান করবার ফলেই আপনি এইটি পান। এই শেষ ধাপে আপনি শ্রেণীগুলির সারমর্ম থেকে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা উপসংহার লিখবেন।

তবে দুটি বিষয়ে আপনাকে সতর্ক হতে হবে। প্রথমতঃ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা উপসংহারটিকে খুব বেশী সাধারণ করে ফেলবেন না। সাধারণ করা অর্থাৎ, সম্পূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত, নিয়ম, অথবা উক্তি যাতে খুঁটি নাটি বিবরণ থাকেনা, কিন্তু সম্পূর্ণ বিষয়ের জন্যই খাটে। বাইবেলের কোন বিশেষ অংশে সারমর্ম লিখবার সময় আবেগের টানে দূরে চলে যাওয়া খুবই সহজ। পবিত্র বাইবেলের বাক্য অনুযায়ী উপসংহারটি যতটা সাধারণ করা যায়, তার চেয়ে বেশী দূরে যাবে না। বাইবেল যা বলে, তার চেয়ে বেশী বা কম বলার চেষ্টাও করবেন না।

দ্বিতীয়তঃ বাইবেলের সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখবেন। দুই রকম সীমাবদ্ধতা আছে ঃ অব্যক্ত (যা সরাসরী বা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি, কিন্তু সেই বিষয়টি বুঝানো হয়েছে, বা তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে), এবং ব্যক্ত (যা সরাসরি বা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে)। বাইবেল এই দুই দিক দিয়েই আমাদের সীমা দিয়ে দিয়েছে। বাইবেলে অনেক কিছুই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এই ব্যক্ত বিষয়-গুলি যেভাবে আমাদের মতামতকে সীমাবদ্ধ করে, তা হোল এই যে, আমরা আমাদের প্রয়োজন মত এগুলির পরিবর্তন করতে পারিনা। বাইবেলের অব্যক্ত বিষয়গুলি ও আমাদের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে। বাইবেলে যদি কোন বিষয় ইংগিত করা হয় তবে, আপনি বলতে পারেন যে, ঐ বিষয়টির ইংগিত করা হয়েছে মাত্র। ঐ বিষয়টি সম্পর্কে বাইবেলের অন্য কোন পদে যদি স্পষ্ট ভাবে কিছু বলা না হয়, তবে ঐ বিষয়ে আপনি জোর দিয়ে কিছু বলতে পারেন না।

১৭। ৬ নং ধাপের কাজ কি, তা খুব সংক্ষেপে আপনার নোট খাতায় লিখুন।

১৮। নীচের প্রত্যেকটি বিষয়ের পাশে শূণ্যস্থানে ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত লিখুন ঃ--

ক) যে ধারনাগুলি স্পষ্টরূপে বলা হয়নি, কিন্তু তাদের বিষয়ে ইং-গিত করা হয়েছে..

....

খ) ধারনাগুলি স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে। ....

১৯। চূড়ান্ত উপসংহারটি লিখবার সময় কোন্ দুটি বিষয়ে আপনাকে সতর্ক হতে হবে? (উত্তর নোট খাতায় লিখুন)

ইফিষীয় বইটির বিষয়ভিত্তিক অধ্যয়ন ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ "যে রকম কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন" এই বিষয়টি ব্যবহার করে ইফিষীয় ৪, ৫, ৬ অধ্যায় থেকে একটি বিষয় ভিত্তিক খসড়া তৈরী করা।

এই অংশের জন্য আপনার নোট খাতা এবং বাইবেল লাগবে। এখানে যে কাজগুলি করতে দেওয়া হয়েছে, তাতে আপনি বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নের ছয়টি ধাপই কাজে লাগাতে পারবেন। আপনি ইফিষীয় ৪, ৫ ও ৬ অধ্যায় নিয়ে কাজ করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, প্রথমে নিজে প্রশ্নগুলির উত্তর লিখবেন ও তার পরেই বইয়ের উত্তর দেখতে পারেন। আপনার উত্তরগুলি হুবহু বইয়ের উত্তরগুলির মত না হলেও চলবে। শেষে যখন বইয়ের উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখবেন, তখন খুশীমত আপনার উত্তরগুলির সাথে কিছু যোগ করতে বা সামান্য অদলবদল করতে পারেন। তবে আপনার নিজের কথা ও ভাব যতদুর সম্ভব একই রাখবেন। আমাদের লক্ষ্য, যেন আপনি নিজেই ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করতে পারেন। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের কাছে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেন। তিনি অন্যদের কাছে যেমন কথা বলেছেন, তেমনি আপনার সাথেও নিশ্চয় কথা বলবেন। আপনি যত বেশী পড়াশুনা করবেন, আপনার জ্ঞানও ততই বাড়বে। এজন্য সবচেয়ে দরকারী বিষয়টি হোল, আপনাকে সময় করে ও নিয়মমাফিক ভাবে অধ্যয়ন করতে হবে।

'যে কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন' এখানে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে পড়াশুনা করব। এই বিষয়টির মূল প্রসংগ নেওয়া হয়েছে গীত ১৯ ঃ ১৪ পদ থেকে. "আমার মুখের বাক্য ও আমার চিত্তের ধ্যান তোমার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হউক, হে সদাপ্রভু, আমার শৈল, আমার মুক্তিদাতা," যে কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, ইফিষীয় বইটিতে তার

বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। পবিত্র আত্মাই প্রেরিত পৌলের মধ্য দিয়ে এই বিবরণ দিয়েছেন। (এখানে আরও কয়েক ধরণের কথার বিষয় আছে, যেগুলিতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন না।) খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের জন্য এই বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ সাধু যাকোবের বিবরণ থেকে তা আপনি জানতে পারবেন। তিনি বলেছেন, "তেমনি জিভও ঠিক আগুনের মত, জিভ যেন একটা মন্দতার দুনিয়া .... কোন মানুষ জিভকে দমন করে রাখতে পারেনা" (যাকোব ৩ঃ ৬, ৮ পদ)। জিহ্বার বিষয় আরো জানতে চাইলে, যাকোব ৩ঃ ১-১২ পদ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশটি পড়ুন। এখানে জিহ্বাকে আমাদের কথাবার্তার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করলে পর আমরা নতুন জীবন পাই। এইভাবে নতুন জীবন পেয়ে আমরা যদি খ্রীষ্টের বাধ্য হয়ে চলি, তবেই আমাদের 'কথা' ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে।

১ নং ধাপের জন্য আপনার নোট খাতার তিনটি কাগজ নিন ও প্রত্যেকটিকে লাইন টেনে দুইভাগে (কলামে) ভাগ করুন। ডান পাশের কলামটি বেশী চওড়া রাখুন। বা পাশে কলামের উপরিভাগে লিখুনঃ বাইবেলের পদ। ডান পাশের কলামের উপরিভাগে লিখুনঃ পর্যবেক্ষণ। এখন ইফিষীয় ৪, ৫ ও ৬ অধ্যায় পড়ুন। পড়বার সময় একটা পেন্সিল হাতে রাখুন। 'কথা' সম্পর্কে কোন একটা পদ পেলেই 'বাইবেলের পদ' কলামে সেগুলি লিখুন। বাইবেলের পদটি প্রত্যক্ষ পদ হলে কেবলমাত্র খবরগুলি লিখুন। আর পদটি যদি পরোক্ষ পদ হয় তবে, খবরগুলি লেখার পরে এই প্রশ্নটি লিখুনঃ "কথা" সম্বন্ধে এই পদটি কি বলে? "তারপর নিজেই প্রশ্নটির ছোট একটা উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। পরের কয়েকটি ধাপে আপনি ধ্যান ও চিন্তা করবার সুযোগ পাবেন, তাই খুটিনাটি সমস্ত অর্থ জানবার জন্য এখানে খুব বেশী সময় নষ্ট করবেন না। এগুলি পরে করতে পারবেন।

যে সব কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, সেগুলির মত যে সব কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন সেগুলিও লিখে রাখুন। কারণ এই কথাগুলির পার্থক্য দেখাবার যে সাহিত্য পদ্ধতি আছে, তা আপনাকে বলে দিতে পারে

কোন্ কোন্ কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। যদি একই পদের মধ্যে হ্যাঁ-সূচকও না-সূচক, এই দুই রকম ধারণা থাকে, তবে এদের মধ্যে পার্থক্য দেখাবার পদটির সাথে "ক" ও "খ" এই অক্ষরগুলি ব্যবহার করুন।

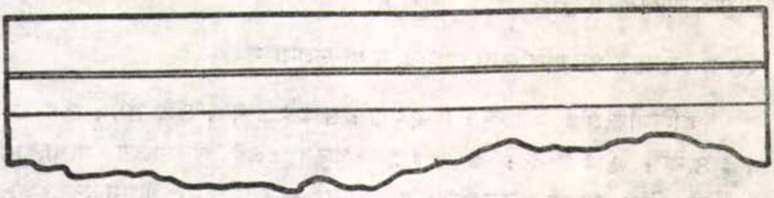

২০। ১ নং ধাপ। ইফিষীয় ৪, ৫ ও ৬ অধ্যায়ে কথার বিষয়টি যেখানে যেখানে আছে, তাদের সমস্ত পদগুলির তালিকা লিখুন (উপরে যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে)।

আপনার পড়া এবং ১ নং ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় খসড়াটি তৈরী করা হলে, সেটি এই বইয়ে দেওয়া উত্তরের সাথে মিলিয়ে দেখুন।

প্রথম ধাপে আপনি যে খবরগুলি পেয়েছেন, তাতে 'কথার' বিষয়টি কি কি ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে যে খবরগুলির মধ্যে মিল আছে, সেগুলি নিয়ে এক একটা শ্রেণী তৈরী করুন। খবরগুলিকে শ্রেণী বিভাগ করবার নানা উপায় আছে, আর এইভাবে শ্রেণী বিভাগ করবার ফলে সবটা বিষয় সহজে বুঝা যায়। আপনাকে এর একটা উপায় দেখানো হবে। অন্য উপায়গুলি ভিন্ন ধরণের হলেও সেগুলি ভুল নয়। যা হোক, এই উপায়টি ব্যবহার করে আপনি খসড়ার শ্রেণীগুলির জন্য ভাল ভাল নাম খুঁজে পাবেন। (২ নং ধাপের ছয়টি প্রশ্নের উত্তর লিখবার জন্য আপনার নোট খাতার আলাদা একটা পৃষ্ঠা ব্যবহার করুন। প্রতিটি উত্তরের মাঝে প্রায় ৫ লাইন করে ফাঁকা রাখুন)।

২১। ইফিষীয় ৪ : ১৪ পদ ও ৫ : ৬ পদ ভাল করে পড়ুন। কোন্ ভাবটি এই দু'টি পদেই আছে? আপনার উত্তর নোট খাতায় লিখুন।

২২। এই দু'টি পদের জন্য ছোট একটা নাম দিন। নামটি খাতায় লিখুন।

২৩। ইফিষীয় ৪ ঃ ১১-১২ পদ পড়ুন। এই শাস্ত্রাংশটি একটি বিশেষ শ্রেণীর 'কথা' সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। এখানে এমন লোকদের বিষয় বলা হয়েছে, যাদের কথার মধ্যদিয়ে ঈশ্বর খ্রীষ্টের দেহকে গড়ে তোলেন। এই দুটি পদের জন্য ছোট একটা নাম দিন। নামটি খাতায় লিখুন।

২৪। নীচের পদগুলি এবং এদের মধ্যে তুলনা করুন ঃ

ইফিষীয় ৪ ঃ ২৫ ক ; ৪ ঃ ২৬ ; ৪ ঃ ২৯ ক ; ৪ ঃ ৩১ ; ৫ ঃ ৩ ; ৫ ঃ ৪ ক ; ৬ ঃ ৪ ক ; ও ৬ ঃ ৯ পদ। এই পদগুলির মধ্যে কি ধরণের মিল আছে ভেবে দেখুন, আর এদের জন্য উপযুক্ত একটা নাম দিন।

২৫। ইফিষীয় ৪ ঃ ২ ; ৪ ঃ ১৫ ; ৪ ঃ ২৫ খ ; ৪ ঃ ২৯ খ ; ৪ ঃ ৩২ ; ৫ ঃ ৩ ; ৫ ঃ ১৯ পদের প্রথমাংশ ; ৫ ঃ ৩৩ ; ৬ ঃ ২ ; ৬ ঃ ৪ খ ; ও ৬ ঃ ৭ পদ পড়ুন। চিন্তা করে এমন একটা নাম ঠিক করুন, যা এই পদগুলির মিল দেখিয়ে দেবে।

২৬। ইফিষীয় ৫ ঃ ৪ খ ; ৫ ঃ ১৯ পদের শেষাংশ ; ৫ ঃ ২০ ; ও ৬ ঃ ১৮ পদ পড়ুন। এই পদগুলিতে কি ধরণের কথার বিষয় বলা হয়েছে, এবং কার উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলা হয়েছে। এই পদ-গুলির জন্য একটা উপযুক্ত নাম লিখুন।

উপরের কাজগুলি শেষ করলে পর আপনার নোট খাতায়, নীচে দেওয়া ৫টি বিষয়ের সংগে মিল আছে এবং ঐগুলির মত করে পর পর সাজান ও শিরোনাম যুক্ত, একটি পৃষ্ঠা পাবেন।

যে কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন ঃ এই রকম কথায় কান দিওনা।
যে কথা মেনে চলা উচিৎ।

যে কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন ঃ এ রকম কথা বলোনা।

যে কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন ঃ একে অন্যের সাথে সেইরূপ কথা বল।

যে কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন ঃ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সেইরূপ কথা বল।

এখন ৩য় ধাপে আপনি ১ নং ধাপের বই ভিত্তিক খসড়াটি আবার দেখুন। যে বাইবেলের পদগুলি আপনি লিখেছেন, সবগুলি পড়ুন, সেই সাথে পূর্বাপর বিষয়ও পড়ুন। পূর্বাপর বিষয় পড়ে যদি পর্য-বেক্ষণ অংশের খরগুলির সাথে কিছু যোগ বা রদবদল করা দরকার মনে হয় তবে তা করুন।

পবিত্র শাস্ত্র বিষয়টি সম্বন্ধে ঠিক যা বলে তা ছাড়িয়ে যাবেন না। এ কথাটি সব সময় মেনে চলবেন। বাইবেল যা বলে, আপনি যদি তাকে অতিক্রম করেন তবে, আপনি অন্যায় করেন। তাছাড়া, বাইবেলের পদগুলি আসলে কি বলে, তা আপনাকে সঠিকভাবে জানতে হবে। আমরা কাউকে কাউকে এমন অনেক ব্যাখ্যা দিতে শুনেছি, ঈশ্বরের বাক্যের সাথে যার কোনই যোগ নাই। একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল, শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করবার সময় কখনোই আপনার আগের কোন ধারণা শাস্ত্রের উপর চাপিয়ে দেবেন না। আপনি হয়ত দেখবেন যে বাইবেল আপনার আগের কোন কোন ধারণা সমর্থন করেনা। এইরূপ হলে আপনাকে শাস্ত্র খুঁজে দেখতে হবে কোথায় আপনার গলদ বা ভুল রয়েছে। আপনার কাজ হোল বাইবেল কি বলে তা জানা এবং সেই সত্যটি ধরে থাকা।

২৭। এখন ইফিষীয় ৪ ঃ ১৭-২৪ পদ পড়ুন। এই পদগুলি ইফিষীয় ৪ ঃ ১৪ পদে যে বিষয়টি আছে সেই প্রসংগেই কথা বলে বা এটাকে আমরা ঐ অংশের পূর্বাপর বিষয়রূপে ধরতে পারি।

আগের পাঠগুলিতে আমরা যেমন শিখেছি, তেমনি বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। এখানে কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হয়েছে। আপনার খাতার আলাদা একটা পৃষ্ঠায় এই প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন। অথবা আপনার ১ নং ধাপের খসড়াটিতে যদি জায়গা থাকে তবে, সেখানে উত্তরগুলি লিখতে পারেন।

ক) যারা দুষ্টবুদ্ধি খাটিয়ে বিশ্বাসীদের ভুলপথে নিয়ে যেতে চায়, তারা কাদের মত ?

খ) তাদের শিক্ষা অস্থির বাতাসের মত ও ভুলে পূর্ণ কেন ?

গ) তারা ঈশ্বরের সন্তানের পক্ষে খুব বিপদজনক কেন ?

ঘ) এমন একটা শক্তি আছে যা আপনাকে ঈশ্বর যে রকম কথায় সন্তুষ্ট হন, সেই রকম কথা বলতে সাহায্য করবে। এই শক্তিটি কিসের শক্তি ?

এইভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের দ্বারা প্রত্যেকটি পদ অনুসন্ধান করুন। ঈশ্বরের বাক্য থেকে যা কিছু জানা যায়, জেনে নিন। অধ্যয়নের জন্য যত বেশী সময় দিতে পারবেন, ততই ভালরূপে সব কিছু জানতে পারবেন।

দ্বিতীয় ধাপে পাঁচটি শ্রেণী পেয়েছেন। এখন ৪র্থ ধাপে প্রত্যেক শ্রেণীর সারমর্ম লিখবেন। মনে রাখবেন যে সারমর্মে সবগুলি গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় থাকে। সেগুলিকে যতদুর সম্ভব সংক্ষেপে অল্প কথায় প্রকাশ করা হয়। আগে আপনার সারমর্মগুলি লিখুন, তারপর এই বইয়ে দেওয়া উত্তরের সাথে সেগুলি মিলিয়ে দেখুন।

২৮। ২ নং ধাপের উপর যে প্রশ্নগুলি আছে, সেগুলির উত্তরে আপনি খাতায় শ্রেণীগুলির নাম লিখেছিলেন। এখন সেখানে প্রত্যেক শ্রেণীর সারমর্ম লিখুন। (প্রত্যেক শ্রেণীর বাইবেলের পদ ও খবরগুলি দেখার জন্য ১ নং ধাপের খসড়াটি ব্যবহার করুন।

এখন ৫ নং ধাপে আপনি পাঁচটি সারমর্মের মধ্যে তুলনা করবেন। মনে রাখবেন যে এই ধাপটি আসলে লেখার ধাপ নয়। তবে দরকার হলে কোন কিছু লিখ্‌তে পারেন। অধ্যয়ন করে আপনি যা পেয়েছেন, সেগুলি নিয়ে প্রার্থনার সাথে ধ্যান ও চিন্তা করাই এই ধাপের কাজ। আপনার প্রথম খসড়াটি এবং এর প্রত্যেকটি খবর আবার পড়ুন। খবরগুলিকে যে সব শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, এবং প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য যে সারমর্ম লিখেছেন, সেগুলিও আবার পড়ুন। পৌলের দেওয়া খবরগুলি কিভাবে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায় তা লক্ষ্য করুন। ভাল ও মন্দ কথার পার্থক্য ব্যবহার করে তিনি কিরূপে তার শিক্ষাকে শক্তিশালী করেছেন তাও লক্ষ্য করুন।

২৯। আপনার পূর্ণাংগ খসড়ায় পাঁচটি শ্রেণীকে কিভাবে সাজালে সবচেয়ে ভাল হয় তা ভেবে দেখুন এবং সেইভাবে আপনার খাতায় এগুলি লিখুন।

এখন ৬ষ্ঠ ধাপে আপনি পাঁচটি সারমর্ম নিয়ে একটি চূড়ান্ত সারমর্ম তৈরী করবেন। এই চূড়ান্ত সারমর্ম বা উপসংহারটিকে খুব বেশী সাধারণ করে ফেলবেন না অর্থাৎ শাস্ত্র যা বলে আপনার উপসংহারটিতে তার চেয়ে কিছু কম বা বেশী বলবেন না। শাস্ত্রের ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুই ধরণের সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখবেন। যে রকম কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন-এই বিষয়টি সম্পর্কে ইফিষীয় ৪, ৫ ও ৬ অধ্যায়ে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তার চূড়ান্ত সারমর্ম বা উপসংহারটি নিজে লিখুন। মনে রাখবেন যে, আপনার উপসংহারটি হুবহু বইয়ে দেওয়া উত্তরটির মত না হলেও চলবে।

৩০। আপনি খসড়ার পাঁচটি শ্রেণীর জন্য পাঁচটি সারমর্ম লিখেছেন এবং এগুলিকে যেভাবে সাজালে সবচেয়ে ভাল হয় সেইভাবে সাজিয়েছেন। এখন এই পাঁচটি সারমর্ম নিয়ে একটি চূড়ান্ত সারমর্ম বা উপসংহার লিখুন। তারপর এই বইয়ে দেওয়া উত্তরের সাথে ঐটি মিলিয়ে দেখুন।

পরীক্ষা-৯

প্রত্যেক প্রশ্নের সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঈশ্বর দৃশ্যমান জিনিষগুলি (যে সব জিনিষ দেখা যায়) এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে—

ক) তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাব সেগুলির দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

খ) সেগুলি তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাবের দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

গ) সেগুলির সাথে তাঁর ঐশ্বরিক স্বভাবের কোনই যোগ নেই।

২। একটা বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন কত লম্বা হবে, নীচের কোন্‌টি তা নির্ণয় করতে সাহায্য করবে না ?

ক) বিষয়টি সম্পর্কে যে পরিমান খবর পাওয়া যাবে।

খ) বিষয়টি বাইবেলের যে বইয়ে আছে সেটি কত বড়।

গ) ছাত্র, বিষয়টি অধ্যয়নের জন্য কত সময় ব্যয় করেন।

৩। যে বিষয়গুলি দৃশ্যমান নয়, কিন্তু গুণ-সেগুলি....................

ক) বাইবেলে দৃষ্টান্ত বা প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি।

খ) বাইবেলে প্রতীক হিসাবে নয়, কিন্তু দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

গ) বাইবেলে দৃষ্টান্ত হিসাবে নয়, কিন্তু প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নে পূর্বাপর বিষয় অনুসন্ধান করা হয়-

ক) ২ নং ধাপে।

খ) ৫ নং ধাপে।

গ) ৩ নং ধাপে।

৫। কোন একটা বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নে যে পূর্ণাংগ খসড়া তৈরী করা হয়, তাতে কতগুলি শ্রেণী বিভাগ থাকে। এই শ্রেণীগুলিকে কিভাবে সাজালে সবচেয়ে ভাল হয় তা নির্ণয় করা হয়..........

ক) খবরগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করবার দ্বারা।

খ) শ্রেণীগুলির সারমর্ম তুলনা করবার দ্বারা।

গ) বিষয়টি শাস্ত্রের যেখানে আছে, সেই পদগুলি নিয়ে একটা বই ভিত্তিক খসড়া তৈরী করা দ্বারা।

৬। বিষয়ভিত্তিক অধ্যয়নের ১ নং ধাপে আপনি পর্যবেক্ষন করে যে খবরগুলি পাবেন, এর পরের ধাপগুলিতে সেগুলি—

ক) বাড়ানো হবে, কিন্তু নতুন করে সাজানো হবে না।

খ) নতুন করে সাজানো হবে, কিন্তু বাড়ানো হবে না।

গ) বাড়ানো হবে এবং নতুন করে সাজানো ও হবে।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

১। ক) মি

খ) মি

গ) স

ঘ) মি

ঙ) স

চ) স

২। খ) বিষয়টি সম্বন্ধে কি পরিমান খবর পাওয়া যায় তার উপর।

গ) বিষয়টি অধ্যয়নে ছাত্র কত সময় ব্যয় করে তার উপর।

১৬। ১) বিষয়টি বাইবেলের কোথায় কোথায় আছে তা লিখুন।
২) বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করুন।
৩) পূর্বাপর বিষয় অনুসন্ধান করুন।
৪) প্রত্যেক শ্রেণীর সারমর্ম লিখুন।
৫) সারমর্মগুলির মধ্যে তুলনা করুন।

৩। ক) পরোক্ষ
খ) প্রত্যক্ষ

১৭। একটা চূড়ান্ত সারমর্মের দ্বারা উপসংহার করা। (বাক্য ভিন্ন ধরণের হতে পারে, কিন্তু উত্তরটি এই রকমই হবে।

৪। বাইবেল অভিধান, বাইবেল বিষয় নির্দেশিকা বা কনকর্ডেন্স ইত্যাদি সাহায্যকারী বইগুলি বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নে সাহায্য করে, তবে এগুলি না থাকলেও অসুবিধা হয়না।

ঘ) বিষয় ভিত্তিক বাইবেল অধ্যয়নে বিষয়টি বাইবেলের কোথায় প্রত্যক্ষভাবে (অর্থাৎ হুবহু একই শব্দ) ও কোথায় পরোক্ষভাবে (অর্থাৎ বিষয়টির ভাব) উল্লেখ করা হয়েছে, সবই আপনি খোঁজ করবেন।

১৮। ক) অব্যক্ত
খ) ব্যক্ত

৫। ক) দৃষ্টান্ত
খ) প্রতীক
গ) দৃষ্টান্ত
ঘ) প্রতীক

১৯। প্রথমতঃ উপসংহারটিকে বেশী সাধারণ করে ফেলবেন না।
দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রে ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুই প্রকার সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখবেন।

৬। ক) আশেপাশের প্রকৃতি জগত থেকে নেওয়া বিষয়গুলি প্রায়ই বাইবেলে দৃষ্টান্ত অথবা প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।
ঘ) বাইবেলে অনেক ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আছে যেগুলি নিয়ে অধ্যয়ন করা চলে।

২০। যে রকম কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন ঃ

বাইবেলের পদ ঃ	পর্যবেক্ষণ
৪ ঃ ২	নম্র ও নরম স্বভাবের হও, ধৈর্য্য ধর ও একে অন্যকে সহ্য কর। কথার বিষয়ে এগুলি কি বলে? আমার কথা নম্র, ও নরম হবে। আমি কথায় ধৈর্য্য ধরতে শিখবো, ও অন্যের কথা সহ্য করব।
৪ ঃ ১১-১২	তিনি বিভিন্ন লোককে প্রেরিত, নবী, সুখবর প্রচারক এবং পালক ও শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন, যেন লোকেরা তাঁর সেবা করবার জন্য প্রস্তুত হয়, আর এই-ভাবে খ্রীষ্টের দেহ গড়ে ওঠে। এইটি কথার বিষয়ে কি বলে? যে সব কথা পবিত্র বাইবেলের সত্য শিক্ষা দেয়, সেগুলি ঈশ্বরই দান হিসাবে লোকদের দেন।
৪ ঃ ১৪	লোকে দুষ্ট বুদ্ধি খাটিয়ে অন্যদের ভুল পথে নিয়ে যাবার জন্য যে ভুল শিক্ষা দেয়, সেই ভুল শিক্ষার বাতাসে আমরা যেন এদিকে সেদিকে দুলতে না থাকি। এই বাক্যটি কথার বিষয়ে কি বলে? যারা ভুল শিক্ষা দেয়, তাদের কথা শুনে আমরা যেন ভুল পথে না যাই।
৪ ঃ ১৫	ভালবাসার মনোভাব নিয়ে খ্রীষ্টের বিষয়ে সত্য কথা বল।
৪ ঃ ২৫ ক	মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দাও।
৪ ঃ ২৫ খ	সত্য কথা বল।
৪ ঃ ২৬	যদি রাগ কর, তবে সেই রাগের দরুন পাপ কর না। এইটি কথার বিষয়ে কি বলে? রাগের কথা না বলা।
৪ ঃ ২৯ ক	কোন বাজে কথা বল না।
৪ ঃ ২৯ খ	দরকার মত অন্যকে গড়ে তুলবার জন্য যা ভাল তেমন কথা বল, যেন যারা তা শোনে তাতে তাদের উপকার হয়।
৪ ঃ ৩০	তোমরা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিও না। এইটি কথার বিষয়ে কি বলে? বাজে কথা বললে পবিত্র আত্মা দুঃখ পান।

৪ ঃ ৩১ চিৎকার করে ঝগড়া-ঝাটি, গালাগালি বাদ দেও।

৪ ঃ ৩২ তোমরা একে অন্যের প্রতি দয়ালু হও; অন্যের দুঃখে দুঃখী হও, একে অন্যকে ক্ষমা কর।

৫ ঃ ২ খ্রীষ্ট যেমন আমাদের ভালবেসে ছিলেন এবং আমাদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সুগন্ধযুক্ত উৎসর্গ হিসাবে নিজেকে দিয়েছিলেন, ঠিক সেই ভাবে তোমরাও ভালবাসার পথে চল। এইটি কথার বিষয়ে কি বলে? খ্রীষ্ট যেমন আমাদের ভালবেসেছিলেন তেমনি ভালবাসার সাথে আমাদের কথা বলতে হবে।

৫ ঃ ৩ ব্যভিচার, অশুচিতা আর লোভের কথা যেন তোমাদের মধ্যে শোনা না যায়।

৫ ঃ ৪ ক লজ্জাপূর্ণ আচার-ব্যবহার, বাজে এবং নোংরা ঠাট্টা-তামাশার কথাবর্তা তোমাদের মানায় না।

৫ ঃ ৪ খ বরং তোমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেও।

৫ ঃ ৬ অসত্য কথাবার্তা বলে কেউ যেন তোমাদের ভুল পথে নিয়ে না যায়।

৫ ঃ ১৯ গীতসংহিতার গান, প্রশংসা ও আত্মিক গানের মধ্যদিয়ে তোমরা একে অন্যের সংগে কথা বল, (মানুষের সাথে কথা বলা) তোমাদের অন্তরে প্রভুর উদ্দেশ্যে গান কর (ঈশ্বরের সাথে কথা বলা)।

৫ ঃ ২০ সব সময় সব কিছুর জন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেও।

৫ ঃ ৩৩ তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্ত্রীকে নিজের মত ভালবেসো, আর স্ত্রীর ও উচিত যেন সে নিজের স্বামীকে সম্মান করে। এইটি কথার বিষয়ে কি বলে? স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে কথা বলবে।

৬ ঃ ২ ছেলে-মেয়েরা তাদের বাবা-মাকে সম্মান করবে। এইটি কথার বিষয়ে কি বলে? ছেলে-মেয়েরা তাদের বাবা-মায়ের সংগে শ্রদ্ধার সাথে কথা বলবে।

৬ঃ৪ক যারা বাবা-মা, তারা তাদের ছেলে মেয়েদের বিরক্ত করে তুল না। এইটি কথার বিষয়ে কি বলে? বাবা-মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের সাথে এমনভাবে কথা বলবে না, যাতে তারা বিরক্ত হয়।

৬ঃ৪খ প্রভুর শাসন ও শিক্ষায় ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোল। এইটি কথার বিষয়ে কি বলে? বাবা-মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের কাছে ঈশ্বরের বাক্যের কথা বলবে ও সেইমত তাদের শিক্ষা দেবে।

৬ঃ৭ দাসেরা তোমরা যেন প্রভুর সেবা করছ সেইভাবে সন্তুষ্ট মনে মনিবদের সেবা কর। এইটি কথার বিষয়ে কি বলে? চাকরেরা তাদের কাজের মধ্যেও আনন্দের কথা বলবে।

৬ঃ৯ তোমরা ভয় দেখিও না।

৬ঃ১৮ পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে মনে প্রাণে সব সময় প্রার্থনা কর। ঈশ্বরের সমস্ত লোকদের জন্য সব সময় প্রার্থনা কর।

৭। আপনার উত্তর (কয়েকটি ইংগিত ঃ তাম্বু, ফুল, প্রতিমা পূজা, জাহাজ, টাকা (মুদ্রা)।

২১। যে সব কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন আমরা যেন সেই রকম কথায় কান না দেই,.........দুটি পদই এই বিষয়টি বলে।

৮। বিষয়টি সম্বন্ধে সমস্ত পদ বাইবেলে যেভাবে আছে সেইভাবে পর পর লিখতে হবে।

২২। এই রকম নাম দেওয়া যেতে পারে ঃ **যে কথায় ঈশ্বর অসন্তষ্ট হন ঃ এরকম কথায় কান দিওনা।**

৯। নির্দিষ্ট বিষয়টি বাইবেলে যে সব বিভিন্ন পথে ব্যবহার করা হয়েছে, সেই অনুসারে বিষয়টির পদ গুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করুন। খবরগুলি থেকে সহজেই যে শ্রেণীগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিই ব্যবহার করুন।

৩২। এই রকম নাম দেওয়া যেতে পারে ঃ **যে কথা মেনে চলা উচিত।**

১০। খ) বিষয়টি সম্বন্ধে যত খবর পাওয়া যায় সেগুলিকে যুক্তি-সংগতভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজিয়ে লেখা।

২৪। এই রকম নাম দেওয়া যেতে পারে: **যে কথায় ঈশ্বর অসন্তষ্ট হন: এ রকম কথা বলো না।**

১১। আপনি যে বিশেষ বিষয়টি (শব্দ বা বাক্যাংশ) নিয়ে পড়াশুনা করছেন, সেটির চারপাশে (আগের ও পরের) সমস্ত পদ। (আপনার বাক্যটি ভিন্ন ধরণের হতে পারে, তবে উত্তরটি এর মত হবে।)

২৫। এই রকম নাম দেওয়া যেতে পারে: **যে কথায় ঈশ্বর সন্তষ্ট হন, একে অন্যর সাথে সেইরূপ কথা বল।**

১২। ক) ৩ নং ধাপ।
খ) ১ নং ধাপ।
গ) ২ নং ধাপ।

২৬। এই রকম নাম দেওয়া যেতে পারে: **যে কথায় ঈশ্বর সন্তষ্ট হন, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সেইরূপ কথা বলা।**

১৩। গ) ছোট করে অল্প কথায় বলা।

২৭। ক) তারা অযিহুদীদের বা অবিশ্বাসীদের মত (১৭ পদ), অন্তর কঠিন বলে তারা ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু জানে না (১৮ পদ), তাদের বিবেক অসাড় হয়ে গেছে (১৯ পদ)।

খ) কারণ তারা বাজে চিন্তায় জীবন কাটায়, আর তাদের মন অন্ধকারে পড়ে আছে (১৭-১৮ পদ)।

গ) কারণ ঈশ্বরের দেওয়া জীবন থেকে তারা অনেক দূরে (১৮ পদ), তৃপ্তিহীন আগ্রহ নিয়ে সব রকম অশুচি কাজ করবার জন্য তারা লাগাম ছাড়া কামনার হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে (১৯ পদ)।

ঘ) ঈশ্বরের দেওয়া নতুন জীবনের শক্তি (২৩-২৪ পদ)।

১৪। গ) খসড়ার প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে যে সব খবর আছে সেগুলির সারমর্ম লিখবেন।

২৮। প্রত্যেক শ্রেণীর সারমর্ম নীচের মত করে লেখা যেতে পারে ঃ

যে কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন ঃ এ রকম কথায় কান দিও নাঃ যে লোকেরা ভুল শিক্ষা দেয় তাদের কথা শুনতে চেয়োনা। তাদের অন্ধকার মন ও বাজে চিন্তা থেকে খ্রীষ্টিয়ানকে দূরে থাকতে হবে। তাদের বোকার মত কথাবার্তা শুনতে চেয়ো না। ঐ সব কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন। যে কথা মেনে চলা উচিৎ ঃ যে লোকেরা বিশ্বস্তভাবে ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দেন, তাদের কথা মেনে চল। ঈশ্বর তাদের কথার দ্বারা তাঁর লোকদের তাঁর সেবার জন্য প্রস্তুত করে তোলেন, আর এই ভাবে খ্রীষ্টের দেহ গড়ে ওঠে।

যে কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন ঃ এ রকম কথা বোলনা ঃ মিথ্যা কথা, রাগের কথা, বাজে কথা, এবং যে সব কথায় পবিত্র আত্মা দুঃখ পান, সে সব কথা বলো না। চিৎকার করে ঝগড়াঝাটি, গালা-গালি, অথবা কোন রকম ঘৃণ্য কথাবার্তা বলো না। ব্যভিচার, অশুচিতা আর লোভের কথাও বলো না। লজ্জাপূর্ণ আচার ব্যবহার, বাজে এবং নোংরা ঠাট্টা-তামাশার কথা বলোনা। ভয় দেখিয়ে কোন কথা বলোনা।

যে কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন একে অন্যের সাথে সেইরূপ কথা বল ঃ নম্র ও নরম কথা বল। কথায় ধৈর্য্য ধরতে শিখ, ভালবাসার সাথে অন্যের কথা সহ্য কর; সত্য কথা বল ও যে সব কথা অন্যের উপকার করে সেই সব কথা বল। অন্যকে গড়ে তুলবার জন্য যা ভাল সেই কথা বল। ক্ষমার ও ভালবাসার কথা বল। গীতসংহিতার গান, প্রশংসা ও আত্মিক গানের মধ্য দিয়ে কথা বল। স্বামী স্ত্রী একে অন্যের সংগে ভালবাসা ও সম্মানের সাথে কথা বল। বাবা-মায়ের সংগে সম্মানের সাথে কথা বল। ছেলে মেয়েদের কাছে ঈশ্বরের বাক্যের কথা বল ও সেই মত শিক্ষা দেও। সকলের সাথে আনন্দের কথা বল।

যে কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সেইরূপ কথা বল। অন্তরে প্রভুর উদ্দেশ্যে গান কর, সব কিছুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেও, ঈশ্বরের সাহায্য চাও, ঈশ্বরের সমস্ত লোকদের জন্য সব সময় প্রার্থনা কর।

১৫। ক) স।
খ) মি।
গ) স।
ঘ) মি।
ঙ) স।
চ) স।
ছ) স।

৩০। খ্রীষ্টিয়ানদের সব রকম ভুল শিক্ষা ও অর্থহীন কথাবার্তা থেকে দূরে থাকতে হবে। যে লোকেরা ভুল শিক্ষা দেয়, তাদের অন্ধকার মন থেকেই এই ধরণের কথা বের হয়। আর এই রকম কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন। যে সব বাজে কথাবার্তা অন্যলোকদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, সেই সব কথাবার্তাও খ্রীষ্টিয়ানদের এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ এই ধরণের কথাবার্তা পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দেয়, আর ঈশ্বরও অসন্তুষ্ট হন। যে কথা ধর্ম শাস্ত্রের সত্য প্রকাশ করে, প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের তা মেনে চলা উচিত। কারণ এই ধরণের কথা তাদেরকে ঈশ্বরের সেবার জন্য প্রস্তুত করে তোলে আর এতে ঈশ্বরও সন্তুষ্ট হন। সকল শ্রেণীর খ্রীষ্টিয়ানদের স্বামী স্ত্রী, বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে এবং অন্য সবাইকে-একে অন্যের সাথে এমন কথাবার্তা বলতে হবে যা খ্রীষ্টের দেহকে গড়ে তুলবে। তাদের কথাবার্তা একে অন্যকে উৎসাহ দেবে, তা হবে ভালবাসার ও ক্ষমতার কথাবার্তা। সবশেষে খ্রীষ্টিয়ানদের সব সময় ঈশ্বরের প্রশংসা করতে হবে ও তাঁর লোকদের জন্য প্রার্থনা করতে হবে।

২৯। পাঁচটি শ্রেণীকে এইভাবে সাজানো যেতে পারে ঃ

যে কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন ঃ এরকম কথায় কান দিওনা।
যে কথায় ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন ঃ এ রকম কথা বলবে না।
যে কথা মেনে চলা উচিত।
যে কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন একে অন্যের সাথে সেইরূপ কথা বল।
যে কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সেইরূপ কথা বল।

দশম পাঠ

ধ্যানমূলক অধ্যয়ন

জনশূন্য মরুভূমিতে একজন ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত পথিক যখন সুস্বাদু ফলে ভরা সুন্দর একটা গাছ দেখতে পায়, তখন তার মনে কি ইচ্ছা জাগে? তার মনে একটা ইচ্ছাই জাগে। তা হোল, ফল খেয়ে তার ক্ষুধা দূর করা ও জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনা। খেয়ে ক্ষুধা দূর হলে পরই সে গাছটির কথা ভাবতে পারে। কি রকম স্থানে গাছটি জন্মেছে, এর ডাল পালা ও পাতা কি রকম, এর রং ও সুগন্ধ কি রকম, ইত্যাদি নিয়ে সে তখন ভাবতে পারে। এইভাবে সুন্দর গাছটি সম্বন্ধে সে তার কৌতুহল মেটায়। কিন্তু সেটা তেমন বড় কথা নয়, বড় কথা হোল গাছটির ফল খেয়ে সে তার ক্ষুধা দূর করে ও দেহের পুষ্টি সাধন করে। গাছের যে অংশটি আপনি খান, তাই আপনাকে জীবন দেয়।

ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য বাইবেলের বেলায়ও একই কথা। এর প্রতিটি বিষয়ই মনে কৌতুহল জাগায়। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের অর্থ এতই গভীর বা উচু যে মানুষের মনে কখনোই সেই গভীরতা বা উচ্চতা পর্যন্ত পৌছাতে পারে না। কারণ ঈশ্বরের মত তাঁর বাক্যও অসীম ও অনন্ত। আপনি যতই বাইবেল অধ্যয়ন করবেন, আপনার অতি পরিচিত পদগুলি থেকে ততই নতুন নতুন বিষয় জানতে পারবেন। ফলে ভরা সুন্দর গাছটির মত শাস্ত্রের যে অংশটি আপনি আহার করেন বা খান, তাই আপনাকে জীবন দেয়।

আমি কিভাবে শাস্ত্র বাক্য খেতে পারি? এজন্য প্রথমে আমাকে শাস্ত্র পড়তে হবে। কিন্তু কেবল পড়লেই হবেনা। শাস্ত্র বাক্যকে আমার জীবনের সাথে মিশিয়ে এক করে নিতে হবে এবং সেই মত জীবন যাপন করতে হবে। ধ্যানমূলক অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে এই কাজ করতে হবে। শাস্ত্রের শিক্ষাকে আপন করে নিতে হবে। তখন শাস্ত্র আমার আত্মিক খাদ্যে পরিণত হয়ে আমাকে আত্মিক জীবন দেয়। যীশু বলেছেন, "আমি তোমাদের যে কথাগুলো বলেছি তা আত্মা আর জীবন" (যোহন ৬ ঃ ৬৩ পদ)।

পাঠের খসড়া ঃ

ধ্যানমূলক বাইবেল অধ্যয়ন কি ?
একটা পদের ধ্যানমূলক অধ্যয়ন।
একটা অনুচ্ছেদের ধ্যানমূলক অধ্যয়ন ।
ধ্যানমূলক পদ্ধতিতে আরো বড় বড় শাস্ত্রাংশ অধ্যয়ন।

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি

* ধ্যানমূলক অধ্যয়ন, এর পদ্ধতিগত দিকের সংগে ও এর প্রধান উদ্দেশ্যটির সংগে কি সম্পর্ক, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
* এই পাঠে যে ধ্যানমূলক বাইবেল অধ্যয়ন পদ্ধতি আছে তা ব্যবহার করে আরো বেশী আত্মিক শক্তি পাবেন, এবং আত্মিক জীবনে আরো বেশী এগিয়ে যেতে পারবেন।

শেখার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ ঃ

১। পাঠের ভূমিকা, পাঠের খসড়া ও পাঠের লক্ষগুলি পড়ুন।
২। মূল শব্দাবলীতে যে নতুন শব্দগুলি আছে সেগুলির মানে শিখুন।
৩। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়ুন এবং এর মধ্যকার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিন।
৪। খুব ছোট উত্তরগুলি বাদে আর সব উত্তর আপনার খাতায় লিখুন।
৫। অধ্যয়নের সময় পবিত্র আত্মার পরিচালনার জন্য আপনার অন্তর খোলা রাখুন যেন, ঈশ্বরের বাক্য আপনার কাছে সত্য সত্যই জীবন খাদ্য হতে পারে।
৬। পাঠ শেষ করে পরীক্ষাটি দিন। প্রথমে নিজের উত্তর লিখুন, তারপর বইয়ে দেওয়া উত্তরের সাথে তা মিলিয়ে দেখুন।

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

ধ্যানমূলক বাইবেল অধ্যয়ন কি?

লক্ষ্য-১ ঃ ধ্যানমূলক অধ্যয়নের জন্য কিরূপ মনোভাব দরকার তা বর্ণণা করা ও কি কি নিয়ে ধ্যানমূলক অধ্যয়ন করা যায় তা বর্ণণা করা।

একজন লেখক ধ্যানমূলক বাইবেল অধ্যয়ন সম্বন্ধে লিখেছেন, "(এটাকে) অধ্যয়নের একটা পদ্ধতি না বলে একটা অন্তরের ভাব বলা উচিত। এটি হোল এমন একটা আগ্রহী মনোভাব যা ঈশ্বরের মন পেতে চায়। এটি হোল নম্রতার মনোভাব যা সহজেই ঈশ্বরের রব শুনে সেই মত কাজ করে। আর এটি হোল আরাধনার মনোভাব যা আপনাকে ঈশ্বরের সামনে নিয়ে যায়" (এইচ, এফ, ভস্ "এফেকটিভ বাইবেল ষ্টাডি" থেকে)।

কেবল মাত্র নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বাইবেল অধ্যয়ন করলে চলবে না, বাইবেল অধ্যয়ন এর চেয়েও বড়, এই বইয়ে সব সময়ই আপনাকে একথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনি যখনই খোলা মন নিয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন, এবং আপনার জীবনে বাক্য কি বলে তা জেনেছেন, তখন আপনি ধ্যানমূলক মনোভাব নিয়েই অধ্যয়ন করছেন। সত্যি বলতে কি এই পাঠ অধ্যয়নের নতুন কোন পদ্ধতি দেবার দরকার নাই। আপনি যে পদ্ধতিগুলি শিখেছেন সেগুলির সাহায্যেই আপনাকে ধ্যানমূলক অধ্যয়ন করতে হবে। তবে এই অধ্যয়নের উদ্দেশ্য জানা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ধ্যানমূলক বাইবেল অধ্যয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হোল নিজে থেকে ঈশ্বরের বাক্য বুঝে নেওয়া ও তা থেকে জীবন লাভ করা। এ হোল ঈশ্বরের চিন্তাধারা জানতে চাওয়া, ঈশ্বরের রব শুনে তা মেনে চলা ঈশ্বরের ইচ্ছা মত চলা, ঈশ্বরের সামনে তাঁর প্রশংসা ও আরাধনা করা। কিভাবে এসব করা যায়? প্রথমে সবগুলি উপায় ব্যবহার করে জানুন বাইবেল কি বলে, তারপর সেইগুলি মেনে জীবন যাপন করুন।

ধ্যানমূলক বাইবেল অধ্যয়ন প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের দৈনিক কাজের একটা অংশ হওয়া উচিত। এই প্রকার অধ্যয়ন খুবই ব্যক্তিগত। এমনকি অন্যদের কাছে বলবার জন্য যখন একটা ধ্যানমূলক অধ্যয়নের বিষয় তৈরী করা হয় তখনও এর প্রধান উদ্দেশ্যটি ব্যক্তিগতই থাকে। পবিত্র আত্মা আমায় কি বলছেন? ধ্যানমূলক অধ্যয়ন এই প্রশ্নের উত্তর পেতে সাহায্য করবে।

খ্রীষ্টিয়ানদের একটি শত্রু আছে। সে তাদের ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে ও সেই মত কাজ করতে বাধা দেয়। তাই ধ্যানমূলক অধ্যয়নে আপনার সামনে অনেক বাধা আসতে পারে। সাধু পিতর আমাদের সাবধান করেছেন ঃ

> "নিজেদের দমনে রাখ ও সতর্ক থাক, কারণ তোমাদের শত্রু শয়তান গর্জনকারী সিংহের মত করে কাকে খেয়ে ফেলবে তার খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। বিশ্বাসে স্থির থেকে শয়তানকে রুখে দাঁড়াও, কারণ তোমরা তো জান যে, সারা জগতের মধ্যে তোমাদের বিশ্বাসী ভাইয়েরা একই রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে" (১ পিতর ৫ ঃ ৮-৯ পদ)।

১। নীচের যে উক্তিটি সত্য সেটির বা পাশের শূণ্যস্থানে 'স' লিখুন। আর যেটি মিথ্যা সেটির পাশে 'মি' লিখুন।

…ক) সভা-সমিতিতে বক্তৃতার জন্য ধ্যানমূলক বাইবেল অধ্যয়নের বিষয় প্রস্তুত করা হয়।

…খ) প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীর পক্ষে প্রতিদিন ধ্যানমূলক বাইবেল অধ্যয়ন করা উচিত।

…গ) ধ্যানমূলক অধ্যয়নে প্রধানতঃ জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে অধ্যয়ন করা হবে।

…ঘ) ধ্যানমূলক অধ্যয়নে প্রধানতঃ আত্মার পুষ্টি সাধন করা হবে।

২। পাঠের বিস্তারিত বিবরণের প্রথম অনুচ্ছেদটি পড়ুন। তারপর ঐটির সাহায্য নিয়ে ধ্যানমূলক বাইবেল অধ্যয়ন সম্পর্কে নীচের বাক্যগুলি পূরণ করুন।

ক) এটি হোল………………………যা ঈশ্বরের মন পেতে চায়।

খ) এটি হোল………যা সহজেই ঈশ্বরের রব শুনে সেই মত কাজ করে।

গ) এটি হোল………………যা আপনাকে ঈশ্বরের সামনে নিয়ে যায়।

একটা শব্দ, পদ, অনুচ্ছেদ অথবা আরো বড় শাস্ত্রাংশ নিয়ে ধ্যানমূলক অধ্যয়ন করা যায়। এই পাঠে আপনি "একটা শব্দ" নিয়ে ধ্যানমূলক অধ্যয়ন করবেন না। কারণ এজন্য আপনাকে এমন সব বই পত্রের সাহায্য নিতে হবে, যেগুলি থেকে মূল গ্রীক এবং হিব্রু বাইবেলে ব্যবহৃত শব্দগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। এই বইয়ে এই রকম বিষয় নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই আপনি একটা পদ, একটা অনুচ্ছেদ, এবং আরো বড় শাস্ত্রাংশ নিয়ে অধ্যয়ন করবেন-এই পাঠে এগুলি ফিলিপীয় বইটি থেকে নেওয়া হবে।

পদ এবং অধ্যায়। মূল গ্রীক এবং হিব্রু বাইবেলে পদ এবং অধ্যায় বলে কিছুই ছিল না। যারা বাইবেল অনুবাদ করেছেন, তারাই, বুঝবার সুবিধার জন্য, এইভাবে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করেছেন। আপনি হয়তো দেখবেন যে, কোন এক অধ্যায়ের প্রথম পদটি, এর আগের অধ্যায়ের শেষ পদ (অথবা এর উল্টো) হলেই ভাল হোত। অধ্যায়গুলি কোথায় আরম্ভ করা হবে আর কোথায় শেষ করা হবে, তা কয়েক শত বছর আগে ঠিক করা হয়েছিল। সহজে বুঝা যায় এমন ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করবার ফলে শাস্ত্র অধ্যয়নে যে সুবিধা হয়েছে তার তুলনায় কোন্ পদটি দিয়ে কোন্ অধ্যায় শেষ হবে,-এই সমস্যাটি তেমন কিছু নয়। আপনি যে কোন যুক্তি সংগত স্থানে পড়া আরম্ভ অথবা শেষ করতে পারেন। তবে আপনাকে দেখতে হবে যে, এতে শাস্ত্রাংশটির অর্থের কোন পরিবর্তন না হয়। সম্পূর্ণ ভাবটি প্রকাশের জন্য যে কথাগুলি দেওয়া দরকার, সেগুলি অবশ্যই একই ভাগের মধ্যে নেবেন।

অনুচ্ছেদ। বর্তমান কালের অনুবাদকরা শাস্ত্রকে কেবল পদ এবং অধ্যায় হিসাবেই ভাগ করেন না, তারা একে অনুচ্ছেদের আকারেও ভাগ করেন। একই প্রধান বিষয় সম্বন্ধে বলে, এমন বাক্যগুলিকে একত্রিত করে এক একটি অনুচ্ছেদ গঠিত হয়। এই রকম বাক্যগুলির প্রথম লাইনটিকে একটু ভিতরের দিকে সরিয়ে লেখা হয়। এর দ্বারা বুঝানো হয়, যে এখানে একটি নতুন চিন্তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। একটা অনুচ্ছেদই অধ্যয়নের পক্ষে সব চেয়ে ভাল।

অনেক ছোট ছোট শাস্ত্রাংশ আছে যেগুলি ধ্যানমূলক বাইবেল অধ্যয়নের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। শয়তান যখন যীশুর পরীক্ষা করেছিল তখন তিনি শাস্ত্র বাক্য দ্বারা উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "মানুষ শুধু রুটিতেই বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের প্রত্যেকটি কথাতেই বাঁচে" (মথি ৪ : ৪ পদ)। এখানে যীশু দ্বিতীয় বিবরণ ৮ : ৩ পদ থেকে এই কথাগুলি বলেছিলেন। আপনি খুব ছোট ছোট শাস্ত্রাংশগুলি এমন মনোযোগ দিয়ে পড়বেন, যেন অনুবিক্ষণ যন্ত্রের নীচে সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেখছেন। প্রত্যেকটি বাক্যাংশ যতদূর সম্ভব ভাল ভাবে বুঝতে চেষ্টা করবেন। এজন্য ২য় ও ৫ম পাঠে আপনি যে প্রশ্নগুলির বিষয় জেনেছেন সেগুলি ব্যবহার করবেন।

আরো বড় শাস্ত্রাংশ। মাঝে মাঝে আপনি হয়ত অধ্যয়নের জন্য আরো বড় শাস্ত্রাংশ যেমন কয়েকটি অনুচ্ছেদ অথবা কয়েকটি অধ্যায় ব্যবহার করতে চাইবেন। শাস্ত্রাংশটি কত বড় সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হোল আপনার অন্তরে ঈশ্বরের রব শুনে তা মেনে চলতে প্রস্তুত কিনা।

৩। নীচের কোনটি নিয়ে ধ্যানমূলক অধ্যয়ন করা যায়?

ক) বাইবেলের একটা বই।

খ) শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ।

গ) বাইবেলের কতগুলি বই, যেমন চারটা সুখবরের বই।

৪। নীচের যে কথাগুলি ঠিক, সেগুলির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক) করায় পড়বার ও বুঝবার সুবিধা হয়েছে।

খ) করায় একজন ছাত্রের কোনই সুবিধা হয়েনি।

গ) মূল গ্রীক ও হিব্রু বাইবেলে ছিল।

ঘ) শত শত বছর আগে অনুবাদকরা করেছেন।

ঙ) বর্তমান কালের অনুবাদকরা করেছেন।

চ) সব সময় দেখিয়ে দেয় কোথায় অধ্যয়ন আরম্ভ করতে হবে আর কোথায় শেষ করতে হবে।

একটা পদের ধ্যানমূলক অধ্যয়ন

লক্ষ্য-২ : ফিলিপীয় ২ : ১ পদের উপর ধ্যানমূলক অধ্যয়ন করতে পর্যবেক্ষণ ও অর্থ ব্যাখ্যার ধাপগুলি ব্যবহার করা।

একথা সত্য যে ধ্যানমূলক বাইবেল অধ্যয়নে জ্ঞান-বৃদ্ধির চেয়ে অন্তরের ভাবই বড় কথা। আর একথাও তেমনি সত্য যে নিয়মিত অধ্যয়ন, এলোমেলো অধ্যয়নের চেয়ে বেশী মূল্যবান। একজন ভাল বাইবেল পণ্ডিত অন্তরে ঠিক ভাব নিয়ে, সবচেয়ে ভাল রীতি বা পদ্ধতিটি ব্যবহার করেই বাইবেল পড়বেন। আপনি ও নিজ আত্মার পুষ্টি সাধনের জন্য ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করবেন, আর বাইবেল অধ্যয়ন সম্বন্ধে যা কিছু জেনেছেন সবই ব্যবহার করবেন।

এখানে আপনি ধ্যানমূলক বাইবেল অধ্যয়নের জন্য সুবিধাজনক তিনটি ধাপের বিষয় পড়বেন। তার পরে শেষের দু'টি ধাপ ব্যবহার করে আপনাকে ফিলিপীয় ২ : ১ পদ অধ্যয়ন করতে হবে। ধাপগুলি হোল : শাস্ত্রাংশ মনোনীত করুন, পর্যবেক্ষণ করে খবরগুলি বের করুন, এবং খবরগুলির অর্থ বের করুন।

শাস্ত্রাংশ মনোনীত করুন। প্রথম ধাপ হোল যে পদটি নিয়ে অধ্যয়ন করা হবে, সেটি মনোনীত করা। ঐ বিশেষ সময়ে ঈশ্বর আপনাকে কি বলতে চান (মানে কোন্ পদটি আপনি অধ্যয়ন করবেন) তা জানবার জন্য আপনাকে পবিত্র আত্মার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হবে। পবিত্র আত্মার উপর নির্ভর করবার বিষয়টি বুঝিয়ে বলা কঠিন, কারণ এটি খুবই ব্যক্তিগত (যার যার নিজের ব্যাপার)। কিন্তু আপনি যদি একজন খ্রীষ্টিয়ান হন, এবং নিয়মিত ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করেন, তবে পবিত্র আত্মা কিভাবে কোন একটা বিশেষ শাস্ত্রাংশ আপনার মনে জাগিয়ে দেন তা হয়ত আপনি জানেন। আমি অনেক খ্রীষ্টিয়ানকে এই রকম বলতে শুনেছি : "ঐ পদের অক্ষরগুলি যেন পৃষ্ঠা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল", ঐ পদটিকে মনে হচ্ছিল যেন সোনার অক্ষরে ছাপানো।" আপনাদের মধ্যে যে কেউ ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নে পবিত্র আত্মার নির্দেশ চায়, পবিত্র আত্মা বিশেষ বিশেষ উপায়ে তাদের প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন।

তাই পদ মনোনীত করবার একটা উপায় হোল মনোযোগের সাথে একটা বিশেষ শাস্ত্রাংশ পড়া। পড়বার সময় হয়ত একটা বিশেষ পদের উপর আপনার দৃষ্টি আটকে যাবে। আপনি যখনই বাইবেল পড়বেন, যে পদগুলি আপনার ভাল লাগবে সেগুলি লিখে রাখবেন। যে পদগুলি নিয়ে ধ্যানমূলক অধ্যয়ন করা যায় সেগুলিতে সাধারণতঃ আদেশ-নির্দেশ থাকে, অথবা সাবধান করা হয়।

পবিত্র আত্মার কাছ থেকে যদি কোন "বিশেষ" নির্দেশ না পান তবে, কি করবেন ? ঈশ্বরের বাক্য কি অধ্যয়ন করবেন না ? মোটেই তা নয়। "পবিত্র শাস্ত্রের প্রত্যেকটি কথা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে এবং তা শিক্ষা, চেতনা দান, সংশোধন এবং সৎ জীবনে গড়ে উঠবার জন্য দরকারী" (২ তীমথিয় ৩ ঃ ১৬ পদ)। তাই কোন পদ যদি না পান, তবে এমন একটা পদ মনোনীত করুন যার মধ্যে আদেশ-নির্দেশ আছে অথবা সাবধান করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ করে খবরগুলি বের করুন। দ্বিতীয় ধাপে আপনার কাজ হোল সম্পূর্ণ পদটি বার বার পড়া। পড়বার সময় এই প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তা করুন ঃ "তিন-চারটি শব্দের মধ্যে এই পদটির কি নাম দেওয়া যায় ?"

চিন্তা করে পদটির জন্য একটা নাম ঠিক করবার মাধ্যমে আপনি ঐ পদের মূল চিন্তাটি বুঝতে পারবেন। পদটির মূল চিন্তা বের করবার পরে আবার পদটি পড়ে এর মধ্যে যতগুলি খবর পান লিখুন। এই পদটি থেকে সরাসরি যে খবরগুলি পাওয়া যায়, অথবা যে সব খবরের ইংগিত পাওয়া যায়, সেগুলি খোঁজ করুন। ২য় পাঠে কে ? কি ? কিভাবে ? কখন ? কোথায় ? ইত্যাদি যে প্রশ্নগুলির বিষয় জেনেছেন, সেগুলির উত্তর খুঁজে বের করুন (আপনি যে সব পদ নিয়ে অধ্যয়ন করবেন, তাদের প্রত্যেকটির বেলায় পাঁচটি প্রশ্নেরই উত্তর পাবেন না)। বিভিন্ন জিনিষের নাম, যে শব্দগুলি কাজ বর্ণণা করে, এবং যে শব্দগুলি জিনিষপত্র বর্ণণা করে, সেগুলি লিখুন। পর্যবেক্ষণের এই কাজ গুলি সবই আপনার নোট খাতায় লিখতে হবে।

খবরগুলির অর্থ বের করুন। তৃতীয় ধাপে আপনি পদটির অর্থ বের করে নিজের কথায় তা লিখবেন। তাহলে আপনি "এর অর্থ কি?"-অর্থ ব্যাখ্যার এই প্রশ্নটির উত্তর পাবেন। কিন্তু ধ্যানমূলক অধ্যয়নে আপনাকে আরো একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে। তা হোল-"আমার কাছে এর অর্থ কি?"

অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ের চেয়ে বরং যে বিষয়গুলি আপনার আত্মাকে খাদ্য যোগাবে ধ্যানমূলক অধ্যয়নে সেগুলির ব্যাপারেই আপনি বেশী আগ্রহী হবেন। তবে বাইবেল অধ্যয়নের যে পদ্ধতিগুলি আপনি জেনেছেন সেগুলির সবই আপনাকে ব্যবহার করতে হবে। আমি যা বুঝাচ্ছি, তা ব্যাখ্যা করে বলি ঃ

৫ম পাঠে আপনি জেনেছেন যে পুনরুক্তি (বার বার বলা) রচনার একটা নীতি। কোথায় কোথায় পুনরুক্তি আছে শাস্ত্র অধ্যয়নের সময় আপনি তা দেখেন, কারণ সুদক্ষ লেখকরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝানোর জন্য এই সাহিত্য পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন। পুনরুক্তি শাস্ত্রাংশের মধ্যে ঐক্য এনে দেয়। তাছাড়া, বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলার জন্যও এটি ব্যবহৃত হয়।

পুনরুক্তির একটা বিশেষ কারণ আছে, আর সেই কারণেই এটা এত দরকারী। আপনি যখন বুঝতে শিখেন যে পুনরুক্তি এমনি এমনি হয়নি, তখন আপনি বলতে পারেন, "ঐ বিষয়টি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পবিত্র আত্মা পুনরুক্তি করার দ্বারা ঐটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।" অধ্যয়নের পদ্ধতি সম্বন্ধে আপনার যে জ্ঞান আছে, তা আপনাকে সত্যগুলি আরো নির্ভুলভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। এই বইয়ে আপনি যে সাহিত্য পদ্ধতিগুলি শিখেছেন সেগুলি আপনাকে বাইবেলের সত্য খুঁজে পেতে ও আপনার জন্য তাদের ব্যক্তিগত অর্থ বুঝতে সাহায্য করবে।

৫। প্রত্যেকটি সত্য উক্তির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

ক) বাইবেলের যে পদগুলি নিয়ে ধ্যানমূলক অধ্যয়ন করা যায় সেগুলিতে আদেশ-নির্দেশ অথবা সতর্কবাণী থাকে।

খ) যে পদগুলি আপনার খুব ভাল লাগে কেবল সেই পদগুলিই আপনি অধ্যয়ন করবেন।

গ) পবিত্র শাস্ত্রের প্রত্যেকটি কথা শিক্ষা দেবার ও সৎ জীবনে গড়ে উঠবার জন্য দরকারী।

ঘ) ধ্যানমূলক অধ্যয়নের দ্বিতীয় ধাপ হোল অর্থ বের করা।

ঙ) শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা সম্পর্কিত প্রশ্নটি হোল ঃ "এর অর্থ কি ?"

এই বইয়ের ২ নং পাঠটি আবার পড়ুন। শাস্ত্র অধ্যয়নে পর্য-বেক্ষণ ও অর্থ ব্যাখ্যা করবার ধাপগুলি সম্বন্ধে আপনি যা শিখেছেন তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন।

৬। পুনরুক্তি খুবই দরকারী কারণ-

ক) এটি রচনার একটি নীতি।

খ) এটি হচ্ছে অধ্যয়নের পদ্ধতিগত দিক।

গ) এটি জোর দিয়ে বিশেষভাবে বলা বুঝায়।

৭। ধ্যানমূলক অধ্যয়ন সম্পর্কে নিজের কোন্ উক্তিটি সত্য ?

ক) আপনি আত্মিক খাদ্য চান বলে অধ্যয়নের যে পদ্ধতিগুলি আপনি শিখেছেন, এতে সেগুলির কোন প্রয়োজন নেই।

খ) অধ্যয়নের যে পদ্ধতিগুলি আপনি শিখেছেন, বাইবেলের সত্য খুঁজে বের করবার ও বুঝবার জন্য ধ্যান ও প্রার্থনার সাথে সেগুলি ব্যবহার করেন।

গ) রচনার নীতিগুলি খুঁজে বের করতে পারাই সবচেয়ে দরকারী বিষয়।

এখন আপনি একটা পদ নিয়ে ধ্যানমূলক অধ্যয়ন করবার জন্য তৈরী হয়েছেন। ফিলিপীয় ২ ঃ ১ পদ নিয়ে আপনি অধ্যয়ন করবেন। একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা হোল, নীচের কাজগুলি সব আপনাকে নিজে করতে হবে। প্রথমে নিজের উত্তরগুলো খাতায় লিখুন। তারপরেই বইয়ের উত্তর দেখতে পারেন। আপনার উত্তরগুলো বইয়ে দেওয়া উত্তরগুলো থেকে কিছুটা ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায় না। আপনার উত্তর যদি ভুল না হয় তবে সেগুলোর কোন পরিবর্তন করবেন না। পদ মনোনীত করবার প্রথম ধাপটি আপনার জন্য করে দেওয়া হয়েছে। আপনার খাতায় উপরিভাগে লিখুন ফিলিপীয় ২ ঃ ১ পদ।

৮। ফিলিপীয় ২ ঃ ১ পদ বার বার পড়ুন। পদটি মুখস্ত করে ফেলুন। তিন-চারটি শব্দের মধ্যে এর জন্য একটা নাম দিন।

৯। ফিলিপীয় ২ ঃ ১ পদ আবার পড়ুন এবং পড়বার সময় এর খবর গুলি খুঁজে বের করুন। কে? কি? কিভাবে? এবং কখন? এই প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

১০। খবরগুলির অর্থ বের করুন। "এর অর্থ কি?" এবং "আমার জন্য এর অর্থ কি?" ধ্যান ও প্রার্থনার সাথে এই প্রধান প্রশ্ন দুটি নিয়ে ভাবুন। তারপর "আমি" ব্যবহার করে এই পদটির অর্থ বুঝিয়ে নিজের কথায় এর একটা বিস্তারিত বিবরণ লিখুন।

একটা অনুচ্ছেদের উপর ধ্যানমূলক অধ্যয়ন ঃ

লক্ষ্য-৩ ঃ ফিলিপীয় ২ ঃ ১-৫ পদের ধ্যানমূলক অধ্যয়ন করতে পর্য-বেক্ষণ ও অর্থ ব্যাখ্যার ধাপগুলি ব্যবহার করা।

একটা অনুচ্ছেদের ধ্যানমূলক অধ্যয়ন, একটা পদের ধ্যানমূলক অধ্যয়নের মতই। এখানে আপনি যে অনুচ্ছেদটি নিয়ে অধ্যয়ন করবেন তা হোল ফিলিপীয় ২ ঃ ১-৫ পদ। ফিলিপীয় ২ ঃ ১ পদের মত প্রথমে আপনাকে প্রত্যেকটি পদ ভাল করে পড়তে হবে এবং প্রত্যেকটি পদের জন্য তিন চারটি শব্দের মধ্যে একটা নাম দিতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপে আপনি পর্যবেক্ষণ করে খবরগুলি বের করবেন। কে? কি? কিভাবে? কখন? কোথায়? এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য অনুচ্ছেদটি যতবার দরকার হয় পড়ুন। যে শব্দগুলি কাজ বর্ণণা করে, যে কাজগুলি সত্য বর্ণণা করে, এবং আদেশ ও সতর্কবাণী ইত্যাদি বিষয়গুলি খাতায় লিখুন। অনুচ্ছেদটি কি বলে, তা যখন পরিস্কার ভাবে বুঝতে পারবেন তখন তিন চারটি শব্দের মধ্যে অনুচ্ছেদটির জন্য একটা নাম লিখুন।

তৃতীয় ধাপ হোল খবরগুলির অর্থ ব্যাখ্যা করা। এই ধাপে আপনি অনুচ্ছেদটির অর্থ বুঝিয়ে নিজের কথায় একটা বিবরণ লিখবেন। এই বিবরণ অনুচ্ছেদটির সমস্ত খবর ও সেগুলির অর্থ সুন্দরভাবে একত্রে প্রকাশ করবে।

নীচের প্রশ্নগুলি আপনাকে ফিলিপীয় ২ ঃ ১-৫ পদ অধ্যয়নে সাহায্য করবে। প্রথমে আপনার খাতায় প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন। তারপরেই বইয়ের উত্তর দেখতে পারেন। আপনার উত্তর ভিন্ন ধরণের হতে পারে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আপনার উত্তরে যদি ভুল না থাকে তবে সেগুলির কোন পরিবর্তন করবেন না।

১১। ফিলিপীয় ২ ঃ ১-৫ পদের প্রতিটি পদ কয়েকবার পড়ুন। প্রতিটি পদের জন্য দুই-তিনটি শব্দের মধ্যে এমন একটা নাম দিন যা সংক্ষেপে ঐ পদের মূল চিন্তাটি প্রকাশ করবে। এই নামগুলি আপনার খাতায় লিখুন। এমন ভাবে লিখুন যেন এগুলি একটা খসড়ার প্রধান বিষয়। প্রতিটি নামের মাঝে কয়েক লাইন জায়গা ফাঁকা রাখুন। পরে খসড়াটিকে বিস্তারিত ভাবে লিখবার সময় প্রতিটি পদের খবরগুলি এই ফাঁকা জায়গায় লিখবেন (৭ম পাঠে "হবককুক বইটির খসড়া" অংশে কিভাবে খসড়া লিখতে হবে তা বর্ণণা করা হয়েছে,—ঐ অংশটি পড়ুন)। এই পৃষ্ঠার উপরিভাগে আপনার খসড়ার জন্য এমন একটা নাম দিন যা সংক্ষেপে ঐ অনুচ্ছেদের প্রধান চিন্তাগুলি প্রকাশ করবে।

১২। কে ? কি ? কিভাবে ? কখন ? কোথায় ?- এই প্রশ্নগুলি মনে রেখে ফিলিপীয় ২ ঃ ১-৫ পদের প্রতিটি পদ আবার পড়ুন (অবশ্য প্রত্যেক পদে আপনি সবগুলি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না)। এছাড়া, যে কথাগুলি সত্য বর্ণণা করে সেগুলি ও আদেশ, সতর্কবাণী, ইত্যাদি বিষয়গুলিও আপনি খোঁজ করবেন। পবিত্র আত্মা কোন্ বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দিতে চেয়েছেন, রচনার যে নীতিগুলি তা দেখিয়ে দেয়, সেগুলিও আপনাকে খোঁজ করতে হবে। এই সব কথা মনে রেখে পাঁচটি পদের প্রতিটির নামের নীচে উপ-প্রধান বিষয়গুলির নাম লিখুন। কেবল তৃতীয় পদের উপ-প্রধান বিষয়গুলির বিশদ বিবরণ লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ জায়গার অভাবে উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তরে বিস্তারিত খসড়া লেখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ১-পদের এই কথাগুলি লক্ষ্য করুন ঃ "সকলের মন এক হোক, একে অন্যকে ভালবাস এবং মনে প্রাণে এক হও"। এখানে আপনি কোন্ সাহিত্য পদ্ধতির ব্যবহার দেখতে পান ? পুনরুক্তি এবং ধারাবাহিকতা এই দুটি পদ্ধতিই

এখানে দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া দীর্ঘকরণের সাহিত্য পদ্ধতিটিও আছে-যা একটা চিন্তাকে বাড়িয়ে বলে। এই ভাবে রচনা করা হলে তা খুবই শক্তিশালী হয়। এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, যে বিষয়টি এখানে বলা হয়েছে সেটি ঈশ্বরের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বইয়ে যে খসড়া দেওয়া হবে তাতে এই ধরণের সমস্ত খবর থাকবে না। তবে আপনি খাতায় যে খসড়াটি করবেন সেটিকে, এই ধরণের যে সব খবর আপনি পাবেন, সেগুলি দিয়ে সম্পূর্ণ করে লিখবেন।

১৩। এখন আপনি তৃতীয় ধাপের কাজ, অর্থাৎ খবরগুলির অর্থ বের করবার জন্য প্রস্তুত। "এর অর্থ কি?" এবং "আমার জন্য এর অর্থ কি?" এই প্রশ্ন দুটি মনে রাখবেন। "আমি", "আমার" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে ফিলিপীয় ২ ঃ ১-৫ পদের অর্থ বুঝিয়ে এর একটি বিস্তারিত বিবরণ লিখুন (ধ্যানমূলক অধ্যয়ন ব্যক্তিগত উপকারের জন্য, তাই "আমি" দিয়েই এর উপযুক্ত বর্ণণা দেওয়া যায়)। এই শাস্ত্রাংশ থেকে আপনি যা কিছু জানতে ও বুঝতে পেরেছেন, সবই আপনার বিবরণের মধ্যে লেখা উচিত। ধ্যান ও প্রার্থনার সাথে লিখুন, তাহলে পবিত্র আত্মা ঐ বিষয়টিকে আপনার কাছে একেবারে জীবন্ত করে তুলবেন।

আরো বড় শাস্ত্রাংশ নিয়ে ধ্যানমূলক অধ্যয়ন ঃ

লক্ষ্য-৪ ঃ ফিলিপীয় ২ ঃ ১-১১ পদের উপর ধ্যানমূলক অধ্যয়ন করতে পর্যবেক্ষণ ও অর্থ ব্যখ্যার ধাপ দুটি ব্যবহার করুন।

আপনি যেভাবে পদ অনুচ্ছেদ অধ্যয়ন করেছেন, সেই একই ভাবে আরো বড় শাস্ত্রাংশ অধ্যয়ন করতে পারেন। ধ্যানমূলক অধ্যয়নের জন্য আপনাকে এমন শাস্ত্রাংশ মনোনীত করতে হবে, যেখানে সবগুলি পদের মধ্যে কোন না কোন সম্বন্ধ আছে। সেটি কয়েকটা অনুচ্ছেদ হতে পারে, আবার সম্পুর্ণ একটা অধ্যায়ও হতে পারে। কিন্তু এই রকম শাস্ত্রাংশে দীর্ঘকরণের মাধ্যমে একই বিষয়ের আলোচনা থাকবে। এখানে যে শাস্ত্রাংশ নিয়ে অধ্যয়ন করবেন সেটি আমরাই মনোনীত করে দিয়েছি।

এখানে ফিলিপীয় ২ঃ১-১১ পদ মনোনীত করা হয়েছে। এর ফলে পৃথকভাবে একটি পদ ও অনুচ্ছেদ অধ্যয়নের সাথে সেই পদ ও অনুচ্ছেদ সহ আরো বড় একটা শাস্ত্রাংশ অধ্যয়নের কি কি মিল আছে, তা আপনি বুঝতে পারবেন। যে অধ্যয়ন আপনি এই মাত্র শেষ করেছেন, সেটি সহ আরো বড় একটা শাস্ত্রাংশ অধ্যয়ন করলে আপনার সময় এবং জায়গা দুইই কম লাগবে। এই অংশে আপনি ৬-১১ পদ নিয়ে অনুসন্ধান করবেন। ১-৫ পদ অধ্যয়ন করে যে বিবরণ লিখেছেন, ঠিক তার পরেই লিখতে আরম্ভ করুন। অধ্যয়নের ধাপগুলি আগের মতই, তবে বড় শাস্ত্রাংশে একটা মূল বচন থাকলে ভাল। মূলবচন আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। নীচের ধাপগুলি মনে রাখবেন।

প্রথমে প্রতিটি পদ ভাল করে পড়ুন এবং প্রত্যেক পদের জন্য একটা ছোট নাম দিন।

দ্বিতীয় ধাপে পর্যবেক্ষণ করে খবরগুলি খুঁজে বের করুন। কে? কি? কিভাবে? কখন? কোথায়? এই তথ্যমূলক প্রশ্নগুলির উত্তর পাবার জন্য যতবার পড়া দরকার, পড়ুন। যে শব্দগুলি কাজের কথা বলে, যে কথাগুলি সত্য প্রকাশ করে, আদেশ ও সতর্কবাণী, ইত্যাদি, লক্ষ্য করুন। আর যে সব শব্দের অর্থ আপনি জানেন না, সেগুলির অর্থ খুঁজে বের করবেন। আপনি রচনার যে নীতি ও সাহিত্য পদ্ধতিগুলি শিখেছেন বড় শাস্ত্রাংশে সেগুলি হয়ত আরও বেশী দেখতে পাবেন। পর্যবেক্ষণের সমস্ত খবর ফিলিপীয় ২ঃ১-৫ পদের মত খসড়ার আকারে লিখুন। সম্পূর্ণ শাস্ত্রাংশটির জন্য নতুন একটা ছোট নাম দিন।

তৃতীয় ধাপে, "এর অর্থ কি? এবং" আমার জন্য এর অর্থ কি? এই দরকারী প্রশ্নগুলির উত্তর জানার মাধ্যমে সমস্ত খবরগুলির অর্থ বের করুন। তা খাতায় লিখে রাখুন।

আপনার খাতায় নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন। এমনভাবে লিখুন যেন ১-৫ পদ সম্পর্কে আপনি যে বিবরণ লিখেছেন এগুলিকে তারই পরের বিবরণ বলে বুঝা যায়।

১৪। সম্পূর্ণ শাস্ত্রাংশটি (২ ঃ ১-১১ পদ) কয়েকবার পড়ুন। এখন আপনি প্রথম অংশটির সাথেই আবার পরিচিত হচ্ছেন। কিন্তু এর সাথে ৬-১১ পদের কি কি মিল আছে তা দেখবার জন্য আপনাকে আবার পড়তে হবে। তারপর সম্পূর্ণ শাস্ত্রাংশটিকে অখণ্ডরূপে ধরে নিয়ে এর জন্য একটা মূল বচন বা মূল পদ ঠিক করুন এবং পদ সংখ্যা লিখে রাখুন। এই পদটিকে মনে হবে যেন সমস্ত পদগুলির মূল বিষয়টি প্রকাশ করছে, অথবা ঐ শাস্ত্রাংশে যে চিন্তা বা ধারণাগুলি আছে, সেগুলির মূলে আছে এই পদের চিন্তা বা ধারণাটি।

১৫। ফিলিপীয় ২ ঃ ১-৫ পদের জন্য আপনি যে নাম দিয়েছেন, সেটি নিয়ে চিন্তা করে দেখুন। সম্পূর্ণ শাস্ত্রাংশটির (১-১১ পদ) জন্য ঐ নামটি ব্যবহার করা যায় কিনা। যদি ব্যবহার করা যায় তবে ঐ নামই ব্যবহার করুন। আর যদি প্রয়োজন হয় তবে বদলে নিন। এখন সম্পূর্ণ শাস্ত্রাংশটির জন্য যে নাম ঠিক করেছেন সেটি লিখুন।

১৬। প্রথম পাঁচটি পদ আপনি অধ্যয়ন করেছেন, তাই ৬ পদ থেকে আরম্ভ করুন। ৬-১১ পদের প্রত্যেকটি পদ ভাল করে পড়ুন। প্রত্যেক পদের জন্য তিন-চারটি শব্দের মধ্যে ছোট একটি নাম লিখুন। কাজ শেষ হলে পর আপনার দেওয়া নামগুলি এই বইয়ের উত্তরের সাথে মিলিয়ে দেখুন। (উত্তর সামান্য ভিন্ন রকমের হতে পারে)।

১৭। এখন (আমাদের মূল বচন ২ ঃ ৫ পদের ভিত্তিতে) ৬-১১ পদের জন্য একটা নাম বেছে নিন এবং সেটি খাতায় লিখুন।

১৮। এখন আপনি ফিলিপীয় ২ ঃ ৬-১১ পদের খবরগুলি খুঁজে বের করবার জন্য প্রস্তুত। ১-৫ পদের বেলায় যেমন করেছিলেন তেমনি এখানেও পদের নামগুলিকে আপনার খসড়ার প্রধান বিষয় রূপে ব্যবহার করুন। ১২ নম্বর প্রশ্নে যা যা করতে বলা হয়েছিল সেগুলি দেখুন। ৬-১১ পদ, সম্পূর্ণ শাস্ত্রাংশটিরই অংশ, তাই ৫ পদের প্রধান বিষয়টির যে নম্বর ছিল, তার পর থেকেই ৬-১১ পদের প্রধান বিষয়গুলির নম্বর দিতে থাকুন। তাহলে এর পরের প্রধান বিষয়টির নম্বর হবে ৬। এখন ৬-১১ পদ পর্যন্ত প্রতিটি পদের নামের নীচে উপ-প্রধান বিষয়গুলি লিখুন।

এই বইয়ে কেবল মাত্র একটা মৌলিক খসড়া দেওয়া হয়েছে। আপনার নিজের খসড়ায় আরো বিস্তারিত বিবরণ থাকা উচিত। শাস্ত্র বাক্য আসলে কি বলছে, ধ্যান ও প্রার্থনার সাথে তা খোঁজ করে আপনি যে বিস্তারিত খবরাখবর পাবেন, তার সবই আপনার খসড়ায় থাকবে।

ফিলিপীয় ২ঃ ৬-১১ পদের জন্য আপনি কি অর্থ পেয়েছেন, তা এখন লিখতে পারেন। বাইবেলের যে অংশগুলি সবচেয়ে গভীর এবং অর্থপূর্ণ এই শাস্ত্রাংশটি তাদের একটি। যীশু খ্রীষ্ট মানুষ হয়ে এই জগতে এলেন, ক্রুশের উপর মৃত্যু বরণ করলেন। এর দ্বারা তিনি আমাদের জন্য কি করেছেন, যার জন্য তিনি পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে সবচেয়ে বড় নাম ও সবচেয়ে বড় সম্মান পেলেন ?- আমি বা আপনি কেউই এর তাৎপর্য কখনো পুরোপুরি বুঝতে পারব না। "খ্রীষ্ট যীশুর যে মনোভাব ছিল............" (৫ পদ) আমাদেরও সেই মনোভাব থাকতে হবে।

১৯। ১৩ নম্বর প্রশ্নে যে সব কাজ করতে বলা হয়েছে সেগুলি পড়ুন। প্রার্থনার সাথে ৬-১১ পদ নিয়ে চিন্তা করুন। তারপর এই পদগুলি থেকে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিনঃ এর অর্থ কি? আমার জন্য এর অর্থ কি? পবিত্র আত্মা আপনাকে যে অর্থ বলে দেন, তা যত ভাল করে সম্ভব লিখুন।

২০। সব শেষে ফিলিপীয় ২ঃ ১-১১ পদ পর্যন্ত সম্পূর্ণ শাস্ত্রাংশটির অর্থ বুঝিয়ে নিজের কথায় একটি বিবরণ লিখুন। (ফিলিপীয় ২ঃ ১-৫ পদের সাথে ২ঃ ৬-১১ পদের কিরূপ মিল আছে, এই বিবরণে তার বর্ণনা থাকবে।)

পরীক্ষা-১০

১। ধ্যানমূলক বাইবেল অধ্যয়নের সাথে অন্যান্য প্রকার বাইবেল অধ্যয়নের পার্থক্য হোল--

ক) দক্ষতার মধ্যে।

খ) অধ্যয়ন পদ্ধতির মধ্যে।

গ) উদ্দেশ্যের মধ্যে।

২। ধ্যানমূলক বাইবেল অধ্যয়নের প্রধান উদ্দেশ্যটি হবে—
ক) বিষয়গুলি ভালভাবে জানা ও বুঝা।
খ) ঈশ্বরের বাক্য থেকে নিজের জন্য শক্তি লাভ করা।
গ) শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বিশেষ পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা।

৩। ধ্যানমূলক বাইবেল অধ্যয়ন সবচেয়ে ভাল ভাবে করা যায়—
ক) পদ, অনুচ্ছেদ অথবা অধ্যায় ব্যবহার করে।
খ) একটা সম্পূর্ণ বই ব্যবহার করে।
গ) পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত কয়েকটি বই ব্যবহার করে।

৪। ধ্যানমূলক বাইবেল অধ্যয়ন—
ক) প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের দৈনিক কাজের একটি অংশ হওয়া উচিত।
খ) কেবল মাত্র সভা-সমিতিতে বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হবার সময় করা উচিত।
গ) বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে করা উচিত।

৫। একটা মাত্র পদ নিয়ে অধ্যয়নের সময়—
ক) পদটি একবার পড়লেই চলে।
খ) এলোমেলো ভাবে অধ্যয়ন না করে নিয়মিত ভাবে অধ্যয়ন করা ভাল।
গ) বাইবেল অধ্যয়নের পদ্ধতিগুলি ব্যবহৃত হয় না, বা এগুলি দরকারও হয় না।

৬। একটা মাত্র পদ নিয়ে অধ্যয়নের সময়—
ক) যে কোন একটা পদ ব্যবহার করা যায়।
খ) একটা বেশ লম্বা পদ বেছে নিন।
গ) এমন একটা পদ বেছে নিন যার আদেশ-নির্দেশ, অথবা সতর্কবাণী আছে।

৭। শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যার জন্য যে প্রশ্নটি ব্যবহার হয়, সেটি হচ্ছে-
ক) প্রধান লোকটি কে ?
খ) এর অর্থ কি ?
গ) এই ঘটনা কোথায় ঘটেছিল ?

৮। ধ্যানমূলক বাইবেল অধ্যয়নের শেষ ধাপ কোনটি ?
ক) অর্থব্যাখ্যা করা।

খ) একটা নাম দেওয়া।
গ) পর্যবেক্ষণ।

৯। বাইবেল অধ্যয়নের পদ্ধতিগুলি—
ক) আপনাকে নির্ভুলভাবে বাইবেলের সত্য বুঝতে সাহায্য করবে।
খ) আপনাকে অন্যদের চেয়ে ভাল বাইবেল শিক্ষক করে তুলবে।
গ) ধ্যানমূলক অধ্যয়ন কোন কাজে লাগে না।

১০। একটা অনুচ্ছেদের প্রত্যেক পদের জন্য ছোট একটা নাম দেওয়ার উদ্দেশ্য হোল—
ক) যেন অধ্যয়নটিকে ছোট রাখা যায়।
খ) যেন আপনাকে বিস্তারিত বিবরণ ঘাটাঘাটি করতে না হয়।
গ) যেন আপনি প্রত্যেক পদের চিন্তাটি বুঝতে পারেন।

১১। খবরগুলির অর্থ বের করবার পরে আপনি সেই অর্থ বুঝিয়ে নিজের কথায় একটা বিবরণ লিখেন যেন—
ক) শাস্ত্রাংশটিকে ছোট করা যায়।
খ) সমস্ত খবর ও তাদের অর্থগুলির মধ্যে ঐক্য দেখানো যায়।
গ) শাস্ত্রাংশটির সবচেয়ে দরকারী বিষয়টি বলা যায়।

১২। একটা পদ, অথবা একটা অনুচ্ছেদ, অথবা কয়েকটি অনুচ্ছেদ নিয়ে ধ্যানমূলক অধ্যয়ন করা হলে—
ক) অধ্যয়নের ধাপগুলি পুরোপুরি পাল্টাতে হবে।
খ) অধ্যয়নের ধাপগুলি সামান্যই পাল্টাতে হবে।
গ) অধ্যয়নের ধাপগুলি অনেকাংশে পাল্টাতে হবে।

১৩। অনুচ্ছেদের চেয়ে বড় শাস্ত্রাংশ নিয়ে ধ্যানমূলক অধ্যয়নে—
ক) কেবল মাত্র সাধারণ ভাবটাই দরকারী।
খ) সম্পূর্ণ শাস্ত্রাংশের ভাবটির জন্য প্রত্যেকটি পদই দরকারী।
গ) একবার পড়েই সবকিছু জানা যায়।

১৪। ধ্যানমূলক অধ্যয়নের জন্য একটা বড় শাস্ত্রাংশ মনোনীত করবার সময়—
ক) সেটির মধ্যে অনেক ভিন্ন ভিন্ন বিষয় থাকলে ভাল।

খ) এমন একটা শাস্ত্রাংশ বেছে নিতে হবে যার সবগুলি পদের কোন না কোন মিল আছে।

গ) এমন একটা শাস্ত্রাংশ বেছে নিতে হবে যেটি, একটা অধ্যায়ের সংগে আরম্ভ হয়েছে, অথবা একটি অধ্যায়ের সংগে শেষ হয়েছে,

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

১। ক) মি
খ) স
গ) মি
ঘ) স

১০। সব কিছুতে প্রভু যীশু আমার ভরসা স্থল। তাঁর শক্তিতেই আমি ধৈর্য্য ধরে সব সহ্য করতে পারি। তিনিই আমায় নিরাপদে রাখেন। তার শক্তিতেই অমি বিজয়ী খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন করতে পারি। তিনিই আমাকে সমস্ত শক্তি ও উৎসাহ যোগান। তিনি আমায় কখনো ফিরিয়ে দেন না। তার ভালবাসার মধ্যেই আমি সব দুঃখের সান্তনা খুঁজে পাই। পবিত্র আত্মার সাথে আমার যোগাযোগ আছে, তাই আমি কখনো একা নই। আমি আমার জীবনকে যত বেশী পরিমানে প্রভু যীশুর মত করে গড়ে তুলি পবিত্র আত্মার সাথে আমার সহভাগিতা ততই গভীর হয়। খ্রীষ্টিয় ভাইবোনদের সাথে আমি স্নেহ মমতা পূর্ণ আচার ব্যবহার করব, আমার প্রতি তাদের আচার ব্যবহারও এইরূপ হবে।

২। ক) আগ্রহী মনোভাব, যা ঈশ্বরের মন পেতে চায়।
খ) নম্রতার মনোভাব, যা সহজেই ঈশ্বরের রব শুনে সেই মত কাজ করে।
গ) আরাধনার মনোভাব, যা আপনাকে ঈশ্বরের সামনে নিয়ে যায়।

১১। খ্রীষ্টিয় সম্পর্ক ঃ

১। পদ ১ ঃ ঈশ্বর, নিজে, অন্যেরা।
২। পদ ২ ঃ খ্রীষ্টিয় ঐক্য।
৩। পদ ৩ঃ খ্রীষ্টিয় চালনা।

৪। পদ ৪ ঃ খ্রীষ্টিয় চিন্তা-ভাবনা।
৫। পদ ৫ ঃ খ্রীষ্টিয় মনোভাব।
৬। খ) শাস্ত্রের একটা অনুচ্ছেদ।

১২। খ্রীষ্টিয় সম্পর্ক ঃ

১। ঈশ্বর, নিজে, অন্যেরা।
ক) খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত জীবনের শক্তি ও উৎসাহ।
খ) খ্রীষ্টের সান্তনা।
গ) পবিত্র আত্মার সহভাগিতা।
ঘ) স্নেহ ও দয়ামায়া (একে অন্যের প্রতি)।

২। খ্রীষ্টিয় ঐক্য ঃ

ক) মন এক হোক।
খ) একে অন্যকে ভালবাস।
গ) মনে প্রাণে এক হও।

৩। খ্রীষ্টিয় চালনা ঃ

ক) ভুল চালনা।
১) নিজের লাভের আশায় কিছু করা।
২) অহংকারের বশে কিছু করা।
খ) সঠিক চালনা।
১) পরস্পরের প্রতি নম্রভাবে আচরণ করা।
২) অন্যকে নিজের চেয়ে বড় স্থান দেওয়া।

৪। খ্রীষ্টিয় চিন্তা-ভাবনা ঃ

ক) কেবল নিজের জন্য চিন্তা কর না।
খ) একে অন্যের জন্য চিন্তা কর।

৫। খ্রীষ্টিয় মনোভাব ঃ

ক) খ্রীষ্ট যীশুর যে মনোভাব ছিল।
খ) বিশ্বাসীরও এই মনোভাব থাকা দরকার।

৪। ক) করায় পড়বার ও বুঝবার সুবিধা হয়েছে।
খ) শত শত বছর আগে অনুবাদকরা করেছেন।

১৩। ফিলিপীয় ২ : ১-৫ পদ দেখিয়ে দেয় যে, আমার খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত জীবনই হচ্ছে, সবাইর সাথে সঠিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলবার ভিত্তি। আমি যখন প্রভুর সাথে যুক্ত থেকে তারই শক্তিতে শক্তি-মান হই, তখনই অন্যদের সাথে সঠিক সম্পর্ক রেখে চলতে পারি। খ্রীষ্টের জীবন যখন আমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন আমি অন্তরে শক্তি, উৎসাহ, সান্ত্বনা ও সহভাগিতা লাভ করি। তখন আমার মধ্যে দিয়ে তাঁরই ভালবাসা প্রকাশ পায়, যার ফলে আমি অন্যদের প্রতি স্নেহ ও দয়া দেখাতে পারি। কিন্তু কেবল স্নেহ ও দয়ামায়া দেখানোই আমার বা অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানদের লক্ষ্য নয়। এই লক্ষ্য হোল-আমাদের সবাইকে একই চিন্তা করতে হবে, মনে-প্রাণে এক হতে হবে, একে অন্যকে ও প্রভুকে ভালবাসতে হবে (যোহন ১৭ : ১১-২৩ পদে প্রভু যীশুর প্রার্থনাটি দেখুন)। এই কাজ কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু ৩-৫ পদে আমি এর উত্তর পাই। ঈশ্বরের এই ইচ্ছা সাধণের জন্য আমি কি করতে পারি, তা এখানে বলা হয়েছে। আমি অবশ্যই নিজের লাভের আশায়, বা অহং-কারের বশে কিছু করব না। নিজের মধ্যে এই দুর্বলতা দেখলেই আমাকে বুঝতে হবে যে, এটা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে। অহংকার না করে বরং অন্য খ্রীষ্টিয়ানদের সাথে নম্র ব্যবহার করতে হবে। তাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন দিক দিয়ে আমার চেয়ে ভাল, এই কথা মনে রেখে কেবল নিজের জন্য চিন্তা না করে অন্যান্য খ্রীষ্টিয় ভাইবোনদের জন্যও চিন্তা করব। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে যে মনোভাব ছিল আমার মধ্যেও সেই মনোভাব থাকতে হবে। আমাকে মনে রাখতে হবে যে এইটি আমার লক্ষ্য। যীশুর মতো হওয়ার জন্য আমায় নিজেকে শাসনে রাখতে হবে। আমি যীশুর সাথে যুক্ত বলে তাঁর জীবন আমার মধ্যে আছে, এবং তাঁর সাথে আমার সহভাগিতা আছে (১ পদ), -আর কেবল মাত্র এই সহভাগিতা আছে বলেই আমি সাফল্য লাভ করতে পারি।

৫। ক) বাইবেলের যে পদগুলি নিয়ে ধ্যানমূলক অধ্যয়ন করা যায় সেগুলিতে আদেশ-নির্দেশ অথবা সতর্কবাণী থাকে।

গ) পবিত্র শাস্ত্রের প্রত্যেকটি কথা শিক্ষা দেবার ও সৎজীবনে গড়ে উঠবার জন্য দরকারী।

ঙ) শাস্ত্রের অর্থব্যাখ্যা সম্পর্কিত প্রশ্নটি হোল ঃ "এর অর্থ কি ?"

১৪। মূল বচন (পদ) ঃ ২ ঃ ৫ পদ।

৬। এইটি জোর দিয়ে বিশেষভাবে বলা বুঝায়।

১৫। (উত্তর ভিন্ন ভিন্ন রকম হবে।) ফিলিপীয় ২ ঃ ১-১১ পদের জন্য আমাদের দেওয়া নতুন নাম ঃ আমার মধ্যে খ্রীষ্টের মনোভাব

৭। খ) অধ্যয়নের যে পদ্ধতিগুলি আপনি শিখেছেন বাইবেলের সত্য খুঁজে বের করবার জন্য ধ্যান ও প্রার্থনার সাথে সেগুলি ব্যবহার করুন।

১৬। পদ ৬ ঃ স্বভাব, সমান থাকা, এবং আকড়ে ধরা।
পদ ৭ ঃ দাস হয়ে জন্মিলেন।
পদ ৮ ঃ মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্যতা।
পদ ৯ ঃ সবচেয়ে মহৎ নাম দেওয়া হোল।
পদ ১০ ঃ সবাই মাথা নীচু করবে।

৮। খ্রীষ্টে থাকার ফল ঃ পরিপূর্ণতা, অথবা আমার যা কিছু প্রয়োজন সবই তাঁতে পাওয়া (উত্তর ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতে পারে)।

১৭। প্রভু যীশুর মনোভাব।

৯। কে ? আপনি, খ্রীষ্ট, পবিত্র আত্মা এবং অন্যান্য বিশ্বাসীরা। কি ? উৎসাহ (শক্তি), ভালবাসা, যোগাযোগ সম্বন্ধ (সহভাগিতা), স্নেহ এবং দয়ামায়া।

কিভাবে ? ঃ খ্রীষ্টে থাকার ফলে উৎসাহ (শক্তি) লাভ, তাঁর ভালবাসা সান্তনা দেয়, পবিত্র আত্মার সাথে যোগাযোগ সম্বন্ধ,

(খ্রীষ্টিয় ভাইবোনদের প্রতি) স্নেহ ও দয়ামায়া দেখানো। কখন ? ঃ এখন (ক্রিয়াপদগুলি বর্তমান কালের ইংগিত করে। উত্তর ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে পারে)।

১৮। ৬। স্বভাব, সমান থাকা এবং আকড়ে ধরা।

ক) স্বভাবে ঈশ্বরই রইলেন।

খ) জোর করে ঈশ্বরের সমান থাকতে চাননি।

৭। দাস হয়ে জন্মিলেন।

ক) নিজের ইচ্ছায় (এটির ইংগিত পাওয়া যায়, বা বুঝা যায়. কিন্তু বাংলা বাইবেলে স্পষ্ট করে বলা হয়নি)।

খ) মানুষ হিসাবে জন্মিলেন।

ঘ) নিজেকে নীচু করলেন।

৮। মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্যতা।

ক) সারাজীবন বাধ্য ছিলেন।

খ) এই বাধ্যতার ফলেই তাকে ক্রুশের উপর মরতে হয়েছে।

৯। সব চেয়ে মহৎ নাম দেওয়া হোল।

ক) ঈশ্বর তাঁকে সবচেয়ে উচুতে উঠালেন।

খ) ঈশ্বর তাঁকে এমন নাম দিলেন যা সব নামের চেয়ে মহৎ।

১০। সবাই মাথা নীচু করবে।

ক) স্বর্গের সকলে।

খ) পৃথিবীর সকলে।

গ) পৃথিবীর গভীরে যারা আছে তাদের সকলে।

ঘ) যীশুর নামকে সম্মান দেখানোর জন্য।

১১। যীশু খ্রীষ্টই প্রভু।

ক) সবাই স্বীকার করবে।

খ) ঈশ্বরের গৌরবের জন্য।

২০। পবিত্র আত্মা আমায় স্পষ্টরূপে দেখিয়ে দেন যে, প্রভু যীশুর মধ্যে যে মনোভাব ছিল (৬-১১ পদ) এই পৃথিবীতে আমার মধ্যেও সেইরূপ মনোভাব থাকতে হবে (১-৫ পদ)। সাধু পৌল ২-৪ পদে কয়েক ধরণের কাজ ও মনোভাবের বিষয় বলেছেন, সেগুলি থেকে আমি বুঝতে পারি, এর সাথে আমার ইচ্ছাশক্তি জড়িত রয়েছে।

আমাকেই যীশুর মত হওয়ার ইচ্ছা করতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে আমি কি করব, আর কি করব না, আমার নিজের ইচ্ছা দ্বারাই সে সব সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর এই ইচ্ছাকে অবশ্যই যীশুর বাধ্য হতে হবে। এই ব্যাপারে যীশুই আমার দৃষ্টান্ত স্থল। তিনি (নিজের ইচ্ছায়) ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বাধ্য হয়েছিলেন।

যীশুর মত হওয়ার জন্য আমাকে নিজের লাভের আশা বাদ দিতে হবে (৩ পদ)। যারা নিজের লাভের আশা করে, তারা ক্ষমতা, ধন-সম্পত্তি, খ্যাতি ইত্যাদি লাভের জন্য পাগলের মত হয়ে যায়। তারা আর অন্যের মংগল চিন্তা করেনা। আমি যেন কখনোই এই রকম লোক না হই। যীশুই আমাকে পথ দেখিয়েছেন। তিনি জোর করে ঈশ্বরের সমান থাকতে চাননি (৬ পদ)। ৩ পদ থেকে আমি এই শিক্ষা পাই যে, আমি যেন "অহংকারের বশে" কিছুই না করি, আর অন্যদের সাথে যেন নম্র আচরণ করি। ৮ পদ আমায় বলে যে, যীশু নিজে নম্র ছিলেন। ৩ ও ৪ পদ আমায় বলে যেন আমি অন্যদের জন্য চিন্তা করি, যেন অন্যকে নিজের চেয়ে বড় জ্ঞান করি। এই কাজ কিভাবে করতে হবে যীশুই আমাকে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি দাস বা চাকরের রূপ নিয়েছিলেন (৭ পদ)। যীশু একজন চাকরের মত মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য হয়ে চলেছেন। আমাকে ৫ পদের আদেশটি মেনে চলতে হবে, অর্থাৎ যীশুর মধ্যে যে মনোভাব ছিল, আমার মধ্যেও সেই মনোভাব রাখতে হবে। যীশুর মধ্যে যে মনোভাব ছিল তাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

একটা বিশেষ কারণে (৯ পদ) ঈশ্বর প্রভু, যীশুকে যে বিরাট ক্ষমতা ও গৌরব দিয়েছিলেন ৯-১১ পদে আমি তা দেখতে পাই। কিন্তু এই বিশেষ কারণটি কি ? কারণ তিনি নম্রভাবে নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার বাধ্য রেখে চলেছেন (৬-৮ পদ)। আমি যখন যীশুর আসল স্বভাবের কথা ভাবি, তখন নিজের ব্যর্থতা দেখে লজ্জায় মরে যাই! কিন্তু তাতে যেন আমি নিরাশ না হই। যীশু আমাকে শক্তি ও উৎসাহ দিতে চান, যেন তিনি যেমনটি চান আমি তেমনটি

হতে পারি। যীশুর সাথে যুক্ত থাকার ফলেই আমি যীশুর মত জীবন যাপন করবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি (উৎসাহ) পাই (১ পদ)। আমি যদি তাঁর বাধ্য হয়ে চলি তবে ভবিষ্যতে গৌরবই হবে, আমার পাওনা।

১৯। (আমাদের দেওয়া উত্তর। তবে উত্তর ভিন্ন ভিন্ন রকম হবে।)

ফিলিপীয় ২ ঃ ৬-১১ পদ থেকে আমি যীশুর স্বভাব সম্পর্কে কিছুটা জানতে পারি। এছাড়া, যীশুর পৃথিবীতে আসার সত্যিকার অর্থ কি, তাও কিছুটা জানতে পারি। স্বভাবে তিনি সব সময়ই ঈশ্বর ছিলেন। জোর করে কিছু লাভ করা এই স্বভাবের বিরুদ্ধে। তাই যীশু নিজের ইচ্ছায় দাসের (বা চাকরের) রূপ নিয়ে ছিলেন। একজন মানুষের মত হয়েছিলেন, এবং মানুষরূপে পৃথিবীতে এসেছিলেন। ঈশ্বর হিসাবে তার যা কিছু ছিল সে সব ছেড়ে মানুষ হয়ে পৃথিবীতে আসবার ব্যাপারটি আমরা মানুষের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি না। শুধু এইটিই নয়। আরো অনেক বিষয় আছে যা আমরা বুঝতে পারি না।

পিতার ইচ্ছার প্রতি বাধ্য হয়ে মানুষ হয়ে জন্ম নেবার ফলে ক্রুশের উপর মরতে হবে। এ সবই যীশু জানতেন কিন্তু তবুও তিনি নিজের ইচ্ছায় এই কাজ করেছেন। তাঁর এই কাজ এতই বড় ছিল যে, এর ফলে পিতা ঈশ্বর তাকে সবচেয়ে উচুতে উঠালেন এবং তাকে এমন এক নাম দিলেন যা সব নামের চেয়ে মহৎ। আর যীশুকে সম্মান দেখানোর জন্য স্বর্গে, পৃথিবীর গভীরে যারা আছে তাদের সকলে তাঁর সামনে মাথা নীচু করবে। এবং পিতা ঈশ্বরের গৌরবের জন্য স্বীকার করবে যে যীশু খ্রীষ্টই প্রভু।

১০। পদের অর্থ পরিস্কার বুঝা যায়। সকলেই একদিন না একদিন যীশুর সামনে মাথা নীচু করবে। আমাদের জীবনকালেই আমরা যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করে তার সামনে মাথা নীচু করতে পারি।

তাহলে আমরা তাঁর ক্ষমা পাব, ও অনন্ত জীবন লাভ করব। যদি না করি, তবে ভবিষ্যতে তাঁর প্রভুত্ব মেনে নিয়ে তাঁর সামনে মাথা নীচু করতে আমাদের বাধ্য করা হবে। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে যাবে। আমরা তখন পরিত্রাণ পেতে পারব না। এই শাস্ত্রাংশটি আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি আমায় সজাগ করে দেয় যে জীবিত থাকা কালে যীশু খ্রীষ্টকে আমার জীবনের প্রভু করে নিতে হবে। যীশু নিজে থেকেই নম্র ভাবে তাঁর পিতার ইচ্ছার বাধ্য হয়ে চলেছেন। সেইরূপে আমিও নম্রভাবে যীশুর বাধ্য হয়ে চলবো, তাতে আমার যাই হোক না কেন। আমার জীবন তাঁরই আদেশের বাধ্য হবে, যেমন তাঁর জীবন পিতা ঈশ্বরের বাধ্য ছিল।

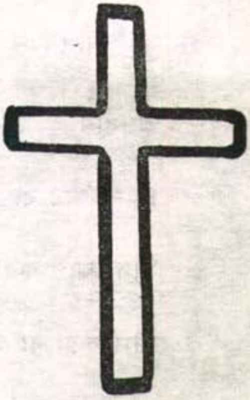

পরিভাষা

অতিপ্রাকৃতিক ··· প্রকৃতি জগতের বাইরের। আলৌকিক।

অতিশয়োক্তি ··· অত্যন্ত বেশী করে বা বাড়িয়ে বলা।

অত্যাবশ্যকীয় ··· খুবই দরকারী।

অধ্যয়ন ··· মনযোগের সংগে পড়া।

আলংকারীক ··· শব্দে অলংকার বা রূপ যোগ করা অর্থাৎ রূপক ভাবে বা উপমা দিয়ে কিছু বলা।

আক্ষরীক ··· হুবহু অর্থে ধরা। যে ভাবে বলা বা লেখা থাকে ঠিক সেই অর্থেই ধরতে হয়।

ইংগীত বহনকারী ··· যা অন্য কোন কিছুর ইংগীত দেয়

গৌণ ··· অপ্রধান। উল্টো। পরোক্ষ।

চরমপর্যায় ··· চরম সময় বা অবস্থা।

জরীপ ··· মাপ ঝোপ করা।

দীর্ঘকরণ ··· দীর্ঘ করা বা লম্বা করে বলা।

দৃশ্যমান ··· যা দেখা যায়।

দৃষ্টিকোন ··· কোন একটি বিষয়কে যেভাবে দেখা, ধরা বা ব্যাখ্যা করা হয়।

ধর্মতত্ত্ব ··· ধর্মের তত্ত্ব (ধর্ম সম্পর্কীয় জ্ঞান বা শিক্ষা)।

পর্যবেক্ষণ	··· খতিয়ে দেখা।
পরোক্ষ	··· বিপরীত বা উল্টো (দিক)। গৌণ।
পালাক্রমিক	··· একের পর এক। পালা করে।
পূর্বাপর	··· আগের ও পরের বিষয়গুলি।
প্রগতিশীলতা	··· চলতে থাকা। অগ্রগতি।
প্রত্যক্ষ	··· সরাসরি। মুখোমুখি।
প্রতীক	··· চিহ্ন।
প্রত্যাদিষ্ট	··· ঈশ্বর প্রদত্ত বা প্রকাশিত।
প্রত্নতত্ত্ববিদ	··· যারা প্রাচীন সভ্যতা বা প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে কাজ করেন।
প্রভাবিত	··· প্রভাব যুক্ত করা বা নিজের মতে নিয়ে আসা।
প্রয়োগ	··· খাটান বা কাজে লাগান।
নির্ণয়	··· বের করা। জানা।
বাস্তবধর্মী (তা)	··· বাস্তবধর্মী স্বভাব যার অর্থাৎ যা বাস্তব কাজে খাটানোর উপযোগী।
বিকৃত	··· খারাপ বা নষ্ট।
বিষয় ভিত্তিক	··· কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়কে ভিত্তি করে (কিছু বলা বা করা)।

বৈশিষ্ট	··· নির্দ্দিষ্ট গুণাগুণ। কোন বিশেষ দিক।
ব্যাপক	··· বহু বিস্তৃত। অনেক জায়গা জুড়ে (ছড়ান)।
ভাবানুভূতি	··· অন্তরের ভাব, আবেগ অনুভূতি।
মূল্যায়ন	··· ওজন করা। মূল্য স্থির করা।
মনোনিবেশ	··· মনোযোগ।
মৌলিক	··· মূল বা আসল বিষয় সংক্রান্ত।
সংজ্ঞা	··· নাম করণ বা সূত্র নির্ণয় করা।
সংযোগার্থক	··· সংযোগের অর্থে বা যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত।
সংহতি	··· মিল বা পারস্পারিক একতা।
সমকালীন	··· সমসাময়ীক বা একই সময়ের।
সময়ানুক্রমিক	··· যা সময়ের দিক থেকে একের পর এক আসে বা পর্যায়ক্রমে আসে।
সাদৃশ্য	··· সমতা বা মিল।
সার্বজনীন	··· সব জায়গার জন্য (প্রযোজ্য)।
স্বয়ং সম্পূর্ণ	··· যে অপরের উপর নির্ভরশীল নয়। নিজেই পূর্ণ।

উত্তর মালা

পরীক্ষা—১

১। খ) নিয়মিতভাবে ও যত্নের সংগে পড়েন।

২। ক) খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের জন্য, বিশ্বাসের জন্য, এবং সেবার জন্য।

৩। ক) ঈশ্বর কর্তৃক অজানা বিষয়-গুলি মানুষকে জানান।

৪। গ) স্বাভাবিক বা জাগতিক।

৫। ক-৩) সাধারণ।
খ-৪) বিশ্বাসীকে।
গ-৫) খাপ খাইয়ে।
ঘ-২) ধারাবাহিক আত্ম প্রকাশ।
ঙ-১) ব্যাখ্যা।
চ-৬) একতা বা ঐক্য।

৬। প্রশ্ন উত্তর পদ্ধতি, অর্থ ব্যাখ্যার মূল নীতি, বাইবেল অধ্যয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি।

পরীক্ষা—২

১। খ) আত্মিক বোধ বা আত্মিক জ্ঞান।

২। ক) আত্মিক প্রস্তুতি ও মনের প্রস্তুতি।

৩। গ) পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া।

৪। ক) আত্মিক ভাব।
খ ১) মনের ভাব।
গ ২) আত্মিক ভাব।
ঘ ১) মনের ভাব।
ঙ ২) আত্মিক ভাব।

৫। পেন্সিল, কাগজ, এবং বাইবেল (যে কোন পর্যায়ে লেখা যাবে)।

৬। খ) ভালভাবে বাইবেল বুঝতে সাহায্য করে।

৭। গ) পর্যবেক্ষণ, অর্থব্যাখ্যা, সারমর্ম প্রস্তুত করা, মূল্যায়ন করা।

৮। ক) "এই বিষয়টি কি বলে?"

৯। গ) "এর মানে কি" (বা "এর অর্থ কি"?)

১০। ক ২) চিন্তামূলক প্রশ্নাবলী।
খ ১) তথ্য মূলক প্রশ্নাবলী।

পরীক্ষা—৩

১। ক) মতবাদ ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সকল শিক্ষা আছে।

খ) ধর্মতত্ত্বে ঈশ্বরের বিষয় এবং মানুষ ও জগতের সাথে ঈশ্বরের যে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্কের বিষয় অধ্যয়ন করা হয়।

২। খ) ভাষার স্বাভাবিক এবং সাধারণ ব্যবহার।

৩ ক) নূতন নিয়মে ঈশ্বর যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তার দ্বারা বিশ্বাস পরীক্ষা করতে হবে।
গ) কোন বিশেষ শাস্ত্রাংশের পূর্বাপর বিষয় দ্বারা বিশ্বাস পরীক্ষা করতে হবে।

ঙ) একমাত্র বাইবেলের ভিত্তি-তেই বিশ্বাস গঠিত হবে।

৪। মি।

৫। স।

৬। মি।

৭। স।

৮। মি।

৯। খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের ও খ্রীষ্টিয় সেবার শিক্ষা দেয়।

১০। কারণ বাইবেল অনন্ত জীবন ও অনন্ত মৃত্যুর (নরক যাতনার) বিষয় শিক্ষা দেয় (উত্তর ভিন্ন ভিন্ন রকম হবে)।

পরীক্ষা—৪

১। ক ৩) জাগতিক বা পার্থিব।
খ ১) একটি।
গ ২) আত্মিক।

২। খ) ভবিষ্যতে কি ঘটবে না ঘটবে, এবং তেমনি বর্তমানে যা প্রয়োজন তাও।

৩। খ) আদর্শ এবং প্রতীক (চিহ্ন) সব সময়ই এক।

৪। খ) হিব্রু কবিতায় লাইনগুলি কতটুকু লম্বা হবে সে বিষয়ে কোন ধরাবাঁধা কিছু নেই।
গ) হিব্রু কবিতা একটা চিন্তাকে কেন্দ্র করে লেখা।
ঘ) হিব্রু কবিরা তাদের কবিতায় বিশেষভাবে তাদের অনুভূতি ও ভাবাবেগ প্রকাশ করেছেন।

পরীক্ষা—৫

১। ক) মোটামুটি ধারণা।

২। গ) আগাগোড়া সম্পূর্ণ বইটি পড়া।

৩। ঘ) কি বোঝাতে চাচ্ছেন।

৪। খ) তুলনা।

৫। খ) প্রস্তুতি।

৬। গ) বিকিরণ।

৭। ক) সুস্পষ্ট ভাব।

৮। গ) পার্থক্য।

৯। গ) পালানুক্রমিক পুনরুক্তি।

পরীক্ষা—৬

১। আর, ও।

২। খ) পরে।

৩। ঘ) কারণ।

৪। ক) কিন্তু।

৫। খ) কাঠামো

৬। গ) মনোভাব।

৭। ক) উপদেশ মূলক বক্তৃতা।

৮। গ) প্রত্যাদেশ মূলক সাহিত্য।

৯। ক) সাদৃশ্য ভিত্তিক অলংকার।

১০। খ) পরিবর্তন।

১১। ক) জীবনীমূলক।

পরীক্ষা—৭

১। গ) পড়া এবং লেখা।

২। ঘ) সবগুলি অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

৩। খ) বিষয় বস্তু।

৪। ক) অন্যান্য শব্দের চেয়ে কম মনোযোগ দরকার।

৫। খ) নাটক থেকে কবিতায়।

৬। ক) শুরুর চেয়ে বরং শেষেই বেশী স্পষ্ট।

৭। গ) ধারণাগত প্রগতিশীলতা।

৮। ঘ) বইটির সবগুলি অনুচ্ছেদের নাম।

৯। গ) প্রয়োগ বা ব্যবহার।

পরীক্ষা—৮

১। গ) তারা আজও জীবিত।

২। ক) খবর সংগ্রহ।

৩। খ) একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত শিক্ষা দেওয়া।

৪। খ) খবর সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন।

৫। ঘ) খবর সংগ্রহ, খবরগুলির অর্থ জানা, খবরগুলিকে সাজানো।

৬। ক) জীবনীমূলক অধ্যয়নের প্রয়োগ (বা ব্যবহার)।

৭। গ) বাইবেল ভিত্তিক খসড়া।

পরীক্ষা—৯

১। খ) সেগুলি তার ঐশ্বরিক স্বভাবের দৃষ্টান্ত স্বরূপ

২। খ) বিষয়টি বাইবেলের যে বইয়ে আছে সেটি কত বড়।

৩। ক) বাইবেলে দৃষ্টান্ত বা প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি।

৪। গ) ৩ নং ধাপে।

৫। খ) শ্রেণীগুলির সারমর্ম তুলনা করবার দ্বারা।

৬। গ) বাড়ানো হবে এবং নতুন করে সাজানোও হবে।

পরীক্ষা—১০

১। গ) উদ্দেশ্যর মধ্যে।

২। খ) ঈশ্বরের বাক্য থেকে নিজের জন্য শক্তি লাভ করা।

৩। ক) পদ. অনুচ্ছেদ অথবা অধ্যায় ব্যবহার করে।

৪। ক) প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের দৈনিক কাজের একটি অংশ হওয়া উচিত।

৫। খ) এলোমেলো ভাবে অধ্যয়ন না করে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী অধ্যয়ন করা ভাল।

৬ গ) এমন একটা পদ বেছে নিন যার মধ্যে আদেশ-নির্দেশ, অথবা সতর্কবাণী আছে।

৭। খ) এর অর্থ কি?

৮। ক) অর্থ ব্যাখ্যা করা।

৯। ক) আপনাকে নির্ভুলভাবে বাইবেলের সত্য বুঝতে সাহায্য করবে।

১০। গ) যেন আপনি প্রত্যেক পদের মূল ভাবটি বুঝতে পারেন।

১১। খ) সমস্ত খবরও তাদের অর্থ-গুলির ঐক্য দেখানো যায়।

১২। খ) অধ্যয়নের ধাপগুলি সামান্যই পালটাতে হবে।

১৩। খ) সম্পূর্ণ শাস্ত্রাংশের ভাবটির জন্য প্রত্যেকটি পদই দরকারী।

১৪। খ) এমন একটা শাস্ত্রাংশ বেছে নিতে হবে যার সবগুলি পদের মধ্যে কোন না কোন মিল আছে।

--সমাপ্ত--

বাইবেল পড়ে বুঝুন

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা পাঠ্যক্রম

ছাত্র রিপোর্ট—প্রশ্ন পত্র

ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট

CS2321-BN

নির্দেশ

প্রতিটি খণ্ডের অধ্যয়ন শেষ হলে পর আপনি সেই খণ্ডের উত্তর পত্র পূর্ণ করবেন। উত্তর পত্রে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর চিহ্নিত করবার বিষয়ে যেরূপ নির্দেশ আছে সেইভাবে তা করুন। প্রথমে উত্তর পত্রে দেওয়া উদাহরণ গুলি অধ্যয়ন করুন. আপনার মনোনীত উত্তরটি কিভাবে কালো করতে হবে সেখানে তা দেখানো হয়েছে।

একবারে কেবল মাত্র একটি খণ্ডের কাজ করবেন। প্রতিটি উত্তর পত্র আই, সি, আই অফিসে কিম্বা এর প্রতিনিধির কাছে পাঠিয়ে দিন। এই পুস্তিকাটি ফেরত পাঠাবার প্রয়োজন নাই।

১ম খণ্ডের ছাত্র-রিপোর্ট

১নং উত্তর পত্রে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর চিহ্নিত করুন। উত্তরগুলি কিভাবে চিহ্নিত করতে হবে উত্তর পত্রে উদাহরণের সাহায্যে তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১ম অংশ— ১ম খণ্ডের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলি

নীচের প্রশ্নগুলির জন্য আপনার উত্তর যদি **'হ্যাঁ'** হয় তাহলে উত্তর পত্রে

[ক] গোলকটি কালো করে ফেলুন। আপনার উত্তর **'না'** হলে

[খ] গোলকটি কালো করে ফেলুন।

১। আপনি কি প্রথম খণ্ডের সবগুলি পাঠ ভাল করে পড়েছেন।

২। আপনি কি পাঠের মধ্যকার সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ?

৩। আপনি কি সবগুলি পরীক্ষার কাজ করেছেন ?

৪। পরীক্ষার যে প্রশ্নগুলির উত্তর ভুল লিখেছিলেন সেগুলির উপর আবার পরাশুনা করেছেন তো ?

৫। আপনি পরিভাষা থেকে কঠিন শব্দগুলির অর্থ জেনে নিয়েছেন তো ?

২য় অংশ—সত্য-মিথ্যা প্রশ্ন

নীচের উক্তি গুলি সত্য কিম্বা মিথ্যা। উক্তিটি যদি

সত্য হয় তাহলে [ক] গোলকটি কালো করে ফেলুন। অ র যদি

মিথ্যা হয় তাহলে [খ] গোলকটি কালো করে ফেলুন।

৬। ঈশ্বর একবারে তাঁর সমগ্র পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন।

৭। আলংকারিক ভাষার দ্বারা সত্য ব্যাখ্যা করা যায়।

৮। একজন বিশ্বস্ত খ্রীষ্টিয়ানের পক্ষে নিয়মিত বা ধারাবাহিক ভাবে বাইবেল অধ্যয়নের প্রয়োজন নাই।

৯। বাইবেল অধ্যয়নের ভিত্তি হচ্ছে অর্থ ব্যাখ্যা।

১০। অসাধু শিক্ষকেরা পবিত্র শাস্ত্রের অপব্যবহার করে ভুল শিক্ষা দেয়।

১১। বাইবেলের অধিকাংশ বাক্যেরই গোপন ও নিগূঢ় অর্থ আছে।

১২। যীশু অনেক বার তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত কাহিনীগুলি ব্যাখ্যা করেছেন।

৩য় অংশ— বাছাই প্রশ্ন

নীচের প্রতিটি প্রশ্নের জন্য একটি মাত্র উপযুক্ত উত্তর আছে। আপনার মনোনীত উত্তরটির জন্য উত্তর পত্রের উপযুক্ত ঘরটি কালো করে ফেলুন।

১৩। বাইবেল অধ্যয়ন অন্যান্য বই অধ্যয়ন করা থেকে ভিন্ন, কারণ—

ক) বাইবেলে অনেক বড় বড় কঠিন অংশ আছে।

খ) বাইবেল মানুষের সাধারণ ভাষায় লেখা হয়নি।

গ) বাইবেল অনেক অনেক আগে লেখা হয়েছে।

ঘ) বাইবেলে মানুষের জন্য ঈশ্বরের এক বিশেষ ও অসাধারণ বার্তা আছে।

১৪। বাইবেলের অনেক কথার মূল্যবান অর্থ রয়েছে, কারণ সেগুলি—

ক) আমাদের কাছে আত্মিক সত্য প্রকাশ করে।

খ) অন্য কোন বইয়ে পাওয়া যায় না।

গ) হিব্রু এবং গ্রীক ভাষা থেকে এসেছে।

ঘ) দৃষ্টান্ত কাহিনী ও নিদর্শনের মধ্যে পাওয়া যায়।

১৫। বাইবেলের একতা বা সংহতি বলতে বুঝায় যে,—

ক) বাইবেল খুব সহজে বুঝা যায়।

খ) লোকেরা কখনও বাইবেলের ভুল ব্যাখ্যা করেনা।

গ) সমগ্র বাইবেল একই সত্যের প্রকাশ।

ঘ) বাইবেল শুধুমাত্র পালকদের পড়বার জন্য।

১৬। যে খ্রীষ্টিয়ান নিয়মিত বা ধারাবাহিক ভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করেন তিনি—

ক) পবিত্র আত্মার আলোকিত প্রভা থেকে বঞ্চিত হবেন।

খ) যে এই ভাবে অধ্যয়ন করে না তার চেয়ে ভাল ভাবে তা বুঝতে পারবেন।

গ) তার নিজের ধারণাগুলি ব্যবহার করতে পারবেন না।

ঘ) তাকে কোন এক বিশেষ ব্যক্তি হতে হবে।

১৭। যোহন ৪ঃ ৪ পদে শমরিয়া দেশের উল্লেখ আছে। এখন, শমরিয়া কোথায়? —এই প্রশ্নটি একটি —

ক) পর্যবেক্ষণের প্রশ্ন।

খ) সম্মন্ধ নির্ণয় করবার প্রশ্ন।

গ) অর্থব্যাখ্যার প্রশ্ন।

ঘ) মূল্যায়নের প্রশ্ন।

১৮। ফিলিপীয় ১ ঃ ১২- ১৪ থেকে নীচের কোন্ অনুমিত অর্থটি পাওয়া যায়?

ক) রাজবাড়ীর সৈন্যদল জানে যে পৌল খ্রীষ্টিয়ান।

খ) এমন কি প্রতিকূল অবস্থাও মণ্ডলীর সাক্ষ্যদানের সহায়ক হতে পারে।

গ) পৌলের ভাইয়েরা আরও সাহসী হয়ে উঠছে।

ঘ) খ্রীষ্টের সেবাকারী বলে পৌলকে জেল খানায় আটক করা হয়েছে।

১৯। লূক ১৫ ঃ ৩-৭ পদের হারাণো মেষের গল্পটি (দৃষ্টান্তটি) কারও কাছে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এইভাবে আরম্ভ করা ভাল —

ক) 'মেষ' বা' 'ভেড়া কথাটি আছে, এই রকম সমস্ত পদ তাদের পড়ে শোনানো।

খ) মেষ এবং মেষ পালক (রাখাল) সম্বন্ধে অন্যান্য দৃষ্টান্ত কাহিনীগুলির কথা বলা।

গ) তাদের বলা যে এর অর্থ নিগূঢ় বা রহস্য পূর্ণ।

ঘ) প্রকৃত মেষ (ভেড়া) এবং মেষ পালক (রাখাল) কেমন তা বর্ণনা করা।

২০। খাদ্য সম্বন্ধে বিশ্বাসীদের লেবীয ১১ ঃ ১- ২৩ পদ নয়, কিন্তু মার্ক ৭ ঃ ১৭- ১৯ পদের শিক্ষা অনুসরণ করা উচিত, কারণ—

ক) লেবীয় ১১ ঃ ১- ২৩ পদ যিহূদীদের উদ্দ্যেশ্যে লেখা হয়েছিল।

খ) পুরাতন নিয়মের কোন বিষয় আজ আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

গ) নূতন নিয়ম হচ্ছে ঈশ্বরের চরম আত্মপ্রকাশ।

ঘ) যীশু পুরাতন নিয়মের আইন- কানুন লোপ করেছেন।

২১। আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, কোন একটা শাস্ত্রাংশে একটা মতবাদগত সত্য আছে, যদি শাস্ত্রাংশটি—

ক) এখন মানুষের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তা প্রকাশ করে।

গ) ঐটির মধ্যে যুক্তি সংগত অর্থ থাকে।

গ) নূতন নিয়মে পাওয়া যায়।

ঘ) ঐটির মধ্যে একটা সরাসরি অদেশ থাকে।

২২। সুসমাচারের দৃষ্টান্তগুলির অর্থব্যাখ্যা করবার সময় মনে রাখা দরকার যে ঐ দৃষ্টান্তগুলি —

ক) খ্রীষ্ট ও তাঁর রাজ্যের বিষয় শিক্ষা দেয়।

খ) কতকগুলি মূল সত্যকে তুলে ধরে।

গ) ঐগুলির মধ্যে অনেক গোপন অর্থ আছে,

ঘ) কাল্পনিক আত্মিক- রূপক।

২৩। লুক ১৫ ঃ ১পদে যীশু বলেন 'আমি আসল আংগুর গাছ,।
এখানে 'আংগুর গাছ' একটি —

ক) নিদর্শন —।
গ) দৃষ্টান্ত।
খ) প্রতীক ।
ঘ) ভাববাণী।

২৪। লুক ১ ঃ ৫২ পদ পড়ুন। মরিয়মের কথায় কি প্রকার সাদৃশ্য প্রকাশ পেয়েছে ?

ক) সমার্থক ।
খ) সংযোগার্থক ।
গ) বিপরীতার্থক ।

১ম খণ্ডের জন্য সর্বশেষ নির্দেশ। এরপর আপনার উত্তর পত্রে যে নির্দেশ আছে তা সম্পন্ন করুন। তার পর উত্তর পত্র আপনার শিক্ষকের কছে পাঠিয়ে দিন এবং ৫ম পাঠ থেকে অধ্যয়ন শুরু করুন।

২য়- খণ্ডের ছাত্র- রিপোর্ট

২নং উত্তর পত্রে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর চিহ্নিত করুন উত্তর গুলি কিভাবে চিহ্নিত করতে হবে উত্তর পত্রে উদাহরণের সাহায্যে তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১ম অংশ— ২য় খণ্ডের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলি

নীচের প্রশ্নগুলির জন্য আপনার উত্তর যদি **'হ্যাঁ'** হয় তাহলে উত্তর পত্রে [ক] এর ঘরটি কালো করে ফেলুন আপনার উত্তর **'না'** হলে [খ] এর ঘরটি কালো করে ফেলুন।

১। আপনি কি দ্বিতীয় খণ্ডের সবগুলি পাঠ ভাল করে পড়েছেন ?

২। আপনি কি পাঠের মধ্যকার সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ?

৩। আপনি কি সবগুলি পরিষ্কার কাজ করেছেন ?

৪। পরীক্ষার যে প্রশ্নগুলির উত্তর ভুল লিখেছিলেন সেগুলির উপর আবার পড়াশুনা করেছেন তো ?

৫। আপনি পরিভাষা থেকে পাঠের কঠিন শব্দগুলির অর্থ জেনে নিয়েছেন তো ?

২য় অংশ— সত্য—মিথ্যা

নীচের উক্তিগুলি সত্য কিম্বা মিথ্যা। উক্তিটি যদি

সত্য হয় তাহলে [ক] এর ঘরটি কালো করে ফেলুন।
মিথ্যা হয় তাহলে [খ] এর ঘরটি কালো করে ফেলুন।

৬। শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যার কাজে প্রধান বিষয় গুলিকে গৌণ বিষয় গুলি থেকে আলাদা করতে হয়।

৭। বর্ণনামূলক অংশগুলিতেই সাধারনতঃ মূলবিষয় বা কেন্দ্র বিন্দু পাওয়া যায়।

৮। বাইবেলের অপেক্ষাকৃত ছোট শব্দগুলির সবই ধরাবাধা শব্দ নয়।

৯। কোন্ কোন্ শব্দগুলি অলংকারিক বা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা লক্ষ্য করবার প্রয়োজন নাই।

১০। কোন কোন মতবাদ সম্পর্কিত শাস্ত্রাংশে প্রগতিশীলতা পাওয়া যায়।

১১। সমগ্র হবককুক বইটিতে লেখার ধরণ একই।

১২। হবককুক বইটিতে একাধিক ধারণাগত প্রগতিশীলতা আছে।

৩য় অংশ--বাছাই প্রশ্ন

নীচের প্রতিটি প্রশ্নের জন্য একটি সঠিক উত্তর আছে। আপনার মনোনীত উত্তরটির জন্য উত্তরপত্রের উপযুক্ত ঘরটি পেন্সিল দিয়ে কালো করে ফেলুন।

১৩। সামগ্রিক পদ্ধতিতে বাইবেলের কোন একটা বই অধ্যয়নের প্রথম ধাপ হল—

ক) আগাগোড়া সম্পূর্ণ বইটি পড়া।

খ) যত্নের সংগে একটা খসড়া তৈরী করা।

গ) লেখার ধরণ লক্ষ্য করা।

ঘ) বিষয় বস্তুর ঘোষণাগুলি বের করা।

১৪। একজন লেখক, যিনি দুটি জিনিষ কোন্ কোন্ দিক দিয়ে এক রকম তা বর্ণনা করেন; তিনি যে সাহিত্য পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন তা হল—

ক) চরম পর্যায়।

খ) মূল বিষয় বা কেন্দ্র বিন্দু।

গ) তুলনা।

ঘ) দীর্ঘকরণ।

১৫।গীতসংহিতা ১ অধ্যায়ে লেখক দুই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন—

ক) প্রাথমিক প্রস্তুতির দ্বারা।

খ) বর্ণনামূলক লেখার দ্বারা।

গ) ভৌগলিক প্রগতিশীলতার দ্বারা।

ঘ) বিপরীতার্থক সাদৃশ্যের দ্বারা।

১৬। চরম পর্যায় এবং মূল বিষয় বা কেন্দ্র বিন্দু - এই উভয় সাহিত্য পদ্ধতিতেই—

ক) শক্তিশালী পুনরুক্তি থাকে।

খ) সর্বোচ্চ বিন্দু বা প্রধান বিন্দু (বা কেন্দ্র) থাকে।

গ) অপ্রধান বিশদ বিবরণ থাকে।

ঘ) বিষয় বস্তুর ঘোষণা থাকে।

১৭। প্রথম যোহন ৫ঃ ১৩ পদে আছে, "আমি তোমাদিগকে এই সকল কথা লিখিলাম, যেন তোমরা জানিতে পার যে তোমরা অনন্ত জীবন পাইয়াছ।" এখানে যে শব্দ (শব্দ গুচ্ছ) টি বিষয়সমূহের মধ্যে যুক্তিযুক্ত সংযোজক হিসাবে দেখায় তা হল —

ক) লিখিলাম।

খ) তোমাদিগকে।

গ) যেন।

ঘ) জানিতে পার।

১৮। কোন বইয়ের কাঠামো তৈরীর জন্য এর লেখককে অবশ্যই

ক) তার বিষয় বস্তু নির্বাচন করতে ও সাজাতে হবে।

খ) অনেক দৃষ্টান্ত কাহিনী এবং নিদর্শন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

গ) আলংকারিক ভাষা বাদ দিতে হবে।

ঘ) সমগ্র বইয়ে একই লেখার ধরণ ব্যবহার করতে হবে।

১৯। হবক্কুক ১ঃ২-৪ পদে সাহিত্যের সুর বা ভাবানুভূতিটি হচ্ছে

ক) উৎসাহ দান। গ) সমর্থন।

খ) উপদেশমূলক বক্তৃতা। ঘ) জিজ্ঞাসা ? (সন্দেহ)

২০। প্রেরিত পৌল তার চিঠি গুলিতে প্রায়ই উপদেশ মূলক বক্তৃতা ব্যবহার করেছেন, কারণ তিনি চেয়েছেন—

ক) মজার গল্প বলতে। গ) গুরুত্বপূর্ণ সত্যগুলি শিক্ষা দিতে।

খ) দুখের অনুভূতি প্রকাশ করতে। ঘ) মজাদার বিশদ বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করতে।

২১। হবক্কুক বইটিতে একটি সাদৃশ্য ভিত্তিক অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে—

ক) ১ঃ ১১ পদে। গ) ২ঃ ৪ পরে।

খ) ২ঃ ১ পদে। ঘ) ৩ঃ ১৮ পদে।

২২। হবককুক বইটিতে সমার্থক সাদৃশ্য পাওয়া যায় —

ক) ২ঃ ৯ পদে। গ) ২ঃ ২০ পদে।

খ) ৩ঃ ১২ পদে। ঘ) ১ঃ ১৬ পদে।

২৩। হবককুক ২ঃ ৫-১৯ পদে বাবিলীয়দের প্রতি কি ঘটবে তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে এই সাহিত্য পদ্ধতির দ্বারা —

ক) প্রগতিশীলতা। গ) পুনরুক্তি।

খ) দৃষ্টান্ত কাহিনী। ঘ) নাটক।

২৪। আমরা আমাদের বর্তমান জীবনে খাটানোর মত একটা সত্য পাই হবককুক —

ক) ২ঃ ৪ পদে গ) ৩ঃ ৭ পদে।

খ) ১ঃ ৬ পদে ঘ) ২ঃ ১৩ পদে।

২য় খণ্ডের জন্য সর্বশেষ নির্দেশ। এর পরে আপনার উত্তর পত্রে যে নির্দেশ আছে তা সম্পন্ন করুন। তারপর উত্তর পত্র শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিন এবং ৮ম পাঠ থেকে অধ্যয়ন আরম্ভ করুন।

৩য় খণ্ডের ছাত্র-রিপোর্ট

৩নং উত্তর পত্রে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর চিহ্নিত করুন। উত্তরগুলি কিভাবে চিহ্নিত করতে হবে উত্তর পত্রে উদাহরণের সাহায্যে তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১ম অংশ- ৩য় খণ্ডের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলি

নীচের প্রশ্নগুলির জন্য আপনার উত্তর যদি **'হ্যা'** হয় তাহলে উত্তর পত্রে [ক] এর ঘরটি কালো করে ফেলুন। আপনার উত্তর যদি **'না'** হয় তাহলে [খ] এর ঘরটি কালো করে ফেলুন ।

১। আপনি কি তৃতীয় খণ্ডের সবগুলি পাঠ ভাল করে পড়েছেন ?

২। আপনি কি পাঠের মধ্যকার সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ?

৩। আপনি কি সবগুলি পরীক্ষার কাজ করেছেন ?

৪। পরীক্ষার যে প্রশ্নগুলির উত্তর ভুল লিখেছেন সেগুলির উপর আবার পড়াশুনা করেছেন তো ?

৫। আপনি পরিভাষা থেকে পাঠের কঠিন শব্দগুলির অর্থ জেনে নিয়েছেন তো ?

২য় অংশ—সত্য—মিথ্যা

নীচের উক্তিগুলি সত্য অথবা মিথ্যা। উক্তিটি যদি

সত্য হয় তাহলে [ক] এর ঘরটি কালো করে ফেলুন
আর যদি **মিথ্যা** হয় তাহলে [খ] এর ঘরটি কালো করে ফেলুন

৬। **চারিত্রিক ব্যাখ্যার** প্রধান উদ্দেশ্য হল একটা যুক্তি তুলে ধরা

৭। জীবনীর অর্থ ব্যাখ্যার জন্য লেখক ঐ জীবনী কেন লিখেছেন তা বুঝা দরকার ।

৮। বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নের একটি উদাহারণ হচ্ছে শৌল রাজার জীবনী।

৯। বাইবেলের কোন একটা বিষয় (প্রসঙ্গ) অধ্যয়নের দুটি সীমা আছে।

১০। ধ্যান মূলক অধ্যয়ন নিয়মিতভাবে (নিয়ম অনুসারে) করা উচিত।

১১। ধ্যান মূলক বাইবেল অধ্যয়নে অর্থব্যাখ্যার ধাপটিতে একটা মুল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়।

১২। ধ্যান মূলক বাইবেল অধ্যয়নে তথ্য- মূলক প্রশ্ন গুলি অপ্রয়োজনীয়।

৩য় অংশ—বাছাই—প্রশ্ন

নীচের প্রতিটি প্রশ্নের জন্য একটি মাত্র উপযুক্ত উত্তর আছে। আপনার মনোনীত উত্তরটির জন্য উত্তর পত্রের উপযুক্ত ঘরটি পেন্সিল দিয়ে কালো করে ফেলুন।

১৩। যে প্রকার জীবনীতে. সেই ব্যক্তির জীবনের চেয়ে বরং তিনি কিভাবে তার জাতিকে প্রভাবিত করেন সেটাই বড় বিষয়. তা হল—

ক) যুক্তি মূলক।
গ) বর্ণনামূলক ব্যাখ্যা।
খ) চারিত্রিক ব্যাখ্যা।
ঘ) সাধারণ বর্ণনা।

১৪। এই ব্যক্তির বিষয় বলবার দ্বারা লেখক কি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন? — এই প্রশ্নটি আপনার ব্যবহার করা উচিত যখন আপনি মনে করেন যে জীবনীটি —

ক) যুক্তিমূলক।
গ) বর্ণনামূলক ব্যাখ্যা
খ) চারিত্রিক ব্যাখা
ঘ) সাধারণ বর্ণনা।

১৫। আমোষের বইটির যে পদগুলিতে প্রধানতঃ জীবনীমূলক যুক্তি আছে সেগুলি হল —

ক) ১ঃ ১—২ পদ।
খ) ৩ঃ ৯—১০ পদ
গ) ৭ঃ ৪—৬ পদ
ঘ) ৭ঃ ১০—১৫ পদ

১৬। মনে করুন আপনি কোন এক ব্যক্তির আত্মিক জীবন এবং তিনি কি ভাবে অন্যদের প্রভাবিত করেছিলেন তা শিক্ষা দেবার জন্য একটা বাইবেল অধ্যয়ন প্রস্তুত করতে চান। আপনি কি প্রকার জীবনী নির্বাচন করবেন?

ক) যুক্তিমূলক।

খ) চারিত্রিক ব্যাখ্যা।

গ) বর্ণনামূলক ব্যাখ্যা।

ঘ) সাধারণ বর্ণনা।

১৭। বাইবেল থেকে প্রকৃতি জগতে সম্বন্ধে বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন ক'রে আমরা ঈশ্বরের বিষয় শিক্ষা লাভ করতে পারি কারণ—

ক বাইবেলে এই রকম অনেক বিষয় (প্রসঙ্গ) আছে।

খ) প্রকৃতি জগত সকলের কাছে অতি পরিচিত।

গ) তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতি জগতের মধ্যে তাঁর ক্ষমতাদেখা যায়।

ঘ) প্রকৃতি জগতই আমাদের কাছে ঈশ্বরের একমাত্র প্রকাশ।

১৮। আপনি যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতে চাইতেন, তাহলে এর সবচেয়ে ভাল উপায় হল--

ক) সমগ্র বই পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করা।

খ) ধ্যানমূলক অধ্যয়ন।

গ) জীবনীমূলক অধ্যয়ন।

ঘ) বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন।

১৯। বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়নের যে ধাপে বিষয় বস্তু সংগঠিত ক'রে সাজিয়ে লেখা হয় সেই ধাপটি হল—

ক) ২ নং ধাপ ঃ বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা।

খ) ৬ নং ধাপ ঃ সম্পূর্ণ খসড়াটির সারমর্ম লেখা।

গ) ১ নং ধাপ ঃ বিষয়টি বাইবেলের কোথায় কোথায় আছে তা লেখা।

ঘ) ৩ নং ধাপ ঃ পূর্বাপর বিষয় অনুসন্ধান করা।

২০। ইফিষীয় ৪, ৫ এবং ৬ অধ্যায়ে 'যে কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন' এর উপর প্রসংগ (বিষয়) ভিত্তিক অধ্যয়নের ৪ নং ধাপ হবে—

ক) 'যে কথায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন' - এ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তার সারমর্ম লেখা।

খ) 'যে কথা মেনে চলা উচিৎ'—এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা উল্লেখ করা।

গ) কয় শ্রেণীর ধারণা আছে তা স্থির করা।

ঘ) মন্ত্রের সঙ্গে এর সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উল্লেখগুলি লক্ষ্য করা।

২১। ধ্যান-মূলক বাইবেল অধ্যয়নের জন্য কোন একটা শাস্ত্রাংশে—

ক) এক বা একাধিক সম্পূর্ণ ভাব (বা চিন্তা) থাকবে।

খ) একটি মাত্র অধ্যায় থাকবে।

গ) কতগুলি বড় বড় অনুচ্ছেদ থাকবে।

ঘ) কয়েকটি উদাহরণ থাকবে।

২২। নীচে দেওয়া রোমীয় ১৬ অধ্যায়ের পদ গুলির মধ্যে কোনটি ধ্যান মূলক বাইবেল অধ্যয়নের জন্য উপযুক্ত ?

ক) ২

খ) ১৬

গ) ১৭

ঘ) ২৭

২৩। ফিলিপীয় ৩ ঃ ১৭—২১ পদে প্রেরিত পৌল তার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে সহিত্য পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তা হল—

ক) প্রস্তুতি।

খ) প্রশ্ন করা।

গ) মূল বিষয় বা কেন্দ্রবিন্দু।

ঘ) পার্থক্য।

২৪। নীচের কোন বাক্যটিতে ফিলিপীয় ২ ঃ ১—১১ পদের অর্থ ব্যাখ্যা আছে ?

ক) ফিলিপীয় ২ ঃ ১—১১ পদের মূল্যবান হচ্ছে ৫ পদ।

খ) আমার যীশুর মত একই মনোভাব থাকা প্রয়োজন।

গ) যীশু সর্বদাই ঈশ্বরের স্বভাব বিশিষ্ট ছিলেন।

ঘ) ৩ পদের শিরোনাম দেওয়া যায় **খ্রীষ্টিয় মনোভাব**।

৩য় খণ্ডের বিষয়ে সর্বশেষ নির্দেশ। উত্তর পত্রের বাদবাকী নির্দেশগুলি সম্পন্ন করুন। তারপর উত্তর পত্রটি আপনার শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিন এর ফলে আপনার এই কোর্সটির অধ্যয়ন শেষ হল। আর একটি কোর্সের জন্য আপনার শিক্ষককে অনুরোধ করুন।

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কার্যক্রম
ছাত্র রিপোর্ট—১ম ভাগ
উত্তর পত্র—১

কোর্সের নাম ....

(পরিষ্কারভাবে লিখুন)

এই বইয়ের প্রথম ভাগ শেষ করার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন ঃ

আপনার নাম ....

আই, সি, আই, ক্রমিক নং (যদি থাকে) ....

আপনার ঠিকানা ....

গ্রাম ....

ডাকঘর..

উপজেলা..............................জিলা..............................

বয়স ....পেশা..............................

আপনি কি বিবাহিত..........আপনার পরিবারে সদস্য কত?..........

....

আপনি কতদূর পড়াশুনা করেছেন? ....

আপনি কি কোন মণ্ডলীর সদস্য?..............................

যদি সদস্য হন, তবে কোন মণ্ডলীর? ....

মণ্ডলীতে আপনার দায়িত্ব কি?..............................

....

কিভাবে কোর্সটি পাঠ করছেন ঃ একাকী? ....

দলগত?..............................আই, সি, আই,-এর অন্য কোন্ কোন্

কোর্স আপনি পাঠ করেছেন?..............................

....

প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ ঃ

কিভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা নীচের উদাহরণগুলিতে দেখানো হয়েছে। দুই ধরণের প্রশ্ন এখানে আছে ঃ **সত্য-মিথ্যা** এবং **বাছাই প্রশ্ন।**

সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উদাহরণ ঃ

নীচের উক্তিটি সত্য অথবা মিথ্যা।

সত্য হলে (ক) গোলকটি কালো করুন।

মিথ্যা হলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

১। বাইবেল আমাদের জন্য ঈশ্বরের বাক্য।

এই উক্তিটি **সত্য**। সুতরাং আপনাকে (ক) গোলকটি কালো করতে হবে, যেমনটি নীচে দেখানো হয়েছে।

১ ● Ⓚ Ⓖ Ⓖ

বাছাই প্রশ্নের উদাহরণ ঃ

নীচের প্রশ্নটির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত একটিমাত্র উত্তর আছে। আপনার বাছাই করা উত্তর হিসাবে নির্দিষ্ট গোলকটি কালো করুন।

২। পুনর্জন্ম মানে—

ক) বয়সে যুবক হওয়া।

খ) যীশুকে ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করা।

গ) নূতন একটি বৎসর শুরু করা।

ঘ) নূতন একটি মণ্ডলীর সদস্য হওয়া।

নির্ভুল উত্তর হচ্ছে (খ) সুতরাং আপনাকে নীচের মত (খ) গোলকটি কালো করতে হবে।

২ (ক) ● (গ) (ঘ)

এখন আপনার ছাত্র রিপোর্টের ১ম ভাগের প্রশ্নগুলি পড়ুন এবং উত্তর পত্রে উদাহরণ দ্বারা যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে আপনার পছন্দ করা উত্তরগুলির জন্য (ক), (খ), (গ) অথবা (ঘ) গোলকটি কালো করুন।

ছাত্র রিপোর্ট—১ম ভাগ উত্তর পত্র—১

সংখ্যানুযায়ী প্রত্যেকটি সঠিক উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট গোলকটি কালো করুন।

১	ক	খ	গ	ঘ	৯	ক	খ	গ	ঘ	১৭	ক	খ	গ	ঘ
২	ক	খ	গ	ঘ	১০	ক	খ	গ	ঘ	১৮	ক	খ	গ	ঘ
৩	ক	খ	গ	ঘ	১১	ক	খ	গ	ঘ	১৯	ক	খ	গ	ঘ
৪	ক	খ	গ	ঘ	১২	ক	খ	গ	ঘ	২০	ক	খ	গ	ঘ
৫	ক	খ	গ	ঘ	১৩	ক	খ	গ	ঘ	২১	ক	খ	গ	ঘ
৬	ক	খ	গ	ঘ	১৪	ক	খ	গ	ঘ	২২	ক	খ	গ	ঘ
৭	ক	খ	গ	ঘ	১৫	ক	খ	গ	ঘ	২৩	ক	খ	গ	ঘ
৮	ক	খ	গ	ঘ	১৬	ক	খ	গ	ঘ	২৪	ক	খ	গ	ঘ

আপনার পছন্দমত উত্তরগুলি নিশ্চয় কালো করেছেন। এখন নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে কোর্সটির আরো উন্নতির জন্য আমাদের সাহায্য করুন। এই কোর্সটি আপনার কেমন লেগেছে তা নীচের সঠিক উত্তরের পাশের অক্ষরটিতে গোল চিহ্ন দিয়ে দেখান।

১। এই পাঠের বিষয়বস্তু

ক) অত্যন্ত আকর্ষণীয়।
খ) আকর্ষণীয়।
গ) সামান্য আকর্ষণীয়।
ঘ) আকর্ষণীয় নয়।
ঙ) বিরক্তিকর।

২। আমি শিখেছি

ক) অনেক কিছু।
খ) সামান্য কিছু।
গ) বেশী কিছু নয়।
ঘ) নূতন কিছুই নয়।

৩। আমি যা শিখেছি তা

ক) অত্যন্ত মূল্যবান।
খ) মূল্যবান।
গ) মূল্যবান নয়।
ঘ) কেবল সময় নষ্ট।

৪। এই পাঠগুলি

ক) অত্যন্ত কঠিন।
খ) কঠিন।
গ) সহজ।
ঘ) অত্যন্ত সহজ।

৫। সর্বোপরি পাঠগুলি

ক) চমৎকার।
খ) ভাল।
গ) মন্দ নয়।
ঘ) ভাল নয়।

৬। এই পাঠটির উপর অন্ততঃপক্ষে একটি মন্তব্য লিখুন।

....

....

....

পাঠটি সম্পর্কে আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে নীচের খালি জায়গায় লিখুন।

....

....

....

ছাত্র রিপোর্টে উত্তর পত্রের সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হউন। উত্তর দেওয়ার কাজ সমাপ্ত হলে তা নীচে আই. সি. আই.-এর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

অফিস ব্যবহারের জন্য

তারিখ.............................. নম্বর..............................

ইন্টারন্যাশনাল করেসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট

ডাক বাক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কার্যক্রম
ছাত্র রিপোর্ট—২য় ভাগ
উত্তর পত্র—২

কোর্সের নাম...

(পরিস্কারভাবে লিখুন)

আশা করি পাঠ্য বইয়ের ২য় ভাগটি আপনার ভাল লেগেছে। নীচের শূন্যস্থানগুলি পুরণ করুন।

আপনার নাম ....

আই, সি, আই, ক্রমিক নং (যদি থাকে) ....

আপনার ঠিকানা ....

গ্রাম.......................................ডাকঘর.................................

উপজেলা..................................... জিলা ....

প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ ঃ

কিভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা নীচের উদাহরণগুলিতে দেখানো হয়েছে। দুই ধরণের প্রশ্ন এখানে আছে ঃ **সত্য-মিথ্যা** এবং **বাছাই প্রশ্ন।**

সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উদাহরণ ঃ

নীচের উক্তিটি সত্য অথবা মিথ্যা।

সত্য হলে (ক) গোলকটি কালো করুন।

মিথ্যা হলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

১। বাইবেল আমাদের জন্য ঈশ্বরের বাক্য।

এই উক্তিটি **সত্য**। সুতরাং আপনাকে (ক) গোলকটি কালো করতে হবে, যেমনটি নীচে দেখানো হয়েছে।

১ ● Ⓚ(খ) (গ) (ঘ)

বাছাই প্রশ্নের উদাহরণ ঃ

নীচের প্রশ্নটির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত একটিমাত্র উত্তর আছে। আপনার বাছাই করা উত্তর হিসাবে নির্দিষ্ট গোলকটি কালো করুন।

২। পুনর্জন্ম মানে—

ক) বয়সে যুবক হওয়া।

খ) যীশুকে ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করা।

গ) নূতন একটি বৎসর শুরু করা।

ঘ) নূতন একটি মণ্ডলীর সদস্য হওয়া।

নির্ভুল উত্তর হচ্ছে (খ) সুতরাং আপনাকে নীচের মত (খ) গোলকটি কালো করতে হবে।

২ (ক) ● (গ) (ঘ)

এখন আপনার ছাত্র রিপোর্টের ২য় ভাগের প্রশ্নগুলি পড়ুন এবং উত্তর পত্রে উদাহরণ দ্বারা যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে আপনার পছন্দ করা উত্তরগুলির জন্য (ক), (খ), (গ) অথবা (ঘ) গোলকটি কালো করুন।

ছাত্র রিপোর্ট—২য় ভাগ উত্তর পত্র—২

সংখ্যানুযায়ী প্রত্যেকটি সঠিক উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট গোলকটি কালো করুন।

১ ক খ গ ঘ	৯ ক খ গ ঘ	১৭ ক খ গ ঘ
২ ক খ গ ঘ	১০ ক খ গ ঘ	১৮ ক খ গ ঘ
৩ ক খ গ ঘ	১১ ক খ গ ঘ	১৯ ক খ গ ঘ
৪ ক খ গ ঘ	১২ ক খ গ ঘ	২০ ক খ গ ঘ
৫ ক খ গ ঘ	১৩ ক খ গ ঘ	২১ ক খ গ ঘ
৬ ক খ গ ঘ	১৪ ক খ গ ঘ	২২ ক খ গ ঘ
৭ ক খ গ ঘ	১৫ ক খ গ ঘ	২৩ ক খ গ ঘ
৮ ক খ গ ঘ	১৬ ক খ গ ঘ	২৪ ক খ গ ঘ

আপনার পছন্দমত উত্তরগুলি নিশ্চয় কালো করেছেন। এখন নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে কোর্সটির আরো উন্নতির জন্য আমাদের সাহায্য করুন। এই কোর্সটি আপনার কেমন লেগেছে তা নীচের সঠিক উত্তরের পাশের অক্ষরটিতে গোল চিহ্ন দিয়ে দেখান।

১। এই পাঠের বিষয়বস্তু

ক) অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

খ) আকর্ষণীয়।

গ) সামান্য আকর্ষণীয়।

ঘ) আকর্ষণীয় নয়।

ঙ) বিরক্তিকর।

২। আমি শিখেছি

ক) অনেক কিছু।

খ) সামান্য কিছু।

গ) বেশী কিছু নয়।

ঘ) নূতন কিছুই নয়।

৩। আমি যা শিখেছি তা

ক) অত্যন্ত মূল্যবান।

খ) মূল্যবান।

গ) মূল্যবান নয়।

ঘ) কেবল সময় নষ্ট।

৪। এই পাঠগুলি

ক) অত্যন্ত কঠিন।

খ) কঠিন।

গ) সহজ।

ঘ) অত্যন্ত সহজ।

৫। সর্বোপরি পাঠগুলি

ক) চমৎকার।

খ) ভাল।

গ) মন্দ নয়।

ঘ) ভাল নয়।

৬। এই পাঠটির উপর অন্ততঃপক্ষে একটি মন্তব্য লিখুন।

....

....

....

পাঠটির দ্বারা আপনি কতটুকুন উপকৃত হয়েছেন? ....

....

....

....

ছাত্র রিপোর্টে উত্তর পত্রের সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হউন। উত্তর দেওয়ার কাজ সমাপ্ত হলে তা নীচে আই, সি, আই,-এর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

অফিস ব্যবহারের জন্য

তারিখ.............................. নম্বর..............................

ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট

ডাক বাক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কার্যক্রম
ছাত্র রিপোর্ট—৩য় ভাগ
উত্তর পত্র—৩

কোর্সের নাম ....

(পরিষ্কারভাবে লিখুন)

পাঠ্য বইয়ের সমস্ত অধ্যায়গুলি আশা করি আপনি সমাপ্ত করেছেন।

নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

আপনার নাম ....

আই, সি, আই, ক্রমিক নং (যদি থাকে) ....

আপনার ঠিকানা ....

গ্রাম .... ডাকঘর ....

উপজেলা .... জিলা ....

অনুসন্ধান

আই, সি, আই, অফিস অন্যান্য কোর্স এবং সেগুলির মূল্য সম্পর্কে আপনাকে জানাতে আগ্রহী। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য নীচের খালি জায়গায় লিখুন।

....

....

....

প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ ঃ

কিভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা নীচের উদাহরণগুলিতে দেখানো হয়েছে। দুই ধরণের প্রশ্ন এখানে আছে ঃ **সত্য-মিথ্যা** এবং **বাছাই প্রশ্ন**।

সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উদাহরণ ঃ

নীচের উক্তিটি সত্য অথবা মিথ্যা।

সত্য হলে (ক) গোলকটি কালো করুন।

মিথ্যা হলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

১। বাইবেল আমাদের জন্য ঈশ্বরের বাক্য।

এই উক্তিটি **সত্য**। সুতরাং আপনাকে (ক) গোলকটি কালো করতে হবে, যেমনটি নীচে দেখানো হয়েছে।

১ ● Ⓚ ⓖ ⓖ

বাছাই প্রশ্নের উদাহরণ ঃ

নীচের প্রশ্নটির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত একটিমাত্র উত্তর আছে। আপনার বাছাই করা উত্তর হিসাবে নির্দিষ্ট গোলকটি কালো করুন।

২। পুনর্জন্ম মানে—

ক) বয়সে যুবক হওয়া।

খ) যীশুকে ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করা।

গ) নূতন একটি বৎসর শুরু করা।

ঘ) নূতন একটি মণ্ডলীর সদস্য হওয়া।

নির্ভুল উত্তর হচ্ছে (খ) সুতরাং আপনাকে নীচের মত (খ) গোলকটি কালো করতে হবে।

২ (ক) ● (গ) (ঘ)

এখন আপনার ছাত্র রিপোর্টের ৩য় ভাগের প্রশ্নগুলি পড়ুন এবং উত্তর পত্রে উদাহরণ দ্বারা যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে আপনার পছন্দ করা উত্তরগুলির জন্য (ক), (খ), (গ) অথবা (ঘ) গোলকটি কালো করুন।

ছাত্র রিপোর্ট—৩য় ভাগ   উত্তর পত্র—৩

সংখ্যানুযায়ী প্রত্যেকটি সঠিক উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট গোলকটি কালো করুন।

১ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	৯ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৭ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
২ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১০ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৮ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
৩ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১১ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৯ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
৪ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১২ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	২০ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
৫ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৩ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	২১ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
৬ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৪ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	২২ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
৭ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৫ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	২৩ (ক) (খ) (গ) (ঘ)
৮ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	১৬ (ক) (খ) (গ) (ঘ)	২৪ (ক) (খ) (গ) (ঘ)

আপনার পছন্দমত উত্তরগুলি নিশ্চয় কালো করেছেন। এখন নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে কোর্সটির আরো উন্নতির জন্য আমাদের সাহায্য করুন। এই কোর্সটি আপনার কেমন লেগেছে তা নীচের সঠিক উত্তরের পাশের অক্ষরটিতে গোল চিহ্ন দিয়ে দেখান।

১। এই পাঠের বিষয়বস্তু

ক) অত্যন্ত আকর্ষণীয়।
খ) আকর্ষণীয়।
গ) সামান্য আকর্ষণীয়।
ঘ) আকর্ষণীয় নয়।
ঙ) বিরক্তিকর।

২। আমি শিখেছি

ক) অনেক কিছু।
খ) সামান্য কিছু।
গ) বেশী কিছু নয়।
ঘ) নূতন কিছুই নয়।

৩। আমি যা শিখেছি তা

ক) অত্যন্ত মূল্যবান।
খ) মূল্যবান।
গ) মূল্যবান নয়।
ঘ) কেবল সময় নষ্ট।

৪। এই পাঠগুলি

ক) অত্যন্ত কঠিন।
খ) কঠিন।
গ) সহজ।
ঘ) অত্যন্ত সহজ।

৫। সর্বোপরি পাঠগুলি

ক) চমৎকার।
খ) ভাল।
গ) মন্দ নয়।
ঘ) ভাল নয়।

৬। আপনি কি এই ধরনের আর একটি কোর্স চান? ....

ক) অবশ্যই চাই।

খ) সম্ভবতঃ চাই।

গ) সম্ভবতঃ না।

ঘ) নিশ্চয়ই না।

৭। এই পাঠটির উপর অন্ততঃপক্ষে একটি মন্তব্য লিখুন। ....

....

....

অভিনন্দন

খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা কার্যক্রমের এই কোর্সটি আপনি শেষ করেছেন। ছাত্র হিসাবে আমাদের মধ্যে আপনাকে পেয়ে আমরা আনন্দিত এবং আশা করি আই, সি, আই,-এর আরো কোর্স পড়তে আপনি আগ্রহী। ছাত্র রিপোর্টের উত্তর পত্রটি নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন তাহলে আমরা সেটি পরীক্ষা করে নম্বর সহ আপনাকে সুন্দর একটি সার্টিফিকেট বা সীল পাঠিয়ে দেব।

সার্টিফিকেটে আপনার নাম যেভাবে লেখা দেখতে চান সেইভাবে নীচের খালি জায়গায় তা লিখুন।

নাম ....

অফিস ব্যবহারের জন্য

তারিখ .... নম্বর ....

ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট

ডাক বাক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

৩

২

এই বইটি আপনাকে সাহায্য করবে

- বাইবেল অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখতে।
- বাইবেল অধ্যয়নের পদ্ধতিগুলি শিখতে।
- বাইবেল অধ্যয়নের পদ্ধতিগুলি জীবনে খাটাতে।
- বাইবেল সম্পর্কে আপনার জ্ঞান দিয়ে অন্যদের সাহায্য করতে।

"বাইবেল পড়ে বুঝুন" আই.সি.আই-র খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা পাঠ্যক্রমের একটি অংশ

এ ধরনের অন্য কতগুলি বই ঃ

আত্মিক দানগুলি
খ্রীষ্টিয় জীবনে পূর্ণতা
প্রার্থনা ও উপাসনা

এই বইগুলি বা এ ধরনের অন্যান্য বইগুলির জন্য ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনষ্টিটিউট বা তার প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করুন।

S2321BN9